CCH-HC-19-LB-/4-0-17153

...ক্ত এই;—কারণের গুণে কার্য্যের গুণ গঠিত হয়...
যদি স্বর্গের কারণ হয় তবে পশুহত্যা যখন যন্ত্রণা...
স্বর্গও তখন যন্ত্রণার কারণ হইবে। কারণে দুঃখ থাকি...
...ে দুঃখ থাকিবে।

...বাহুল্য যুক্তিটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নহে। দুঃখ হইতে সু...
...যে দেখা যায় না এমন নহে। আমরা ঈশ্বরোপাসা...
...ার পক্ষপাতী নহি—সে ভিন্নকারণে। এস্থলে কথা...
...র্ণা এইজন্য করা হইল যে, প্রাচীন সাংখ্যেরা যুক্তি...
রক্ষার জন্য বেদোক্ত আচারকেও দূষণীয় বলিতে কু...
...াই।

## ১৪। আত্মা ও দীপশিখা।

...স্তিকমতে "আত্মা" নামে স্থির বা নিত্যপদার্থ ন...
...র মতে;—

"স্থিরকার্য্যাসিদ্ধেঃ ক্ষণিকত্বম্" ॥ ১ । ১ । ৩৫

...ল কার্য্যই অস্থির বা অনিত্য—আত্মা একপ্রকার কার্য্য...
...দীপশিখা;—অতএব আত্মাও ক্ষণিক। উদাহরণটি...
...দের বড় প্রিয়। যেমন তৈল ও বর্ত্তিকাতে অন্য...
...যোগে একটি নূতন দীপশিখার আবির্ভাব হয় ...
...াণিতে অন্য আত্মার যোগে নূতন আত্মার আবি...
দীপশিখাকে তোমরা মনে কর উহা স্থির; বাস্তবিক...
উহা ক্ষণে ক্ষণে নবীকৃত হইতেছে। প্রত্যেক ...
নূতন হইতেছে; উহা ক্ষণিক; কেবল স্থির ...
হয় মাত্র। দীপশিখার ধারাবাহিকতাবশতঃ ...
...নে হয়—তেমনি কেবল জ্ঞানপ্রবাহের ধারা...

09,953

# বৈজ্ঞানিক সংবাদ।

সব্যসাচী। ডাইনে বাঁয়ে ভেদজ্ঞান বোধ করি জীবের মধ্যে একমাত্র মানুষেরই আছে। জ্ঞান যে, মনুষ্যের চিরকাল ছিল তাহা নহে। পূর্ব্বে, মানবজাতির আদিম অবস্থায় দুই হাতের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না বলিয়া অনুমান করা যায়।

---

পরমায়ু আর অধিক কাল ছিল না। ঠিক কোন সময়ে এই নগর ধ্বংস প্রাপ্ত হয় তাহা জানিবার কোন সম্ভাবনা নাই। শাক্যবংশের উচ্ছেদ-বিবরণ প্রসঙ্গ পরে লিখিব। কিন্তু শাক্য-নগর ঠিক তাহাদিগের সঙ্গে লোপ পাইয়াছিল কি না সে বিষয় মীমাংসা করিবার আপাততঃ কোন উপায় নাই। যখন খৃঃ অব্দের পঞ্চম শতাব্দীতে ফাহিয়ান নামক চীন পর্য্যটক ভারতে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন তিনি কপিলবস্তুকে ভগ্নাবস্থায় দেখিয়া যান। সপ্তম শতাব্দীতে আর একজন চীন পর্য্যটক (হাইউন সাং) উক্ত নগরের একটি বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার লেখার একাংশ আমরা অনুবাদ করিতেছি। তিনি বলেন—"কপিলবস্তু রাজ্যের বিস্তৃতি প্রায় ৩০০ ক্রোশ। ইহার অন্তর্গত দশটি নগর পরিত্যক্ত অবস্থায় রহিয়াছে। তাহাদিগকে দেখিলে মনে ভয় হয়। [illegible] রাজধানীর ভগ্নাবশেষমাত্র আছে। ইহার কত পরিধি ছিল তাহা এখন ঠিক মতে স্থির করা যায় না। রাজভবন রাজধানীর ভিতর; ইহার পরিধি [illegible] ক্রোশের অধিক ছিল। গৃহের পত্তন এখনও উচ্চ ও জমাট দেখা যায়। অনেক শত বৎসর পূর্ব্বে ইহাকে লোকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। গ্রামগুলিতে এখনও কথঞ্চিৎ পরিমাণে বসতি আছে। তাহাদিগের কেহ রাজা নাই। প্রতিগ্রামে এক একজন অধিকারী আছে। এখানকার ভূমি যথেষ্ট উর্ব্বরা, ফসল ঠিক সময়ে হয়। লোকেরা ভদ্র এবং সভ্য। পূর্ব্বে এখানে অন্যূন সহস্র বিহার ছিল। তাহাদিগের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। রাজভবনের পার্শ্বে এখনও একটি বিহার আছে। তাহার মধ্যে ৩০ জন পুরোহিত অবস্থিতি করিতেছে।" হাইউন সাং যে উৎকৃষ্ট বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে আমরা অনেকগুলি নূতন কথা পাই। সিদ্ধার্থ যখন যেস্থানে যে লীলা করিয়াছিলেন তাহার স্মরণার্থে সেই স্থানে একটি স্তূপ কিম্বা বিহার নির্ম্মিত হইয়াছিল। একটি বিহারে শুদ্ধোদন রাজার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। যেখানে মায়াদেবীর শয়নমন্দির ছিল সেইখানে আর একটি বিহার উত্থিত হয়। তাহাতে মায়াদেবীর প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যাইত। যেখানে বোধিসত্ত্ব মাতার গর্ভে প্রবেশ করেন [illegible]

[illegible] পূর্ণ [illegible] কাছে [illegible]
[illegible]

[illegible] এই [illegible] নিয়ত [illegible]
[illegible] তাঁহাদের বুদ্ধি ব্যাপৃত হইয়াছে। [illegible]
[illegible] বলা —

[illegible]

[illegible] আমরা [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] তাঁহা [illegible]

[illegible]

[illegible] পায় না। [illegible]
[illegible]
[illegible] কোন কারণ [illegible]
[illegible] স্বীকার করিয়া [illegible]

[illegible] এই [illegible]
[illegible]
[illegible] —

[illegible] —

[illegible] —[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

হঠাৎ এরূপ একটা ত
প্রকাশ করিতে পারেন. এ
হইবেন যদি বলা যায় ে
হাতে সমানভাবে চিত্র
করিয়াছেন।

লক্ষখানেক বৎসর
করিয়া ফেলাটা কিছু দু
আমরা কৈফিয়ৎ দিতে

সকলেই জানেন যে,
ন্যূনাধিক ৮০০০০ বৎস
সুতরাং যদি লোকালয়
মাটি খুঁড়িয়া একটি চি
হইলে চিত্রকর যে সেই
যায়।

তবে কোন্ হাতে
আবশ্যক। পাঠক যদি
চেষ্টা করেন এবং যদি
স্বাভাবিক গতিকে চাপা
বেন যে, তিনি স্বভাবতই
এবং যদি বাম হাত দিয়া

---

করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তি
শরনিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই
করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত নগরে
বিহার ছিল। এই সকল ভাব
মৃত্যু এবং সন্ন্যাসের চারি মূর্তি

॥ "পূর্ব্বাপায়ে উত্তরাযোগাৎ" ॥ ১।১।৩৯

...ালবর্ত্তী কারণ ধ্বংস হইলে উত্তরকালবর্ত্তী কার্য...
অপিচ কারণস্বরূপ উপাদান ও কার্য্যস্বরূপ উপ...
এইরূপ সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক যে, যখন উপাদে...
উপাদানও আছে,—যখন উপাদান নাই তখন উপা...
সুতরাং

॥ "তদযোগাৎ উভয়ব্যভিচারাদপি ন" ॥—১।১।৪০

...ক্ষণিকত্ব অঙ্গীকার করিলে কারণের সদ্ভাবে কার্য্যে...
...া—উভয়ের মধ্যে বিরুদ্ধকালবর্ত্তিত্বরূপ ব্যভিচা...

...কারণ কেবল কার্য্যের প্রাক্ক্ষণে বর্ত্তমান থাকিয়া...
...য,—নিয়ত প্রাক্ক্ষণবর্ত্তিত্বই কারণত্ব—উত্তর—

॥ "পূর্ব্বভাবমাত্রে ন নিয়মঃ" ॥ ১।১।৪১

...নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তিত্ব অঙ্গীকার করিলে উপাদান ...
...া প্রভেদের কোন নিয়ম থাকে না। আর তর্কস্থলে...
...হইতে পারে—অভাবই সকল কার্য্যের কারণ—কেন...
...কার্য্যেরই আবির্ভাবের পূর্ব্বে তাহার অভাব দেখা যায়...
...র্ব্ববর্ত্তী হইলেই কারণ হইল তবে অভাব ত সর্ব...
...র্ব্ববর্ত্তী।—

—না হয় আত্মাকে কার্য্যই না বলিলাম—কার্য্যকা...
...ড়িয়া দেওয়া যাক্, কিন্তু আমরা "বিজ্ঞানবাদ" অর্থা...
...াক্ত অন্য কোনও বস্তুর সত্তা অঙ্গীকার করি...
বিজ্ঞানপ্রবাহমাত্র;—তাহার উত্তর এই যে,

॥ "ন বিজ্ঞানমাত্রং বাহ্যপ্রতীতেঃ" ॥ ১।১।৪২

...ভিন্ন আর কিছুই নাই ...

...ক আসিয়া পড়িবে। হাতের গঠনের দরুণই এরূপ ...টাই সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে।

আমরা যে কালের কথা বলিতেছিলাম, সেকালের প্রস্তর ... প্রভৃতির উপর অঙ্কিত অনেকগুলি চিত্র যদি সংগ্রহ ..., তবে দেখা যাইবে যে, কতকগুলি দক্ষিণদিকে আঁকা— ... বামদিকে আঁকা; কোন দিকের বিশেষ প্রাধান্য নাই। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, ছবি-আঁকা প্রভৃতি সূক্ষ্মকার্য্য- ... নিমিত্ত কোন বিশেষ হস্ত নিযুক্ত ছিল না।

...যদি নাই ছিল তাহা হইলে পরে কিরূপে জন্মাইল? ... অনুসন্ধান করিতে গেলে সেকালের সমাজের রীতি- ...তি দৃষ্টিক্ষেপ করা আবশ্যক হইবে। দেখিতে পাওয়া ..., সেকালের আচারব্যবহার কিছু রূঢ় রকমের ছিল। ...বসন্ত-আগমনে যখন যুবকের হৃদয়ে প্রেমানল জ্বলিয়া ... সে নিষ্ফল হাহুতাশে তাহা ব্যয় করিত না—সে ঝোপের ...ইয়া থাকিত এবং যখন তাহার হৃদয়েশ্বরী সেই স্থান ..., তখন যুবক তাহাকে লাঠির বাড়ি পাড়িয়া ফেলিয়া ... তাহার গুহায় হিঁচড়াইয়া লইয়া যাইত। যদি দুর্ভাগ্য- ...ন একটি সুন্দরীর রূপ দুইটি যুবাকে মুগ্ধ করিত ... তাহারা উন্মত্ত পশুর ন্যায় স্ব স্ব অধিকার স্থির করি- ... লড়িত এবং যে জয়লাভ করিত সে তাহার যুদ্ধ- ...কে লইয়া পরম তৃপ্তির সহিত তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে ...য়া বিবাহ-উৎসব সম্পন্ন করিত।

...লর বিবাহ-প্রথা এইরূপ সেকালে যে, কথায় কথায় ...লাঠালাঠি চলিত তাহা সহজেই বিশ্বাস হয়। যুদ্ধের

[illegible] —অর্থাৎ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] —

[illegible] ১০

— [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] হয়, [illegible] [illegible]
[illegible]

[illegible] —

— [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] —

[illegible] —

— [illegible] [illegible] বা [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

[illegible]

— [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

— [illegible] [illegible] — [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible]

রক্ষা-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। এবং বামদিকস্থিত হৃৎপিণ্ড প্রধান রক্ষণীয় যন্ত্র হওয়াতে যাহারা বাম হাত রক্ষা-কার্য্যে নিযুক্ত রাখিত তাহারাই অধিকাংশ সময়ে সফল হইত এবং টি঳কিয়া গিয়া তাহারাই বংশবৃদ্ধির কার্য্য করিত। এইরূপে ক্রমে বাম হাতই বিশেষরূপে আত্মরক্ষার কার্য্যে এবং দক্ষিণ হাত বিশেষ করিয়া আক্রমণ-কার্য্যে ব্যবহার হইতে লাগিল। কিন্তু শরীরের একটি নিয়ম আছে যে, কোন অঙ্গকে নিয়মিতরূপে বেশী করিয়া খাটাইলে তাহার বৃদ্ধি ও উন্নতি হয়। এই নিয়মানুসারে দক্ষিণ হস্ত ক্রমে বাম অপেক্ষা সবল ও কার্য্যনিপুণ হইয়া উঠিল।

এই পার্থক্য একবার অল্প পরিমাণে দাঁড়াইয়া যাইতেই সকলে স্বভাবতই অধিকাংশ কার্য্য সুদক্ষ এবং নিপুণতর হস্ত দ্বারাই সম্পন্ন করিত; সুতরাং এই পার্থক্য ক্রমে দৃঢ় ও স্থায়ী হইল।

এই সামান্য আরম্ভ হইতে এখন দক্ষিণ বাম হস্তের পৃথক কর্ত্তব্য নানাদেশে নানা জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, এইরূপ না হইয়া দুই হাতের দ্বারা সমান ভাবে কার্য্য পাইলেই বুঝি সুবিধা হইত; কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে গেলে ইহাতে ভালই হইয়াছে। প্রত্যেক লোকে যদি নিজ নিজ ছুতারের কার্য্য করিত তাহা হইলে না তাহার অন্য কার্য্য করিবার ভালরূপ অবসর থাকিত, না ছুতারের কার্য্যের কোন উন্নতি হইত—ভিন্ন লোকের দ্বারা ভিন্ন কার্য্য হইলে কারিগরির খুব উন্নতি হয়। দুই হাত সমানভাবে কার্য্য করিলে সকল কার্য্যই মাঝারি রকম করিতে পারিত, এখন পৃথক কার্য্য করে বলিয়াই এত উত্তম রকমে করিতে পারে।

রসবোধ। আমরা কথায় বলি "ছয় রস" এবং তাহাতে

...যে মধ্যে কেহ কেহ পুষ্পবর্ষণ করিতে
...বাঁ মুখধারণ করিয়া চলিতে লাগিল, কে
...আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল এবং চারিদি
...ত হইল। কিন্তু বিধির নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন
...নন্দের ভিতরে, এত জনরবের মধ্যে হঠ
...দ্ধার্থের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। একজন
...ক্ত অন্ধ বৃদ্ধ যষ্টিধারণ করিয়া রাজকুমারের
...লিতে লাগিল—"ভিক্ষা দাও ভিক্ষা দা
...াহাকে তাড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিল। কি
...অনেক ক্ষণ তাহাকে দেখিতে দেখি
...বা তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"ছন্দক,
...নুষ? মানুষের চক্ষু কর্ণ ইহার সবই আছে
...ছ। অথচ মানুষ ত সচরাচর এরূপ হয়
..."মহারাজ, এটি বৃদ্ধ। সত্তর আশী বৎসর
...গেরই মত ছিল। কিন্তু এখন ইহা বা
...অকর্ম্মণ্য হইয়াছে।" সিদ্ধার্থ বলিলেন
...কি কেবল ইহারই হইয়াছে, না সকলের
..."মহারাজ, ইহা সকলেরই অদৃষ্টে আ
...যদি অনেকদিন জীবিত থাকি আমারও
...ারও এই দশা হইবে? জালিনী, হস্তা,
...ান সকলেরও এই বার্দ্ধক্য আসিবে
...রই এই অবস্থা আসিবে।" ছন্দকের
হতবুদ্ধি হইয়া ক্ষণকাল পরে বলিলেন
...যা দও। গৃহাভিমুখে চল। যাহা দেখি...

...টি অনুভূতি একই জাতীয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক হিসাবে ... গেলে এ কথাটি ঠিক নহে। সব কয়টির জিহ্বার সহিত ... সম্বন্ধ আছে বটে, কিন্তু বেশী গরম জিনিষ খাইলে ... বেদনা উপস্থিত হয় বলিয়া আমরা উত্তাপকে রসের ... মধ্যে ধর্ত্তব্য করি না। তাহার কারণ কি? সংক্ষেপে বলিতে গেলে ... ই যে, শরীরের সমস্ত ত্বকেই উত্তাপ অনুভূত হইতে পারে, ... উপর উহার বিশেষ কোন প্রভাব নাই।

... যুক্তি অনুসারে যদি বিচার করিতে হয় তাহা হইলে দেখা ... য, কেবল মধু ও তিক্ত এই দুইটি রস প্রকৃতপক্ষে রস ... অধিকারী। বাকী রসগুলি ক্ষার উত্তাপ প্রভৃতির দলে ... পারে; কারণ, সমস্ত ত্বকেই তাহারা কার্য্য করিতে পারে।

... হ্বাতে তিন জাতীয় স্নায়ুর সমাবেশ দেখা যায়। ত্বকের ... রূপ স্নায়ু, জিহ্বার ডগায়ও সেইরূপ। জিহ্বার মধ্যবর্ত্তী ... তে বিশেষরূপে রসাস্বাদনের ক্ষমতা আছে। জিহ্বার ... গলার নিকটে যে স্নায়ুগুলি আছে তাহারা পরিপাকোপ-... পদার্থসকল বাছিয়া লইবার কার্য্যে নিযুক্ত।

... ঝাল লোণতা প্রভৃতি জিহ্বার ডগার দ্বারা অনুভূত হয়। ... মধ্যস্থানে একটী লঙ্কা রাখিলে তাহার কটুত্ব বোধ হইবে না। ... ক্ লোণতা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে।* এখানে কথা ... পারে যে, তাহা হইলে যে লেবু টক্ লাগিতেছে বা যে

---

* ...বিষয়ে পরীক্ষাকালে জিহ্বা আর্দ্র থাকিলে চলিবে না; তাহা হইলে ... পরীক্ষার্থে জিহ্বার মধ্যস্থানে রাখা যাইবে তাহার রস লালার সহিত ... হইয়া সমস্ত জিহ্বাময় ছড়াইয়া পড়িবে। যিনি এ বিষয়ে পরীক্ষা ... লেন তিনি বাতাস দিয়া জিহ্বা একেবারে শুকাইয়া ফেলিয়া তবে কৃত

সিদ্ধার্থ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া ঘোর মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। যশোধরা তাঁহাকে এতদবস্থায় দেখিয়া অ... করিতে না পারিয়া বলিলেন—"তুমি কেন এরূপ মৌন... করিয়া আছ? আমাকে দেখিতে কি ভাল লাগিতেছে... সিদ্ধার্থ বলিলেন—"যশোধরা, তোমাকে দেখিলে আমা... প্রেমানন্দে বিগলিত হয়। কিন্তু আজ সে আনন্দ দুঃখে... হইয়াছে। নগরে গিয়া শিখিয়া আসিলাম যে, তোমার... ও আমার এই যৌবন উভয়ের কোনটাই থাকিবে না... বার্দ্ধক্য আসিয়া আমাদিগের দুইজনকেই গ্রাস করিবে..." সিদ্ধার্থের সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না।

আর একদিন সিদ্ধার্থ বাগানে বাইতে যাইতে নগরের... এক ধারে উৎকটরোগাক্রান্ত একজন মানুষকে দেখি... লেন। সে রাস্তার একপার্শ্বে পড়িয়া ছিল। তাহা... ব্যাধিজর্জ্জরিত। নিরন্তর উঠিতে চেষ্টা করিতেছে, ... তেছে না! সিদ্ধার্থ দয়ার্দ্র হইয়া তাহার নিকট গিয়া... উঠাইয়া দিলেন। তৎপরে ছন্দককে জিজ্ঞাসা ... "ছন্দক, ইহার কি হইয়াছে? ইহা এরূপ করিতেছে..." ছন্দক বলিল—"মহারাজ, ইহাকে স্পর্শ করিবেন না... উৎকট পীড়া হইয়াছে।" সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন, "... কি সকল লোকেরই হয়?" ছন্দক বলিল—"হাঁ, ম..." সিদ্ধার্থ বলিলেন—"তবে কোন লোকই নিশ্চিন্ত হইয়া ... ধারণ করে না। ছন্দক, আজ যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে... ফিরাইয়া লও।"

এখনও সিদ্ধার্থের শিক্ষার শেষ হয় নাই। আর...

লঙ্কা ঝাল লাগিতেছে তাহা হাতে লাগিলে কিছু টের পাওয়া যায় না কেন? ইহার কারণ এই যে, হাতের তেলোর চর্ম্ম বিশেষরূপে শক্ত ও অপেক্ষাকৃত অসাড়। শুধু হাতের নহে চোখের ভিতরকার ত্বক ছাড়া শরীরের আর সকল স্থানের ত্বক জিহ্বার ডগার ত্বক অপেক্ষা কঠিন ও অসাড়—সেইজন্য টক্ ঝাল প্রভৃতি পদার্থ যে পরিমাণে জিহ্বা স্পর্শ করিলে অথবা চোখের মধ্যে প্রবেশ করিলে অনুভূত হয় তাহা অপেক্ষা অনেকটা তীব্র না হইলে, শরীরের অন্য স্থানে বড় বোধগম্য হয় না। লেবু লঙ্কায় হাতে কিছু করিতে পারে না বটে, কিন্তু কড়া এসিড্ বা রাই হাতে লাগিলে বিলক্ষণ টের পাওয়া যায়।

যে পদার্থসকলের মাংসপেশী টানিয়া ধরিবার ক্ষমতা আছে, সেইগুলিকে আমরা কষা বলি। কষা জিনিষও শরীরের সকল স্থানের মাংসপেশী টানিয়া ধরিতে পারে।

মধু এবং তিক্তরসের কথা স্বতন্ত্র। ইহারা বাস্তবিকই রস; কেবলমাত্র জিহ্বার বিশেষ স্নায়ুর দ্বারা অনুভূত হয় এবং শরীরের অন্য কোন স্থানে কোনরূপ বিশেষ বোধ উৎপন্ন করে না।

জিহ্বার ডগার স্নায়ুগুলি রুচি বা অরুচি বোধ জন্মাইয়া দেয়। এই স্থানে দুধ ঘি ভাল কি মন্দ, মাছ মাংস টাট্কা কি পচা তাহা ধরা পড়ে এবং সেই অনুসারে গিলিয়া কিম্বা তুলিয়া ফেলিবার প্রবৃত্তি জন্মায়।

আদিম মানুষের অবস্থা স্মরণ করিলে জিহ্বার এইরূপ বিভাগের সার্থকতা বুঝা যায়। সেকালে এত ভিন্নরকম উদ্ভিদের মধ্যে কোন্‌টি সুখাদ্য কোন্‌টি অখাদ্য, কোন্‌টি পুষ্টিকর কোন্‌টি বা বিষাক্ত তাহা পূর্ব্ব হইতে আদিম মানবের নির্ণয় করিবার কোন উপায় ছিল না। সেই জিনিস ...

...হার দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি দেখি... যে, ...
...নারী রোদন করিতে করিতে রাস্তা ...
... মধ্যে একজন মৃৎপাত্রে অগ্নি ...
এবং ... চারিজন লোক স্কন্ধোপরি ...
...। কুটুম্বেরা উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ কর...
... মূর্ত্তি দেখিয়া সিদ্ধার্থের মনে যুগপৎ ...
... জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহা কি?" ...
... ইহা একটি মৃতলোকের দেহ। ইহা ...
...। এখন জীবনযাত্রা শেষ করিয়া ...
...।" সিদ্ধার্থ বলিলেন—"কি? ইহা মানু...
... নাই? সকল লোকের কি এইরূপ ...
... হইয়াছে?" ছন্দক বলিল—"মহারাজ, ...
... মৃত্যু আছে।" সিদ্ধার্থ বলিলেন—"অ...
...মৃত্যুর গ্রাসে পড়িব?" ছন্দক বলিল—...
... হৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি গৃহে প্র...
...চিন্তায় মগ্ন হইয়া রহিলেন।

...দন এইসকল সংবাদ পাইয়া অতিশয় ...
... রক্ষা করিবার জন্য দ্বিগুণ চেষ্টা করি...
... চতুর্দ্দিকে প্রহরীসংখ্যা বর্দ্ধিত ...
... সহিত তিনি কতদিন এইরূপ ...
... দিনে সিদ্ধার্থ নগরের অবশিষ্ট দ্বারে ...
...দেখিতে পাইলেন। সন্ন্যাসীর কলেবর ভস্মাবৃত ...
... গম্ভীর; হস্তে কমণ্ডলু; পরিধানে ...
... বোধ হয় তাহার ভয় নাই চিন্তা নাই ...

[illegible] উপস্থিত না থাকিলে বেচারার অগত্যা অজানা খাদ্য মুখে [illegible] পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইত। এখন, ইহা কেহই অস্বীকার করিবে না যে, তিড়বিড় করিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া মরা সর্ব্বা- [illegible] ভয়ানক মৃত্যু; সেইজন্য টক্ ঝাল প্রভৃতি পদার্থসকল [illegible] ডগায় ঠেকিতে না ঠেকিতেই ত্যক্ত হইত।

[illegible] প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যে খাদ্যগুলি জিহ্বার মধ্য- [illegible] পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিত সেগুলি মিষ্ট কি তিক্ত ইহা দেখা হইত। ইহা একটি সাধারণ নিয়ম বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে, যে [illegible] পদার্থসকল স্বাভাবিক অবস্থায় তিক্ত সেগুলি বিষাক্ত বা অপকারী এবং যেগুলি মিষ্ট সেগুলি সারবিশিষ্ট ও উপকারী। [illegible] তিক্ত স্বাভাবিক অবস্থায় মনুষ্যের বরই অপ্রিয় এবং [illegible] দেয়।

[illegible] টক্ ঝাল তিক্ত এখন পরম তৃপ্তির সহিত খাওয়া হয় [illegible] প্রথমাবস্থায় মনুষ্য অন্যান্য জীবের ন্যায় কিছু বেশী [illegible] প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে ছিল। ক্রমে নিজ বুদ্ধিবলে [illegible] এমন অনেক জিনিষ আবিষ্কার করিল যাহা তিক্ত অথচ [illegible], যাহা মিষ্ট অথচ অপকারী, এবং সেই সঙ্গে বুঝিয়া লইল [illegible] ঝাল লোণতা প্রভৃতি কি পরিমাণে আহার্য্যের সহিত [illegible] পরিপাকের সাহায্য এবং জলবায়ুর দোষ খণ্ডন করে। [illegible] অবশ্য প্রকৃতির শাসন এখন পর্য্যন্ত আমরা সম্পূর্ণরূপ [illegible] করিতে পারি নাই। এখনো অধিক পরিমাণে তিক্ত [illegible] ভাল লাগে না এবং মিষ্টই এখনো সর্ব্বলোকপ্রিয়। [illegible] প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া অতিরিক্ত পরিমাণে ঝাল [illegible] লে অম্বল প্রভৃতি রোগের দ্বারা তাহার শাস্তি পাওয়া

বিচরণ করিতেছে। সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন—"ছন্দক এটি কে?" ছন্দক বলিল—"মহারাজ, ইনি সন্ন্যাসী। সংসারের অনিত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইনি মায়াপাশ ছেদন করিয়াছেন।" সিদ্ধার্থ বলিলেন—"এই লোকই প্রকৃত জ্ঞানী। যেহেতু সংসারে কেবল দুঃখ এই জানিয়া ইনি সকলই পরিত্যাগ করিয়াছেন। বাস্তবিক এখানে থাকিয়া দুঃখভোগ করা কি যন্ত্রণাদায়ক। সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া জীবনযাপন করিলেই প্রকৃত শান্তি পাওয়া যায়। ছন্দক, রথ ফিরাইয়া লও।"

সে দিবস দিবাভাগ তিনি বাগানেই অতিবাহিত করিলেন। কিন্তু তাঁহার সে স্ফূর্ত্তি ছিল না। স্নানাহার হইলে তিনি বৃক্ষতলে এক প্রশস্ত প্রস্তরখণ্ডের উপর উপবেশন করিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। অবশেষে বেশভূষা করিবার সময় আসিল। যত বিচিত্রবর্ণ উৎকৃষ্ট বস্ত্র ছিল পরিচারিকারা তাঁহার নিকট তাহা লইয়া উপস্থিত করিল। বিবিধ অলঙ্কার, সুবাসিত তৈল, সুগন্ধ দ্রব্যাদি তাঁহার চতুর্দ্দিকে সজ্জিত হইল। বেশভূষা সমাপ্ত হইলে বিবিধ গায়ক গায়িকা নর্ত্তকীরা আসিয়া তাঁহাকে সুললিত সঙ্গীত ও নৃত্য দ্বারা মোহিত করিতে চেষ্টা করিল। অবশেষে রথ প্রস্তুত হইল। তিনি তাহাতে পদক্ষেপ করিয়াছেন এমন সময় দ্রুতবেগে একজন দূত আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল যে শুভক্ষণে নিরাপদে যশোধরা এক পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছেন। অন্য কোন সময়ে এ সংবাদ আসিলে সিদ্ধার্থের আনন্দের সীমা থাকিত না। কিন্তু সে দিন তিনি চিন্তাকুল ছিলেন। সংসার অনিত্য, দুঃখের নিবাস ইহা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার হৃদয় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি আর কিছুতেই সুখী

স্বাভাবিক নিয়মে থাকিলেও ঠিক হয় না, অথচ প্রকৃতিকে একেবারে বাদ দিলেও কাজ চলে না।

অনাবশ্যক রক্তশোষণ। মশা রক্ত খায় কি না এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিলে যাঁহার মশারিতে গর্ত আছে, তিনি কিছু বিস্মিত হইতে পারেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কতকগুলি গুরুতর কারণ আছে।

মশা যে রক্তশোষণ করিয়া তাহার দ্বারা নিজ উদর পরিপূর্ণ করে ইহা অবশ্য নিতান্ত গোঁড়া বৈজ্ঞানিকেরও স্বীকার করিতে হয়—কিন্তু গোল এই যে, অনুসন্ধানের দ্বারা জানা গিয়াছে যে, মশার পেটটি একটি খোলমাত্র—উহার মধ্যে পরিপাকের কোনপ্রকার যন্ত্র বা উপায় নাই।

কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, পরিপাকযন্ত্রের অভাবে রক্ত কেন, কোন জিনিষই খাইবার চেষ্টা করা মশার পক্ষে বিড়ম্বনা; তাহা হইলে মশা কি অন্যান্য জীব অপেক্ষা এই স্বতন্ত্র প্রণালীতে গঠিত যে, উহারা না খাইয়াও জীবনধারণ করিতে সক্ষম?

যাঁহারা এপ্রকার আপত্তি করেন তাঁহারা নিশ্চয়ই মশার জীবনের ইতিহাস অবগত নহেন। তাঁহাদের বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, মশা সমস্ত জীবন এইরূপ পক্ষবিশিষ্ট, উদরবিহীন রক্তশোষক জীব নহে।

মশা জলের ভিতর ডিম পাড়িয়া থাকে। এবং জলেরই ভিতর তাহার সন্তানবর্গ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। এই জল যদি বদ্ধ ও আবর্জ্জনাপূর্ণ থাকে তাহা হইলে মশাশাবকগুলি প্রচুর পরিমাণে আহার করিয়া উত্তমরূপে বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

ইহাদের মাথার দিকটা অপেক্ষাকৃত বড় ও গোলাকার এবং ল্যাজের দিকটা সরু। [illegible]

...হাতেও কিছুই আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন না। কেবল বলিয়া উঠিলেন—"হায়! এই পুত্র আমার পক্ষে আর একটি শৃঙ্খল-স্বরূপ হইল। আরও সংসারে বদ্ধ হইলাম। কিন্তু এ শৃঙ্খলটিকেও কাটিতে হইবে।" তিনি আর কিছু না বলিয়া দূতকে কেবল এইমাত্র বলিলেন—"তুমি পিতাকে গিয়া এই নিবেদন কর যে, আমার পুত্রের নাম রাহুল হইল।"

তাহার পর তিনি রথারোহণ করিয়া কপিলবস্তু নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রজারা আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল এবং চারিদিকে মহা কলরব উঠিল। পথে যাইতে যাইতে কৃষ্ণা গোতমী নাম্নী একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা সিদ্ধার্থকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"যে পিতামাতার এমন অদ্বিতীয় সন্তান তাহারা সুখী, যে পত্নী এমন সর্ব্বগুণে বিভূষিত স্বামী পাইয়াছে সেও ধন্যা।" সিদ্ধার্থ একথা শুনিতে পাইয়াছিলেন। চিন্তাশীল হৃদয়ে একটি কথা প্রবেশ করিলে তখনই তাহার ভাবার্থ করিয়া লন। সিদ্ধার্থ "সুখী" ও "ধন্য" এই দুইটি কথার অর্থ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল যে, রিপুদল হইতে মুক্ত হইলেই লোকে সুখী হয় এবং তাহা হইলেই পিতামাতা এবং পত্নীও ধন্যা হয়। কৃষ্ণা গোতমী এই ভাবটি মনে আসিবার পক্ষে অনুকূলা হইয়াছিলেন বলিয়া সিদ্ধার্থ একটি মুক্তাহার গলা হইতে খুলিয়া তাঁহাকে প্রেরণ করিলেন। কৃষ্ণা তাহা পাইয়া গর্ব্বে মনে করিলেন যে, সিদ্ধার্থ বুঝি তাঁহার রূপে মোহিত হইয়া এই অলঙ্কারটি দান করিয়াছেন। কিন্তু সিদ্ধার্থ তাঁহার প্রতি দৃক্‌পাতও না করিয়া গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। *

* সিদ্ধার্থ যে চারিটি দৃশ্য দেখিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে একটি চমৎকার ইতিহাস

চারিদিকে কিলবিল করিয়া জলের মধ্যে খাদ্য অন্বেষণ করিয়া বেড়ায় এবং নিশ্বাস ফেলিবার আবশ্যক হইলে জলের উপরি-ভাগে আসিয়া মাথা নীচে এবং ল্যাজের দিকটা উপর (কারণ ল্যাজের দিকেই উহাদের নিশ্বাস ফেলিবার গর্ত্ত থাকে) করিয়া ভাসিয়া থাকে। এই পোকাগুলি সকলেই বোধ করি কিছুদিনের বদ্ধ জলে দেখিয়া থাকিবেন কিন্তু খুব সম্ভব অনেকেই এগুলিকে মশার ছানা বলিয়া চিনিতে পারেন না, তা না হইলে পক্ষপ্রাপ্ত অবস্থায় অনেক কষ্টে এক একটি চপেটাঘাতে এক একটি মশা মারিবার চেষ্টা না করিয়া তাঁহারা একেবারে জালা জালা মশা বিনষ্ট করিতে পারিতেন।

মশাগুলি যখন এইরূপ বাল্যাবস্থার শেষ সীমায় উপস্থিত হয় তখন কিছুক্ষণ স্থিরভাবে জলের উপর ভাসিয়া থাকে। ক্রমে উহাদের খোলস্ ফাটিয়া যায় এবং তাহার মধ্য হইতে পূর্ণ-বয়স্ক পক্ষবিশিষ্ট মশা ধীরে ধীরে বাহির হয়। এই সময়ে জলে ঢেউ থাকিলে এই মশা জলমগ্ন হইয়া মরিয়া যায়; কারণ, এ অবস্থায় উহার আর জলে বাঁচিবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু অবস্থা যদি অনুকূল থাকে তাহা হইলে এই নবজাত মশাটি কিছুক্ষণ উহার পূর্ব্ব আবরণকে তরী করিয়া ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়ায়। তাহার পর নূতন পৃথিবীটা কিয়ৎপরিমাণে অভ্যস্ত হইয়া আসিলে নূতনলব্ধ পক্ষ বিস্তার করিয়া প্রথমে কিছুক্ষণ বিক্ষিপ্ত-ভাবে এদিক-ওদিক করিয়া ক্রমে সজোরে উড়িয়া চলিয়া যায়।

এই সুখের অবস্থায় উহারা পৃথিবীতে দুই তিন দিন, বড় জোর এক সপ্তাহের অধিক জীবনধারণ করিতে পারে না। খাওয়া-দাওয়ার কোনপ্রকার উৎপাত থাকে না। কাজের মধ্যে কেবল ডিম পাড়া আর মানুষের নিদ্রার ব্যাঘাত ...

# বুদ্ধদেবের সন্ন্যাস।

কি আশ্চর্য্য! শুদ্ধোদন যে যে উপায় দ্বারা সিদ্ধার্থকে সংসারে বদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই সেই উপায়

---

শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু গল্পের গতি কে রোধ করিতে পারে? কোন গল্প যদি ভাল হয় তাহা হইলে দেখিতে দেখিতে পৃথিবীময় ছাইয়া পড়ে। সিদ্ধার্থ-বিষয়ক গল্প-সম্বন্ধেও এইরূপ হইয়াছে। খ্রীঃ অব্দের অষ্টম শতাব্দীতে খালিফ আলমান্সুর বলিয়া এক প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি বাগদাদ্ নগরে রাজত্ব করিতেন। সেই সময়ে মুসলমানেরা তাহাদিগের নবধর্ম্মে উৎসাহিত হইয়া পৃথিবীর চারিদিকে সভ্যতার আলোক বিস্তার করিয়াছিল। তখন ইউরোপ ঘোর অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন। বাগদাদ্ নগরে অনেকগুলি পণ্ডিত বাস করিতেন। তাঁহারা পুস্তক রচনা করিয়া, বিশেষতঃ পুরাকালের নানাদেশীয় সাহিত্য অনুবাদ করিয়া পুনর্ব্বার ইউরোপে বিদ্যার মাত্রা প্রতিষ্ঠিত করেন। ভারতবর্ষের নিকট তাঁহারা অধিক পরিমাণে ঋণী ছিলেন। গণিত, জ্যোতিষ, দর্শন, চিকিৎসা-শাস্ত্র প্রভৃতি তাঁহারা ভারত হইতে লইয়া ইউরোপ ও ইসলামকে দান করেন। আবদল্লা আল্ মোকাফা বলিয়া একজন পণ্ডিত কর্তৃক পঞ্চতন্ত্র অনুবাদিত হয়, এবং দামাস্কাস্ বলিয়া একজন খ্রীষ্টান পণ্ডিত "বার্লাম ও জোসাফাৎ" নামে এক গল্প রচনা করেন। পঞ্চতন্ত্র পারসীক ভাষা হইতে অনুবাদিত হইয়াছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীতে পারস্যদেশে খসরু নুসির্ব্বান বলিয়া একজন প্রসিদ্ধ নরপতি ছিলেন। তিনি কোথা হইতে শুনিয়াছিলেন যে, ভারতে এমন সকল লতা ও বৃক্ষমূল পাওয়া যায় যাহার রস পান করিলে মৃতদেহে পুনর্ব্বার জীবন সঞ্চারিত হয়। সম্রাট ঐ সকল লতা ও বৃক্ষমূল আহরণ করিবার জন্য অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করাতে বার্জুয়ে বলিয়া একজন ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ ভারতে প্রেরিত হইলেন। বার্জুয়ে এদেশ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে জানিতে পারিলেন যে, যে সকল লতা ও বৃক্ষমূলের কথা সম্রাট শুনিয়াছিলেন তাহা রূপকমাত্র। ভারতে একরূপ জ্ঞানগর্ভ পুস্তক আছে যাহা পাঠ করিলে পাপীরা অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হয়। এই রহস্য শুনিয়া বার্জুয়ে যত্নের সহিত সংস্কৃত গ্রন্থসকল সংগ্রহ করিয়া পারস্যে ফিরিয়া গেলেন এবং তথায় সেইগুলি পারসীক ভাষায় অনুবাদ করিলেন। সেই সকল পুস্তকের মধ্যে পঞ্চতন্ত্র একখানি। এই পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলি আজ ইউরোপের বিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যপুস্তক। ইউরোপীয়েরা কেহই জানেন না যে, সেই গল্পগুলির জন্মস্থান ভারতবর্ষ। দামাস্কাস যে পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন তাহার নাম "বার্লাম ও জোসাফাৎ"। জোসাফাৎ বুদ্ধদেবের নামান্তর-

এখন কথা এই যে, মশা যদি রক্ত নাই হজম করিতে পারে তাহা হইলে এত হাঙ্গাম করিয়া মৃত্যুর সম্ভাবনা অবহেলা করিয়া উহার এ কার্য্য করিবার আবশ্যক কি ?

দুঃখের মধ্যে এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদের নিকট কোন পাকা-রকম সন্তোষজনক উত্তর পাবার যো নাই।

নানাপ্রকার অনুমান করা যাইতে পারে। হয় ত গরম গরম রক্ত উহাদের ডিমে তা দিবার সাহায্য করে; কিন্তু তাহা হইলে সুতরাং মশারা রক্তের আস্বাদবিবর্জ্জিত হইয়া জঙ্গলেই সমস্ত জীবন কাটাইতে বাধ্য হয় তাহাদের ডিমে তা দিবার কি ব্যবস্থা হয় ? এমনও হইতে পারে যে, রক্ত মশার একটি সখের সামগ্রী। মদ্য যে মনুষ্যের বিশেষ উপকার করে তাহা নহে কিন্তু মনুষ্য ত অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়াও উহা খাইতে ছাড়ে না। হয় ত মনুষ্যের রক্তপানে মশার সেইরূপ কোন নেশা হয়।

যাহাই হোক্ কালক্রমে এই অনাবশ্যকীয় অথচ সম্পূর্ণ বিপদ্-জনক অভ্যাস যে কেন প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে লোপ পাইল না, তাহা একটু আশ্চর্য্যের বিষয়।

---

# সমস্যা-পূরণ।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

ঝিঁক্ড়াকোটার কৃষ্ণগোপাল সরকার জ্যেষ্ঠপুত্রের প্রতি জমিদারী এবং সংসারের ভার দিয়া কাশী চলিয়া গেলেন। দেশের যত অনাথ দরিদ্র লোক তাঁহার জন্য হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল—এমন বদান্যতা এমন ধর্ম্মনিষ্ঠতা কলিযুগে [illegible] লাগিল।

...প্রাণ ভগ্ন করিবার প্রধান অস্ত্র হইল। তাঁহার ইচ্ছা ...ল, ঠিক তাহার বিপরীতটি ঘটিল। তাঁহার বাসনা ছিল ...রাজরাজেন্দ্র হইয়া পৃথিবীকে শাসন করিবেন, এবং সেই ...পূর্ণ করিবার জন্ম তিনি তাঁহাকে ইন্দ্রিয়সুখে নিমগ্ন ... ছিলেন। তিনি ইহা বিবেচনা করেন নাই যে, পৃথিবীর ...ত হইতে হইলেও অসাধারণ বীরত্ব, ধৈর্য্য, ত্যাগস্বীকার এবং সহিষ্ণুতার আবশ্যক হয়। সে সকল গুণ বিলাসের মধ্য ... কিরূপে বিকশিত হইবে? মনুষ্যহৃদয়ে বৈরাগ্য অনেক ...আসিতে পারে। কেহ কেহ মৃত্যু দেখিয়া সংসারমায়া ...রে, কেহ বা দুঃখযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বৈরাগী হয়। ...ন তাঁহার পুত্রকে দুঃখ সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ রাখিতে ...লেন। কিন্তু তাহা কি সম্ভব? একবার নগরের পথ দিয়া ...বিলেই যে, দুঃখ জরা মৃত্যুর পরিচয় পাওয়া যায়। যাহারা ... দিবারাত্র দেখিতেছে তাহারা বার্দ্ধক্য বা পীড়া বা মৃত্যু ...বিচলিত হয় না। কিন্তু সিদ্ধার্থ দুঃখ কাহাকে বলে তাহা

---

...ভবনে বদ্ধ রাখিয়াছিলেন এবং তিনিও চারিটি দৃশ্য দেখেন। ...এই গল্পটি ভারত হইতে লইয়া খ্রীষ্টীয় বেশে য়ুরোপে প্রচারিত করিয়া- ... খ্রীষ্টানেরা গল্পটিকে বাস্তবিক একজন খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী রাজকুমারের ...কথা বিশ্বাস করিয়া জোসাফাৎকে সাধু (saint) পদে অভিষিক্ত ... এবং আজ পর্য্যন্ত এই সাধুর অর্চ্চনার জন্য নির্দ্ধারিত দিবস রোমান ... পঞ্জিকায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। বুদ্ধের অদৃষ্ট ভাল। তাঁহার ...নিকদিগের সংখ্যা অন্যান্য সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের অপেক্ষা অধিক। ...হিন্দুরা তাঁহাকে দশ অবতারের মধ্যে এক অবতার বলিয়া গণ্য করে ... যাইতেছে যে, খ্রীষ্টানেরাও তাঁহাকে সাধুপদ দিয়া নির্দ্দিষ্ট দিবসে ...র্চনা করে। ভট্ট ম্যাকস্‌মূলর এই সম্বন্ধে "Migration of fables' ...একটি উৎকৃষ্ট সন্দর্ভ রচনা করিয়াছেন। পাঠকেরা তাহা মনোযোগ...

তাঁহার পুত্র বিপিনবিহারী আজকালকার একজন সুশিক্ষিত বি এ। দাড়ি রাখেন, চশমা পরেন, কাহারো সহিত বড় একটা মিশেন না। অতিশয় সচ্চরিত্র—এমন কি, তামাকটি পর্য্যন্ত খান না, তাস পর্য্যন্ত খেলেন না। অত্যন্ত ভালমানুষের মত চেহারা, কিন্তু লোকটা ভারি কড়াক্কড়।

তাঁহার প্রজারা শীঘ্রই তাহা অনুভব করিতে পারিল। বুড়া কর্ত্তার কাছে রক্ষা ছিল কিন্তু ইঁহার কাছে কোন ছুতায় দেনা খাজনার এক পয়সা রেয়াৎ পাইবার প্রত্যাশা নাই। নির্দ্দিষ্ট সময়েরও একদিন এদিক-ওদিক হইতে পায় না।

বিপিনবিহারী হাতে কাজ লইয়াই দেখিলেন তাঁহার বাপ বিস্তর ব্রাহ্মণকে জমি বিনা খাজনায় ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং খাজনা যে কত লোককে কমি দিয়াছেন তাহার আর সংখ্যা নাই। তাঁহার কাছে কেহ একটা কিছু প্রার্থনা করিলে তিনি তাহা পূর্ণ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না—সেটা তাঁহার একটা দুর্ব্বলতা ছিল।

বিপিনবিহারী কহিলেন, এ কখনই হইতে পারে না। অর্দ্ধেক জমিদারী আমি লাখেরাজ ছাড়িয়া দিতে পারি না। তাঁহার মনে নিম্নলিখিত দুই যুক্তির উদয় হইল।

প্রথমতঃ, যে সকল অকর্ম্মণ্য লোক ঘরে বসিয়া এই সকল জমির উপস্বত্ব ভোগ করিয়া স্ফীত হইতেছে তাহারা অধিকাংশই অপদার্থ এবং দয়ার অযোগ্য। এরূপ দানে দেশে কেবল আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

দ্বিতীয়তঃ—তাঁহার পিতৃপিতামহের সময়ের অপেক্ষা এখন জীবিকা অত্যন্ত দুর্লভ এবং দুর্ম্মূল্য হইয়া পড়িয়াছে। অভাব

জানিতেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন পৃথিবীতে হাস্যমুখ ভিন্ন আর কিছু দেখা যায় না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল তিনি যে সকল সুখ উপভোগ করিতেন তাহা চিরকালই থাকিবে। সুতরাং যখন তিনি দুঃখের দৃশ্য দেখিলেন, যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ইহসংসারের সকলই অসার, সকলই অনিত্য, সকলই ক্ষণ-ভঙ্গুর, তখন তাঁহার মনে যে বিতৃষ্ণা ঘৃণা ও বৈরাগ্য আসিল তাহা কি কেহ অপনোদন করিতে পারিল? কোনপ্রকার আতি-শয্য ভাল নহে। এই আতিশয্যের ফল শুদ্ধোদন নিজ পুত্রের জীবনেই প্রাপ্ত হইলেন।

যে দিবস সিদ্ধার্থ সন্ন্যাসীকে দেখিয়া নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করি-লেন সেই দিবস রাত্রে তাঁহার গৃহে নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান দ্বিগুণ-রূপে হইয়াছিল। যে সকল সুন্দরী যুবতীরা নৃত্যগীত করিতেছিল তাহারা প্রাণপণে তাঁহাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতেছিল। যদি তাঁহার মন স্বভাবতঃ কামুক হইত তাহা হইলে বোধ হয় সেই রাত্রে তিনি সংসারের দুর্ভেদ্য শৃঙ্খলে চিরকালের জন্য আবদ্ধ হইয়া থাকিতেন। কিন্তু আতিশয্যে বিপরীত ফল উৎপন্ন হয়। ইহা প্রকৃতির নিয়ম। নর্ত্তকীরা যত তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিল ততই তাঁহার হৃদয় সংসার হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। চতুর্দ্দিকের সেই আনন্দধ্বনি তাঁহাকে বধির করিয়া ফেলিল; সুন্দর বেশভূষা, সুন্দরীর মধুর দৃষ্টি তাঁহাকে অন্ধ করিয়া ফেলিল। তিনি কিছুই শুনিতে পাইলেন না, কিছুই দেখিতে পাইলেন না। শ্রান্তি আসিয়া তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। তিনি নিদ্রা-মগ্ন হইলেন। গায়িকা ও নর্ত্তকীরাও তাঁহাকে নিদ্রায় অভি-ভূত দেখিয়া নৃত্যগীত পরিত্যাগপূর্ব্বক নিদ্রাদেবীর আশ্রয়

রক্ষা করিয়া চলিতে পূর্ব্বাপেক্ষা চারগুণ খরচ পড়ে। অতএব তাঁহার পিতা যেরূপ নিশ্চিন্ত মনে দুই হস্তে সমস্ত বিলাইয়া ছড়াইয়া গিয়াছেন এখন আর তাহা করিলে চলিবে না, বরঞ্চ সেগুলি কুড়াইয়া বাড়াইয়া আবার ঘরে আনিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

কর্ত্তব্যবুদ্ধি তাঁহাকে যাহা বলিল তিনি তাহাই করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি একটা প্রিন্সিপল্ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন।

ঘর হইতে যাহা বাহির হইয়াছিল আবার তাহা অল্পে অল্পে ঘরে ফিরিতে লাগিল। পিতার প্রতি অল্প দানই তিনি বাহাল রাখিলেন, এবং যাহা রাখিলেন তাহাও যাহাতে চিরস্থায়ী দানের স্বরূপে গণ্য না হয় এমন উপায় করিলেন।

কৃষ্ণগোপাল কাশীতে থাকিয়া পত্রযোগে প্রজাদিগের ক্রন্দন শুনিতে পাইলেন—এমন কি, কেহ কেহ তাঁহার নিকটে গিয়াও কাঁদিয়া পড়িল। কৃষ্ণগোপাল বিপিনবিহারীকে পত্র লিখিলেন যে, কাজটা গর্হিত হইতেছে।

বিপিনবিহারী উত্তরে লিখিলেন, পূর্ব্বে যেমন দান করা যাইত তেমনি পাওনা নানাপ্রকারের ছিল। তখন জমিদার এবং প্রজা উভয়পক্ষের মধ্যেই দানপ্রতিদান ছিল। সম্প্রতি নূতন নূতন আইন হইয়া কেবলমাত্র ন্যায্য খাজনা ছাড়া অন্য পাঁচ রকম পাওনা একেবারে উঠিয়া গিয়াছে, এবং কেবলমাত্র খাজনা আদায় করা ছাড়া জমিদারের অন্যান্য গৌরবজনক অধিকারও উঠিয়া গিয়াছে—অতএব এখনকার দিনে যদি আমি আমার ন্যায্য পাওনার দিকে কঠিন দৃষ্টি না রাখি তবে আর আমার থাকে কি! এখন প্রজাও আমাকে অতিরিক্ত কিছু দিবে না আমিও তাহাকে অতিরিক্ত কিছু দিব না—এখন আমাদের মধ্যে

অর্দ্ধরাত্রে সিদ্ধার্থের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন তিনি কি দেখিলেন? যুবতীরা যে রূপ ধারণ করিয়া নৃত্যগীত করিতেছিল, সে রূপ ত আর নাই! তাহারা কত উপায়ে কত বিচিত্র রঙে মুখ রঞ্জিত করিয়াছিল, সে রঙ কোথায় গেল? তাহাদিগের বেশবিন্যাস আর ছিল না। আলুলায়িত কেশে তাহারা ভূমিতে পড়িয়া ছিল—সহজে তাহাদিগকে চিনিতে পারা যায় না। কাহারও নাসারন্ধ্র হইতে বিকট শব্দ নির্গত হইতেছে; কাহারও মুখ হইতে লাল পড়িতেছে; কেহ মুখব্যাদান করিয়া আছে; কেহ বা দাঁত কড়মড় করিতেছে; কেহ স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে অসংলগ্ন বাক্য উচ্চারণ করিতেছে; কেহ বা অর্দ্ধবিবস্ত্রা হইয়া কুৎসিৎ ভাবে পড়িয়া আছে; কেহ বা পদদ্বয় উন্নমিত করিয়া শয়ন করিয়া আছে; কেহ বা এক পদ অন্যের উপর চাপাইয়া পড়িয়া আছে। যাহার যাহা অঙ্গের দোষ লুক্কায়িত ছিল তাহা এ অবস্থায় প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। এই সমস্ত দেখিয়া সিদ্ধার্থের মনে বীভৎস রসের উদয় হইল। তাঁহার মনে হইল যেন তিনি এক শ্মশানে পড়িয়া আছেন এবং চারিদিকে বিকটাকার শব ঘেরিয়া আছে। তিনি ভাবিলেন, "হায়! আমি বিপদের মধ্যে পড়িয়া আছি! দুঃখ কষ্ট আমার চারিদিকে! এস্থান হইতে রক্ষা পাইব কিরূপে!" তখন এক অনির্ব্বচনীয় ভাব আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিল। আর তিনি সংসারের কীট হইয়া থাকিবেন না। "অদ্য রাত্রে, এই মুহূর্ত্তেই আমি সংসার হইতে বিদায় লইয়া মহাতীর্থে যাত্রা করিব।" এই বলিয়া তিনি দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া ছন্দককে উঠাইয়া দিলেন এবং বলিলেন—"আমি এখনই রাজভবন হইতে বহির্গত হইব। তুমি শীঘ্র আমার অশ্ব

হইবে ; বিষয় রক্ষা এবং কুলসম্ভ্রম রক্ষা করা দুষ্কর হইয়াছে!

...পাল সময়ের এতাদিক পরিবর্তনে অত্যন্ত ... এবং ভাবিতেন এখনকার ছেলেরা এখ... ...দাগী কাজ করিতেছে—আমার সেকালের ...না। আমি দূরে বসিয়া ইহাতে হস্তক্ষেপ ক... বলিবে, তবে তোমার বিষয় তুমি ফিরিয়া ...বাঁধিতে পারিবে না। কাজ কি বাপু, এ কয়টা দিন ...নাম করিবা কাটাইয়া দিতে পারিলে বাঁচি।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

...কাজ চলিতে লাগিল। অনেক মকদ্দমা-মামলা ...করিয়া বিপিনবিহারী সমস্তই প্রায় একপ্রকার ...ছাইয়া লইলেন।

...প্রজাই ভয়ক্রমে বশ্যতা স্বীকার করিল, কেবল মির্জা ...ছিমদ্দি বিশ্বাস কিছুতেই বাগ মানিল না।

...হারীর আক্রোশও তাহার উপরে সব চেয়ে বেশি। ...ত্রর একটা অর্থ বোঝা যায় কিন্তু এই মুসলমান ... হিসাবে এতটা জমি নিষ্কর ও স্বল্প করে উপভোগ ...যায় না। একটা সামান্য যবন বিধবার ছেলে, ...বৃত্তি-স্কুলে দুই ছত্র লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে কিন্তু ...ভাগ্যগর্ব্বে সে যেন কাহাকেও গ্রাহ্যই করে না।

...বাতন কর্মচারীদের কাছে জানিতে পারিলেন কর্তার ...বাস্তবিক ইহারা বহুকাল অনুগ্রহ পাইয়া আসি-... অনুগ্রহের কোন বিশেষ ...

যে, একবার নবজাত পুত্রের মুখাবলোকন করা উচিত। এই ভাবিয়া তিনি নিঃশব্দে যশোধরার শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। তথায় দেখিলেন যে, যশোধরা নবজাত পুত্রের মস্তকে হস্ত রাখিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। সিদ্ধার্থের মনে হইল যে, যদি পুত্রকে আলিঙ্গন করিতে যাই তাহা হইলে যশোধরার নিদ্রাভঙ্গ হইবে এবং তাঁহার সমুদায় অভিপ্রায় ব্যর্থ হইয়া যাইবে। অতএব দূরে থাকিয়া তাহাকে অবলোকন করাই শ্রেয়ঃ। ক্ষণকাল গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া অবশেষে তিনি যশোধরাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন। ইহা তাঁহার শেষ বিদায় হইল। নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়াছিলেন, নিঃশব্দে ঘরের বাহিরে আসিলেন। সেই দ্বি-প্রহর রজনীতে তিনি এবং ছন্দক দুইজনে কেবল জাগ্রত ছিলেন। দ্বাররক্ষকেরা নিদ্রায় অভিভূত। ধীরে ধীরে তিনি দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন কণ্টক প্রস্তুত। দ্বার খুলিতে বহু আয়াস করিতে হইল না। যেন দৈববলে আপনা হইতে দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল। আর অধিক না ভাবিয়া তিনি অশ্বারোহণ করিলেন। ছন্দক তাঁহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইল।

ক্রমে কপিলবস্তুর উন্নত প্রাসাদশ্রেণী ও বিস্তৃত রাজমার্গ পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে নগরের বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তাঁহার জীবনের একটি গর্ভাঙ্ক শেষ হইল এবং আর একটির আরম্ভ হইল। ঊনত্রিংশ বৎসর বয়ঃক্রমে ৯৭ অঞ্জনাব্দে আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা-তিথিতে তিনি রাজভবন পরিত্যাগ করিয়া কঠোর বৈরাগ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। *

* সিদ্ধার্থ কপিলবস্তু জন্মের মত ত্যাগ করিলেন। বুদ্ধপদ প্রাপ্ত হইবার

করিতে পারে না। বোধ করি, অনাথা বিধবা নিজ দুঃখ নাইয়া কর্ত্তার দয়া উদ্রেক করিয়াছিল।

কিন্তু বিপিনের নিকট এই অনুগ্রহ সর্ব্বাপেক্ষা অযোগ্য বলিয়া প্রতীত হইল। বিশেষতঃ ইহাদের পূর্ব্বেকার দরিদ্র অবস্থা দেখেন নাই, এখন ইহাদের স্বচ্ছলতার বাড়াবাড়ি এবং ঔদ্ধত্য দম্ভ দেখিয়া বিপিনের মনে হইত ইহারা যেন তাঁহার দুর্ব্বল সরল পিতাকে ঠকাইয়া তাঁহাদের বিষয়ের এক অংশ চুরি করিয়া লইয়াছে।

অছিমদ্দিও উদ্ধতপ্রকৃতির যুবক। সে বলিল, প্রাণ যাইবে তবু আমার অধিকারের এক তিল ছাড়িয়া দিব না। উভয়পক্ষে ভারি যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল।

অছিমদ্দির বিধবা মাতা ছেলেকে বারবার করিয়া বুঝাইল, জমিদারের সহিত কাজিয়া করিয়া কাজ নাই, এতদিন যাঁহার অনুগ্রহে জীবন কাটিল তাঁহার অনুগ্রহের পরে নির্ভর করাই কর্ত্তব্য, জমিদারের প্রার্থনামত কিছু ছাড়িয়া দেওয়া যাক্।

অছিমদ্দি কহিল, মা, তুমি এ সকল বিষয় কিছুই বোঝ না।

মকদ্দমায় অছিমদ্দি একে একে হারিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু যতই হার হইতে লাগিল ততই তাহার জিদ্ বাড়িয়া উঠিল। তাহার সর্ব্বস্বের জন্য সে সর্ব্বস্বই পণ করিয়া বসিল।

মির্জ্জা বিবি একদিন বৈকালে বাগানের তরিতরকারী কিঞ্চিৎ উপহার লইয়া ছেলেকে লুকাইয়া গোপনে বিপিন বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিল। বৃদ্ধা যেন তাহার মাতৃদৃষ্টির দ্বারা সস্নেহে বিপিনের সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া কহিল, "তুমি আমার বাপ, আল্লা তোমার ভাল করুন। বাবা, অছিমকে তুমি নষ্ট করিয়ো না, উহাতে তোমার ধর্ম্ম হইবে না। তাহাকে আমি তোমার হস্তেই

[illegible] ন—তাহাকে নিতান্তই অবশ্য-প্রতিপাল্য, একটি [illegible] ভাইয়ের মত গ্রহণ কর—সে তোমার অসীম ঐশ্ব- [illegible] র্য্যের এককণা পাইয়াছে বলিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়ো না বাপু।"

[illegible] বয়সের স্বাভাবিক প্রগল্‌ভভাবশতঃ বুড়ি তাঁহার [illegible] পাতাইতে আসিয়াছে দেখিয়া বিপিন ভারি বিরক্ত হইল [illegible] কহিল—"তুমি মেয়ে মানুষ, এ সমস্ত কথা কিছুই [illegible] যদি কিছু জানাইবার থাকে তোমার ছেলেকে পাঠাইয়া দিয়ো।"

[illegible] নিজের ছেলে এবং পরের ছেলে উভয়ের কাছেই [illegible] বিষয়ের কিছুই বোঝে না। আল্লার নাম স্মরণ করিতে [illegible] মুছিতে মুছিতে বিধবা ঘরে ফিরিয়া গেল।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[illegible] ফৌজদারী হইতে দেওয়ানী—দেওয়ানী হইতে জেলা-[illegible] আদালত হইতে হাইকোর্ট পর্য্যন্ত চলিল। [illegible] এমনি করিয়া কাটিয়া গেল। অছিমদ্দি যখন [illegible] আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়াছে তখন আপিল-আদালতে [illegible] জয় সাব্যস্ত হইল।

[illegible] বাঘের মুখ হইতে যেটুকু বাঁচিল জলের কুমীর [illegible] আক্রমণ করে। মহাজন সময় বুঝিয়া ডিক্রিজারী [illegible] অছিমদ্দির যথাসর্ব্বস্ব নিলাম হইবার দিন স্থির হইল।

[illegible] সোমবার, হাটের দিন। ছোট একটি নদীর ধারে [illegible] নদী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কতক নৌকায় [illegible] কেনাবেচা চলিতেছে, কলরবের অন্ত নাই। [illegible] এই আষাঢ় মাসে কাঁঠালের আমদানীই সব

চেয়ে বেশি, ইলিশ মাছও যথেষ্ট। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে; অনেক বিক্রেতা বৃষ্টির আশঙ্কায় বাঁশ পুঁতিয়া তাহার উপর একটা কাপড় খাটাইয়া দিয়াছে।

অছিমদ্দিও হাট করিতে আসিয়াছে—কিন্তু তাহার হাতে একটি পয়সাও নাই, এবং তাহাকে আজকাল কেহ ধারেও বিক্রয় করে না। সে একটি কাটারি এবং একটি পিতলের থালা হাতে করিয়া আসিয়াছে, বন্ধক রাখিয়া ধার করিবে।

বিপিন বাবু বিকালের দিকে হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছেন; সঙ্গে দুই তিন জন লাঠিহস্তে পাইক চলিয়াছে। কলরবে আকৃষ্ট হইয়া তিনি একবার হাট দেখিতে ইচ্ছুক হইলেন।

হাটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বারী কলুকে কৌতূহলবশতঃ তাহার আয়ব্যয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছেন এমন সময় অছিমদ্দি কাটারি তুলিয়া বাঘের মত গর্জ্জন করিয়া বিপিন বাবুর প্রতি ছুটিয়া আসিল। হাটের লোক তাহাকে অর্দ্ধপথে ধরিয়া তৎক্ষণাৎ নিরস্ত্র করিয়া ফেলিল—অবিলম্বে তাহাকে পুলিশের হস্তে সমর্পণ করা হইল এবং আবার হাটে যেমন কেনাবেচা চলিতেছিল চলিতে লাগিল।

বিপিন বাবু এই ঘটনায় মনে মনে যে খুসি হন নাই তাহা বলা যায় না। আমরা যাহাকে শিকার করিতে চাহি সে যে আমাদিগকে থাবা মারিতে আসিবে এরূপ বজ্জাতী এবং বেআদবী অসহ্য। যাহা হৌক্, বেটা যেরূপ বদ্মায়েস্ সেইরূপ তাহার উচিত শাস্তি হইবে। বিপিনের অন্তঃপুরে মেয়েরা আজিকার ঘটনা শুনিয়া কণ্টকিত হইয়া উঠিলেন—সকলেই বলিলেন, মাগো, কোথাকার বজ্জাত হারামজাদা বেটা! তাহার উচিত শাস্তির সম্ভাবনায় তাঁহারা অনেকটা সান্ত্বনা লাভ করি-

লেন। এদিকে সেই সন্ধ্যাবেলায় বিধবার অন্নহীন পুত্রহীন গৃহ মৃত্যুর অপেক্ষাও অন্ধকার হইয়া গেল। এই ব্যাপারটা সকলেই ভুলিয়া গেল, আহারাদি করিল, শয়ন করিল, নিদ্রা দিল—কেবল একটি বৃদ্ধার কাছে পৃথিবীর সমস্ত ঘটনার মধ্যে এইটেই পর্ব্বতাপেক্ষা বৃহৎ হইয়া উঠিল, অথচ ইহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সমস্ত পৃথিবীতে আর কেহই নাই, কেবল দীপহীন কুটীরপ্রান্তে কয়েকখানি জীর্ণ অস্থি এবং একটি হতাশ্বাস ভীত হৃদয়।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ইতিমধ্যে দিন তিনেক অতিবাহিত হইয়া গেছে। কাল ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচারের দিন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিপিনকেও সাক্ষ্য দিতে যাইতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে জমিদারকে কখনো সাক্ষ্যমঞ্চে দাঁড়াইতে হয় নাই—কিন্তু বিপিনের ইহাতে কোন আপত্তি নাই।

পরদিন যথাসময়ে পাগড়ি পরিয়া ঘড়ির চেন ঝুলাইয়া পাল্কি চড়িয়া মহা সমারোহে বিপিন বাবু কাছারিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ তাঁহাকে সসম্ভ্রমে আপন পার্শ্ববর্ত্তি আসনে স্থান দিলেন। এজ্‌লাসে আজ আর লোক ধরে না। এত বড় হুজুক আদালতে অনেক দিন ঘটে নাই।

যখন মকদ্দমা উঠিতে আর বড় বিলম্ব নাই, এমন সময় একজন বরকন্দাজ আসিয়া বিপিন বাবুর কাণে কাণে কি একটা কথা বলিয়া দিল—তিনি তটস্থ হইয়া আবশ্যক আছে বলিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, কিছু দূরে এক বটতলায় তাঁহার বৃদ্ধ পিতা দাঁড়াইয়া আছেন। খালি পা গায়ে একখানি নামা-

বর্ণী, হাতে হরিনামের মালা, কৃশ শরীরটি যেন
র্ময়। ললাট হইতে একটি শান্ত করুণা বিশে বির
বিপিন চাপকান জোব্বা এবং অাঁট প্যান্ট্‌লু
তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। মাথার পাগড়িটি না
আসিল, ঘড়িটি জেব হইতে বাহির হইয়া পড়িল
ব্যস্তে সারিয়া লইয়া পিতাকে নিকটবর্ত্তী উকীলে
করিতে অনুরোধ করিলেন। কৃষ্ণগোপাল কহি
যাহা বক্তব্য আমি এইখানেই বলিয়া লই।
চরগণ কৌতূহলী লোকদিগকে দূরে ঠেলিয়া রাখি

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন—অছিম যাহাতে খ
চেষ্টা করিতে হইবে এবং উহার যে সম্পত্তি
তাহা ফিরাইয়া দিবে।

বিপিন বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—
কাশী হইতে এত দূরে আসিয়াছেন? উহাদের
এত অধিক অনুগ্রহ কেন?

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন—সে কথা শুনিয়া ে
হইবে বাপু?

বিপিন ছাড়িলেন না—কহিলেন, "অযোগ্যত
কত লোকের কত দান ফিরাইয়া লইয়াছি, ত
ব্রাহ্মণও ছিল, আপনি তাহার কিছুতে হস্তক্ষে
বার এই মুসলমান সন্তানের জন্য আপনার এ
সায়! আজ এত কাণ্ড করিয়া অবশেষে যদি
লতে এবং সমস্ত ফিরাইয়া দিতে হয় ত লো
লিব!"

কৃষ্ণগোপাল কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

কৃষ্ণগোপাল অঙ্গুলিতে মালা ফিরাইতে ফিরাইতে কিঞ্চিৎ কম্পিতস্বরে কহিলেন, "লোকের কাছে যদি সমস্ত খুলিয়া বলা আবশ্যক হইয়া থাকে, অছিমদ্দিন তোমার ভাই হয়, আমার পুত্র।"

বিপিন চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন—যবনীর গর্ভে ?

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন—হাঁ বাপু!

বিপিন অনেকক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া কহিলেন, সে সব কথা পরে হইবে এখন আপনি ঘরে চলুন।

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন—না, আমি ত আর গৃহে প্রবেশ করিব না। আমি এখনি এখান হইতে ফিরিয়া চলিলাম। এখন তোমার ধর্ম্মে যাহা উচিত বোধ হয় করিয়ো। বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া অশ্রুনিরোধপূর্ব্বক কম্পিতকলেবরে ফিরিয়া চলিলেন।

বিপিন কি বলিবে কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু এটুকু তাহার মনে উদয় হইল, সেকালের ধর্ম্মনিষ্ঠতা এইরূপই বটে! শিক্ষা এবং চরিত্রে আপনাকে আপনার পিতার চেয়ে ঢের শ্রেষ্ঠ বোধ হইল। স্থির করিলেন, একটা প্রিন্সিপ্‌ল্ না থাকার এই ফল!

আদালতে যখন ফিরিলেন, দেখিলেন শীর্ণ ক্লিষ্ট শুষ্ক শ্বেত-ওষ্ঠ দীপ্তনেত্র অছিম দুই পাহারাওয়ালার হস্তে বন্দী হইয়া একখানি মলিন চীর পরিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে বিপিনের ভ্রাতা!

ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত বিপিনের বন্ধুত্ব ছিল। মকদ্দমা একপ্রকার গোলমাল করিয়া ফাঁসিয়া গেল। এবং অছিমও অল্পদিনের মধ্যে পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া পাইল। কিন্তু তাহার কারণ সেও বুঝিতে পারিল না, অন্য লোকেও আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

মকদ্দমার সময় যে, কৃষ্ণগোপাল আনিয়াছিলেন সে কথা রাষ্ট্র হইতে বিলম্ব হইল না। সকলেই নানা কথা কাণাকাণী করিতে লাগিল।

সূক্ষ্মবুদ্ধি উকীলেরা ব্যাপারটা সমস্তই অনুমান করিয়া লইল। রামতারণ উকীলকে কৃষ্ণগোপাল নিজের খরচে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়াছিলেন—সে বরাবরই সন্দেহ করিত কিন্তু এতদিনে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিল যে, ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিলে সকল সাধুই ধরা পড়ে। যিনি যত মালা জপুন পৃথিবীতে আমার মতই সব বেটা! সংসারে সাধু অসাধুর মধ্যে প্রভেদ এই যে, সাধুরা কপট এবং অসাধুরা অকপট। যাহা হউক্, কৃষ্ণগোপালের জগদ্বিখ্যাত দয়াধর্ম্মমহত্ত্ব সমস্তই যে কাপট্য ইহাই স্থির করিয়া রামতারণের যেন এতদিনকার একটা দুর্ব্বোধ সমস্যার পূরণ হইল এবং কি যুক্তি অনুসারে জানি না, তাহাতে কৃতজ্ঞতার বোঝাও যেন স্কন্ধ হইতে লঘু হইয়া গেল। ভারি আরাম পাইল।

---

## সৃষ্টি।

সম্প্রতি সাময়িকপত্রে আফ্রিকানিবাসী জাতিবিশেষের মধ্যে প্রচলিত সৃষ্টিপ্রসঙ্গ লইয়া অনেক তামাসা চলিয়াছিল। চাঁদ ও ব্যাঙের মধ্যে বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়া সৃষ্টিক্রিয়াটা নির্ব্বিঘ্নে সমাধিত হইয়া যায়; তবে উভয়ের বিরোধের ফলে সৃষ্ট জগৎটা সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। বিবাদ হইল চাঁদে ও ব্যাঙে; তাহার ফলভোগী হইল মানুষে; আধিব্যাধি জরা মরণ আসিয়া জগৎ অধিকার করিল।

ঈশ্বর ও শয়তানের স্থলে আর দুইটা প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করিলে এই সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত বিজ্ঞজনানুমোদিত আর একটি সৃষ্টিতত্ত্বের মত বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। বিবাদ ঘটিয়াছিল ঈশ্বরে আর শয়তানে; ফলভাগী হইয়াছে দুর্ভাগা মানুষ। কবে ও কোথায় এই বিবাদ সংঘটিত হইয়াছিল, বিস্তর গবেষণা দ্বারা তাহা স্থির হইতে পারে। এবং মনুষ্য-গর্দ্দভের উপর দুর্ভাগ্য-বোঝা আরোপণের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধেও বহুল সারগর্ভ যুক্তি প্রচলিত আছে।

শয়তানের আকারপ্রকার সম্বন্ধে কোনরূপ মতভেদ আছে কিনা বিশেষ জানি না। শুনা যায় বিখ্যাত ফরাসীস্ প্রাণিতত্ত্ববিৎ কুবিয়েরের সম্মুখে শয়তান উপস্থিত হইয়া ভয় দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কুবীয় সহজে ভয় পাইবার ব্যক্তি ছিলেন না। বৈজ্ঞানিকোচিত গাম্ভীর্য্যসহকারে তিনি শয়তানকে বলিলেন, বাপুহে, শিং ও খুরেই ধরা পড়িয়াছ; মাংস হজমের শক্তি রাখ না, আমাকে খাইবে কিরূপে? কিঞ্চিৎ ঘাস দিতেছি, রোমন্থন কর।

সৃষ্ট জগতের অনেকটা আমাদের অজ্ঞাত, পণ্ডিতেরা বলেন যে ঈশ্বর স্বয়ংই অজ্ঞাত; কিন্তু সৃষ্টিক্রিয়াটার সম্বন্ধে আমরা সকলেই ন্যাকা নহি। বিধাতা-পুরুষ বোধ করি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশু কালে শিখিবার সময়ই কোনরূপে এই জ্ঞানটা মস্তিষ্কের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দেন। দুই একটা দুরন্ত ও অশিষ্ট লোক দেখিয়াছি, যাহারা এই সর্ব্বজনানুমোদিত তত্ত্বটা অজ্ঞেয় বলিতে চাহে। তাহারা নাস্তিক। বিজ্ঞের মতে তাহাদিগকে পোড়াইয়া মারাই যুক্ত।

প্রচলিত সৃষ্টিতত্ত্বগুলি ছাঁটিয়া কাটিয়া কতকটা এইরূপ দাঁড়ায়।

অপূর্ব্বে জগৎ সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন ছিল। ছিল বোধ করি কেবল দেশ আর কাল;—শূন্য দেশ আর শূন্য কাল; আর ছিলেন সৃষ্টিকর্ত্তা। সৃষ্টিকর্ত্তা নির্গুণ কি গুণময় তা' লইয়া যত ইচ্ছা তর্ক করিতে পার, কিন্তু একটা উপাধি তাঁহাতে বিদ্যমান স্বীকার করিতে হইবে; নতুবা সৃষ্টিকল্পনা হয় না; সেটা সৃষ্টিকর্ত্তার ইচ্ছা। স্রষ্টা ইচ্ছা করিলেন, জগৎ উৎপন্ন হউক; আর জগতের সৃষ্টি হইল; নাস্তিত্ব হইতে অস্তিত্ব হইল; কিছুই ছিল না, সবই হইল; দেশের ও কালের শূন্যত্ব পূর্ণ হইল। এই ঘটনার নাম সৃষ্টি; স্রষ্টার ইচ্ছা হইতে ইহার উৎপত্তি; ইহার পূর্ব্বে কি ছিল, কি হইত, জিজ্ঞাসা করিও না, উত্তর মিলিবে না; ইহার পরে কি ঘটিয়াছে, কি ঘটিতেছে বা ঘটিবে তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পার; উত্তরপ্রাপ্তি দুরাশা নহে।

এই সৃষ্টিব্যাপার একমাত্র অসাধারণ ঘটনা; জগতের ইতিহাসে ইহার তুলনা নাই বা দ্বিতীয় নাই। একবারমাত্র কোন সময়ে ঘটিয়াছিল, এইপর্য্যন্ত আমরা জানি; আর কখন ঘটিয়াছিল কি না, আর কখন ঘটিবে কি না তাহা জানি না; জানিবার বোধ করি আবশ্যকতাও নাই।

তিনি ইচ্ছা করিলেন সৃষ্টি হউক, আর সৃষ্টি হইল; বোধ করি এইপর্য্যন্ত বলিয়া নিরস্ত থাকিলে চলে না; আর একটু বলা আবশ্যক। তিনি ইচ্ছা করিলেন সৃষ্টি হউক; এবং তিনি ইচ্ছা করিলেন সৃষ্টি চলুক,—এই রূপে, এই ভাবে, এই পথে চলুক; তাই জগৎযন্ত্র সেই রূপে, সেই ভাবে, সেই পথে চলিতে লাগিল। যিনি স্রষ্টা, তিনিই বিধাতা।

সৃষ্টিতত্ত্বরূপ মহাবৃক্ষের আগাছা পরগাছা, শাখাপল্লব ছাঁটিয়া

[illegible] থাকে না। জগৎ আছে, স্রষ্টার ইচ্ছা; জগৎ [illegible] তার বিধানে; এই কথা কয়টির উপর বড় বিবাদ [illegible] একরকম ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। কিন্তু আরও [illegible] আছে, যাহা সর্ব্ববাদীসম্মত নহে।

[illegible] জগৎ বৃহৎ, প্রকাণ্ড, অসীম, অথচ কেমন সংযত, [illegible] বদ্ধ। সুতরাং সৃষ্টিকর্ত্তা সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তিমান। [illegible] অতীতে ও সুদূর ভবিষ্যতে কেমন বাঁধা, সুতরাং [illegible]।

[illegible] জগৎ কেমন সুন্দর; সুতরাং স্রষ্টাও সৌন্দর্য্যময়।

[illegible] জগৎ বড় সুখের; ঈশ্বর করুণাময়।

[illegible] বলেন, জগতে পুণ্যের জয়; অতএব ঈশ্বর ন্যায়ের [illegible]।

[illegible] পাঁচজনে পাঁচকথা বলেন ও তুমুল কোলাহল [illegible] পাঁচ ছয় হাজার বৎসর ধরিয়া কোলাহল চলিতেছে, [illegible] বলা যায় না।

[illegible] সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপক্ষ আসিয়া প্রশ্ন উত্থাপন করে, ঈশ্বর [illegible], তবে জগতে কুৎসিতের অস্তিত্ব কেন? ঈশ্বর [illegible], তবে জগতে দুঃখ কেন? ঈশ্বর ন্যায়ের বিধাতা, তবে [illegible] জয়দান কেন?

[illegible] শয়তানের কাজ। শয়তান ঈশ্বরের বিরোধী, [illegible] সজ্জনের বিরোধী।

তবে কি ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান নহেন?

উত্তর, কেন শয়তান ত জব্দ আছে।

[illegible] শয়তানের নিপাত হইলেই ত ভাল হইত।

উত্তর. ঈশ্বরের ইচ্ছা।

এ কেমন ইচ্ছা বলা যায় না। শয়তানটা বিধাতার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার এত চেষ্টা করিতেছে; তথাপি শক্তিসত্ত্বেও তাহাকে নিপাত করিব না, মন্দ ইচ্ছা নয়।

আর একরকম উত্তর আছে। তোমার সামান্য বুদ্ধিতে যাহা দুঃখ, ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানে তাহা করুণা। তোমার বিকৃত দৃষ্টিতে যাহা কুৎসিত, বিধাতার নির্ম্মল দৃষ্টিতে তাহা সুন্দর; ধর্ম্মের লাঞ্ছনা লোকশিক্ষার্থ—ইহার ফল মঙ্গলময়।

নষ্টবুদ্ধির প্রশ্ন—আমার চক্ষুটা এমন বিকৃত করিল কে?

কূটবুদ্ধি দার্শনিক বলেন, কুৎসিত অস্বীকার করিলে সুন্দর থাকিবে না। দুঃখের অস্তিত্ব না মানিলে সুখের অস্তিত্ব থাকে না। যদি সুখ আছে মানিতে চাও, দুঃখ, প্রকৃত দুঃখ, মানিতে হইবে। বিধাতা যদি করুণাময় হন, তিনি দুঃখেরও নিদান।

বিজ্ঞানবিৎ বলিবেন, প্রকৃতিতে করুণা নাই। যা কিছু সুন্দর, যে একটু সুখ, দুঃখ হইতে তাহার উৎপত্তি; দুঃখেই বুঝি সমাপ্তি। ধর্ম্মের জয় মিথ্যা কথা; প্রকৃতির নিয়ম তাহা নহে। স্থূলদৃষ্টিতে বোধ হয় শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মের জয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মাধর্ম্মের সমান গতি; উভয়েরই বিনাশ।

উত্তর বুঝি নাই। কেহ বলেন, চুপ কর, বিধাতার উদ্দেশ্য —Behind the veil. কেহ বলেন, তুমি নির্ব্বোধ। কেহ বলেন, দেখ দেখি, এ লোকটার কুম্ভীপাকের ভয় নাই। অপরে বলেন, আইস, ইহাকে পোড়াইয়া মারি। দার্শনিক মহাশয়ের অস্তিত্বকে নাস্তিত্বে মিশাই।

সুবোধ লোকে আসিয়া মীমাংসার চেষ্টা করে। ভাই, গণ্ডগোলে দরকার নাই। ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা—সকলেই মানিয়া থাকি।

ঈশ্বর ইচ্ছাময়; তাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্টি কখন-না-কখন হইয়াছে। নতুবা এই এতবড় প্রকাণ্ড পদার্থ জগৎটা আসিল [illegible]? তবে কোন্ সময়ে, কিরূপে, কেন, ইহার [illegible] তাহা বলিবার উপায় নাই। সে সব অজ্ঞেয়। [illegible]ড়িয়া দিলে ঈশ্বর নিরুপাধিক নির্গুণ বল ক্ষতি নাই; [illegible]রও ভাল। জগৎ একটা প্রকাণ্ড যন্ত্র, এই যন্ত্র-[illegible]জন যন্ত্রীর ইচ্ছা আবশ্যক; তাই ঈশ্বর-স্বীকার [illegible] যন্ত্রচালনেও একজন যন্ত্রীর শক্তি আবশ্যক। [illegible] সেই শক্তি; তোমরা যাহাকে প্রাকৃতিক নিয়ম [illegible] ঈশ্বরের ইচ্ছারই বিকাশমাত্র। যন্ত্রটা সুগঠিত, [illegible] সুষ্ঠুভাবে চলিতেছে; ইহা যন্ত্রীর মাহাত্ম্য। তবে [illegible] মরীচা ধরিলে মেরামতের দরকার হয় কি না, [illegible]মতভেদ থাকিতে পারে। সেই মেরামতের নাম [illegible]

[illegible] গুলি শুনিতে বেশ, মীমাংসক মধ্যস্থের উপযুক্ত [illegible] দুই একটা এমন উদ্ধতস্বভাব লোক দেখা যায়, [illegible]র কথায় ঘাড় পাতিতে চায় না। তাহারা বলে, [illegible]রাং যন্ত্রী আবশ্যক, অতএব ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা, এরূপ [illegible]। ঘটের জন্য কুম্ভকার আবশ্যক; সুতরাং জগতের [illegible]র প্রয়োজন, যুক্তিটা ঠিক নহে। প্রথম, কুম্ভকার [illegible]র, মশলা হইতে বুদ্ধি যোগাইয়া গড়ে মাত্র, ঘটের [illegible] না। সেইরূপ প্রস্তুত নানমশলার উপর বুদ্ধিপ্রয়োগ [illegible] জগৎ গড়িয়াছেন, এইপর্য্যন্ত যুক্তিতে আইসে; [illegible]ড়িবার মশলা কোথা হইতে আসিল এ কথার উত্তর [illegible]। কিছু-না হইতে কিছুর উৎপত্তি মানুষের জ্ঞানের

বাহিরে, তাহার কল্পনার অতীত। মেজর প্রেমিসের অভাবে, সুতরাং সিদ্ধান্ত কিছুই আসে না। তবে বিশ্বাস কর, সে কথা স্বতন্ত্র; যুক্তির কথা তুলিও না।

মশলা কোথা হইতে আসিল ইহার উত্তর মিলিল না। তবে মশলা দেওয়া থাকিলে জগৎযন্ত্র নির্ম্মাণ হইল কিরূপে ইহা যুক্তির বিষয় হইতে পারে। ইহা বিজ্ঞানের বিষয়, বিজ্ঞানেরই বিচার্য্য; বিজ্ঞান কষ্টেস্রষ্টে যথাসম্ভব উত্তর দিবার চেষ্টা করিতেছে। যাহাকে বিজ্ঞান প্রাকৃতিক নিয়ম বলে, যাহাকে তোমরা ইচ্ছার বিকাশ বলিতেছ, তাহারই দ্বারা জগতের নির্ম্মাণ-প্রণালী, ক্রিয়াপ্রণালী সঙ্গতভাবে বুঝিবার চেষ্টা হইতেছে, কতক কতক বুঝা যাইতেছে। কেন এমন হইতেছে একথার উত্তর মিলে না; তবে মনুষ্যের পক্ষে যে ভাবে বুঝা সাধ্য, যে ভাবে বুঝিলে মনুষ্যের মন তৃপ্তিলাভ করে, সেই ভাবের ব্যাখ্যা বিজ্ঞানের নিকট মিলিতেছে। অন্য কোনরূপে বুঝিবার সাধ্য মনুষ্যের নাই; সে প্রয়াসও বিড়ম্বনা।

প্রাকৃতিক নিয়মকে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিকাশ বল বড় আপত্তি নাই; সে কেবল কথার মারপ্যাচ্। তবে "ঈশ্বরের ইচ্ছা" এই কথাটা কতকটা মনের চোখে ধূলি দেওয়া গোছ হয় এই আপত্তি। ইচ্ছা শব্দে মানুষের ইচ্ছা, কুকুরের ইচ্ছা, গোরুর ইচ্ছা, জীবজন্তুর ইচ্ছা, এইরকম একটা কিছু বুঝিতে পারা যায়। কাঠ পাতরের ইচ্ছা, কি অশরীরী কোন-কিছুর ইচ্ছা, আকাশ-কুসুমের মত নিরর্থক। ঈশ্বর শব্দে তোমরা অশরীরী সৃষ্টিছাড়া কোন একটা কিছু বুঝিয়া থাক। সেই ঈশ্বরের ইচ্ছা বলিলে কি অর্থ বুঝিব, তাহা অভিধানেও লেখে না, বুদ্ধিতেও আইসে না। সুতরাং ঈশ্বরের ইচ্ছায় জগৎ এইরূপ হইয়াছে ও এইরূপে চলিতেছে, কথাটার

হৃদ্‌গত হয় না। ঈশ্বরেচ্ছা আমাদের অবোধগম্য একটা কিছু; অভিধান-প্রযুক্ত মানবেচ্ছার সহিত সাদৃশ্য নাই। এরূপ ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট থাকিতে ইচ্ছা

পরমাণু এই দুই মশলাতে স্থূলতন জগৎ নির্ম্মিত; মগুলি সমুদায় জানিলে কিরূপে জগৎ গঠিত হইয়াছে, তেছে, ও কিরূপে চলিবে, বৈজ্ঞানিক তাহা বলিবার ইহাকে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বলিতে পার। এই ধ্যায়কগণের অন্যতম অগ্রণী মহামতি ক্লার্ক মাক্সো- বলিয়াছিলেন, পরমাণুগুলি যেন ছাঁচে ঢালা; নিয়ম এখানে পরাহত; এইখানে একজন শিল্পীর মনুষ্যের বুদ্ধি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পথে অগ্র- ানেই কিয়ৎক্ষণের জন্য পরাবৃত্ত হইয়াছে, সেই- াড়িয়া নিরাশভাবে বলিয়াছে, এইখানে একজন কতা। পরমাণুর গঠনে শিল্পীর আবশ্যকতা কি- নববুদ্ধির বিজয়বৈজয়ন্তী বহন করিয়া সম্প্রতি য়লের পদানুসরণ করিতেছেন, তাঁহারাই বোধ ত্তর দিবেন।

সম্প্রদায় আছেন তাঁহারা বলেন জগৎ ও ঈশ্বর ড়া ঈশ্বরের কল্পনা দরকার নাই। জগৎ ঈশ্বর ঈশ্বরেরই মূর্ত্তি বা ঈশ্বরের অভিব্যক্তি। অবশ্য। সৃষ্টিশব্দের সার্থকতা নাই, সৃষ্টিব্যাপার বা ছু কখন সংঘটিত হইয়াছিল এরূপ বুঝায় না। র্ষে এই মত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং বর্ত্ত- এই মত মজ্জাগত। এই সম্প্রদায়কে ইংরাজিতে

স্পষ্টতঃ Pantheists বলে ; ইহাদিগকে নিরুত্তর করা বড়ই কঠিন ; তবে গালি দেওয়া চলে।

মানবজাতি বহুদিন হইতে যে দৃঢ়ভিত্তি সংস্কার পোষণ করিয়া আসিতেছে, তাহার মূলোচ্ছেদ সহজ ব্যাপার নহে। আমাদের বিশ্বাস, জগৎ নামে একটা বিচিত্র অসীম অনন্ত প্রকাণ্ড পদার্থ অনন্ত দেশ ব্যাপিয়া এবং বোধ করি অনাদি কাল ব্যাপিয়া বর্ত্তমান আছে। মনুষ্য সেই জগতের একটি ক্ষুদ্র অংশ ; তাহার খানিকটামাত্র দেখিতে পায় ও কিছুক্ষণমাত্র ধরিয়া রাখে। জ্ঞানের বিকাশ ও উন্নতির সহিত সেই অসীম জগতের পরিচিত অংশের পরিধিটুকু ক্রমে প্রসার লাভ করে বটে ; কিন্তু অসীমের তুলনায় তাহার পরিমাণ সর্ব্বদাই এবং সর্ব্বতোভাবে নগণ্য। সম্প্রতি ব্রহ্মাণ্ডের অতি সংকীর্ণ অংশে আমাদের জ্ঞান আবদ্ধ আছে ; কিন্তু এই পরিধির বাহিরে আরও সর্ব্বতোভাবে বিশালতর যে অংশ রহিয়াছে, তাহার কিয়দংশের সহিত ক্রমশঃ আমাদের চেনাশুনা ঘটিতে পারে ; কিন্তু সমগ্রটা কখনই জ্ঞানের সীমানার ভিতর আসিবে না। এই প্রকাণ্ড পদার্থটা একটা প্রকাণ্ড জটিল যন্ত্রবিশেষ ; তবে যতই আমরা ইহার সহিত পরিচিত হই, ততই ইহার জটিলতা মুক্ত হয় ; ততই আমরা দেখিতে পাই কতকগুলি সুসঙ্গত নিয়মের শৃঙ্খলায় সমুদায় চাকাগুলি পরস্পরকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত রাখিয়াছে ; এই প্রাকৃতিক নিয়মগুলি জ্ঞানায়ত্ত করিতে পারিলেই জগৎযন্ত্রের জটিলতা ক্রমশঃ পরিষ্কার হইয়া আসিবে। এবং বিজ্ঞানশাস্ত্রের এইমাত্র সম্পাদ্য।

একটু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে এই মতটা অনেকখানি বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। আমার ভিন্ন আর কিছুর অস্তিত্ব যুক্তি দ্বারা ঠিক্ প্রতিপন্ন হয় না। আমি আছি, এটা যেমন প্রমাণনিরপেক্ষ

ছু আছে, তাহা ঠিক্ তেমন সত্য নহে; এবং
মিয়া মিলে না।

পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকার
ন; এবং পুরুষপ্রকৃতির সমবায়ে বা সাক্ষাৎ-
গতের অভিব্যক্তি সুন্দরভাবে বুঝাইয়াছেন।
অস্তিত্ব একটা Hypothesis মাত্র; এই
া অনুমিতি ব্যতীতও যদি জগতের অস্তি-
য়, তাহা হইলে ইহা স্বীকার করিতে সকলে
ত পারেন। প্রাচীনের মধ্যে বৈদান্তিক ইহা
ন না; আধুনিকের মধ্যে ক্লিফোর্ড প্রভৃতি
রেন না। আমি জগতের অংশ, ততদূর সত্য
ার অংশ একথাটা যতদূর। জগৎ না থাকিলে
না, বোধ করি নির্ভয়ে বলা যাইতে পারে না;
থাকিলে জগৎ থাকিত না এটা বোধ হয় কত-
ইত বলিতে পারি। ব্যক্ত জগতের আমা ছাড়িয়া
েল প্রমাণ করা যায় না। উহা আমারই নিজের
া মনোগঠিত প্রতিমূর্ত্তি। জ্ঞান-বিস্তারের সহিত
আর একটু, আর একটুর সহিত ক্রমশঃ
হইতেছে, ইহা সম্পূর্ণ ঠিক্ নহে; আমারই
তন্যের বিকাশের সহিত আমার জগৎ ক্রমে
অভিব্যক্তি লাভ করিতেছে, বরং ঠিক্।

সংখ্যাতীত কি না ঠিক্ জানি না, চিৎপদার্থ বা
সমবায়ে আমার চৈতন্য। চৈতন্যের একটি
াছে, সে আপনার সমগ্রটাকে, অর্থাৎ সমুদায়
কণার প্রবাহটাকে, একভাবে দেখিতে পায়,

আপনাকে আপনি চিনিয়া লয়; ইহা হইতেই আদি-জ্ঞানের উৎপত্তি। দ্বিতীয়তঃ ইহা আপনার অংশীভূত বা উপাদান-স্বরূপ চৈতন্যকণাগুলিকে এক এক করিয়া, খুঁটিনাটি করিয়া, বাছিয়া, গোছাইয়া সাজাইয়া দেখিতে চায়; আপনাকে আপনি বিশ্লেষণ করে; এই বিশ্লেষণ-চেষ্টায় চৈতন্যের স্ফূর্তি ও বিকাশ, আমার জ্ঞান বুদ্ধি বাসনা প্রভৃতির উৎপত্তি। বৈদান্তিকেরা আত্মার বিকাশের তিনটা অবস্থার উল্লেখ করেন;—সুষুপ্তাবস্থা, স্বপ্নাবস্থা ও জাগ্রদবস্থা। প্রথম সুষুপ্তাবস্থায় চৈতন্যের এই আত্মবিশ্লেষণশক্তি জন্মে নাই; চৈতন্য হয় ত আছে কিন্তু আপনার নিকট অপরিচিত; এখনও নিজের কি আছে, কি নাই জানে না। দ্বিতীয় স্বপ্নাবস্থায় চৈতন্যের কিছু বিকাশ হইয়াছে; আপনার কতক কতক আপনার বলিয়া জানিয়াছে; কিন্তু এখনও সাজাইয়া গোছাইয়া লইতে পারে নাই; কাহার সহিত কি সম্বন্ধ ঠিক্ করিতে পারে নাই; এবং বোধ করি আপনার অস্তিত্বের প্রবাহ সম্বন্ধে এখনও আপনি সন্দিহান। জাগ্রদবস্থায় চৈতন্য বিকশিত, স্ফুট, স্ফূর্তিমান্; আপনাকে জানে, আপনার সকলকে চিনে; কোন্ অনুভূতিটা কোন্ স্মৃতিকে উদ্বোধিত করিতেছে, কোন্ স্মৃতি কোন্ আকাঙ্ক্ষাকে জাগাইতেছে, এবং সে নিজে সেই অনুভূতিটা, স্মৃতিটা, আকাঙ্ক্ষাটাকে লইয়া কি করিবে, কোথায় রাখিবে, ইত্যাদি লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত রহিয়াছে। সহজ কথায় বুঝাইতে হইলে প্রোটোপ্লাজ্‌মের চৈতন্যকে বোধ করি সুষুপ্ত, জলৌকা বা কিঞ্চিলিকার চৈতন্যকে, স্বপ্নাবস্থ, ও উচ্চতর জীবের চৈতন্যকে জাগ্রৎ বলিতে পারা যায়। প্রোটোপ্লাজ্‌মের কাছে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে কি না সন্দেহ, জলৌকার জগৎ অসম্বদ্ধ, অনিয়মিত, ব্যবস্থাহীন;

[illegible] আমার জগৎ অনেকাংশে সুবদ্ধ, সুগ্রথিত, সুসং- [illegible] সুশৃঙ্খলিত ও বিকাশমান।

[illegible] চৈতন্যের আত্মবিশ্লেষণ-শক্তি। সে আপনাকে [illegible] ছিন্ন করিয়া দুইভাগে রাখে, একভাগের নাম [illegible] আপনি বা আমিপ্রপার; আর একভাগের নাম [illegible] ব্যক্ত প্রকৃতি, জগৎ অথবা ব্যক্ত বাহ্য বা অনাত্ম- [illegible] এবং এই দুইএর পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাত সম্বন্ধ- [illegible] আপনাকে ব্যতিব্যস্ত রাখিয়া কৌতুক করে। যে [illegible] সমবায়কে আত্ম হইতে পৃথক্‌ভাবে দেখিয়া [illegible] প্রকৃতি নাম দেন, তাহাদিগকে আবার দুইরকমে সাজা- [illegible] চৈতন্য যে, জাগ্রদবস্থাতেও সমুদায় চিৎকণাগুলি [illegible] দেখে নহে; কতকগুলিমাত্র দেখে ও সাজায় ও [illegible] তাহাদের দুইরকমে সাজায় ও দুইভাবে গোছায়। [illegible] সাজানর নাম দেশব্যাপ্তি, আর একরকমে [illegible] কালব্যাপ্তি। কতকগুলা একসঙ্গে দেখে, কতক- [illegible] দেখে; অথবা একরকমে দেখার নাম একসঙ্গে, [illegible] স্থাপিত করিয়া দেখা, আর একরকম দেখার [illegible] ক্রমে, যথাকালে বিন্যস্ত করিয়া দেখা। তৃতীয় [illegible] না কেন তাহার উত্তর নাই।

[illegible] দেশ ও কাল চৈতন্যের ধর্ম্ম বা শক্তি, অথবা চৈত- [illegible] বিন্যাসের রীতি। যে অর্থে আমার বাহিরে অন্য [illegible] নাই, সেই অর্থে আমার বাহিরে দেশ নাই বা কাল নাই। [illegible] অনুভূতিগুলিকে আমারই আবিষ্কৃত উপায়ে [illegible] ও কালে বিন্যস্ত করি; সব অনুভূতিগুলিকে [illegible] মাত্র; কেন না, আমার চৈতন্য এখনও পূর্ণ-

বিকাশ লাভ করে নাই, পূর্ণ জাগ্রত হয় নাই। সাজান ও গোছানর দিকেই আমার প্রয়াস, এবং সেই প্রয়াসেই চৈতন্যের বিকাশ। প্রয়াসে শক্তিসঞ্চয় ও শ্রমসংক্ষেপের প্রবল চেষ্টা। সব অনুভূতিগুলি ত চিনি না, যাহাদিগকে চিনি, তাদের মধ্যেও আবার সাজাইবার সময় বাছিয়া লই। সাজাইবার সময় কতকগুলিকে ডাকিয়া লই, কতকগুলিকে অনাদরে পরিত্যাগ করি। আবার মনের মত করিয়া সাজাই। পরস্পর সুনিয়ত একটি সৃঙ্খলা ও সম্বন্ধ রাখিয়া সাজাই। যেন যখন যাহাকে দরকার হয়, তখনি তাহাকে ডাকিয়া পাই; যেন তূর্য্যধ্বনির সঙ্কেত শুনিতে শুনিতে সকলে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থলে সুসম্বদ্ধ, সুবিন্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া যায়; যেন ব্যূহরচনার পরিশ্রমেই ক্লান্তিবোধ না হয়; যেন ব্যূহরচনা হইতে হইতেই যুদ্ধে হটিতে না হয়। দেশে সাজাই ও কালে সাজাই; এবং উভয়ের মধ্যে এমনি সুবিহিত ব্যবস্থা করিয়া সাজাই। এই ব্যবস্থা আমার চৈতন্যের কারিগরী, এবং এই ব্যবস্থার নাম প্রাকৃতিক নিয়ম। প্রকৃতিতে, বহিঃপ্রকৃতিতে, নিয়মের শৃঙ্খলা কেন, জগৎ নিয়মতন্ত্র রাজ্য কেন? কেন না, আমিই নিয়মের প্রতিষ্ঠাতা। নিয়মের প্রতিষ্ঠাতে আমার চৈতন্যের শ্রমসংক্ষেপ, চৈতন্যের বিকাশ ও পূর্ণতার দিকে গতি; আমার জীবনসংগ্রামে জয়লাভের ভরসা। তাই আমি আমার জগতে নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি! তাই আমার জগতে নিয়মবশে পৃথিবী ঘুরে, বাতাস বহে, আলো জ্বলে। তাই আমার জগৎ ছন্দোবদ্ধ সুললিত গীতিকবিতা, পঠনে প্রাঞ্জল, শ্রবণে মধুবর্ষী।

নিয়মের প্রতিষ্ঠায় আমার চৈতন্যের বিকাশ ও জ্ঞানের প্রসার; তাই নিয়মের প্রতিষ্ঠাতেই আমার আনন্দ ও শান্তি;

... আমার স্বভাব। যাহা নিয়মের ভিতরে এখনও ... তাহা আমার যেমন-কেমন অসঙ্গত ঠেকে; ... অধীনে আনিবার জন্যই আমার চেষ্টা। সর্ব্বত্র ... াছি তাহা নহে; তবে সফলতা ধরিয়া আমার ... রিমাণ। আমার জগতে আমি নিয়মের প্রতিষ্ঠা ... পাইলে আমি খাই ও আমার জগতে অহোরাত্রি ... ঐ ব্যক্তি যাহাকে পাগল বলা যায়, উহার ... প্রতিষ্ঠা হয় নাই; ও ক্ষুধা পাইলে খায় না এবং ... বোধ করি দিনের পর রাত্রি ও রাত্রির পর দিন ... একটা জগৎ আছে, কিন্তু সেটা আমার জগতের ... সেটা এলোমেলো অসংযত অযথান্যস্ত।

... যেমন আমারই অন্তরে, প্রকৃতির দেশব্যাপ্তি ও ... তেমনি আমারই অন্তরে, এবং প্রকৃতিতে নিয়মের ... আমারই সৃষ্টি। অনন্ত জগৎ অর্থহীন, অনাদি ... সীম দেশ অর্থহীন। আমার আত্মবিকাশের ... তর পরিধি বাড়িতেছে, দেশের সীমারেখা ও ... সরিয়া যাইতেছে। জগতে নিয়মের প্রতিষ্ঠা ... যাহার নিকট নিয়মের প্রতিষ্ঠা, তাহার ... ও সামর্থ্যবান্। যাহার নিকট নিয়মের প্রতিষ্ঠা ... পাগল।

... অভিব্যক্তির নাম প্রাকৃতিক সৃষ্টি। সুস্থ মান- ... সৃষ্টির বিষয় অবগত নহে। *

... সে কেবল একমাত্র জাতির মধ্যে এই সৃষ্টিতত্ত্ব

* ... মশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় দার্শনিক সৃষ্টি অভিধানে এই ... নিকট উপস্থিত করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

আবিষ্কৃত হইয়াছিল। জ্ঞানের ইতিহাসে সেই জাতির প্রতিভার জ্যোতিঃ নির্ম্মল প্রভা বিস্তার করিতেছে।

---

# কোহিনূর।

হীরকের মধ্যে কোহিনূর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেইজন্যই বোধ হয় অনেকে পুরাণাদি-বর্ণিত কোন কোন শ্রেষ্ঠ রত্নের আসনে কোহিনূরকে বসাইয়া থাকেন; কিন্তু কোহিনূরের প্রকৃত তত্ত্ব দুইজন প্রসিদ্ধ বৈদেশিকের গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিতে পারা যায়। এই দুইজনের একজনের নাম ট্যাভারনিয়ার, অন্যের নাম বর্ণিয়ার বর্ণিয়ার অনেকদিন পর্য্যন্ত মোগল রাজসভায় চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত ছিলেন; তিনি কোহিনূর সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহাতে জানিতে পারা যায় যে, মীরজুম্‌লা যখন প্রথম সাজাহানের সেনাপতিত্বে নিযোজিত হন সেই সময় তিনি এই অদ্বিতীয় রত্ন দিল্লীশ্বরকে উপহার প্রদান করেন। সম্রাটের কার্য্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে মীরজুম্‌লা গোলকণ্ডাধিপতির সেনানায়ক ছিলেন এবং তিনি গোলকণ্ডায় অবস্থানকালে কোহিনূর হস্তগত করিয়াছিলেন।

কিন্তু ট্যাভারনিয়ারের গ্রন্থ হইতে আমরা কোহিনূরের বিস্তৃততর ইতিহাস সংগ্রহ করিতে পারি। ট্যাভারনিয়ার পর্য্যটনোপলক্ষে এসিয়াখণ্ডে ছয়বার আসিয়া, এই প্রাচ্য ভূখণ্ডে প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল বাস করিয়াছিলেন; তিনি নিজে একজন মণিকার

রনাই বোধ হয় তিনি কোহিনূর সম্বন্ধে অধিক
ছন।

চারিটী বিভিন্ন অংশে কোহিনূরের উল্লেখ
যায়। কিন্তু এইসকল বর্ণনার ভিতর স্থানে
মতদ্বৈধ লক্ষিত হয়; তিনি একস্থানে লিখি-
ক খনিতে ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং পরি-
র পূর্ব্বে ইহার পরিমাণ এক হাজার সত্তর
মুলা সর্ব্বপ্রথমে ইহা আরঙ্গেব বাদসাহকে
ান। কিন্তু কোন কোন ঐতিহাসিক এই
নিয়ারের ভ্রমণবৃত্তান্ত-সংকলয়িতার প্রক্ষিপ্ত
শ করেন; কারণ, এই বর্ণনার সহিত তাঁহার
ষ্ট অনৈক্য দেখা যায়। ট্যাভারনিয়ারের
লয়িতার নাম চাপ্যুজোঁ; ট্যাভারনিয়ারের
ম প্রকাশিত হইবার পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বে,
যখন তিনি ভারতবর্ষে ছিলেন, সেই সময়
ডি বোয়" নামক একখানি পুস্তক প্রকাশিত
ট্যাভারনিয়ারের ডায়ারি এবং পত্র হইতে
হয়।

ারের অন্যান্য বর্ণনা হইতে জানিতে পারা
মীরজুম্লা সাজাহানকে কোহিনূর উপহার
হনূরকে ব্যবহারোপযোগী করিবার পূর্ব্বে
রতি ছিল। এই সময় মোগল রাজপরি-
মণিকার কাজ করিতেন, তাঁহার বাদ-
টন্সিও বার্জ্জিও—কর্ত্তনপূর্ব্বক কোহিনূরকে
যোগী করিবার ভার [illegible]

হয়। কিন্তু তিনি কোহিনূরের এত অধিক অংশ অপচয় করেন যে, তাঁহার কবল হইতে উদ্ধার হইলে কোহিনূরের পরিমাণ ৩১৯½ রতিতে পরিণত হয়। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে ট্যাভারনিয়ার আগ্রার সম্রাট আরঙ্গেবের নিকট কোহিনূর দেখিয়াছিলেন; আরঙ্গেব তাঁহার বৃদ্ধ পিতা সাজাহানকে কারাবদ্ধ করিয়া অন্যান্য বহুমূল্য রত্নাদির সহিত কোহিনূরও হস্তগত করেন। এ সময়েও কোহিনূরের ওজন ৩১৯½ রতি ছিল।

"মেময়রস্ অব্ বাবর" নামক গ্রন্থে একখানি অত্যুজ্জ্বল বহুমূল্যবান হীরকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; কেহ কেহ অনুমান করেন এই হীরক কোহিনূর; কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধানে অবগত হইতে পারা যায় যে, ইহা কোহিনূর নহে। সাজাহানের পূর্ব্বে কোহিনূর দিল্লির মোগল সম্রাটদিগের হস্তগত হয় নাই। বাবর তাঁহার আত্মজীবনবৃত্তান্তে যে হীরকের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা তাঁহার পুত্র হুমায়ুন ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে রাজা বিক্রমজিতের নিকট হইতে লাভ করিয়া তাঁহাকে উপহার প্রদান করেন; ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে নাদীর সাহ কর্ত্তৃক দিল্লি লুণ্ঠিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহা মোগল রাজপ্রাসাদেই রক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু ট্যাভারনিয়ার আরেঙ্গেবের যে সকল হীরকরত্নাদি দেখিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে এই হীরকখণ্ড ছিল না। এজন্য অনুমান হয় যে, তখন পর্য্যন্ত তাহা কারাবদ্ধ বৃদ্ধ সম্রাট সাজাহানের নিকটেই ছিল। এই হীরক কোহিনূরের সমপরিমাণ হইলেও অন্য কোন বিষয়ে কোহিনূরের সহিত ইহার সাদৃশ্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। বাবরের গ্রন্থে এবং ফেরিস্তায় এই হীরক ওজনে প্রায় ২২১ রতি এইরূপ লেখা আছে; ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে কোহিনূর যখন ইংলণ্ডে [illegible] ইহার পরিমাণও এই প্রকার ছিল।

... মস্ক একজন পর্যটক ১৮১০ খৃষ্টাব্দে পারস্যের ... একখণ্ড হীরক দেখিয়াছিলেন। তিনি বলেন ... ২২১ রতি। এই হীরকখণ্ডের নাম "দরি-... জ্যোতিঃসমুদ্র"; শুনিতে পাওয়া যায় নাদীর ... রিয়া অন্যান্য মণিমুক্তার সহিত এই হীরকখণ্ডও ...াছিলেন। অতএব বাবরের গ্রন্থে ও কেরিস্তায় ... দেখা যায় তাহা ইহাই হওয়াই সম্ভব।

...গলহস্তচ্যুত হওয়ার পর ইংরাজের হস্তগত ...নূরের ইতিহাস অতি কৌতুকজনক। ১৭৩৯ ... দিল্লির সম্রাট, পরাক্রান্ত আকবর ও আরঙ্গেবের ...শাল মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর ... অবস্থিত। নাদীর সাহ তাঁহার দুর্ব্বল হস্ত ... কাড়িয়া লইলেন; প্রায় আশী কোটী টাকা ...ঠন করিয়া নাদীর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করি-...রব কোহিনূরও পারস্যে নীত হইল।

... হস্তগত হইবার পূর্ব্বে কোহিনূরের কি নাম ... না; নাদীর সাহ ইহার অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিঃ ...র "কো-ই-নূর" (কো = পর্ব্বত, নূর = জ্যোতিঃ) জ্যোতিঃশৈল এই আখ্যা প্রদান করেন। ... যে, ইহার কোহিনূর নাম অতি উপযুক্তই ... খৃষ্টাব্দে নাদীর সা খোরাসানে নিহত হন। ... তাঁহার পৌত্র সা রুক্ষ পারস্যের সিংহাসন ও ...ধিকার লাভ করেন, কিন্তু সিংহাসনপ্রাপ্তির ...নি আগা মহম্মদ নামক একজন প্রধান

নিকট হইতে কোহিনূর হস্তগত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন; এমন কি, এজন্য তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি উৎপীড়নও সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু আগা মহম্মদ কোহিনূরলাভে কৃতকার্য্য হন নাই। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে নাদীরের জনৈক সেনাপতি আহম্মদ সা দাক্ষেরর বিশেষ সহায়তা করিয়া পুরস্কারস্বরূপ কোহিনূর উপহার প্রাপ্ত হন। এই আহম্মদ সা অতঃপর কাবুলে দুরাণী বংশ সংস্থাপিত করেন।

আহম্মদ সার হস্ত হইতে কোহিনূর তৎপুত্র টাইমুরের হস্তগত হয়, এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জেমান সা কোহিনূর লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু অল্পদিন পরেই জেমান সা তাঁহার ভ্রাতা মহম্মদ কর্তৃক কারারুদ্ধ ও অন্ধ হন, তথাপি কোহিনূর তাঁহার হস্তচ্যুত হয় নাই। দুইবৎসর পরে তিনি তাঁহার তৃতীয় ভ্রাতা সুলতান সুজাকে ইহা প্রদান করেন। কিন্তু সুবিখ্যাত ইতিহাস-লেখক এলফিন্‌ষ্টোন্ ও গ্রিফ্যান সাহেব বলেন যে, সা জেমান যে গৃহে অবরুদ্ধ ছিলেন সেই গৃহভিত্তিতেই অন্যান্য রত্নাদির সহিত কোহিনূরও প্রোথিত ছিল। যাহা হউক, যে কোন উপায়ে কোহিনূর সুজার হস্তগত হইয়াছিল; কারণ, সুজা তাঁহার ভ্রাতা মহম্মদকে সিংহাসনচ্যুত ও কারারুদ্ধ করিয়া রাজ্য অধিকার করিবার পর ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সহিত এলফিন্‌ষ্টোন্ সাহেবের পেশোয়ারে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সেই সময় এলফিন্‌ষ্টোন্ সাহেব সা সুজাকে এই হীরক ব্যবহার করিতে দেখিয়াছিলেন। এলফিন্‌ষ্টোন্ সাহেব তাঁহার পুস্তকে ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে, ট্যাভারনিয়ার মোগল রাজদরবারে যে হীরক দেখিয়াছিলেন তাহার বর্ণনার সহিত সা সুজার ব্যবহৃত হীরকের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য

... করিয়া সৈন্যসংগ্রহপূর্ব্বক সা সুজাকে বন্দী ... ১৮১২ খৃষ্টাব্দে লাহোরে পলায়ন করিয়া পঞ্জাব... ...হের শরণাপন্ন হন। কোহিনূর তখনো তাঁহার ...ছিল।

... জানিতে পারিলেন কোহিনূর সুজার নিকট ... সুজা তখন রণজিতের আশ্রিত; বলপূর্ব্বক কোহিনূর ... ন্যায়সঙ্গত মনে করিলেন না—সুজাকে সাহায্য ... এবং ভবিষ্যতে তাঁহার প্রচুর উপকার করিবেন আশা ... তাঁহার নিকট কোহিনূর প্রার্থনা করিলেন। সুজা তখন ..., পরান্নভোজী ভিক্ষুক, তথাপি জগতের শ্রেষ্ঠ রত্নে তাঁহার ... সমুজ্জ্বল। তিনি রণজিতকে বলিয়া পাঠাইলেন ... নিকট নাই, হারাইয়া গিয়াছে। সা সুজার এ ... চক্ষু ধূর্ত্ত পাঞ্জাবপতির কিছুমাত্র বিলম্ব হইল ... কোহিনূর লাভে বিফলমনোরথ হইয়া তিনি ... ক্রয় করিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু কোহি... ...কাছে আছে সুজা একথা কিছুতেই স্বীকার ...না। উপায়ান্তর না দেখিয়া পঞ্চনদের অধীশ্বর অন্য ... অবলম্বন করিলেন, তিনি একদিন সহসা সুজার ... হইলেন, উভয়ের মধ্যে বন্ধুতা স্থাপিত হইল— ... রণজিৎ পরস্পরের রাজমুকুট পরিবর্ত্তন করি...; ...টে কোহিনূর ছিল, রণজিতের হস্তগত হইল। ... সা সুজার জীবিকানির্ব্বাহের জন্য পাঞ্জাবে ... জায়গীর প্রদান করিলেন এবং কাবুলজয়ে সাহায্য ...শাও দিলেন। এই ঘটনা ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ঘটে।

সমতল প্রদেশে দীর্ঘকাল সন্তুষ্টচিত্তে পরপ্রসাদ ভোগ করিতে সক্ষম হইলেন না; লাহোর ত্যাগ করিয়া অনেক দুর্গম অরণ্য ও পর্ব্বত পরিভ্রমণপূর্ব্বক অবশেষে লুধিয়ানায় উপস্থিত হইলেন। এখানে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী তাঁহাকে ও তাঁহার ভ্রাতা অন্ধ জেমান সাহকে (জেমান সা পূর্ব্ব হইতেই সা সুজার সঙ্গে ছিলেন) পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন, এবং গবর্মেণ্ট হইতে প্রত্যেককে বার্ষিক ৬০০০০৲ টাকা পেন্সন্ ধার্য্য করিয়া দিলেন। গ্রিম্যান সাহেব বলেন যে, জেনারাল স্মিথ এই সময় লুধিয়ানার সেনানায়ক ছিলেন; লুধিয়ানায় অবস্থানকালে বৃদ্ধ জেমান সা জেনারেল স্মিথের নিকট এই সমস্ত বিবৃত করিয়াছিলেন।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড অকলণ্ড সা সুজাকে কাবুলের সিংহাসন প্রদান করেন।

দিল্লী ও কাবুলের জহরীগণ এবং অন্যান্য অনেকে একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, রণজিৎ সিংহ সা সুজার নিকট যে হীরক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা যে ট্যাভারনিয়ারের বর্ণিত হীরক, অর্থাৎ কোহিনূর, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি ট্যাভারনিয়ার যখন আগ্রায় কোহিনূর দেখিয়াছিলেন তখন ইহার পরিমাণ ৩১৯½ রতি ছিল, কিন্তু রণজিৎসিংহের হস্তগত হওয়ার পর দেখা যায় কোহিনূর ওজনে ২২১½ রতি মাত্র। মধ্যে হইতে ৯৮ রতি কোথায় উড়িয়া গেল তাহা নির্ণয় করা দুরূহ।

মহারাজ রণজিৎসিংহ যতদিন জীবিত ছিলেন, রাজদরবারে উপস্থিত হইবার সময় কিম্বা কোন উৎসব উপলক্ষে কোহিনূর ধারণ করিতেন; অনেক ইংরাজ লেখক তাঁহাকে কোহিনূর-ভূষিত দেখিয়াছেন।

প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। মিস্ এডেন নামক একজন ইংরাজ মহিলা তাঁহার স্বরচিত "Portraits of the Princes and People of India" নামক পুস্তকে কোহিনূরের এক প্রতিকৃতি প্রকাশ করিয়াছেন।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে রণজিতের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি অভিলাষ প্রকাশ করেন যেন কোহিনূর পুরুষোত্তমে জগন্নাথদেবকে উপহার পাঠান হয়, কিন্তু তাঁহার অভিপ্রায় পূর্ণ হয় নাই; রণজিতের মৃত্যুর পর কোহিনূর তাঁহার ধনাগারে রক্ষিত হইয়াছিল।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাব ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইলে কোহিনূর অন্যান্য রত্নাদির সহিত "বোর্ড অব গবর্মেণ্টে"র হস্তগত হয়। ইহার কয়েক মাস পরে তদানীন্তন গবর্ণর জেনারাল লর্ড ডালহাউসীর পরামর্শানুসারে তাহা ইংলণ্ডে ভারতেশ্বরীর নিকট প্রেরিত হয়। এক্ষণে কোহিনূর ভারতেশ্বরীর রাজমুকুট উজ্জ্বল করিতেছে।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে যে প্রদর্শনীর অধিবেশন হয় তাহাতে কোহিনূর প্রদর্শিত হইয়াছিল। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে মহারাণীর জহরী মেসার্স গেরার্ড্স্ কোম্পানী আমষ্টারডাম্ হইতে উরসেঞ্জার নামক একজন প্রসিদ্ধ মণিকারকে আনাইয়া সুগঠিত করিয়া কর্তন করিবার জন্য তাঁহার হস্তে কোহিনূর প্রদান করেন। কোহিনূরকে কাটিয়া সুগঠন করিতে ৩৮ দিন লাগিয়াছিল এবং এই কার্য্যের জন্য প্রায় লক্ষ টাকা মজুরী দিতে হইয়াছিল। কোহিনূর আকারে এখন আর কোহিনূর নাই—কোহিনূর-কণায় পরিণত হইয়াছে; এখন ইহার পরিমাণ ৬৩ রতি মাত্র। কোথায় নয়শত রতি আর কোথায় তেষট্টি রতি!

কোহিনূরের মূল্য সম্বন্ধে নানাপ্রকার কিংবদন্তী শুনিতে

বিভিন্ন জহরীতে ইহার মূল্য ত্রিশ লক্ষ হইতে এক কোটী টাকা স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার প্রকৃত মূল্য কত তাহা আজও স্থির হয় নাই। এ পর্য্যন্ত অনেক হস্তে কোহিনূর ঘুরিয়াছে কিন্তু কেহ মূল্য দিয়া কিনিয়াছেন এরূপ উল্লেখ দেখা যায় না, তাই বুঝি রণজিৎ উপহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন, ইহার মূল্য পাঁচ জুতা।

ময়ূরসিংহাসন এবং কোহিনুর ভারতের গৌরব, কিন্তু উভয়েই দেশান্তরিত হইয়াছে; কেবল তাহাদের বিস্ময়কর কাহিনী ভারতের বিপুল বক্ষে পড়িয়া পথিকের মানসনয়নে অতীতের ইন্দ্রজাল ফুটাইয়া তুলিতেছে।

---

## তুলনায় সমালোচনা।

একদা পুলকে প্রভাত আলোকে
গাহিছে পাখী;
কহে কণ্টক বাঁকা কটাক্ষে
কুসুমে ডাকি';—
তুমি ত কোমল বিলাসী কমল,
দুলায় বায়ু,
দিনের কিরণ ফুরাতে ফুরাতে
ফুরায় আয়ু;
এ পাশে মধুপ মধুমদে ভোর,
ও পাশে পবন পরিমল-চোর,
বনের দুলাল, হাসি পায় তোর

হা মরি মরি কি রঙীন্ বেশ,
হাস হাসির নাহি আর শেষ,
বেলা ধরি রসালসাবেশ
গন্ধ মেখে' !
ক'দিনের আদর সোহাগ
সাধের খেলা !
ত মাধুরী, রঙীন্ বিলাস,
মধুপ-মেলা !

া নহি আমি তোদের মতন
সুখের প্রাণী,
ভাব হাস, নানা-রঙা বাস
নাহিক জানি !
ছি নয়, জগতে সব
আপন বলে,
পারে তাড়াতে আমারে মাড়াতে
ধরণী তলে !
দের মতন নহি নিমেষের,
। এ নিখিলে চির-দিবসের,
াদল ঝড়বাতাসের
না রাখি ভয় !
একাকী, সঙ্গীবিহীন,
া কাছে কোন নাহি প্রেম-ঋণ,
গান শুনি' সারা নিশিদিন
করি না ক্ষয় !

## সাধনা।

আনিবেক গীত, বিহঙ্গগীতি
যাইবে থামি',
ফুলপল্লব ঝরে' যাবে সব,
রহিব আমি!

চেয়ে দেখ মোরে কোন বাহুল্য
কোথাও নাই;
স্পষ্ট সকলি, আমার মূল্য
জানে সবাই।
এ ভীরু জগতে যার কাঠিন্য
জগৎ তারি।
নখের আঁচড়ে আপন চিহ্ন
রাখিতে পারি!
কেহ জগতেরে চামর ঢুলান,
চরণে কোমল হস্ত বুলায়,
নত মস্তকে লুটায়ে ধুলায়
প্রণাম করে।
ভুলাইতে মন কত করে ছল,
কাহারো বর্ণ, কারো পরিমল,
বিফল বাসরসজ্জা, কেবল
দু দিন তরে!
কিছুই করি না, নীরবে দাঁড়ায়ে
তুলিয়া শির
বিঁধিয়া রয়েছি অন্তর মাঝে

* পরিত্রীন।

…র তোমরা চাহ না চাহিতে
…চোখের কোণে,
…ফাটিয়া উঠেছ ফুটিয়া
…আপন মনে।
…তব মধু, থাক্ সে তোমার,
আমার নাহি।
…তব রূপ,—মোর পানে কেহ
…দেখে না চাহি।
…আছে শাখা, কারো আছে দল,
…আছে ফুল, কারো আছে ফল,
…রি হস্ত রিক্ত কেবল
দিবসযামী!
…তরু তুমি বৃহৎ প্রবীণ,
…দের প্রতি অতি উদাসীন,
…বড় নহি, আমি ছায়াহীন,
ক্ষুদ্র আমি।
…া ক্ষুদ্র, তবুও রুদ্র
…ভীষণ ভয়,
…র দৈন্য সে মোর সৈন্য
তাহারি জয়।

---

## …াময়িক সারসংগ্রহ।

### বালবিধবা।

…লোকসংখ্যা নির্ণীত হইয়াছে তাহাতে দেখা

তাহার মধ্যে ৫১,২৮,৪২০ জন হিন্দু। বয়ঃক্রম অনুসারে গণনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহাদিগের মধ্যে

৪,৬৪৭ জন — কেবল ৪ বৎসর বয়স্কা
২৬,৫৩৮ „ — „ ৫ হইতে ৯ „
৬৩,২৪৬ „ — „ ১০ হইতে ১৪ „

৯৪,৪৩১ জন  ৪ হইতে ১৪ বৎসর বয়স্কা

অর্থাৎ কি না, প্রায় এক লক্ষ বিধবার বয়স চার হইতে চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত!

এই তালিকাটি পাঠ করিয়া আমাদিগের মনে সমাজের প্রতি আন্তরিক ধিক্কার জন্মে। যদি এই এক লক্ষ বিধবা বালিকাদিগের এত অল্পবয়সে বিবাহ না হইয়া যথাসময়ে বিবাহ হইত, তাহা হইলে ইহারা সকলেই চিরবৈধব্যযন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইতে পারিত। চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত কন্যা রাখিলে হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করা হইত না, অথচ এতগুলি অবলা দুর্ভাগিনী, বৈধব্যদশা হইতে অব্যাহতি পাইত। মনে কর ৪,৬৪৭ জন বিধবা কেবল চারি বৎসরের! ইহাদিগের মধ্যে যাহারা উচ্চজাতীয়া তাহারা একাদশীতে জল পর্য্যন্তও স্পর্শ করে না। ইহা ভাবিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়। বাস্তবিক হিন্দুধর্ম্ম বাল্যবিবাহের অনুমোদন করে না। তবে কেন ধর্ম্মের দোহাই দিয়া এই সকল নির্ব্বোধ অদূরদর্শী লোকেরা বাল্যবিবাহের পক্ষ সমর্থন করে! অনেকে মনে করেন যে, উন্নতিশীল লোকদিগকে ধর্ম্ম ও আচার ছাড়িতে হয়, কিন্তু ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া যে, অসংখ্য পাপ হইতে সমাজকে রক্ষা করা যায় ইহা কেহ ভাবেন না। হিন্দুসমাজ যে সকল বিষম পাপে দূষিত হইয়া আছে সমাজে

# রুষ ও ইংরাজ।

[illegible] জাতি হউক, কোন কার্য্যে ঝোঁক চাপিলে সে [illegible] পর্য্যন্ত না গিয়া কেহ থামিতে পারে না। রুষ [illegible] উভয়ে দেশজয়কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে; সেই কার্য্য [illegible] সমাধা না করিয়া কেহই ক্ষান্ত হইতে পারিবে [illegible] তে ইংরাজ রুষকে গালাগালি দিক্, আর রুষ [illegible] বিদ্রূপ করুক, বাহিরের লোকে নিরপেক্ষ হইয়া উভয়ের [illegible] বে দেখিবে।

[illegible] মধ্যে এমন একটি চাল দেখা যাইতেছে যাহ [illegible] লে আমোদ এবং শিক্ষা উভয়ই হয়। আমরা ইংল [illegible] কিয়া রুষের নিন্দা অনেক শুনিয়া থাকি, আ [illegible] যাহারা আছে তাহারা ইংলণ্ডের নিন্দা না [illegible] জলগ্রহণ করে না। কথাটা কিন্তু এই দাঁড়া [illegible] যে, রুষ এবং ইংরাজ উভয়ে অদৃষ্টচালিত হইয়া একট [illegible] হইতেছে এবং শেষ সাক্ষাৎ বন্ধুভাবে হউক্ বা [illegible] একস্থানে হইবেই হইবে। যাহাতে এই সাক্ষা [illegible] রাজ রাজপুরুষেরা তাহার বিশেষরূপ চেষ্টা করি [illegible] সে চেষ্টা বিফল হইবে।

[illegible] করা কাবুলদেশকে মধ্যবর্ত্তী রাখিয়া রুষকে দূরে [illegible] হইতেছেন কিন্তু তাঁহারা অদৃষ্টচালিত হইয়া রুষের [illegible] অগ্রসর হইতেছেন। রুষও ধীরে ধীরে ভারতের [illegible] হইতেছে। সামারখণ্ড, মার্ভ, খিবা, সারাকা [illegible] অবশেষে পামীর ক্রমাধিয়ে রুদপদভার অনুভব [illegible] এক [illegible]

এবং পামীর হইতে কাশ্মীরে আসিয়া পড়িবে। ইংলণ্ড কি করিতেছে? আমাদের রাজপুরুষেরা সিন্ধুনদের পশ্চিমস্থ যত পার্ব্বত্য পথ আছে ক্রমে ক্রমে তাহা অধিকার করিতেছেন। বোলান-পথ দিয়া এক লম্ফে তাঁহারা কান্দাহারে যাইতে প্রস্তুত আছেন। গোমল, করম, এবং খাইবার-পাস দিয়া একেবারে কাবুল অধিকার করিবেন, এবং গিল্‌গিট্‌ হস্তগত করিয়া রুষের কাশ্মীরে আসিবার পথ রোধ করিয়াছেন। সকল স্থানেই এক একটি দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে এবং ইহাদের মধ্যস্থিত যত অসভ্য জাতি আছে সকলেই ইংলণ্ডের অধীনস্থ হইয়া আসিতেছে। সুতরাং কাবুল মধ্যস্থিত হইয়া কোনমতেই থাকিতে পারিবে না। রুষ হিরাটে আসিলেই ইংরাজকে কান্দাহার অধিকার করিতে হইবে, এবং রুষ পামিরের দিক দিয়া আর একপদ অগ্রসর হইলেই ইংরাজকে চিত্রলে গিয়া তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে।

যে রূপে হউক, রুষ এবং ভারতকে প্রতিবাসী হইতেই হইবে। ইহাদিগের মধ্যে যুদ্ধ বাধিলেই বিপদ, কিন্তু কেবল প্রতিবাসী হইয়া থাকিলে বিশেষ কোন ক্ষতি নাই। বরং দুই সভ্যজাতি কাছাকাছি থাকাতে অনেকের অনেক বিষয়ে লাভ হইবার সম্ভাবনা। তবে পাঠকেরা জানেন, ইংলণ্ড এবং রুষ একদিকে যেমন ভাব করিবার চেষ্টা করিতেছে অন্যদিকে আবার পরস্পরের গলা কাটাকাটি করিবার জন্যও বিশেষ আয়োজন করিতেছে। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে কেবল যে, এসিয়াকে ভুগিতে হইবে তাহা নহে, য়ুরোপ এই যুদ্ধের মহাক্ষেত্র হইবে। এই য়ুরোপে আজকাল রুষেরা নানা চাল চালিতেছে। পাঠকেরা জানেন যে, জার্ম্মাণি ফ্রান্সের শত্রু এবং ফ্রান্স জার্ম্মানির শত্রু, এবং ইহাও জানেন যে,

জার্ম [illegible] ক্র এবং রুষ জার্ম্মাণির শত্রু। জার্ম্মাণিকে এই দুই [illegible] ক্র কখন-না-কখন করিতেই হইবে। কিন্তু জার্ম [illegible] রণ করিবার জন্য অষ্ট্রিয়া ও ইতালির সহিত ত্রিস [illegible] আছে। তাহারই জন্য ফ্রান্স এত দিন য়ুরোপের [illegible] তে পারে নাই। কিন্তু সম্প্রতি ফ্রান্স এবং রুষে [illegible] সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এই দুই [illegible] নানাপ্রকার জাতিগত, ধর্ম্মগত, নীতিগত প্রভে [illegible] যের রাজা স্বেচ্ছাচারী, কোনপ্রকার শাসনপ্রণ [illegible] নহে; আর ফ্রান্স সাধারণতন্ত্রী, রাজগণের পর [illegible] প্রজাপীড়ক; অন্যটি রাজবংশপীড়ক। এই দুই [illegible] ত্রুতা আছে শুনিলে হাসি পায়। কিন্তু এক বিষ [illegible] আছে। উভয়েই জার্ম্মাণি এবং ইংলণ্ডের শত্রু

[illegible] সুয়েজ-খাল আছে, ফ্রান্সের অধিপতি তৃতীয় নেপো [illegible] অর্থ ব্যয় করিয়া সেই খাল নির্ম্মাণ করাইয়াছি [illegible] ত্ব অনেকটা ফ্রান্সের হাতে ছিল। কিন্তু ইংল [illegible] চারি কোটি টাকা দিয়া মিসরদেশের হাত হই [illegible] অনেকগুলি সেয়ার ক্রয় করিয়া লইয়াছেন; এ [illegible] গত হওয়াতে ইংরাজ মিসররাজ্যটাও করতলন্য [illegible] ং ফ্রান্স বেচারীকে একপ্রকার মিসর হইতে বহি [illegible] য়াছে। এখন মিসরে ইংলণ্ডের আধিপত্য কি [illegible] ফ্রান্সের তাহাই চেষ্টা।

[illegible] ারতের মধ্যে যে সকল পথ আছে ইংরাজ দুর্গ নি [illegible] সকল পথ রক্ষা করিতেছে। ভূমধ্যসাগরের প্রা [illegible] র; সেই সাগরবক্ষে মাল্টা ও সাইপ্রাস; সুয়েজ;

লোহিতসাগরের প্রবেশপথে এডেন্; এই সকল বিবিধ স্থান অতিক্রম করিয়া তবে ইংলণ্ডের কোন্ শত্রু জাহাজ লইয়া ভারতে আসিতে সক্ষম হইবে। এই সকল স্থান দখল করিয়া ইংলণ্ড সমুদ্রের উপর একরূপ একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। রুষও অনেক দিন হইতে সমুদ্রতীরস্থ এইপ্রকার দুই একটা স্থান অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। এখন ফ্রান্সের সহিত বন্ধুতা হওয়াতে রুষের অনেক দিনের খেদ মিটিয়াছে। প্রথমতঃ রুষ এবং ফ্রান্স ভারতকে মধ্যস্থলে ফেলিতে চেষ্টা করিতেছে। রুষ ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমায় প্রায় উপস্থিত, ফরাসীরা শ্যামদেশের অনেকটা সম্প্রতি হস্তগত করিয়াছে। সুতরাং যুদ্ধ উপস্থিত হইলে রুষ এবং ফ্রান্স দুই দিক হইতে ভারতকে বেশ উৎপীড়ন করিতে পারিবে। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধ হইলে রুষ সমুদ্রবক্ষে ইংরাজের বাণিজ্য নষ্ট করিতে বিশেষ চেষ্টা করিবে। কিন্তু সমুদ্রে যুদ্ধ হইলে মধ্যে মধ্যে কয়লা লইবার আড্ডা হওয়া আবশ্যক। ফরাসী এসম্বন্ধে রুষকে বিশেষ সাহায্য করিতেছে। সম্প্রতি তাহারা শ্যামদেশের অন্তর্গত একটি বন্দর রুষকে দিতে চাহিয়াছে এবং ফ্রান্সের অন্তর্গত ভূমধ্যসাগরতীরস্থ আর একটি বন্দর রুষ বিনা খরচায় প্রাপ্ত হইয়াছে। রুষের এই চালটি ইংলণ্ডের অতিশয় উদ্বিগ্নের কারণ হইয়াছে, কারণ, যুদ্ধ হইলেই রুষ এবং ফরাসী উভয়ে জাহাজ লইয়া সুয়েজ-খাল আটকাইতে পারে এবং এসিয়ায় শ্যামদেশের বন্দর হইতে রুষ জাহাজ বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করিয়া ইংলণ্ডের বাণিজ্য নষ্ট করিবে। এখন ইহার পর ইংলণ্ড কি চাল চালেন দেখা যাউক্।

যুদ্ধ বাধিলে কি কি ঘটনা ঘটিতে পারে অনুমান করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ কাবুলের দিক হইতে এক প্রকাণ্ড রুষ সৈন্য

ভারতের দ্বারে আঘাত করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ শ্যাম অতিক্রম করিয়া ফরাসীরা আর একদল সৈন্য লইয়া ব্রহ্মদেশে উপস্থিত হইতে পারে। তৃতীয়তঃ ফ্রান্স রুষ উভয়ে সুয়েজ-খাল দখল করিয়া ইংলণ্ডের ভারতে আসিবার পথ বন্ধ করিয়া দিতে পারে; চতুর্থতঃ অসংখ্য রুষ রণতরী শ্যামদেশ হইতে নির্গত হইয়া ইংরাজদিগের জাহাজসকল মারিয়া লইতে পারে। এমন কি, বোধ হয় কোন দিন শুনিতে পাইব যে, রুষ সত্য সত্য গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এ সকল ঘটনা যে অবশ্যম্ভাবী তাহা বলা যায় না। তবে রুষের চাল দেখিয়া এ সকল ফল দূরদৃষ্টিতে দেখা যায়। সম্প্রতি ইংলণ্ডের পক্ষ হইতে আর এক চাল আরম্ভ হইয়াছে। ডুরাণ্ড সাহেব কাবুলে গিয়া কি করিয়াছে [illegible] শ হয় নাই। বোধ হয় শীঘ্রই হইবে।

---

## [illegible]র্জ্জন ও বর্ষণ।

[illegible] সাধারণতঃ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা কল্পনা করি[illegible] সহিত ইহার যে, একটী ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আ[illegible]াদের চক্ষে পড়ে না। বৃষ্টিবর্ষণের সময় মে[illegible]নের অব্যবহিত পরে অধিক পরিমাণে বৃষ্টি[illegible] অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। কিন্তু ইহ[illegible] গর্জ্জন দ্বারা বর্ষণ হয়, না বর্ষণ গর্জ্জন কর[illegible]

[illegible]ইয়া গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বৈজ্ঞানিক মহ[illegible] চলিয়াছিল। এই আন্দোলনের সময় মা[illegible]নারাল ডাইরেণফর্থ শব্দ দ্বারা বৃষ্টি করিতে

কৃতকার্য্য হওয়ায় অধিকাংশ লোকেই, গর্জ্জনকে বর্ষণের সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া ঠাহরাইয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে—জলীয় বাষ্পপূর্ণ আকাশে কোন কারণে একটা বৃহৎ শব্দ হইলে; নিকটবর্ত্তী বায়ুস্তরসকল কাঁপিয়া একপ্রকার শব্দ-তরঙ্গ উৎপন্ন করে, এই সকল তরঙ্গের ক্রমিক সঙ্কোচন ও প্রসারণে আকাশে ভাসমান জলকণাসকল একত্রীভূত ও পরক্ষণে জলবিন্দুরূপে পরিণত হইয়া ধরাপৃষ্ঠে পড়িতে থাকে।

ডাইনামাইট, বারুদ, এবং অক্সিজেন হাইড্রোজেন দ্বারা কৃত্রিম শব্দ করিয়া ডাইরেণফর্থের বর্ষণে কৃতকার্য্য হওয়া ব্যাপারটা, উল্লিখিত সিদ্ধান্তটীকে কিছুদিন নির্ভুল বলিয়া চালাইয়াছিল। কিন্তু যখন অধ্যাপক নিউকুম্বপ্রমুখ পণ্ডিতগণ ডাইরেণফর্থের সিদ্ধান্তের ভ্রম বাহির করিতে লাগিলেন—তখন আবার বর্ষণ-গর্জ্জন ব্যাপারটার উপর সকলের দৃষ্টি পড়িল। কয়েকজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক দল বাঁধিয়া বলিলেন,—"বর্ষণই গর্জ্জনের কারণ, গর্জ্জন বর্ষণের কারণ হইতে পারে না; আর যদি পুরাতন সিদ্ধান্তটী সত্য ধরিয়া গর্জ্জনকেই বর্ষণের কারণ বলা যায়, তাহা হইলে মেঘ ডাকিবার অব্যবহিত পরে বৃষ্টির পরিমাণ বৃদ্ধি না হইয়া, প্রায় এক মিনিট পরে বৃদ্ধি দেখা যাইত।" মেঘের সাধারণ উচ্চতা ধরিয়া এবং শব্দের গতি ও ভূমধ্যাকর্ষণজনিত বারিবিন্দুর গতি হিসাব করিয়া ইঁহারা পূর্ব্বোক্ত কথাগুলির সত্যতা বেশ প্রমাণ করিয়াছেন*।

---

* ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বরের Scientific American এবং North American Review পত্রিকাগুলি দেখুন।

বর্ষণই যে গর্জ্জনের কারণ তাহা প্রমাণ করিতে তাড়িত-শক্তিপূর্ণ পদার্থের যে কয়েকটী সাধারণ ধর্ম্মের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা সর্ব্বাগ্রে জানা আবশ্যক ;—তাড়িত শক্তিপূর্ণ একখণ্ড মেঘ তাহার নিকটস্থ বিরুদ্ধশক্তিপূর্ণ মেঘখণ্ডে আপন তাড়িত প্রেরণ করিতে সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকে—এইটী পরস্পর বিরুদ্ধতাড়িত-শক্তিপূর্ণ পদার্থদ্বয়ের সাধারণ ধর্ম্ম; যদি উভয় পদার্থের মধ্যে অল্প ব্যবধান থাকে, অথবা যদি তাড়িতশক্তি উপযুক্তরূপ প্রবল হয়, তাহা হইলে বিরুদ্ধভাবাপন্ন তাড়িতদ্বয় আলোক ও তাপ উৎপাদন করিয়া মিলিত হইয়া উভয় শক্তির লোপ করে; এই আলোককেই আমরা বিদ্যুৎ বলি এবং তাড়িতদ্বয়ের সম্মিলনকালীন বায়ুরাশির পরস্পর সংঘর্ষণ ও আলোড়নজনিত শব্দকেই আমরা মেঘগর্জ্জন বলি।—

[illegible] ক সত্যগুলি অবলম্বন করিয়া এই দলের [illegible] যে, শীতল বায়ুপ্রবাহের সম্মিলনাদি বৃষ্টিবর্ষ-[illegible] ন্যূনাধিক্যের উপরই বর্ষণের পরিমাণ নির্ভর [illegible] ব কোন প্রভাবই নাই; যখন কোন এক [illegible] খণ্ড হইতে অবিচ্ছেদভাবে বৃষ্টিধারা পড়িতে [illegible] বহুদূরবর্ত্তী থাকা সত্ত্বেও ইহার তাড়িত বৃষ্টি-[illegible] অল্পদূরবর্ত্তী অপর মেঘখণ্ডের তাড়িতের [illegible] লোক সহকারে মিলিত হইয়া থাকে, আর [illegible] অনতিদূরে কোন মেঘ না থাকে, তাহা [illegible] বর্ত্তী হইবামাত্র, ইহার তাড়িত বজ্ররূপে [illegible] ড়িতের সহিত মিলিত হইয়া যায় *। বৃষ্টি-

---

[illegible] বকালে অধিক পরিমাণে বৃষ্টি পড়িতে দেখা যায়।

দ্বারা ভূপৃষ্ঠের অতি নিকটবর্ত্তী হইলে এই ঘটনা হয় বলিয়া এবং শব্দের গতি, বৃষ্টিপতনের গতি অপেক্ষা অধিক বলিয়া, গর্জ্জনের অব্যবহিত পরেই বৃষ্টির পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়।

যাহা হউক উপস্থিত প্রশ্নটীর আজও উত্তমরূপ মীমাংসা হয় নাই; তবে বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ে বিষয়টী লইয়া যে প্রকার তর্ক বিতর্ক চলিতেছে, তাহাতে আশা করা যায় যে, অভ্রান্ত সিদ্ধান্তটা শীঘ্রই স্থিরীকৃত হইবে।

---

# স্বরলিপি।

মিশ্র মল্লার—তাল একতালা।

যদি আসে তবে কেন যেতে চায়?
দেখা দিযে তবে কেন গো লুকায়?
চেয়ে থাকে ফুল হৃদয় আকুল,
বায়ু বলে এসে ভেসে যাই।
ধরে রাখ, ধরে রাখ,
সুখ পাখী ফাঁকি দিযে উড়ে যায়॥
পথিকের বেশে সুখ নিশি এসে
বলে হেসে হেসে, মিশে যাই!
জেগে থাক, জেগে থাক,
বরষের সাধ নিমেষে মিলায়।

৩।

-া -মা ॥ মপম্া -া -গা। ঋা -া -া ।
— — ॥ আ — —। সে — — ।

পা পা -ধপা। মপমা -া গা। ঋা -া গা
কে ন —। যে — তে। চা — —

মা -া -া। মা -া -গমগা। ঋা -া -া।
দি — —। আ — — । সে — —

ঋা -া -া। মা -া -া। গা -া -া
খা — —। দি — —। রে — —

র্সাঃ -নঃ র্ঋা। র্সর্ঋর্সা -া ধা। ধাঃ -ধঃ -পধা
কে — ন। পো — ড়্। ক — —

পা -া -ধপা ॥ -া -া -সা। ঋা -া -া
দি — — ॥ — — চে। রে — —

পা -া -া। -া -া -ধপা। মা পা -া
হৃ — —। — — ল্। হৃ দ —

র্সা -া -া। -া -া -র্ঋর্সা। না র্সা
কু — —। — — ল্। বা —

র্ঋা -া -র্ঋর্সা। র্ঋা -া -া। -া
এ — —। সে — —। —

{র্সা -ঋ ধা । পা -া পা । র্মা র্গা -র্রা । (র্সা -া র্রা) । }
। {রে ন — । থ — । রে না — । (থ — থ) । }

। পা -া -া । র্সা র্সা -র্রর্সা । ঋা র্রা র্সা । ঋা ধা পা ।
। — — । সু খ — । পা খী ফাঁ । ফি দি য়ে ।

গ গ
। মপা -া পা । রা -া -পা । -রা -পা মা । মা -া -া ॥
। উ — ড়ে । যা — — । — য় য । দি — — ॥

। -া -া না । রা -া -া । রা -া -রা । রা -া -া ।
। — — প । থি — — । কে — য় । বে — — ।

। ঋা -া পা । মা -া -া । মা -া মা । পা -া -মগা ।
। শে — সু । থ — — । নি — শি । এ — — ।

। পা -গা মা । রা -া -া । মা -া মা । পা -া -া ।
। মে — ব । লে — — । হে — সে । হে — — ।

। র্সা -ঋর্সা -ঋা । ধা -া ঋধা । পধপা -া -মা । পা -া -া ।
। মে — — । নি — — । শে — — । যা — — ।

। -া -া না । ন -া -া । {নাঃ -ধঃ -না । র্সা -া -া ।
। — — বা । সে — — । {থা — — । ক — — ।

। -া র্গা পর্মা । র্সা -া -া । র্সনা -র্রা -র্সা । র্রা -া
। বি ছে । গে — — । থা — — । ক —

র্সা । র্সরা -না -া । -া -া -া । র্সা

কের পূজা কেহ করে না! এখন ভাবিয়া দেখ সুখী কে? তোমরা না আমরা? আজিকার মত আমার কথাটী এইখানেই ফুরাইল।—

বুড়া বয়সের কথা অমৃত সমান
মন দিয়া যুবা ভাই কর অবধান।

ইতি। কস্যচিৎ বৃদ্ধস্য।

---

# পিয়ের লোটি ও ইস্তাম্বুল।

( ৩ )

ইস্তাম্বুলের অভ্যন্তরে ইজেদ্দিন আলি এফেন্দির বাটীতে নিমন্ত্রণ সভা হচ্ছিল; সুগন্ধী দ্রব্যের ধূম্র, তামাকুর ধূম্র, ছোট ছোট পিতলের চাকা-বসানো তাম্বুরীণ, এবং মনুষ্যকণ্ঠে যেন স্বপ্নস্বরে প্রাচ্যদেশের বিচিত্র সুর গাওয়া।

এই নিমন্ত্রণসভাগুলি প্রথম প্রথম আমার অদ্ভুত বর্ব্বরতা বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে অভ্যাস হয়ে গিয়ে শেষে আমার ওখানেও এইরূপ সম্মিলন হ'ত, যাতে তবলার শব্দে লোকে সুগন্ধ ও ধূম্রে বিহ্বল হয়ে পড়ত।

ইজেদ্দিন আলির নিমন্ত্রণে লোকে সন্ধ্যাবেলা এসে একেবারে সেই সকালে বাড়ি ফেরে। বরফপড়া রাত্রিতে ইস্তাম্বুলের রাস্তা দীর্ঘ মনে হয় এবং ইজেদ্দিন খুব উদারভাবে অতিথি-সৎকার করে।

ইজেদ্দিন আলির বাড়ির বাইরেটা প্রাচীন ও জীর্ণ, কিন্তু অর

মলিন দেয়ালের ভিতরে প্রাচ্য বিলাসিতার রহস্যময় ঐশ্বর্য্য আবদ্ধ। যা কিছু "এন্টিক", যা কিছু সেই সুপ্রস্মৃত অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যা কিছুতে সেকালের ছাপ মারা, ইস্তেম্বিল আলি কেবলমাত্র সেই সকলের চর্চ্চা করে।

লৌহমণ্ডিত ভারি দরজায় আঘাত করলে দুটি ছোট সির্কাশি-য়েন ক্রীতদাসী নিঃশব্দে এসে খুলে দেয়। তার পরে লণ্ঠন নিভাও, যুতা খোল,—এই দুই অতি গৃহস্থ সাধারণ কাজ তুরস্কের আচার দ্বারা আদিষ্ট প্রাচ্যদেশে বাড়ির ভিতর কখনো বাইরের কাদায় কলঙ্কিত হয় না; সেটা দরজায় রেখে আসা হয়, এবং যে বহুমূল্য গালিচা পৌত্র পিতামহের কাছ থেকে পেয়েছে, তাহা কেবল চটি যুতা বা খালি পায়ে মাড়ানো হয়।

এই দুটি দাসীর বয়স আট বৎসর; পরে তারা বিক্রীত হবে সেটা তারা জানে। তাদের বিকশিত মুখমণ্ডল সুশ্রী ও মনোহর; তাদের ছেলেমানুষী চুল মাথার উপরে খুব উঁচু করে বাঁধা, তাতে ফুল দেওয়া। তারা ভক্তিসহকারে অতিথিদের হাত নিয়ে আস্তে আস্তে কপাল দিয়ে স্পর্শ করে। ... ... ...

মখমলের পারস্য গালিচা পাতা, পুরাতন অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়; হারেমলিক্‌ আস্তে আস্তে ঈষৎ উদ্ঘাটিত হয়, এবং একটি ঝিল্মিল্-বসানো দরজার ফাঁক দিয়ে রমণীচক্ষু আগন্তুককে নিরীক্ষণ করে।

একটি বড় কামরায়, যেখানে গালিচা এত মোটা যে, মনে হয় যেন কাশ্মীরী মেষপৃষ্ঠে পা ফেলচি,—পাঁচ ছয়টি যুবক, সুখে নিশ্চিন্ত নিষ্পরোয়া ভাবে, বা শান্ত দিবাস্বপ্নের অবস্থায়, আসন হয়ে বসে আছে। একটি খোদিত তাম্রনির্ম্মিত পাত্রস্থিত কয়লার আ-

এই ঘরে একপ্রকার গরম এবং ঈষৎ ঘন বাতাসের সৃজন করেছে, যাতে নিদ্রার আকর্ষণ হয়। খোদিত ওক্‌কাষ্ঠের ছাদ থেকে গুচ্ছ গুচ্ছ মোমবাতী ঝুলানো; সেগুলি পুষ্পাকার রঙীন কাঁচখণ্ডে আবদ্ধ, তার ভিতর থেকে কেবলমাত্র এক গোলাপী, কোমল, অনত্যুজ্জ্বল আলো নির্গত হচ্ছে।

এই তুরস্ক সান্ধ্য সম্মিলনে স্ত্রীলোক যেরূপ অজ্ঞাত, চৌকীও সেইরূপ। কেবলমাত্র অতি নীচু দিবান* আসিয়ায় বহুমূল্য রেশম-খণ্ডে আবৃত। ফুলকাটা রেশমী কাপড়, সাটিন ও জরির তাকিয়া; রূপার থালার উপর যুথিকাষ্ঠের লম্বা লম্বা নিবুক† রক্ষিত; ছোট ছোট অষ্টকোণ পিঁড়ার উপর নারগিলে‡ স্থাপিত, সেগুলির মুখে এক একটি স্বর্ণখচিত অম্বরের কক্ষে।

ইজেদ্দিন আলির ওখানে সকলেই যেতে পারে না, বেছে বেছে লোক নিমন্ত্রণ করা হয়;—এরা সেই গোম্‌সা বোস্‌তা পাশার ছেলে নয়, যারা পারিসের ময়দানে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়; এরা সকলেই "প্রাচীন তুরস্কের" সন্তান, সোনালীযালিতে§ মানুষ হয়েছে, যেখানে পাশ্চাত্য দেশের কয়লার ধোঁয়ায় দূষিত সাম্যের বাতাস প্রবেশ লাভ করতে পারে নি। অভ্যাগতের দলের মধ্যে কেবলমাত্র সমজদার চেহারা এবং দীপ্তি ও যৌবনপূর্ণ দৃষ্টি নজরে পড়ে। এই যে লোকগুলি দিনের বেলা যুরোপীয় পোষাকে ঘেড়াচ্ছিল, তারা সন্ধ্যাবেলা, আপনার দুর্ভেদ্য গৃহের অভ্যন্তরে আবার সেই রেশমী কামিজ এবং লোমের আস্তর-দেওয়া লম্বা

---

* একপ্রকার নরম গদি দেওয়া বসিবার কৌচের মত।

† খুব লম্বা ডাণ্ডিওয়ালা তুরস্ক পাইপ।

‡ কতকটা গুড়্‌গুড়ির মত।

§ ভাবে বোধ হয় বাড়িকে বলে।

শালের চোগা পরিধান করেছে। ছাইরঙের ওভারকোটটা কেবল একটা কণিকের শ্রীহীন আবরণ ছিল, যা ওদের আসীরিক গঠনে ভাল মানাচ্ছিল না।

সুগন্ধ ধূম্র ঘরের উত্তপ্ত বাতাসে নানাপ্রকার পরিবর্তনশীল জটিল ঘুরপাক অঙ্কিত করছে; আস্তে আস্তে কথাবার্ত্তা চলছে,—বিষয়টা হচ্চে যুদ্ধ, ইপ্লাটীফ * ও "মস্কাউ"দের † বিদায়গ্রহণ, এবং ইস্লাম ও খলিফের অদৃষ্টে আল্লা কি মৃত্যুলিখন লিখেছেন তৎসম্বন্ধীয়। আরব্য কাফির অতি ক্ষুদ্র পেয়ালাগুলি অনেক-বার পূর্ণ ও শূন্য করা হয়েছে; হারেমের রমণীগণ নিজেদের দেখাবার জন্যে উৎসুক, তারা একটু দরজা খুলে রূপার থালাগুল নিজে নিয়ে যেতে আসে। তাদের অঙ্গুলীপ্রান্ত দেখা যায়, কখনো কখনো একটি চোখ, বা একটি ত্রস্তে অপসারিত বাহু: এ ছাড়া আর কিছু নয়,—তার পরে তুরস্ক ঘড়ির পঞ্চম ঘটিকার সময় (আন্দাজ বারোটা) হারেমলিকের দরজা বন্ধ হয়ে যায়, সুন্দরীগণ আর দেখা দেন না।

ইস্মিদের শ্বেত মদিরা, যেটা কোরাণে নিষিদ্ধ নেই, একটি-মাত্র গেলাসে নেওয়া হয়, এবং প্রচলিত প্রথানুসারে, সকলে তার থেকে একে একে খায়। ওই মদিরা এত অল্প খাওয়া হয় যে, একটি বালিকাও তার চেয়ে বেশী খেতে পারে, এবং এর কোন ফলাফলও নেই।

অল্পে অল্পে কিন্তু মাথা ভারি হয়ে আসে, এবং ভাবগুল আব-ছায়া হবে হয়ে ক্রমশঃ একটা অনির্দ্দিষ্ট স্বপ্নে মিশিয়ে যায়।

ইজেদ্দিন আলি ও সুলুইমান তাম্বুরীণ হাতে নিয়ে নিম্রানুস্বরে

* রুষিয়ার সম্রাট।

† রুষীয়।

আসিয়া থেকে, আগত পুরাতন সুরে গান গায়। ঊর্দ্ধগামী ধূম্র; নিমীলিতপ্রায় দৃষ্টি, ঝিক্‌ঝিকে ঝিমুনি; গৃহের ঐশ্বর্য্য, সব ক্রমে অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর হয়ে আসে......তার পরে ধীরে ধীরে মোহ এসে উপস্থিত হয়, সকল মানুষিক বিষয়ের বাঞ্ছিত বিস্মৃতি!

ভৃত্যেরা কতকগুলি যাটাগ * নিয়ে আসে, তার উপর সকলে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। ... ... তার পরে সকাল হয়; কাঠের জাফ্‌রি, রঙীণ চিক্ ও রেশমের পরদার ভিতর দিয়ে দিনের আলো প্রবেশ লাভ করে।

তখন ইজেদ্দিন-আলির অতিথিগণ প্রত্যেকে একটি শাদা মার্ব্বলের কোটরে প্রসাধনক্রিয়া সমাপন করতে যায়, সেখানে যে তোয়ালে থাকে সেগুলি এত কারুকার্য্য ও জরিখচিত যে, বিলাতে লোকে ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হ'ত। তামার অগ্নি-পাত্রের চারিদিকে সমবেত হয়ে সকলে একটি করে সিগারেট খায়, তার পরে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে।

এই জাগরণটা বড় নীরস। যখন সকালবেলা আবার ইস্তাম্বুলের কাদার ভিতর, রাস্তা ও বাজারের হট্টগোলের মধ্যে পড়া যায়, তখন মনে হয় যেন আরব্য উপন্যাসের কোন স্বপ্ন থেকে উঠে আসছি।

ইস্তাম্বুল, ১৯শে মার্চ্চ, ১৮৭৭।

আমাদের এই দেশত্যাগের হুকুম বজ্রাঘাতের মতন আমার উপর এসে পড়েছিল;—"ডীয়র হাউণ্ড"কে † সাউথ্‌হ্যাম্প্‌টনে তলব হয়েছিল। আমি এই আদেশ লঙ্ঘন করে' আরও কিছু

* বোধ হয় খাটিয়া গদিকের বিছা হবে।

দিন ইংলণ্ডে থাকবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলুম; সকল দ্বারেই ধন্না দিয়েছিলুম, এমন কি অটমান সেনাবিভাগের দ্বারেও প্রার্থী হয়েছিলুম, এবং সেটা আর একটু হলেই আমার জন্য উদ্ঘাটিত হচ্ছ।

উচ্চবংশজাত তুর্কীদের অক্ষুণ্ণ ভদ্রতাসহকারে পাশা আমাকে অতি বিশুদ্ধ ইংরাজি ভাষায় বল্লেন,—"বন্ধু, তোমার কি সেই সঙ্গে ইস্‌লামের ধর্ম্মও গ্রহণ করবার অভিপ্রায় আছে?"

আমি বল্লুম, "না, খোদাবন্দ; অটমানজাতিভুক্ত হতে, বা নাম ও বেশ বদ্‌লাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু কার্য্যতঃ খৃষ্টানই থাকব।"

তিনি বল্লেন, "তা ভাল, আমি তাই পছন্দ করি; ইস্‌লামের ধর্ম্মাবলম্বী হওয়া নিতান্ত আবশ্যকীব নয়, এবং আমরা স্বধর্ম্মভ্রষ্ট লোক ভালবাসিনে। তোমাকে যে অল্পদিনের জন্য কার্য্যে নিযুক্ত করা সম্ভব হবে, তা' আমার বোধ হয় না, তা' ছাড়া তোমার স্বদেশী শাসনকর্ত্তাগন তাতে সম্মত করবেন; কিন্তু স্থায়ী রকমে হতেও পারে। আমাদের কাছে থাকতে চাও কি না ভেবে দেখ। আমার মনে হয় যে, আপাততঃ তোমার জাহাজের সঙ্গে যাওয়াই ভাল, কারণ; এ সব বন্দোবস্ত করবার জন্য আমাদের হাতে অল্পই সময় আছে; তাতে ক'রে তুমি এরূপ গুরুতর সংকল্প সম্বন্ধে বিবেচনা করবারও অধিক সময় পাবে, এবং পরে আমাদের কাছে ফিরে আসতে পারবে। তবু, তোমার যদি ইচ্ছা হয় ত আমি আজই সন্ধ্যার সময়ে মহামহিম সুলতানের নিকট তোমার প্রার্থনা জ্ঞাপন করতে পারি, এবং আমার বিশ্বাস করবার সম্পূর্ণ কারণ আছে যে, তিনি তোমার পক্ষেই মত

আমি বল্লুম, "জনাব, যদি সম্ভব হয় ত এ বিষয়টা অবিলম্বে মীমাংসা হয়ে গেলেই আমি বেশী সন্তুষ্ট হই; আর দেরি হ'লে আপনি আমাকে ভুলে যাবেন। কেবল আমি তার পরে আমার মাকে দেখ্‌তে যাবার জন্য আপনার কাছ থেকে একবার ছুটি নেব।"

তবু আমি এক ঘণ্টার অবসর প্রার্থনা করলুন, এবং বিবেচনা করবার জন্য বাইরে এলুম।

এই ঘণ্টাটা আমার অতি সংক্ষেপ বোধ হ'ল; মিনিটগুলো সেকেণ্ডের মত কেটে যেতে লাগল, এবং আমার মনের মধ্যে নানা কথা তুমুলভাবে তরঙ্গায়িত হ'তে লাগল।

পেরা ও ফুণ্ডুক্লির মাঝে, টাক্সিমের উচ্চ জমির উপর যে পুরাতন মুসলমান পাড়া বিস্তৃত, তারই রাস্তায় রাস্তায় আমি লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। লোকে আমাকে খুব চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছিল; আমি পরিপাটী ইউরোপীয় পোষাক পরেছিলুম। দিনটা অন্ধকার, গরম ও গুমট ছিল;—পুরোনো কাঠের বাড়িগুলো, ঘোর ছাই, কালো, ও গেরুয়া রঙের মধ্যে বৈচিত্র্য সাধন করছিল; পাথরবসানো, শুখ্‌নো রাস্তার উপর তুর্কী রমণীগণ ছোট ছোট হল্‌দে চটি যুতা পরে বেড়াচ্ছিল, তারা আচক্ষু লাল বা কমলানেবুর রঙের জরিখচিত রেশমী কাপড়ে আবৃত। মাঝে মাঝে শ্বেত সেরালিও ও তার কালো সাইপ্রেসের বাগান, এবং নীলাভ বাষ্পে অর্দ্ধাচ্ছন্ন স্কুটারি ও বস্ফরস্‌ দেখা যাচ্ছিল।

স্বদেশ ত্যাগ করা, স্বনাম ত্যাগ করাটা যখন দুর্দ্দমনীয় সত্যে পরিণত হয়, এবং যখন এক ঘণ্টার মধ্যেই এ বিষয়ে চিরকালের মত কিছু একটা স্থির করা আবশ্যক হয়ে পড়ে তখন সেটা আর বড় সহজ বোধ হয় না। যখন আমি যাবজ্জীবন ইস্তাম্বুলে

আবদ্ধ হব, তখনো কি তাকে ভালবাসব? বিলাত, বিলাতী জীবনের একঘেয়ে চাল, বিরক্তিকর বন্ধুবান্ধব, অকৃতজ্ঞ লোক, সে সব আমি বিনা আপশোষ ও বিনা অনুতাপে পরিত্যাগ করছি। আমি একটা সবিশেষ গুরুতর সঙ্কটের সময়ে এই দেশকে আপনার করছি; এই বসন্তকালেই, যুদ্ধ হয়ে আমাদের উভয়ের অদৃষ্ট নিরূপিত হয়ে যাবে। আমি আরিফয়ুসবাসী হব; আমি যাদের ভালবাসি তাদের দেখতে যাবার জন্য ইংরাজরাজের নৌবিভাগে যতবার ছুটি পেয়ে থাকি, তখনো তাই পাব।

* *

এক ঘণ্টার শেষে আমি দৃঢ় ও অটল সংকল্প স্থির করে ফেল্লুম; যাবার কথা মনে করতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। যে গম্ভীর সম্মতিবাচক শব্দে আমি তুরকদেশের সঙ্গে চিরবন্ধনে আবদ্ধ হব, সেইটে উচ্চারণ করতে, এবং সেই দিন সন্ধ্যাবেলাই সুলতানের নিকট আমার যাত্রাজ্ঞাপনের অনুরোধ করতে আমি আবার পাশার দর্শন প্রার্থনা করলুম।

যখন পাশার সম্মুখে এলুম তখন আমার শরীর কাঁপছে বুঝতে পারলুম, এবং আমার চোখের সামনে দিয়ে একটা বাষ্প ভেসে গেল;—আমি বল্লুম "জাঁহাপনা, আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি; আমি সম্মত হতে পারিনে। কেবল অনুগ্রহ করে আমাকে স্মরণ রাখবেন; বিলাতে গিয়ে হয় ত আপনাকে লিখ্‌ব।"

যাঁহারা মানবস্বভাব, বিশেষতঃ পিয়ের লোটির স্বভাব কিছুমাত্র জানেন তাঁহারা এতক্ষণে বুঝিয়া থাকিবেন যে, লোটির যে কেবলমাত্র তুরক দেশটাকে ছাড়িয়া যাইতে এমন হৃদয়বিদারক কষ্ট এবং প্রবল দ্বিধা হইতেছিল তাহা নহে, ইহার মধ্যে আরও

কিছু আছে। কিন্তু আমরা এ পর্য্যন্ত তাঁহার ডায়ারি হইতে কেবল তুরস্ক ও তুর্কীদের সম্পর্কীয় অংশগুলিই উদ্ধৃত করিয়াছি, তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু উল্লেখ করি নাই, সুতরাং এখনো করিব না; বিশেষতঃ যখন সেটা সত্য কি না সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সন্দেহ আছে। এখন হইতে তাঁহার ডায়ারিতে কেবল বিদায়ের আয়োজন এবং ইস্তাম্বুলের সঙ্গে শেষ দেখা-শুনার কথা পাওয়া যায়।

"তার পরে, তখন থেকে সত্যি সত্যি যাবার কথা ভাবতে হ'ল। সেই দিন সন্ধ্যাবেলায়ই আমি পেরার চক্রটা ঘুরে স্বনাম-লিখিত বিদায়লিপি বাড়িতে বাড়িতে তাড়াতাড়ি রেখে এলুম।

আহম্মদ, কিট্‌কাট্ বেশে সজ্জিত হয়ে, আমার ওভারকোট্ বহন করে পিছনে পিছনে আসছিল। সে বলতে লাগল—'লোটি, তুমি আমাদের ছেড়ে যাচ্ছ, এবং বিদায়-সাক্ষাৎ করে বেড়াচ্ছ; সেটা আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু দেখ, যদি সত্যি হয় যে, তুমি আমাদের ভালবাস এবং এরা তোমাকে বিরক্ত করে; যদি সত্যি হয় যে, অন্যদের প্রচলিত নিয়মগুলো তোমার পোষায় না, তবে সেগুলো ছেড়ে দাও; এই কুশ্রী কালো পোষাক এবং এই অদ্ভুত টুপি ছেড়ে দাও। শীঘ্র আমাদের সঙ্গে ইস্তাম্বুলে এস, এবং এই সব লোককে বিদায় করে দাও।'

আহম্মদের এই কথাগুলির জন্য অনেক লোকের কাছ থেকে আমার বিদায় নেওয়া হ'ল না।

ইস্তাম্বুল, ২০ শে মার্চ্চ, ১৮৭৭।

সামুয়েলের সঙ্গে শেষ ভ্রমণ। আমাদের সময় অত্যন্ত অল্প। নিদারুণ কাল এই শেষ ঘণ্টাগুলি কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে, তার পরে

আমরা চিরকালের মতন পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হব; এটা শীতকালের দিন, অন্ধকার ও ঠাণ্ডা, এবং মাঝে মাঝে মার্চের ঝোড়ো বাতাস ব'চ্ছে।

স্থির হয়েছিল যে, আমি বিলাতযাত্রা করবার আগে সামুয়েল জাহাজে করে তার দেশে রওনা হবে। সে শেষ অনুগ্রহস্বরূপ, যতক্ষণ না ইষ্টিমারের বাঁশি বাজে আমার সঙ্গে খোলা গাড়ি করে বেড়াতে চেয়েছিল।

আহম্মদ তার জায়গা দখল করাতে, এবং পরে আমাকে বিলাতে অনুসরণ করবার কথা থাকাতে, সামুয়েলের আরও দুঃখ বেড়েছিল; সে কষ্টে কষ্টে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। সামুয়েল বেচারা বুঝতে পারছিল না যে, তার ক্ষুব্ধ ভালবাসা এবং মিহ্রান আহম্মদের স্বচ্ছ ভ্রাতৃসম ভালবাসাতে আকাশপাতাল প্রভেদ; সে বুঝতে পারছিল না যে, সে একটি উত্তাপবর্দ্ধিত গুল্ম যাকে সেখানে, আমার শান্তিময় বাড়িতে রোপণ করা অসম্ভব।

আরাবাজিটা * সজোরে ঘোড়া হাঁকিয়ে আমাদের দ্রুতবেগে নিয়ে যেতে লাগ্‌ল। সামুয়েল পাশার মত আমার লোমের জোব্বায় আচ্ছাদিত, সেটা আমি তাকে দান করেছি; তার সুন্দর মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ও বিষণ্ণ; সে নীরবে দেখছে ইস্তাম্বুলের পাড়াগুলি একে একে আমাদের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে,—তৃণশৈবালসঙ্কুল পরিত্যক্ত বৃহৎ ক্ষেত্রসকল, প্রকাণ্ড মিনারসকল, ধূম্রবর্ণ আকাশের গায়ে শাদা পুরাতন জীর্ণ মস্‌জিদসকল, প্রাচীনতা ও ক্ষয়ের চিহ্নাঙ্কিত পুরাতন সমাধি-মন্দির সকল, যে গুলি ইস্‌লামেরই ন্যায় ভগ্নদশা প্রাপ্ত হচ্ছে।

এই শীতকালের অন্তিম বাতাসস্পর্শে ইস্তাম্বুল ম্লান ও নি-

---

* তারে বোধ হয় কোচম্যান হইবে।

জ্জীব; মোল্লাগণ তিনটে বেলার নামাজ পড়চে; এইটেই যাবার সময়।

বেচারা সামুয়েলকে সত্যি সত্যি ভালবাসতুম; কিন্তু ছেলে ভোলাবার জন্য যেমন বলে, আমিও তেমনি করে তাকে বল্লুম যে, আমি তার জন্যেও ফিরে আসব, এবং সালনিকায় তাকে দেখতে যাব; কিন্তু সে বুঝেছিল যে, আর কখনো আমাকে দেখতে পাবে না, তার চখের জল দেখে আমার মনে কষ্ট হতে লাগল।

২৪ শে মার্চ্চ।

একটি বর্ষাদ্র মার্চ্চের সকাল বেলায় এক জন বুড়ো ইহুদী আরিফের গৃহস্থালী তুলে ফেলছিল। আহম্মদ বিমর্ষ চক্ষে এই কার্য্য পরিদর্শন করছিল। যে প্রতিবেশীগণ সকালে উঠে তাদের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়েছিল তারা জিজ্ঞাসা করতে লাগল, 'আহাম্মদ তোমার মনিব কোথায় যাচ্ছেন?' আহাম্মদ বল্লে, 'আমি জানিনে'। ভিজে বাক্স, বৃষ্টিজলে সিক্ত বোচ্কা, একটা কায়ীকে করে স্বর্ণশৃঙ্গ পার হয়ে সমুদ্রের দিকে যেতে লাগল, কোথায়, তা কেউ জানে না।

তার পরে আরিফের লীলা সম্বরণ হয়ে গেল, সে লোকটার অস্তিত্বই রহিল না।

এই প্রাচ্য স্বপ্ন ত সমস্ত সমাপ্ত হ'ল; আমার জীবনের এই পালাটা,—এই শেষ বোধ হয় যাতে কিছুমাত্র মাধুর্য্য অনুভব করব,—চিরকালের জন্য অতীত হয়ে গেল, এবং কালক্রমে হয় ত তার স্মৃতিমাত্র অবশিষ্ট থাক্‌বে না।

যখন আহাম্মদ আমার এই সব জিনিষপত্র নিয়ে জাহাজে এল, আমি তাকে খবর দিলুম যে, আমাদের যাওয়াটা নিদেন চব্বিশ ঘণ্টা পিছিয়ে গেছে। মর্ম্মরা সমুদ্রের দিকে ঝড়ের লক্ষণ

দেখা দিয়েছিল। আমি বল্লুম,—'চল আর একবার ইস্তাম্বুলে ঘুরে আসি; তাতে মরণাতীত জগতের মত এক প্রকার বিষাদের সৌন্দর্য্য থাকবে।'

আমি আগে যেখানে নিয়মিত বেশ পরিবর্ত্তন করতুম সেখানে গিয়ে য়ুরোপীয় পোষাক ত্যাগ করলুম, তার পরে যে গোঁড়া মুসলমানগণ অকৃত্রিম বিশ্বাসপূর্ব্বক ভক্তিভরে নমাজ পড়তে যায়, তাদের মত গম্ভীরভাবে ও দস্তুরমত বেশে আরিফএফেন্দি স্বয়ং আর একবার সেই কোটর থেকে বেরিয়ে, জপমালা হাতে করে' সাঁকো পার হ'লেন। আহ্‌মদ তার সর্ব্বোত্তম বস্ত্র পরিধান করে তাঁর পাশে পাশে চলতে লাগল। এই শেষদিনের কার্য্যতালিকা সে নিজে নিয়মিত করবার অনুমতি চেয়েছিল, এবং আপাততঃ নীরব দুঃখে মগ্ন ছিল।

ইস্তাম্বুলের সব সুপরিচিত স্থানে বেড়ানো, অনেকগুলো নারগিলে খাওয়া, এবং সব মসজিদে থামা হয়ে গেলে পর আমরা সন্ধ্যাবেলায় আবার আয়ুবে এসে উপস্থিত হলুম; সেই স্থানে আর একবার এসে পড়লুম, যেখানে এখন আমি কেবলমাত্র একজন আলয়হীন বেদেশী ব্যক্তি, যার স্মৃতিও শীঘ্র বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

আমি সুলুইমানের কফিশালায় প্রবেশ করাতে একটা আলোড়ন উপস্থিত হ'ল, সকলে আমাকে চিরদিনের মত অন্তর্হিত ও নির্ব্বাসিত মনে করেছিল। আজ সন্ধ্যাবেলা সেখানে নানারকমের বহুসংখ্যক লোক সম্মিলিত হয়েছে; অনেকগুলো সম্পূর্ণ নূতন মুখ, কোথা থেকে এসেছে কে জানে। * * । আহম্মদ আমার জন্য একটি বিদায়-উৎসবের আয়োজন করে' তাতে এই সকল লোককে নিমন্ত্রণ করলে। সে একটি নর্

বতেরও যোগাড় করলে ;—সাপুড়ের বাঁশির মত তীব্রস্বর দুটো বাদ্যযন্ত্র; একটা আর্গিন ও একটা বড় ঢোল। আমি এই সব উদ্যোগে রাজি হলুম কেবল এই অঙ্গীকারে যে, কিছু ভাঙ্গা হবে না, ও রক্তপাত দেখতে হবে না।

আজ সন্ধ্যাবেলা আমরা নিজেদের চেতনাশূন্য করে' ফেলবার চেষ্টায় আছি ; তা ভালই, আমি ত আর কিছু চাইনে।

আমাকে আমার নারগিলেটা এনে দিলে, এবং একটি তুরস্ক কফির পেয়ালা, সেটা প্রত্যেক পনেরো মিনিট অন্তর ভরে' দেবার ভার একটি ছেলের উপর রইল, তার পরে আহম্মদ উপস্থিত সকলের হাত ধরাধরি করে' চক্রাকারে সাজিয়ে তাদের নাচতে বল্লে।

লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলোকে অদ্ভুত মনুষ্যাকারের এক দীর্ঘ শ্রেণী আমার সামনে আন্দোলিত হতে লাগল ; বধিরকারী বাদ্যে গৃহের কড়িবরগা কেঁপে কেঁপে উঠছে, মলিন দেয়ালে টাঙ্গানো পিত্তলের বাসন আঘাত পেয়ে ঝণ্‌ঝণ্ শব্দ করছে ; নহবৎ থেকে তার স্বর নিঃসৃত হচ্ছে, এবং তুরস্ক বাদ্যের হৃদয়বিদারক আমোদস্রোত মত্তভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে। এক ঘণ্টার মধ্যে সকলে নৃত্য ও শব্দে বিহ্বল হয়ে পড়ল ; এইবার উৎসবটা মনের মতন হয়ে দাঁড়াল।

আমিও যেন কেবল একটা বাষ্পাবরণের মধ্যে দিয়ে দেখতে পাচ্ছিলুম, আমার মস্তিক অদ্ভুত অসংলগ্নভাবে পরিপূর্ণ হচ্ছিল। শ্রান্ত ও ঊর্দ্ধশ্বাস লোকের দল আবছায়া আলোকে যাতায়াত করতে লাগল। নৃত্যটা অবিরাম তরঙ্গায়িত হতে লাগল, এবং প্রত্যেক ঘূর্ণীর পর আহম্মদ হাতের পিছন দিক দিয়ে একটা করে সার্সি ভাঙ্গতে লাগল। একে একে গৃহের সব সার্সি মাটিতে

পড়ে গিয়ে নর্ত্তকদের পদতলে চূর্ণ হয়ে গেল; আহম্মদের ক্ষত-বিক্ষত হাত থেকে কাঠের মেজে রক্তময় হয়ে গেল।

তুরস্কীয় লোকে বুঝি গোলমাল আর রক্তারক্তি না হলে চলে না।

এই উৎসব দেখে আমার ঘৃণা ধরে গেল, এবং আহম্মদকে এরূপ বিবেচনাশূন্য কাজে প্রবৃত্ত ও প্রতিজ্ঞারক্ষায় এত শিথিল দেখে তার ভবিষ্যতের জন্য ভাবনা হ'তে লাগল।

আমি উঠে প্রস্থানোদ্যত হলুম; আহম্মদ বুঝতে পেরে নীরবে আমাকে অনুসরণ করলে। বাহিরের ঠাণ্ডা বাতাসে আমরা শান্ত ও প্রকৃতিস্থ হলুম।

আহম্মদ জিজ্ঞাসা করলে,—'লোটি, তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

আমি বল্লুম, 'জাহাজে; আমি আর তোমাকে চিনিনে; তুমি আজ সন্ধ্যাবেলায় যেরূপ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছ, আমিও সেইরূপ করব, তুমি আর কখনো আমাকে দেখতে পাবে না।' ব'লে আমি আর একটু দূরে গিয়ে একজন বিলম্বাগত মাঝির সঙ্গে গালাটা যাবার নৌকাভাড়া নিয়ে দরদাম করতে লাগলুম।

আহম্মদ বল্লে, 'লোটি, আমাকে মাপ কর, তুমি এরকম করে তোমার ভাইকে কখনো ছেড়ে যেতে পারবে না।' সে কাঁদতে কাঁদতে আমাকে মিনতি করতে লাগল। না, আমারও তাকে এরকম করে' ত্যাগ করবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল যে, তার একটু শিক্ষা ও প্রায়শ্চিত্ত দরকার, তাই অবিচলিত রইলুম।

তখন সে তার রক্তময় হাতে আমাকে ধরে রাখতে চেষ্টা করলে, ও হতাশভাবে আমাকে আঁকড়ে ধরলে। আমি তাকে সজোরে ঠেলে দিয়ে একটা কাঠস্তূপের উপর ছিট্‌কে ফেল্লুম;

সেটা সশব্দে ভেঙ্গে পড়ল। রাত্রের বাসি-বজুক (প্রহরীগণ) কাছ দিয়ে যাচ্ছিল, তারা আমাদের বদ্‌গায়েশে ঠাউরে লণ্ঠন নিয়ে কাছে এল; আমরা জলের ধারে, সহরতলির একটি নির্জ্জন স্থানে, ইস্তাম্বুলের প্রাচীর থেকে দূরে ছিলুম, এবং এই লাল হাত দুষ্কর্ম্মের পরিচয় দিচ্ছিল।

আমি বল্লুম,—'কিছু হয়নি; কেবল এই ছেলেটা মদ খেয়েছে। আমি তাকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি।' বলে' আহম্মদের হাত ধরে' আমি তাকে তার ভগ্নী এরিক্‌নাজের বাড়িতে নিয়ে গেলুম, সে তার ক্ষত বেঁধে দিয়ে, একটা লম্বা বক্তৃতা দিয়ে তাকে শুতে পাঠিয়ে দিলে।

এরিক্‌নাজ হালুমের চেহারায় একটা মনোহর ও সবিশেষ কুশ্রীতা আছে, তার রঙ্ মোমের মত শাদা, এবং ভ্রূ কাক্-পক্ষের মত কালো। সে ফ্র্যাঙ্ক রমণীদের ন্যায় খোলা মাথায় আমাদের অভ্যর্থনা করলে। তার বাড়ির ভিতরের সবই শৃঙ্খলা, স্বচ্ছলতা, ও নিখুঁৎ পরিচ্ছন্নতার পরিচয় দিচ্ছিল। তার দুই বন্ধু মুরা ও ফেন্‌জিলে তার সঙ্গে বসে' ছিল, আমরা আসাতে তারা ঘোম্‌টা দিয়ে পালাল। তারা ছোট ছোট লাল নাগরা চটি জুতার উপর চুম্‌কি বসানোতে নিযুক্ত ছিল।

আমার বন্ধু আলেম্‌শা, এরিক্‌নাজের কন্যা ও আহম্মদের ভাগিনী, এসে আমার কোলের উপর তার অভ্যস্ত জায়গা দখল করে' ঘুমিয়ে পড়ল; সে একটি তিন বছরের ছোট সুন্দর মেয়ে, বড় বড় কুচ্‌কুচে কাল চোখ আছে, এবং পুতুলের মত পুট্‌পুটে ও পরিষ্কার।

কফি ও সিগারেট খাওয়া হ'য়ে গেলে পর আমাদের জন্যে দুটো শাদা গদি, দুটো শাদা যাটাগ, ও দুটো শাদা পাত্রবস্ত্র আনা হ'ল, সব বরফের মত ধব্‌ধবে; এরিক্‌নাজ ও আলেম্‌শা আমাদের "শুভ রাত্রি" ব'লে শুতে গেল, এবং আমরা দুজনে গভীর নিদ্রায় রাত কাটালুম।

উজ্জ্বল রৌদ্র এসে আমাদের খুব সকালে উঠিয়ে দিলে, এবং আমরা স্বর্ণশৃঙ্গের অভিমুখী ছোট ছোট রাস্তা দিয়ে তাড়াতাড়ি

নেবে গেলুম। একটি কায়ীক সেখানে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল।

প্রি-পাশার রাশি রাশি কালো বাড়ি ঐ উচ্চে স্তূপাকৃত হ'য়ে সোনালী রৌদ্রে ভাসছে, ও সব সার্সি চিক্‌চিক্ করছে। এরিক্‌নাঘ ও আলেমশা লাল কাপড় পরে,' সূর্য্যোদয়ে তাদের বাড়ির ছাতে চড়ে বসে' দূর থেকে আমাদের যাওয়া দেখ্‌ছে।

ঐ আয়ুব গেল, ঐ সুলইমানের কফিশালা, মস্‌জিদের ক্ষুদ্র ক্ষেত্র, এবং প্রভাতের পূর্ণ আলোকবিভাসিত আরিফ একেন্দির গৃহ। জলের ধারে কেউ নেই; সব এখনো বন্ধসন্ধ ও ঘুমন্ত। আমার বাড়িটিকে আমি কতবার বরফে ও উত্তরে বাতাসে অন্ধকার ও ম্লান দেখেছি, কিন্তু শেষ ছবিস্বরূপ তাকে সূর্য্যকিরণে ঝলসিত দেখে গেলুম। এই শেষ সূর্য্যোদয়টি অসাধারণ উজ্জ্বল হয়েছে; স্বর্ণশৃঙ্গ বরাবর, আয়ুব থেকে সেরালিও পর্য্যন্ত, গম্বুজ ও মিনারগুলি স্বচ্ছ আকাশের গায়ে গোলাপী বা রামধনুর আভায় অঙ্কিত রয়েছে। ঘোম্‌টাচ্ছন্ন রমণী বা সুবেশী যাত্রী বহন করে' শত শত সোনালী কায়ীক ভাস্‌তে আরম্ভ করেছে।

আমরা এক ঘণ্টার মধ্যে জাহাজে এসে পড়লুম। সেখানে সব ওলট্‌পালট্,—এবার সত্যই যাওয়া হবে। যাত্রার সময় বেলা দুপুর ঠিক করা হয়েছে।

আহম্মদ বল্লে,—'চল লোটি; চল আর একবার ইস্তাম্বুলে গিয়ে শেষবার দুজনে একত্র বসে নারগিলে খাই।'

আমরা দৌড়ে-দৌড়ে সালিবাজার, টপ-হানে ও গালাটা পার হয়ে ইস্তাম্বুলের সাঁকোতে এসে উপস্থিত হলুম।

জ্বলন্ত রৌদ্রে লোকের ভীড় তাড়াতাড়ি চলেছে; আমি যেমনি চলে যাচ্ছি, অমনি বাস্তবিক বসন্তকাল স্থায়ীরূপে এসে উপনীত হল। ঐ উচ্চে ইস্তাম্বুলের মুকুটস্বরূপ প্রাচীর, গম্বুজ, ও মিনাররাজির উপর এই মধ্যাহ্নের প্রখর আলোক বর্ষিত হচ্ছে; রামধনুর উজ্জ্বলতম রঙের বস্ত্র পরিহিত এক বিচিত্র রঙীন্ জনতার উপরও সেই আলো বিকীর্ণ হয়ে পড়েছে। সুদর্শন যাত্রীসাধারণ বহন করে' নৌকা আসছে যাচ্ছে; হকারগণ ভীড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি করে প্রাণপণ চীৎকার করছে। এই

নৌকাগুলি আমাদের বক্ষরসের সকল স্থানেই নিয়ে গেছে; আমরা সবগুলিকেই চিনি; আমরা ইস্তাম্বুলের সাঁকোর উপরকার সব দোকান, সব যাত্রী, এমন কি, সব ভিক্ষুকদের চিনি,—যত কাণা, খোঁড়া, নুলো, গলাকাটা ও ঠুঁটোর সম্পূর্ণ সঙ্কলন। আজ তুরস্ক ভিখারী সম্প্রদায়ের সকলেই বাইরে এসেছে; আমি সবাইকে ভিক্ষা বিতরণ করলুম, এবং এক গঙ্গা আশীর্ব্বাদ ও সেলাম উপার্জ্জন করলুম। আমরা ইস্তাম্বুলে, য়েনি-জামির বৃহৎ ক্ষেত্রে মসজিদের সমনে থামলুম। আমার জীবনে এই শেষবার, তুর্কী হবার সুখ,—আমার বন্ধু আহম্মদের পাশে বসে এই প্রাচ্য চিত্রের মধ্যে নারগিলে খাবার সুখ অনুভব করলুম।

আজ প্রকৃত বাসন্তী উৎসব হয়েছে,—পরিচ্ছদ ও রঙের এক প্রদর্শনীবিশেষ। সকলেই বাইরে এসে বসে আছে, প্লেনবৃক্ষতলায়, মার্ব্বলের ফোয়ারার চতুর্দ্দিকে, আঙুরলতার জাফ্‌রির নীচে,—সেটা শীঘ্রই নব কিশলয়ে ছেয়ে যাবে। নাপিতগণ রাস্তায় তাদের আড্ডা স্থাপন করেছে, এবং খোলা বাতাসে কাজ চালাচ্ছে; গোঁড়া মুসলমানগণ গম্ভীরভাবে মাথা কামিয়ে নিচ্ছে, কেবল উপরে একটি টিকি রেখে দিচ্ছে, সেটা ধরে' মহম্মদ তাদের স্বর্গে তুলে নিয়ে যাবেন।

আমাকে কি কেউ কোনরূপ স্বর্গে নিয়ে যাবে না?—এই শ্রান্তিকর বিরক্তিকর জরাজীর্ণ পৃথিবী ছাড়া আর কোন জায়গায়, যেখানে কিছুই বদলাবে না, যেখানে আমি যা ভালবাসি কিম্বা বেসেছি তার থেকে ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন হব না?—কেউ যদি কেবল আমাকে মুসলমান ধর্ম্মে বিশ্বাস দিতে পারে, তাহলে আমি কি আনন্দাশ্রুসহকারে প্রেরিতপুরুষের সবুজ নিশান আলিঙ্গন করি! ... ...

টিকির প্রসঙ্গে কি যে অসঙ্গত কথা এনে ফেল্লুম তার ঠিক নেই ... ... ...

মোল্লাগণ তাদের মিনারে উঠ্‌ছে, দ্বিপ্রহরের নমাজের কাল উপস্থিত; আমার যাবার সময় হয়েছে। * * *

আহম্মদ আমার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজে এল, সেখানে দেখা-

সাক্ষাৎ ও জাহাজ ছাড়বার হট্টগোলের মধ্যে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলুম।

আমরা চল্লুম,—ইস্তাম্বুল ক্রমশঃ দূরে অপসারিত হচ্ছে।”......

এইখানেই পিয়ের লোটির ডায়ারির সহিত আমাদের সম্বন্ধ একপ্রকার সমাপ্ত, যদিও তাঁহার বইখানি এখনো শেষ হয় নাই। ইহার পরে আর একটি ভাগে লোটির তুরস্কে প্রত্যাবর্ত্তন, বন্ধুদের সহিত অদর্শনজনিত দুঃখ এবং অবশেষে যুদ্ধে মৃত্যুর কথা লেখা আছে, কিন্তু সেটা কেমন পূর্ব্বাংশের সহিত মিশ খায় না, এবং তাহাতে সুন্দর বা নূতন কথাও কিছু নাই। তিনি বলেন, তাঁহার চিরকালই এইরূপ হয়, কোন অপরিচিত মনোরম দেশে যাওয়া, সেখানে দু একটি লোকের সঙ্গে মিলে মিশে থেকে তাদের মায়াপাশে জড়িত এবং দেশটির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হওয়া, তাহার পরে কতকগুলি স্মৃতিচিহ্ন বহন করিয়া কাঁদিয়ে ও কেঁদে চলে আসা। কে জানে তাঁহার এই সকল কাহিনীতে মানুষিক অংশ কতদূর সত্য এবং তাঁহার মজ্জাগত বিষাদ ও নিরাশাপ্রসূত চিন্তা ও ভাবপাঠ মনের পক্ষে কতদূর স্বাস্থ্যকর, কিন্তু তাঁহার অধিকাংশ লেখা ও বর্ণনার খুব একটা মধুর আকর্ষণী শক্তি আছে সন্দেহ নাই; সে গুলি পড়িলে সেই সেই দেশ ও লোকের সঙ্গে বাস্তবিক ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করা যায়, এবং সকল প্রাণীর প্রতি তাঁহার আন্তরিক মমতা ও দয়া দেখিয়া আশ্চর্য্য ও মোহিত হইতে হয়। সমালোচকগন বলেন ইনিই প্রথমে ফরাসী সাহিত্যে সুদূর বিদেশের উদার চিত্রপট উন্মুক্ত করিয়া দেন, তা' না হইলে পূর্ব্বে লেখকগণ বড়ই কেন্দ্রগত, প্যারিসভক্ত, ও আপনার ক্ষুদ্র সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে ভালবাসিতেন; সেই জন্যই হয় ত লোটির আজকাল এত প্রভাব, এবং খুব সম্ভব সে প্রভাব স্থায়ীও হইবে।

---

# সাধনা।

## কর্ত্তব্যনীতি। *

(অধ্যাপক হক্স্‌লির মত।)

জগতে দেখা যায় সুখ দুঃখ প্রাণীদের মধ্যে ঠিক ন্যায় বিচার-মতে বণ্টন হয় না। প্রথমতঃ নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের এতটুকু বিবেকবুদ্ধি নাই যাহাতে তাহারা দণ্ড পুরস্কারের স্বরূপ সুখ-দুঃখের অধিকারী হইতে পারে। তাহার পরে মানুষের মধ্যেও দেখিতে পাই পাপাচরণ করিয়াও কত লোক উন্নতি লাভ করিতেছে এবং পুণ্যবান দ্বারে দ্বারে অন্ন ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছে; পিতার দোষে পুত্র কষ্টভোগ করিতেছে; অজ্ঞানকৃত কার্য্যের ফল ইচ্ছাকৃত অপরাধের সমান হইয়া দাঁড়াইতেছে; এবং এক-জন লোকের উৎপীড়ন বা অবিবেচনায় শত সহস্র লোককে দুঃখ বহন করিতে হইতেছে।

অতএব জগতের নিয়মকে ধর্ম্মনীতির আইন অনুসারে বিচার করিতে হইলে তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিতে হয়। কিন্তু সাহস করিয়া কোন বিচারক সে রায় প্রকাশ করিতে চান না। হিব্রুশাস্ত্র এসম্বন্ধে চুপ করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষ এবং

* Evolution and Ethics. By Thomas H. Huxley, F. R. S.

গ্রীস্ আসামীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া ওকালতী করিতে চেষ্টা করেন।

ভারতবর্ষ বলেন, সকলকেই অসংখ্য পূর্ব্বজন্মপরম্পরার কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়। বিশ্বনিয়মে কোথাও কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলের ছেদ নাই; সুখদুঃখও সেই অনন্ত অমোঘ অবিচ্ছিন্ন নিয়মের বশবর্ত্তী।

হিন্দুশাস্ত্রমতে পরিবর্ত্তমান বস্তু এবং মনঃপদার্থের অভ্যন্তরে একটি নিত্য সত্তা আছে। জগতের মধ্যবর্ত্তী সেই নিত্যপদার্থের নাম ব্রহ্ম; এবং জীবের অন্তরস্থিত ধ্রুব সত্তাকে আত্মা কহে। জীবাত্মা কেবল ইন্দ্রিয়জ্ঞান বুদ্ধিবাসনা প্রভৃতি মায়াদ্বারা ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে। যাহারা অজ্ঞান তাহারা এই মায়াকেই সত্য বলিয়া জানে এবং সেই ভ্রমবশতই বাসনাপাশে বদ্ধ হইয়া দুঃখের কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইতে থাকে।

এ মত গ্রহণ করিলে অস্তিত্ব হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টাই একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়। বিষয়বাসনা, সমাজবন্ধন, পারিবারিক স্নেহপ্রেম, এমন কি, ক্ষুধাতৃষ্ণা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতিও বিনাশ করিয়া একপ্রকার সংজ্ঞাহীন জড়ত্বকেই ব্রহ্মসম্মিলনের লক্ষণ বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়।

বৌদ্ধগণ ব্রাহ্মণদিগের এই মত গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট ছিলেন না; তাঁহারা আত্মা এবং ব্রহ্মের সত্তাও লোপ করিয়া দিলেন। কারণ, কোথাও কোনো অস্তিত্বের লেশমাত্রও স্বীকার করিলে পুনরায় তাহা হইতে দুঃখের অভিব্যক্তি অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মানিতে হয়। এমন কি, হিন্দুশাস্ত্রের নির্গুণ ব্রহ্মের মত এমন একটা নাস্তিবাচক অস্তিত্বকেও তাঁহারা কোথাও স্থান দিতে সাহস করিলেন না।

বুদ্ধ বলিলেন, বস্তুই বা কি, আর মনই বা কি, কিছুর মধ্যেই

নিত্যপদার্থ নাই; অনন্ত বিশ্বমরীচিকা কেবল স্বপ্নপ্রবাহমাত্র। স্বপ্ন দেখিবার বাসনা একবার ধ্বংস করিতে পারিলেই মানুষের মুক্তি হয়—এবং ব্রহ্ম ও আত্মা নামক কোন নিত্যপদার্থ না থাকাতে একবার নির্ব্বাণলাভ করিলে আর দ্বিতীয়বার অস্তিত্বলাভের সম্ভাবনামাত্র থাকে না।

প্রাচীন গ্রীসে ষ্টোয়িক-সম্প্রদায় যখন জগৎকারণ ঈশ্বরে অসীম সদ্‌গুণের আরোপ করিলেন তখন তাঁহার সৃষ্ট বিশ্বজগতে অমঙ্গলের অস্তিত্ব কিরূপে সম্ভব হইল, ইহাই এক সমস্যা দাঁড়াইল।

তাঁহারা বলিলেন, প্রথমতঃ জগতে অমঙ্গল নাই; দ্বিতীয়তঃ যদি বা থাকে তাহা মঙ্গলেরই আনুষঙ্গিক; এবং যেটুকু আছে তাহা, হয় আমাদের নিজদোষে, নয় আমাদের ভালরই জন্য।

হক্স্‌লি বলেন, অমঙ্গলের মধ্যেও যে, মঙ্গলের অস্তিত্ব দেখা যায় তাহাতে সন্দেহ নাই এবং দুঃখকষ্ট যে, অনেক সময় আমাদের শিক্ষকের কার্য্য করে তাহাও সত্য; কিন্তু অসংখ্য মূঢ় প্রাণী—যাহারা এই শিক্ষায় কোন উপকার পায় না এবং যাহাদিগকে কোন কাজের জন্য দায়িক করা যাইতে পারে না, তাহারা যে কেন দুঃখভোগ করে, এবং অনন্ত শক্তিমান্ কেনই বা সর্ব্বতোভাবে দুঃখপাপহীন করিয়া জগৎ সৃজন না করিলেন ষ্টোয়িকগণ তাহার কোন উত্তর দিলেন না। জগতে যাহা কিছু আছে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম একথা স্বীকার করিলে কোথাও কোনরূপ সংশোধনের চেষ্টা না করিয়া সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া বসিয়া থাকাই কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়ায়।

কিন্তু বাহ্যজগৎ যে, মানুষের ধর্ম্মশিক্ষাস্থল, সর্ব্বমঙ্গলবাদী

কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়, এক হিসাবে জগৎপ্রকৃতি আমাদের ধর্ম্মপ্রকৃতির বিরোধী। এ সম্বন্ধে হক্স্লির মত আর একটু বিবৃত করিয়া নিম্নে লিখা যাইতেছে।

মানুষ জীবনসংগ্রামে জয়ী হইয়া আজ সমস্ত জীবরাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠপদে অভিষিক্ত হইয়াছে। নিজেকে যেন-তেন প্রকারেণ বজায় রাখা, যাহা পাওয়া যায় নির্ব্বিচারে তাহাকে আত্মসাৎ করা, এবং যাহা হাতে আসে তাহাকে একান্ত চেষ্টায় রক্ষা করা, ইহাই জীবনযুদ্ধের প্রধান অঙ্গ। যে সকল গুণের প্রভাবে বানর এবং ব্যাঘ্র জীবনরক্ষা করিতেছে সেই সকল গুণ লইয়াই মানুষ জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহার শারীরপ্রকৃতির বিশেষত্ব, তাহার ধূর্ত্ততা, তাহার সামাজিকতা, তাহার কৌতূহল, তাহার অনুকরণনৈপুণ্য, এবং তাহার ইচ্ছা বাধা প্রাপ্ত হইলে প্রচণ্ড ক্রোধাবেগে নিষ্ঠুর হিংস্রতাই তাহাকে জীবন-রঙ্গভূমিতে বিজয়ী করিয়াছে।

ক্রমে আদিম অরাজকতা দূর হইয়া যতই সামাজিক শৃঙ্খলা স্থাপিত হইল ততই মনুষ্যের পাশবগুণগুলি দোষের হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। সভ্য মানব যে মই দিয়া উপরে উঠিয়াছে সে মইটা আজ পদাঘাত করিয়া ফেলিয়া দিতে চাহে। ভিতরে ব্যাঘ্র এবং বানরের যে অংশটা আছে সেটাকে দূর করিতে পারিলে বাঁচে। কিন্তু সেই ব্যাঘ্র বানরটা সভ্য মানবের সুবিধা বুঝিয়া দূরে যাইতে সম্মত হয় না; সেই কৈশোরের চির-সহচরগুলি অনাদৃত হইয়াও মানবসমাজের মধ্যে অনাহূত আসিয়া পড়ে এবং আমাদের সংযত সামাজিক জীবনে শত সহস্র দুঃখ-কষ্ট এবং জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে। সেই সনাতন ব্যাঘ্রবানর

যাহারা এককালে আমাদিগকে দুরূহ ভবসংগ্রামে উত্তীর্ণ করিয়াছে তাহাদিগকে বন্ধনে ছেদনে সবংশে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

অতএব জগৎপ্রকৃতি আমাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির আনুকূল্য করিতেছে একথা স্বীকার করা যায় না; বরঞ্চ দেখা যায় আমাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সহিত তাহার অহর্নিশি সংগ্রাম চলিতেছে। ষ্টোয়িকগণও তাহা বুঝিলেন, এবং অবশেষে বলিলেন—সংসার ত্যাগ করিয়া, সমস্ত মায়ামমতা বিসর্জ্জন দিয়া তবে কিয়ৎ পরিমাণে পরিপূর্ণতার আদর্শ লাভ করা যাইতে পারে। Apatheia অর্থাৎ বৈরাগ্য, মানবপ্রকৃতির পূর্ণতাসাধনের উপায়; সেই বৈরাগ্যের অবস্থায় মানবহৃদয়ের সমস্ত ইচ্ছা কেবল বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার অনুশাসন পালন করিয়া চলে। সেই স্বল্পাবশিষ্ট চেষ্টাটুকুও কেবল অল্পদিনের জন্য;—সে যেন বিশ্বব্যাপী পরমাত্মারই দেহপিঞ্জরাবদ্ধ একটি উচ্ছ্বাস মৃত্যু-অন্তে সেই সর্ব্বব্যাপী আত্মার সহিত পুনর্ম্মিলনের প্রয়াস পাইতেছে।

দেখা যাইতেছে ভারতবর্ষ এবং গ্রীস ভিন্ন দিক হইতে আরম্ভ করিয়া অবশেষে এক বৈরাগ্যে গিয়া মিলিত হইয়াছে।

বৈদিক এবং হোমেরিক কাব্যে আমাদের সম্মুখে যে জীবনের চিত্র ধরিয়াছে তাহার মধ্যে কি একটা বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য এবং আনন্দপূর্ণ মনরোৎসাহ দেখা যায়—তখন বীরগণ সুখদুঃখ, শুভদিনের সূর্য্যালোক এবং দুর্দ্দিনের বজ্রপতন উভয়কেই খেলাচ্ছলে গ্রহণ করিতেন এবং যখন শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠিত তখন দেবতাদের সহিত যুদ্ধ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। তাহার পরে কএক শতাব্দী অতীত হইতেই পরিণত সভ্যতাপ্রভাবে চিন্তাজ্বরে জরাজীর্ণ হইয়া সেই বীরমণ্ডলীর উত্তরপুরুষগণ জগৎ সংসারকে

দুঃখময় দেখিতে লাগিল। যোদ্ধা হইল তপস্বী, কর্ম্মী হইল বৈরাগী। গঙ্গাকূলে এবং টাইবরতীরে নীতিজ্ঞ ব্যক্তি স্বীকার করিলেন বিশ্বসংসার প্রবল শত্রু এবং বিশ্ববন্ধনচ্ছেদনই মুক্তির প্রধান উপায়।

প্রাচীন হিন্দু ও গ্রীক দর্শন যেখান হইতে আরম্ভ করিয়াছিল আধুনিক মানব মনও সেইখান হইতেই যাত্রার উপক্রম করিতেছে।

কিন্তু আধুনিক সমাজে যদিও দুঃখবাদী ও সুখবাদীর অভাব নাই তথাপি এ কথা স্বীকার করিতে হয় আমাদের অধিকাংশ লোকই দুই মতের মাঝখান দিয়া চলিয়া থাকেন। মোটের উপর সাধারণের ধারণা জগৎটা নিতান্ত সুখেরও নহে, নিতান্ত দুঃখেরও নহে।

দ্বিতীয়তঃ; মানুষ যে, নিজকৃত কর্ম্মের দ্বারা জীবনের সুখ-দুঃখের অনেকটা হ্রাসবৃদ্ধি সাধন করিতে পারে এ সম্বন্ধেও অধিকাংশের মতের ঐক্য আছে।

তৃতীয়তঃ, কায়মনোবাক্যে সমাজের মঙ্গলসাধন যে, আমাদের সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তব্য এ সম্বন্ধেও লেখক কাহাকেও সন্দেহ প্রকাশ করিতে শোনেন নাই।

এক্ষণে, বর্ত্তমানকালে প্রাকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধে আমাদের যে সকল নূতন জ্ঞানলাভ হইয়াছে তাহার সহিত আমাদের কর্ত্তব্যনীতির কতটা যোগ তাহাই আলোচ্য।

একদল আছেন যাঁহারা অন্যান্য প্রাকৃতিক ঘটনার ন্যায় ধর্ম্মনীতিরও ক্রমাভিব্যক্তি স্বীকার করেন। লেখকের সহিত তাঁহাদের মতের বিশেষ অনৈক্য নাই, কিন্তু হক্স্‌লি বলেন, আমাদের ভালমন্দ প্রবৃত্তিগুলি কিরূপে পরিব্যক্ত হইল অভি-

ব্যক্তিবাদ তাহা আমাদিগকে জানাইতে পারে কিন্তু ভাল যে মন্দের অপেক্ষা কেন শ্রেয়ঃ অভিব্যক্তি-তত্ত্ব তাহার কোন নূতন সদ্‌যুক্তি দেখাইতে পারে না। হয়ত কোন একদিন, আমাদের সৌন্দর্য্যবোধের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে আমরা জ্ঞান-লাভ করিতে পারিব কিন্তু তাহাতে করিয়া, এটা সুন্দর এবং ওটা কুৎসিত, এই বোধশক্তির কোন হ্রাসবৃদ্ধি সাধন করিতে পারিবে না।

ধর্ম্মনীতির অভিব্যক্তিবাদ উপলক্ষে আর একটা ভ্রম আজ-কাল প্রচলিত হইতে দেখা যায়। মোটের উপরে জীবজন্তু উদ্ভিদ্‌গণ জীবনযুদ্ধে যোগ্যতমতা অনুসারেই টিঁকিয়া গিয়া উন্নতি লাভ করিয়াছে; অতএব সামাজিক মনুষ্য, নীতিপথবর্ত্তী মনুষ্যও সেই এক উপায়েই উন্নতিসোপানে অগ্রসর হইতে পারে এমন কথা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। যোগ্যতম এবং সাধুতম কথাটা এক নহে। প্রকৃতিতে যোগ্যতমতা অবস্থার উপরে নির্ভর করে। পৃথিবী যদি অধিকতর শীতল হইয়া আসে তবে ওক অপেক্ষা শৈবাল যোগ্যতর হইয়া দাঁড়াইবে, সে স্থলে অন্য কোন-রূপ শ্রেষ্ঠতাকে যোগ্যতা বলা যাইবে না।

সামাজিক মনুষ্যও এই জাগতিক নিয়মের অধীন তাহাতে সন্দেহ নাই। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে এবং জীবিকার জন্য প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে—যাহার জোর বেশি, আপনাকে বেশি জাহির করিতে পারে সে অক্ষমকে দলিত করিয়া দিতেছে। কিন্তু তথাপি অভিব্যক্তির এই জাগতিক পদ্ধতি সভ্যতার নিম্না-বস্থাতেই অধিকতর প্রভাব বিস্তার করে। সামাজিক উন্নতির অর্থই, এই জাগতিক পদ্ধতিকে পদে পদে বাধা দিয়া তৎপরিবর্ত্তে নূতন পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করা—যাহাকে বলে নৈতিক পদ্ধতি;

এবং যাহার শেষ উদ্দেশ্য, অবস্থানুযায়ী যোগ্যতাকে পরিহার করিয়া নৈতিক শ্রেষ্ঠতাকে রক্ষা করা।

জাগতিক পদ্ধতির স্থলে নৈতিক পদ্ধতিকে সমাজে স্থান দিতে হইলে নিষ্ঠুর স্বেচ্ছাচারিতার পরিবর্ত্তে আত্মসংযম অবলম্বন করিতে হইবে, সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে অপসারিত বিদলিত না করিয়া পরস্পরকে সাহায্য করিতে হইবে—যাহাতে করিয়া কেবল যোগ্যতম রক্ষা না পায়, পরন্তু সাধ্যমত সম্ভবমত অনেকেই রক্ষা পাইবার যোগ্য হয়। আইন এবং নীতিসূত্র সকল জাগতিক পদ্ধতিকে বাধা দিয়া সমাজের প্রতি প্রত্যেকের কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দিতেছে, তাহারই আশ্রয় ও প্রভাবে কেবল যে, প্রত্যেকে জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইতেছে তাহা নহে, পাশব বর্ব্বরতার আকর্ষণ হইতে আপনাকে উদ্ধার করিয়াছে।

অতএব এ কথা বিশেষরূপে মনে ধারণা করা কর্ত্তব্য যে, জাগতিক পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া, অথবা তাহার নিকট হইতে সত্রাসে পলায়ন করিয়া সমাজের নৈতিক উন্নতি হয় না, তাহার সহিত সংগ্রাম করাই প্রকৃষ্ট উপায়। আমরা ক্ষুদ্র পরমাণু হইয়া বিশ্বজগতের সহিত লড়াই করিতে বসিব এ কথা স্পর্দ্ধার মত শুনিতে হয় কিন্তু আধুনিক জ্ঞানোন্নতি পর্য্যালোচনা করিলে ইহা নিতান্ত দুরাশা বলিয়া বোধ হয় না।

সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায় মানুষ ক্রমে ক্রমে বিশ্বজগতের মধ্যে একটি কৃত্রিম জগৎ রচনা করিতেছে। প্রত্যেক পরিবারে, প্রত্যেক সমাজে শাস্ত্র ও লোকাচারের দ্বারা মানবাশ্রিত জাগতিক পদ্ধতি সংযত ও রূপান্তরিত হইয়াছে এবং বহিঃপ্রকৃতিতেও পশুপাল কৃষী ও শিল্পীর দ্বারা তাহাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া লওয়া হইয়াছে। যতই সভ্যতা বৃদ্ধি হইয়াছে ততই প্রকৃতির কার্য্যে

মানুষের হস্তক্ষেপ বাড়িয়া আসিয়াছে, অবশেষে শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতিসহকারে মানববহির্ভূত প্রকৃতির উপরে মানুষের প্রভাব এতই প্রবল হইয়াছে যে, পুরাকালে ইন্দ্রজালেরও এত ক্ষমতা লোকে বিশ্বাস করিত না।

কিন্তু, অভিব্যক্তিবাদ মানিতে গেলে ধরাধামে ভূস্বর্গ প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর বলিয়া আশা হয় না। কারণ, যদিচ বহুযুগ ধরিয়া আমাদের পৃথিবী উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়া চলিতেছে তথাপি এক সময়ে তাহার শিখর-চূড়ায় উত্তীর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার তাহাকে নিম্নদিকে যাত্রা আরম্ভ করিতে হইবে। এ কথা কল্পনা করিতে সাহস হয় না যে, মানুষের বুদ্ধি ও শক্তি কোনকালে কালের গতিকে প্রতিহত করিতে পারিবে।

তাহা ছাড়া, জাগতিক প্রকৃতি আমাদের আজন্ম সঙ্গী, আমাদের জীবনরক্ষার সহায় এবং তাহা লক্ষ লক্ষ বৎসরের কঠিন সাধনায় সিদ্ধ;—কেবল কয়েক শতাব্দীর চেষ্টাতেই যে, তাহাকে নৈতিক নিগড়ে বদ্ধ করা যাইতে পারিবে এ আশা মনে পোষণ করা মূঢ়তা। যতদিন জগৎ থাকিবে, বোধ করি ততদিনই এই কঠিন-প্রাণ প্রবল শত্রুর সহিত নৈতিক প্রকৃতিকে যুদ্ধ করিতে হইবে।

অপর পক্ষে, মানুষের বুদ্ধি এবং ইচ্ছা একত্র সম্মিলিত ও বিশুদ্ধ বিচারপ্রণালীর দ্বারা চালিত হইয়া জাগতিক অবস্থাকে যে কতদূর অনুকূল করিয়া তুলিতে পারে তাহারও সীমা দেখা যায় না। এবং মানবপ্রকৃতিরও কতদূর পরিবর্ত্তন হইতে পারে তাহা বলা কঠিন। যে মানুষ নেকড়ে বাঘের জ্ঞাতভাইকে মেষরক্ষক কুকুরে পরিণত করিয়াছে, সে মানুষ সভ্য মানবের অন্তর্নিহিত বর্ব্বরপ্রবৃত্তিগুলিকেও যে, বহুলপরিমাণে দমন করিয়া আনিতে পারিবে এমন আশা করা যায়।

জগতে অমঙ্গল দমন করা সম্বন্ধে আমরা যে পুরাকালের নীতিজ্ঞদের অপেক্ষা অধিকতর আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছি সে আশা সফল করিতে হইলে, দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়াই যে, জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য এ মতটা দূর করিতে হইবে।

আর্য্যজাতির শৈশবাবস্থায় যখন ভাল এবং মন্দ উভয়কেই ক্রীড়াসহচরের ন্যায় গ্রহণ করা যাইত সে দিন গিয়াছে; তাহার পরে যখন মন্দর হাত হইতে এড়াইবার জন্য গ্রীক এবং হিন্দু রণক্ষেত্র ছাড়িয়া পলায়নোদ্যত হইলেন সে দিনও গেল; এখন আমরা সেই বাল্যোচিত অতিশয় আশা এবং অতিশয় নৈরাশ্য পরিহার করিয়া বয়স্ক লোকের ন্যায় আচরণ করিব; কঠিন পণ ও বলিষ্ঠ হৃদয় লইয়া চেষ্টা করিব, সন্ধান করিব, উপার্জ্জন করিব এবং কিছুতে হার মানিব না; ভাল যাহা পাইব তাহাকে একান্ত যত্নে পালন করিব এবং মন্দকে বহন করিয়া অপরাজিত হৃদয়ে তাহাকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিব; হয় ত সমুদ্র আমাদিগকে গ্রাস করিবে, হয় ত বা সুখময় দ্বীপে উত্তীর্ণ হইতে পারিব, কিন্তু সেই অনিশ্চিত পরিণামের পূর্ব্বে এমন অনেক নিশ্চিত কার্য্য সমাধা হইবে যাহাতে মহত্ত্বগৌরব আছে।

---

# বিনিপয়সায় ভোজ।

আপিসের বেশে অক্ষয় বাবু।

(হাসিতে হাসিতে) আজ আচ্ছা জব্দ করেছি। বাবু রোজ আমাদের স্কন্ধে বিনামূল্যে বিনামাশুলে ইয়ার্কি দিয়ে বেড়ান আর লম্বা চওড়া কথা কন! মশায়, আজ বছর খানেক ধরে' রোজ

বলে আজ খাওয়াব কাল খাওয়াব, খাওয়াবার নাম নেই! যত-খানি আশা দিয়েছে তার শিকি পরিমাণ যদি আহার দিত তা' হ'লে এত দিনে তিনটে রাজসূয় যজ্ঞ হতে পারত, যা হোক আজ ত বহু কষ্টে একটা নিমন্ত্রণ আদায় করা গেছে। কিন্তু দুটি ঘণ্টা বসে' আছি এখনো তার দেখা নেই। ফাঁকি দিলে না ত? (নেপথ্যে চাহিয়া) ওরে কি তোর নাম, ভুতো, না মোধো, না হরে?

চন্দ্রকান্ত? আচ্ছা বাপু তাই সই! তা ভাল চন্দ্রকান্ত, তোমার বাবু কখন্ আসবে বল দেখি?

কি বল্লি? বাবু হোটেল থেকে খাবার কিনে আন্‌তে গেছেন? বলিস্ কিরে? আজ তবে ত রীতিমত খানা! ক্ষিদেটিও দিব্যি জমে' এসেচে! মটনচপের হাড়গুলি একেবারে পালিশ করে' হাতির দাঁতের চুষিকাঠির মত চক্‌চকে করে' রেখে দেব। একটা মুর্গির কারি অবিশ্যি থাক্‌বে—কিন্তু কতক্ষণই বা থাক্‌বে? আর দুরকমের দুটো পুডিং যদি দেয় তা' হলে চেঁচেপুঁচে চীনে বাসন-গুলোকে একেবারে কাঁচের আয়না বানিয়ে দেব! যদি মনে করে' ডজন্‌দুত্তিন অয়ষ্টার প্যাটি আনে তা' হলে ভোজনটি বেশ পরি-পাটি রকমের হয়! আজ সকাল থেকে ডান চোখ নাচ্‌চে, বোধ হয় অয়ষ্টার প্যাটি আস্‌বে! ওহে ও চন্দ্রকান্ত, তোমার বাবু কখন গেছেন বল দেখি?

অনেকক্ষণ গেছেন? তবে আর বিস্তর বিলম্ব নেই। ততক্ষণ একছিলিম তামাক দাও না! অনেক্ষণ ধরে' বলচি কিন্তু তোমার কোন গা দেখচিনে!—

তামাক বাইরে নেই? বাবু বন্ধ করে' রেখে গেছেন? এমন ত কখন শুনিনি! এ ত কম্পানির কাগজ নয়! কি করা যায়!

আমি একটু-আধটু আফিম খাই তামাক না হলে ত আর বাঁচিনে! ওহে মোধো, না-না চন্দ্রকান্ত; কোন মতে নাপিদের কাছ থেকে হোক্ যেখান থেকে হোক্ এক ছিলিম যোগাড় করে' দিতে পার না?

বাজার থেকে কিনে আন্তে হবে? পয়সা চাই? আচ্ছা বাপু তাই নই। এই নাও, এক পয়সার তামাক চট্ করে' কিনে নিয়ে এস।

এক পয়সায় তামাক হবে না? কেন হবে না? বাপু আমাকে কি মুচিখোলার নবাব বলে' হঠাৎ তোমার ভ্রম হয়েচে? ষোলো টাকা ভরির অম্বুরি তামাক না হলেও আমার কষ্টেসৃষ্টে চলে' যায়—এক পয়সাতেই ঢের হবে।

হুঁকো কল্‌কেও কিনে আনতে হবে? সেও তোমার বাবু লোহার সিন্দুকে পূরে রেখে গেছেন না কি? বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে সেফ্ ডিপজিট্ করে আসেন্‌নি কেন? ওরে বাস্‌রে! এত ভাল জায়গায় এসে পড়া গেছে দেখচি। তা' নাও, এই ছ'টি পয়সা ট্র্যামের জন্যে রেখেছিলুম। উদয় ফিরে এলে তার কাছ থেকে সুদসুদ্ধ আদায় করে' নিতে হবে।—এই বুঝি বাবুর বাগানবাড়ি, তা' হলে এঁর ভদ্রাসন বাড়ী কি রকম হবে না জানি! কড়িগুলো মাথায় ভেঙ্গে না পড়লে বাঁচি। এই ত একখানি ভাঙ্গা চৌকি আস্‌বাবের মধ্যে! এ আমার ভর সইবে না। সেই অবধি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুরে ঘুরে পা ব্যথা হয়ে গেল—আর ত পারিনে—এই মাটিতেই বসা যাক্!

(কোঁচা দিয়া ধূলা ঝাড়িয়া একটা খবরের কাগজ মাটিতে পাতিয়া উপবেশন ও গুন্‌গুন্ স্বরে গান)

যদি জোটে রোজ
এম্‌নি বিনি পয়সায় ভোজ।

ডিশের পরে ডিশ্
(শুধু) মটন্ কারি ফিশ্,
সঙ্গে তারি হুইস্কি সোডা ছচার রয়াল্ ভোজ্!—
পরের তহবীল্
চোকায় উইল্‌সনের বিল্;
থাকি মনের সুখে হাস্যমুখে কে কার রাখে খোঁজ!—

কইরে! তামাক এল? ও কিরে! শুধু কল্‌কে? হুঁকো কই? এখানে ছ পয়সায় হুঁকো পাওয়া যায় না? কল্‌কেটার দাম ছ আনা! হ্যা দ্যাখ বাপু চন্দ্রকান্ত, বাইরে থেকে আমাকে দেখে যতটা বোকা মনে হয় আমি ততটা নই! শরীরটা যেমন মোটা বুদ্ধিটা তার চেয়ে কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম! তোমার বাবু যে,হুঁকোটা কল্‌কেটা তামাকটা পর্য্যন্ত আয়রণ্-চেষ্টে তুলে রেখে দেন এতক্ষণে তার কারণ বোঝা গেল। কেবল তোমার মত রত্নটিকে বাইরে রাখাই তাঁর ভুল হয়েচে। বোধ হয় বেশি দিন বাইরে থাক্‌তেও হবে না! কোম্পানি বাহাদুর একবার খবরটি পেলেই পাহারা বসিয়ে খুব হেপাজতের সঙ্গেই তোমাকে রাখ্‌বেন! যা হোক্ তামাক না খেয়ে ত আর বাঁচিনে! (কলিকায় মুখ দিয়া তামাক টানিয়া কাশিতে কাশিতে) ওরে বাবা, এ কোথাকার তামাক! এ যে উইল্ করে' টানতে হয়! এর ছ'টান টান্‌লে স্বয়ং বাবা ভোলানাথের মাথার চাঁদি ফট্ করে' ফেটে যায়, নন্দীভৃঙ্গীর ভীর্মি লাগে! কাজ নেই বাপু, থাক্! বাবু আগে আসুন! কিন্তু বাবুর আসবার জন্যে ত কোন রকম তাড়া দেখচিনে! সে বোধ হয় প্যাটিগুলো একটি একটি করে' শেষ করচে! এ দিকে আমার পেট এমনি জ্বলে উঠেছে যে, মনে হচ্চে যেন এখনি কোঁচায় আগুন ধরে' যাবে! তৃষ্ণাও পেয়েছে। কিন্তু জল চাই-

সেই আমাদের চন্দ্রকান্ত বসে' বসবেন গেলাম্ কিনে আনতে হবে, বাবু বন্ধ করে' রেখে গেছেন। কাজ নেই; বাগানের ডাব খাওয়া যাক্।

ওহে বাপু চন্দ্র, একটি কাজ করতে পার? বাগান থেকে চট্ করে' একটি ডাব পেড়ে আনতে পার? বড় তেষ্টা পেয়েচে!—

কেন? ডাব পাওয়া যাবে না কেন? বাগানে ত ডাব বিস্তর দেখে এলুম?

সব গাছ জমা দেওয়া হয়েছে? তা' হোক্ না বাপু, একটি ডাবও মিলবে না?

পয়সা চাই? পয়সা ত আর নেই! তবে থাক্, বাবু আসুন তার পরে দেখা যাবে!—সঙ্গে মাইনের টাকা আছে কিন্তু ওকে ভাঙ্গাতে দিতে সাহস হয় না। এখনো কোম্পানির মুলুকে যে, এত বড় একটি ডাকাত বাইরে ছাড়া আছে তা' আমি জানতুম না!—যাই হোক্ এখন উদয় এলে যে বাঁচি!

ঐ বুঝি আসচে! পায়ের শব্দ শুনচি। আঃ বাঁচা গেল। ওহে উদয়, উদয়! কই, না ত। তুমি কে হে?—

বাবু তোমাকে পাঠিয়ে দিলেন? তার চেয়ে নিজে এলেই ত ভাল করতেন! খিদেয় যে মারা গেলুম!

হোটেলের বাবু? কেরাণী বাবু? কই, তাঁর সঙ্গে আমার ত কোন আত্মীয়তা নেই। কিছু খাবার পাঠিয়েচেন বলতে পার? অরষ্টার প্যাটি?

পাঠান নি? বিল পাঠিয়েচেন? কৃতার্থ করেচেন আর কি? যে বাবুটির নামে বিল্ তিনি এখানে উপস্থিত নেই!

আরে না রে না! আমি না! এও ত ভাল বিপদে পড়লুম!—আরে মাইরি না! কি গেরো! তোমাকে ঠকিয়ে

আমার লাভ কি বাপু? আমি নিমন্ত্রণ খেতে এসে তিন ঘণ্টা এখানে বসে' আছি—তুমি হোটেল থেকে আস্‌চ, তবু তোমাকে দেখেও অনেকটা তৃপ্তি হচ্চে! বোধ হয় তোমার ঐ চাদরখানা সিদ্ধ করলে ওর থেকে নিদেন পোয়াটাক্ বিফ্-স্যুপ্ বেরোয়! ভয় নেই, আমি তোমার চাদর নেব না, কিন্তু বিল্‌টিও চাইনে।

এ ত ভাল মুস্কিল দেখ্‌চি! ওগো না গো না! আমি উদয় বাবু নই, আমি অক্ষয় বাবু! কি গেরো! আমার নাম আমি জানিনে তুমি জানো! অত গোলে কাজ কি বাপু, তুমি নীচে গিয়ে একটু বোসো উদয় বাবু এখনি আস্‌বেন।

বিধাতা সকাল বেলায় এই জন্যেই কি ডান চোখ নাচিয়েছিলে? হোটেল থেকে ডিনার না এসে বিল এসে উপস্থিত?

"সখি, কি মোর করম ভেল!
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু, বজর পড়িয়া গেল!"

হে বিধি, তোমারই বিচারে সমুদ্রমন্থনে একজন পেলে সুধা আর একজন পেলে বিষ, হোটেলমন্থনেও কি একজন পাবে মজা আর একজন পাবে তার বিল্! বিলটাও ত কমদিনের নয় দেখ্‌চি!

তুমি আবার কে হে? বাবু পাঠিয়ে দিলে? বাবুর যথেষ্ট অনুগ্রহ! কিন্তু তিনি কি মনে করেচেন তোমার মুখখানি দেখেই আমার ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর হবে? তোমার বাবু ত বড় ভদ্রলোক দেখচি হে?

কি বল্লে? কাপড়ের দাম? কার কাপড়ের দাম?

উদয় বাবু কাপড় কিন্‌বেন আর আমি তার দাম দেব! তোমারও ত বিবেচনাশক্তি বেশ দেখ্‌চি!

সত্যি না কি? কিসে ঠাওরালে আমারই নাম উদয় বাবু?

কপালে কি সাইনবোর্ড টাঙিয়ে রেখেচি? আমার অক্ষয় বাবু নামটা কি তোমার পছন্দ হল না?

নাম বদ্‌লেছি? আচ্ছা বাপু শরীরটি ত বদ্‌লানো সহজ ব্যাপার নয়? উদয় বাবুর সঙ্গে কোন্‌খানটা মেলে বল দেখি?

উদয় বাবুকে কখনো চক্ষুষ দেখনি?—আচ্ছা একটু সবুর কর তোমার মনের আক্ষেপ মিটিয়ে দেব। বিস্তর দেরি হবে না, তিনি এলেন বলে!

আরে গেলো! আবার কে আসে? মশায়ের কোত্থেকে আসা হল? মশায়েরও এখানে নিমন্ত্রণ আছে বুঝি?

বাড়িভাড়া? কোন্ বাড়ির ভাড়া মশায়? এই বাড়ির? ভাড়াটা কত হিসেবে?

মাসে সতেরো টাকা? তা হলে হিসেব করুন দেখি সাড়ে তিন ঘণ্টায় কত ভাড়া হয়?

ঠাট্টা করচিনে মশায়—মনের সেরকম প্রফুল্ল অবস্থা নয়! এ বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়ে আমি সাড়ে তিন ঘণ্টা কাল আছি। সে জন্যেও যদি ভাড়া দিতে হয় ত ন্যায্য হিসেব করে' নিন্! তামাকটা পর্য্যন্ত পয়সা দিয়ে খেয়েছি!

আজ্ঞে না, আপনি ঠিকটি অনুমান করতে পারেন নি—আপনার ঈষৎ ভুল হয়েচে—আমার নাম উদয় নয়, অক্ষয়। এ রকম সামান্য ভুলে অন্য সময় বড় একটা কিছু আসে যায় না কিন্তু বাড়ি ভাড়া আদায়ের সময় বাপ মায়ে যার যে নাম দিয়েচেন সেইটে বাঁচিয়ে কাজ করলেই সুবিধে হয়!

আমাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বল্‌চেন? মাপ করবেন, ঐটি পারব না! সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে' পেটের জ্বালায় মরচি, ঠিক যেই খাবারটি আসবার সময় হল অমনি আপনি

গাল দিচ্চেন বলেই যে বাড়ি ছেড়ে চলে যাব আমাকে তেমন গর্দ্দভ ঠাওরাবেন না! আপনি ঐখানেই বসুন, যা যা বল্‌বার অভিপ্রায় আছে বলে যান্‌, আমি আহারান্তে বাড়ি ছেড়ে যাব!

বকে বকে আমার গলা শুকিয়ে এল, আর ত বাঁচিনে! ক্ষিধেয় নাড়িগুলো বেবাক্ হজম হয়ে গেল! ঐ যে পায়ের শব্দ! ওহে উদয়, আমার অন্ধের নড়ি, আমার সাগরসেঁচা সাত রাজার ধন মাণিক, একবার উদয় হও হে! আর ত প্রাণ বাঁচে না!

তুমি আবার কে হে? যদি গালমন্দ দেবার থাকে ত ঐখানে বসে আরম্ভ করে দাও! দোহার্‌কি করবার অনেকগুলি লোক উপস্থিত আছেন!

হরি বাবু আমাকে ডেকে পাঠিয়েচেন? শুনে বড় সন্তোষ লাভ করলুম! তিনি আমাকে খুব ভালবাসেন সন্দেহ নেই কিন্তু আমার পরমবন্ধু যাঁরা আমাকে নিমন্ত্রণ করে' পাঠিয়েছেন তাঁদের কোন দেখাসাক্ষাৎ নেই, আর যাঁদের সঙ্গে আমার কোন কালে কোন পরিচয় নেই তাঁরা যে আজ প্রাতঃকাল থেকে আমাকে এত ঘন ঘন খাতির করচেন এর কারণ কি? আচ্ছা মশায় হরি বাবু নামক কোন একটি ভদ্রলোক আমাকে কেন এমন অসময়ে স্মরণ করলেন, এবং হঠাৎ এতই অধৈর্য্য হয়ে উঠ্‌লেন বল্‌তে পারেন কি?

কি! আমি আমার স্ত্রীর বালা গড়াবার জন্যে তাঁর কাছ থেকে নমুনাস্বরূপ গহনা এনে ফিরিয়ে দিচ্চিনে?—দেখ, এ সম্বন্ধে আমার অনেকগুলি কথা বলবার ছিল কিন্তু আপাততঃ একটি বল্লেই যথেষ্ট হবে—আমি কারো কাছ থেকে কোন গহনা আনি নি এবং আমার স্ত্রীই নেই। প্রধান প্রধান কথা আর যা' বল্‌বার ছিল সে আজকের মত মাপ করবেন—গলা শুকিয়ে

তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে মরচি! আপনি আর আধ ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করুন সমস্ত সমাচার অবগত হবেন! (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে উদয়, ওরে উদো, ওরে লক্ষ্মীছাড়া হতভাগা পাজি ছুঁচো ড্যাম শুয়ার ইষ্টুপিড্—ওরে পেট যে জ্বলে গেল, গলা যে শুকিয়ে যাক্, মাথা যে ফেটে যাচ্চে—ওরে নরাধম, কুলাঙ্গার!

আরে না মশায়—আপনাদের সম্ভাষণ করচিনে! আপনারা হঠাৎ চঞ্চল হবেন না। আমি পেটের জ্বালায় মনের খেদে আমার বন্ধুকে ডাক্‌চি। আপনারা বসুন্!

আর বস্‌তে পারচেন্ না? অনেক দেরি হয়ে গেছে? সে কথা আর আমাকে বল্‌তে হবে না! দেরি হয়েচে সন্দেহ নেই! তা' হলে আপনাদের আর পীড়াপীড়ি করে ধরে' রাখতে চাইনে! তবে আজকের মত আপনারা আসুন! আপনাদের সঙ্গে মিষ্টালাপে এতক্ষণ সময়টা বেশ সুখে কেটেছিল!

কিন্তু এখন যে কথাগুলো বল্‌চেন ওগুলো কিছু অধিক পরিমাণেই বল্‌চেন! খুব পরম বন্ধুকেও মানুষ ভালবেসে শ্যালক সম্ভাষণ কর্ত্তে হঠাৎ কুণ্ঠিত হয়, কিন্তু আপনাদের সঙ্গে অতি অল্পক্ষণের আলাপেই যে আপনারা এতটা বেশি ঘনিষ্ঠতা আত্মীয়তা করচেন সে জন্যে আমি মনে মনে কিছু লজ্জা বোধ করচি! জান্‌বেন আপনাদের প্রতি আমার আন্তরিক কোন রকম অসদ্ভাব নেই কিন্তু আপনারা আমার কাছে যতটা প্রত্যাশা করচেন আমি ততটা দিতে একেবারে অক্ষম!

মশায়রা আর বাড়াবাড়ি করবেন না। আপনারা বোধ হয় দুবেলা নিয়মিত আহার করে' থাকেন, ক্ষিদে পেলে মানুষের মেজাজটা কি রকম হয় ঠিক জানেন না, তাই আমাকে এমন অবস্থায় ঘেঁটাতে সাহস করচেন!

আবার! ফের! দেখ বাপু, আমার সঙ্গে পারবে না! শরীরটা দেখেই বুঝ্‌তে পারচ না! বহু কষ্টে রাগ চেপে আছি পাছে একটা খুনোখুনি কাণ্ড করে' বসি! আচ্ছা, আমাকে রাগাও দেখি! দেখি তোমাদের কত ক্ষমতা! কিছুতেই রাগাতে পারবে না! এই দেখ আমি খুব গম্ভীর হয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বস্‌লুম। ও বাবা! এরা যে সবাই মিলে মারধোর করবার যোগাড় করে! খালিপেটে ক্ষিদের উপর মারটা সয় না দেখেচি! আচ্ছা বাপু, তোমরা সবাই বোস! তোমাদের কার কত পাওনা আছে বল। ভাগ্যি মাইনের টাকাটা পকেটে ছিল নইলে আজ নিতান্তই ধনঞ্জয়কে স্মরণ করে' একপেট ক্ষিদে সুদ্ধ দৌড় মারতে হত! আপাততঃ প্রাণটা বাঁচাই তার পর টাকাটা উদয়ের কাছ থেকে আদায় করে' নিলেই হবে!

তোমার পাঁচ টাকা বই পাওনা নয় কিন্তু তুমি পঞ্চান্ন টাকার গাল পেড়ে নিয়েচ বাপু—এই নও তোমার টাকা!

ওহে বাপু, তোমার হোটেলের বিল এই শুধে দিচ্চি, যদি কখনো অসময়ে তোমাদের শরণাগত হতে হয় তা' হলে স্মরণ রেখো!

তোমার তিনমাসের বাড়িভাড়া পাওনা? অর্দ্ধেক টাকাটা আজ দিচ্চি বাকি পরে নিয়ো। তুমি ত ভাই তোমার গালমন্দ আমাকে বোলো আনা'ই চুকিয়ে দিয়েচ, তাতে বোধ করি তোমার মনটা কতকটা খোলসা হয়েচে এখন আশীর্ব্বাদ করে' বাড়ি চলে যাও!

ওরে বাপু, তোমার গহনা ফিরিয়ে দেওয়া সহজ নয়। যদি আমার স্ত্রী থাক্‌তেন আর তোমার গহনা তাঁকে দিতুম তা' হলেও ফিরিয়ে আনা সম্ভব হত না; আর যখন তিনি বর্ত্তমান

নেই এবং তোমার গহনা তাঁকে দিইনি তখন ফিরিয়ে আনা আরো কত কঠিন তা' একটুখানি ভেবে দেখ্‌লে তুমিও হয় ত বুঝ্‌তে পারবে। তবু যদি পীড়াপীড়ি কর তা' হলে কাজেই তোমার হরিবাবুর ওখানে আমাকে যেতে হবে, কিন্তু খাবারটা আসে কি না আর একটু না দেখে যেতে পারচিনে!—উঃ! আর ত পারিনে! চন্দ্র, ওহে চন্দ্র! এখানে উদরের ত কোন সম্পর্ক নেই, এখন তুমি সুদ্ধ অস্ত গেলে আমি যে অন্ধকার দেখি! চন্দ্র! ওহে চন্দ্রকান্ত! এই যে এসেছ! চন্দ্র, তুমি ত তোমার বাবুকে চেন, সত্য করে' বল দেখি আজ কাল এবং পরশুর মধ্যে তিনি কি হোটেল থেকে ফিরবেন.?

বোধ হয় ফিরবেন না? এতক্ষণ পরে তোমার এই কথাটি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হচ্চে। যা' হোক্ বড্ড ক্ষিধে পেয়েচে এখন আর গাল দেবার সময় নেই, এই আধুলিটি নিয়ে যদি চট্ করে' কিছু খাবার কিনে আন তা' হলে প্রাণ রক্ষে হয়।

লোকটা নবাবী করে' বেড়ায় অথচ কাজকর্ম্ম কিছু নেই, আমরা ভাবতুম চালায় কি করে! এখন ব্যাপারটা বুঝতে পারচি! কিন্তু প্রত্যহ এতগুলি গাল হজম করে', এতগুলি বিল্ ঠেকিয়ে, এতগুলো লোক খেদিয়ে রাখা ত কম কাণ্ড নয়! এতে মজুরি পোষায় না, এর চেয়ে ঘানি ঠেলেও সুখ আছে!

কি হে! শুধু মুড়ি নিয়ে এলে? আর কিচ্ছু পাওয়া গেল না? পয়সা কিছু ফিরেচে?

না? আচ্ছা, তবে দাও মুড়িই দাও! (আহার)

ওহে চন্দ্র, কি বল্‌ব, ক্ষুধার চোটে এই বাসি মুড়ি যেন সুধা বলে' বোধ হচ্চে! অনেক নিমন্ত্রন খেয়েচি কিন্তু এমন সুখ পাইনি! চন্দ্র! তুমিই সুধাকর বটে কিন্তু আজকে কলঙ্কের

ভাগটাই কিছু বেশি দেখা গেল! ডাবও একটা এনেচ দেখ্‌চি, এর জন্যেও স্বতন্ত্র কিছু দিতে হবে না কি?

হবে না? শরীরে দয়ামায়া কিছু আছে বোধ হচ্চে, এখন যদি একটি গাড়ি ডেকে দাও ত আস্তে আস্তে বিদায় হই!

গাড়ি এখানে পাওয়া যায় না? তবে ত বড় বিপদে ফেল্লে? আমি এখন না খেয়ে কাহিল শরীরে দেড়ক্রোশ রাস্তা হাঁট্‌তে পারবো না; যখন সম্মুখে আহারের আশা ছিল তখন পেরেছিলুগ। কি করব! বেরিয়ে পড়া যাক্‌!

কি সর্ব্বনাশ! এই সময়ে আবার হরিবাবুর ওখানে যেতে হবে! চন্দ্র, তুমি আজ আমার বিস্তর উপকার করেচ এখন আর কিছু করতে হবে না, এই ভদ্রলোকের ছেলেটিকে বুঝিয়ে দাও আমি উদয় বাবু নই, আমি আহিরিটোলার অক্ষয় বাবু।

ও তোমার কথা বিশ্বাস করচে না? সে জন্যে ওকে আমি বেশি দোষ দিতে পারিনে, বোধ হয় তোমাকে ও অনেক দিন থেকে চেনে! যা' হোক্‌ আর ঝগড়া করবার সামর্থ্য নেই, আস্তে আস্তে হরি বাবুর ওখানেই যাওয়া যাক্‌। বাপু, যে রকম অবস্থা দেখ্‌চ পথে যদি একটা কিছু ঘটে দাহ করবার ব্যয়টা তোমার স্কন্ধে পড়বে—আগে থাক্‌তে বলে' রাখ্‌লুম।

চন্দ্র, তুমি আবার হাত বাড়াও কেন হে? তোমাদের কল্যাণে যে রকম সস্তায় আজ নেমন্তন্ন খেয়ে গেলুম বহুকাল আমার আর ক্ষিদে থাক্‌বে না! আরও কি চাও?

ও! বক্‌শিশ্‌! সেটা চুকিয়ে দেওয়াই ভাল! যখন এতই করলেম তখন সর্ব্বশেষে ঐ খুঁৎটুকু আর রাখ্‌ব না। কিন্তু আমার কাছে আর একটিমাত্র টাকা বাকি আছে। তার মধ্যে

বারো আনা আমি গাড়ি ভাড়ার জন্যে রেখে দিতে চাই। তোমার কাছে খুচ্‌রো যদি কিছু থাকে তা' হলে ভাঙিয়ে—

খুচ্‌রো নেই? (পকেট উল্টাইয়া শেষ টাকাটি দিয়া) তবে এই নও বাপু! তোমাদের বাড়ি থেকে বেরলুম একেবারে "গজ-ভুক্ত কপিত্থবৎ!"

কিন্তু এই যে টাকাগুলি দিলুম উদয়ের কাছ থেকে ফিরে আদায় করবার কি উপায় করা যায়? একটা দামি জিনিষ যদি কিছু পাওয়া যায় ত আটক করে' রাখি! দামী জিনিষের মধ্যে ত দেখ্‌চি ঐ চন্দ্রকান্ত! কিন্তু যে রকম দেখ্‌লুম ওঁকে সংগ্রহ করা আমার কর্ম্ম নয়, আমাকে উনি ট্যাঁকে গুঁজে নিতে পারেন।

(কোণে একটা দেরাজ সবলে খুলিয়া) বাঃ, এই ত ঠিক হয়েচে! চেনটিও দিব্যি! তা' হলে এইটি দখল করা যাক্‌!

কি হে চন্দ্র, এত ব্যস্ত কেন?

পুলিশ? পুলিশ আস্‌চে?

আমাকে পালাতে হবে? কেন, কি দুষ্কর্ম্ম করেচি? কেবল এক ভদ্রলোকের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেচি,তার যা' শাস্তি যথেষ্ট হয়েচে!

তাই ত সত্যিই দেখ্‌চি! চন্দ্র কোথায় গেল? হরি বাবুর সেই লোকটিকেও যে দেখ্‌চিনে! সবাই পালিয়েচে।

দেখ বাপু গায়ে হাত দিয়ো না! ভাল হবে না! আমি ভদ্রলোক! চোর নই জালিয়াৎ নই।

উঃ কর কি! লাগে যে! বাবা আজ সমস্ত দিন কেবল মুড়ি খেয়ে পথ চেয়ে আছি, আজ তোমাদের এ সব ঠাট্টা আমার ভাল লাগ্‌চে না।

পেয়াদা বাবা, বরঞ্চ কিছু জলপানী নাও! (পকেটে হাত

দিয়ে) হায় হায় একটি পয়সা নেই! দারোগা সাহেব, যদি চোর ধরতে চাও, চল আমি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি! জেল সৃষ্টি হয়ে পর্য্যন্ত এত বড় চোর পৃথিবীতে দেখা দেয় নি।

কি করেচি বল দেখি? জীবন বাবুর নাম সই করে হ্যামিল্‌টনের দোকান থেকে ঘড়ি এনেচি? পেয়াদা সাহেব, ভদ্রলোক হয়ে ভদ্রলোকের নামে ফস্ করে' এত বড় অপবাদটা দিলে?

ওকি ও! ওটা ধরে' টেনো না! ও আমার ঘড়ি নয়! শেষ কালে যদি চেন্‌মেন্ ছিঁড়ে যায় তা' হলে আবার মুস্কিলে পড়তে হবে।

কি! এই সেই হ্যামিল্‌টনের ঘড়ি? ও বাবা! সত্যি নাকি! তা' নিয়ে যাও নিয়ে যাও এখনি নিয়ে যাও! কিন্তু ঘড়ির সঙ্গে আমাকে সুদ্ধ টান কেন? আমি ত সোনার চেন নই! আমি সোনার অক্ষর বটে, কিন্তু সেও কেবল বাপ মায়ের কাছে।

তা' নিতান্তই যদি না ছাড়তে পার ত চল। বাবা, আমাকে সবাই ভালবাসে, আজ তার বিস্তর পরিচয় পেয়েছি, এখন তোমার ম্যাজিস্ট্রেটের ভালবাসা কোন মতে এড়াতে পারলে এ যাত্রা রক্ষে পাই।

যদি জোটে রোজ
এম্‌নি বিনি পয়সায় ভোজ!

---

# মহাভিনিষ্ক্রমণ বৃত্তান্ত।

নগরের বাহিরে আসিয়া সিদ্ধার্থের কপিলবস্তুর প্রতি একবার শেষ দৃষ্টিপাত করিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু তখনই যেন কে তাঁহাকে বলিল—"যখন মায়া কাটাইয়াছ, তখন আর মায়ার

দ্রব্য দেখিয়া কি হইবে?" তিনি আর কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া অগ্রসর হইলেন।

বৌদ্ধ পুস্তকে লিখিত আছে যে, যে মুহূর্ত্তে সিদ্ধার্থ রাজভবন-দ্বার অতিক্রম করিয়া আসিলেন, সেই মুহূর্ত্তে মার বলিয়া পাপ-পুরুষ তাঁহাকে আক্রমণ করিল। সে সিদ্ধার্থকে বলিল—"তুমি পিতা, পুত্র, স্ত্রী ও রাজ্য ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইতেছ? এমন কর্ম্ম কখন করিও না। সন্ন্যাসী হইয়া কি হইবে? আমি সপ্তাহ মধ্যে তোমাকে চারি দ্বীপের চক্রবর্ত্তী রাজা করিয়া দিব। শীঘ্র গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর।" সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে?" সে উত্তর দিল—"আমার নাম মার।" সিদ্ধার্থ বলি-লেন—"আমি মনে করিলে রাজা হইতে পারি তাহা জানি। কিন্তু আমি তাহা হইব না। পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য লইয়া কি হইবে? সমস্ত মায়াবন্ধন কাটিয়া আমি বুদ্ধ হইব, ইহাই আমার বাসনা।" পাপপুরুষ পরাস্ত হইল। কিন্তু সে মনে মনে বলিল—"আচ্ছা, তুমি আমাকে ছাড়িলে কিন্তু আমি তোমাকে ছাড়িতেছি না। কাম, ঈর্ষা এবং মোহ এই তিন অস্ত্র আমার হাতে। ইহাদিগের সাহায্যে আমি তোমাকে পরাস্ত করিব।" সেই পর্য্যন্ত যেমন ছায়া শরীরের অনুগমন করে, মার সিদ্ধার্থের অনুগামী হইল, আর তাঁহার সঙ্গ ছাড়িল না। *

---

* "মার" এই কথাটি সংস্কৃত তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যে অ বৌদ্ধেরা ইহা ব্যবহার করে তাহা প্রচলিত অর্থ হইতে বিভিন্ন। বৌদ্ধেরা ই একটি বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করে। পারস্যদেশের ধর্ম্মসংস্থাপক জোরোয়াস্তারের ইতিহাসে লিখিত আছে যে, তিনিও পাপপুরুষ দ্বারা প্রলুব্ধ হন। তাহার নাম অহ্রিমান অথবা মৈরিয় বা মৈর্য্য। মার এবং মৈরিয় এই দুইটি কথার বেশ সৌসাদৃশ্য আছে। সেই জন্য এ দুটি কথা প্রকৃত আর্য্য কথা, কেবল ভারতের কথা নহে। যখন পারস্য এবং ভারতের আর্য্যজাতিরা একত্রে অবস্থিতি করিত তখন তাহাদিগের মধ্যে এই কথাটি এই অর্থে ব্যবহৃত হইত বলিয়া বোধ হয়।

এই আখ্যায়িকাটি একটি সুন্দর রূপক বলিয়া বুঝিতে হইবে। সিদ্ধার্থের জীবনে মার বলিয়া পাপপুরুষের নাম আমরা সর্ব্বদা শুনিতে পাইব। সংস্কৃত অভিধানে ইহার অর্থ কাম। কিন্তু বৌদ্ধেরা ইহাতে একটি বিশেষ পুরুষত্ব আরোপ করে। কাম অথবা পাপ বলিয়া একজন বিশেষ পুরুষ আছে। লোকদিগের মনে পাপরাজ্য বিস্তার করাই তাহার কার্য্য। যখনি কেহ কোন সাধু উদ্দেশ্য পালন করিবে বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হয়, তখনি মার আসিয়া তাহাকে সুখ ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন দেখাইয়া কুপথে আনিবার চেষ্টা করে। আমরা দেখিতেছি যে, বৌদ্ধ-ধর্ম্মে মার যাহাকে বলে খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মে সয়তান তাহাকেই বলে। পাপ বলিয়া একটি বিকার আছে ইহা সকলেই স্বীকার করে। ইহা মানুষের রক্তমাংসে সংযোজিত। যেখানে মানুষ সেইখানে পাপ। যখন মানুষ সবল, প্রকৃতিস্থ না থাকে, তখন এই বিকার আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে। আমরা ইচ্ছা করিলেও, প্রাণপণে চেষ্টা করিলেও ইহাকে তাড়াইতে পারি না। যথেষ্ট সাধু ইচ্ছার সঙ্গে, ঘোর নিষ্ঠা ও তপস্যার মধ্যে, যখন জানিতেছি যে,—স্বর্গ আমার চক্ষের সম্মুখে, আর একপদ অগ্রসর হইলেই সেইখানে প্রবেশ করিতে পারি,—ঠিক তখনই পাপ আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে। এই যে পাপের এক বিশেষ ক্ষমতা, এই যে পাপের সদাব্যস্ততা, ইহা দেখিয়া ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীরা পাপকে কোন বিকার না বলিয়া পুরুষভাবে কল্পনা করিয়া লইয়াছে। ঈশ্বর যেমন মনুষ্যকে অসৎ হইতে সৎপথে লইয়া যান, মারও সেইরূপ মনুষ্যকে সৎ হইতে অসৎ পথে লইয়া যাইবার জন্য সদা ব্যগ্র। সুতরাং যেমন আমরা ঈশ্বরকে পুরুষ বলিয়া নির্ণয় করি—অর্থাৎ তিনি কেবল-

হইয়াছিলেন তাহাতে তিনি ব্যতীত আর কাহারও মনে এই-রূপ পাপচিন্তা আসিলেই পরাস্ত করিত। কিন্তু সিদ্ধার্থ বলিলেন—"মার, দূর হইয়া যা। আমি তোর হইব না। আমি অনন্ত রাজ্যের অধিকারী হইব।" সিদ্ধার্থ মনুষ্য ছিলেন, এবং একজন অসাধারণ মনুষ্য ছিলেন। মনুষ্য বলিয়া তিনি পাপ দ্বারা আক্রান্ত হইলেন, কিন্তু অসাধারণ মনুষ্য বলিয়া তিনি তাহাকে অক্লেশে পরাজয় করিলেন।

সেই রাত্রে সিদ্ধার্থ ছয় যোজন, অর্থাৎ ২৪ ক্রোশ পথ ভ্রমণ করিলেন। তিনটি রাজ্য অতিক্রম করিয়া তিনি এক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎপরে দেখেন যে, সম্মুখে অনু-মৈনেয় প্রদেশ এবং তাহার রাজধানী মৈনেয় নগর *। এই নগর অনোমা নদীর তীরে। অনোমাকে এখন কুদনানালা বলে। ইহা অন্যান্য স্রোতের সহিত মিলিয়া অবশেষে মগরা নদীতে পতিত হইয়াছে।

এই স্থানে আসিতে আসিতে সূর্য্যোদয় হইল। সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন—"ছন্দক, এ নদীর নাম কি?" ছন্দক বলিল—"অনোমা।" তখন তিনি বলিলেন—"যে মহৎ উদ্দেশ্যে আমি যাত্রা করিয়াছি সেই উদ্দেশ্যের আমি উপযুক্ত হইব।" এই বলিয়া তিনি অশ্বকে চালনা করাতে কণ্টক একলম্ফে অনোমার অপর তীরে উপস্থিত হইল। † যেস্থানে তিনি অনোমানদী পার হইয়াছিলেন সেই স্থানে এক প্রকাণ্ড স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সে স্তূপ আর

* মৈনেয় গ্রামকে এখন তমেশ্বরনাথ বলে। এখানে অনেকগুলি স্তূপের ভগ্নাবশেষ দেখা গিয়াছে।

† কার্লেল সাহেব বলেন, এখনও এইস্থানের লোকেরা ইহাকে কুদনা নদী বলে, অর্থাৎ কি না যে নদীর উপরে লম্ফ দেওয়া হইয়াছিল।

নাই, তবে অসংখ্য ইষ্টকরাশি এই স্থানে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

অনোমা পার হইয়া তিনি প্রায় তুইক্রোশ উত্তরপূর্ব্বদিকে গমন করিলেন। তথায় এক হ্রদ ছিল। সেই হ্রদের পূর্ব্বদিকে অবস্থিতি কালে তিনি ভাবিলেন—আমি সন্ন্যাসী হইয়াছি, কিন্তু এখনও আমার মস্তকে দীর্ঘ কেশরাশি ও শ্মশ্রু আছে। এগুলি থাকা উচিত নহে। তাঁহার হস্তে তরবারি ছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ তদ্দারা কেশগুলি কাটিয়া ফেলিলেন। * এই স্থলে ভক্ত বৌদ্ধেরা একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। তাহাকে "চূড়াপ্রতিগ্রহণ স্তূপ" বলিয়া ডাকিত। তথা হইতে কিয়দ্দূর উত্তরে গিয়া তিনি দেখিলেন সেখানে কতকগুলি জম্বুবৃক্ষ রহিয়াছে। বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া তাঁহার মনে হইল যে, তিনি এখনও প্রকৃত সন্ন্যাসী হন নাই। তিনি এখনও বহুমূল্য বেশভূষায় সজ্জিত আছেন। ইতিমধ্যে সেই স্থান দিয়া এক ব্যাধ গমন করিতেছিল। তিনি তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন—"ভাই, আমার এই বস্ত্রের পরিবর্ত্তে তোমার ঐ কাষায় বস্ত্র আমাকে দিবে কি ?" লুব্ধক বলিল—"কেন ? আপনি আপনার বেশে শোভা পাইতেছেন, আমার বেশ আমাতেই শোভা পায়।" সিদ্ধার্থ বলিলেন—"আমি তোমার নিকট তোমার বস্ত্রগুলি ভিক্ষা চাহিতেছি। আমার অনুরোধ রক্ষা কর।" ব্যাধ নিজ বস্ত্র তাঁহাকে দিয়া তাঁহার বস্ত্র গ্রহণ করিল। যে স্থানে এই ঘটনাটি হইয়াছিল, সেস্থানে এক চৈত্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহাকে "কাষায়গ্রহণ চৈত্য" বলিয়া ডাকিত। তৎপরে তাঁহার গাত্রে যত অলঙ্কার ছিল সকলই খুলিয়া তিনি

* যে হ্রদের তটে এই ঘটনাটি ঘটিয়াছিল তাহাকে এখন "শীর্ষাও তাল" বলে এবং সেই গ্রামের নাম "শীর্ষাও"।

ছন্দকের হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিলেন—"ছন্দক, তুমি এই অলঙ্কারগুলি লইয়া কণ্টকসহ নগরে প্রত্যাগমন কর। আমি আর ফিরিতেছি না।" ছন্দক সিদ্ধার্থের নিতান্ত অনুগত ছিল। প্রভুর কথা শুনিয়া সে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল—"হে দেবপুত্র, আমিও আর গৃহে যাইব না। এই অরণ্যের মধ্যে অনেক হিংস্র জন্তু আছে। আমি আপনার সঙ্গে থাকিলে তাহাদিগের গ্রাস হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিব। অতএব আমাকে আপনার সঙ্গে থাকিতে অনুমতি দিন।" সিদ্ধার্থ বলিলেন—"তোমার সন্ন্যাস লইবার সময় এখনও আসে নাই। অতএব তুমি গৃহে প্রত্যাগমন কর। আমার পিতা পত্নী সকলে ভাবিত আছেন। তুমি তাঁহাদিগকে আমার বৃত্তান্ত সবিস্তার নিবেদন করিও।"

ছন্দক তথা হইতে অধোবদনে ফিরিয়া গেলেন। কপিলবস্তুতে প্রত্যাগমন করিতে তাহার সাত দিন লাগিয়াছিল। যে স্থান হইতে ছন্দক প্রত্যাবর্ত্তন করে সেই স্থানে মহারাজা অশোক এক প্রকাণ্ড স্তূপ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাহার ভগ্নাবশেষ এখনও দেখা যায়। ইহ "ছন্দকনিবর্ত্তন স্তূপ" বলিয়া বিখ্যাত ছিল এবং সেই স্থানকে এখনও ঐ প্রদেশের লোকেরা "মহাস্থান" বলিয়া ডাকে।

---

# ইংরাজের আতঙ্ক।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে হিন্দু মহাজনদের দ্বারা একান্ত উৎপীড়িত হইয়া গবর্মেন্টের নিকট নালিশ করিবার জন্য সাঁওতালগণ তাহাদের অরণ্য-আবাস ছাড়িয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল। তখন ইংরাজ সাঁওতালকে ভাল করিয়া চিনিত

না;—তাহারা কি চায়, কেন বাহির হইয়াছে কিছুই বুঝিতে পারিল না। এ দিকে পথের মধ্যে পুলিস তাহাদের সহিত লাগিল—আহারও ফুরাইয়া গেল—পেটের জ্বালায় লুটপাট আরম্ভ হইল। অবশেষে গবর্মেণ্টের ফৌজ আসিয়া তাহাদিগকে দলকে-দল গুলি করিয়া ভূমিসাৎ করিতে লাগিল।

এই ঘটনার উপলক্ষ্যে হাণ্টার সাহেব বলেন—ভারতবর্ষে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ সম্প্রদায়ের সংখ্যা অল্প এবং তাহারা বহু-সংখ্যক ভিন্নজাতীয় অধিবাসীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এরূপ অবস্থায় সামান্য সূত্রপাতেই বিপদের আশঙ্কাটা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। তখন পরিণামের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ধীরভাবে বিবেচনা করিবার সময় থাকে না—অতি সত্বর সবলে একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিবার প্রবৃত্তি জন্মে। যখন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণ এইরূপ কোন কারণে অকস্মাৎ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে তখনি গবর্মেণ্টের মাথা ঠাণ্ডা রাখা বিশেষরূপে আবশ্যক হয়। হাণ্টার বলেন, এইরূপ উত্তেজনার সময় ভারত গবর্ণমেণ্টকে প্রায়ই ঠাণ্ডা থাকিতে দেখা গিয়াছে।

উপরি-উক্ত সাঁওতাল-উপপ্লবে কাটাকুটির কার্য্যটা বেশ রীতিমত সমাধা করিয়া এবং বীরভূমের রাঙা মাটি সাঁওতালের রক্তে লোহিততর করিয়া দিয়া তাহার পরে ইংরাজরাজ হত-ভাগ্য বন্যদিগের দুঃখনিবেদনে কর্ণপাত করিলেন। যখন বন্দুকের আওয়াজটা বন্ধ করিয়া তাহাদের সকল কথা ভাল করিয়া শুনিলেন তখন বুঝিলেন তাহাদের প্রার্থনা অন্যায় নহে। তখন তাহাদের আবশ্যকমত আইনের সংশোধন, পুলি-শের পরিবর্ত্তন এবং যথোপযুক্ত বিচারশালার প্রতিষ্ঠা করা হইল।

কিন্তু অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ সম্প্রদায়ের উষ্মা তখনও নিবারণ হইল না। বিদ্রোহীদের প্রতি নিরতিশয় নির্দ্দয় শাস্তিবিধান না করিয়া তাহারা ক্ষান্ত হইতে চাহে না। তাহারা বলিল, বিদ্রোহীরা যাহা চাহিয়াছিল সকলই যদি পাইল তবে ত তাহাদের বিদ্রোহের সার্থকতাসাধন করিয়া একপ্রকার পোষকতা করাই হইল। ক্যাল্‌কাটা-রিভিয়ুপত্রের কোন ইংরাজ লেখক এই শান্তিপ্রিয় নিরীহ সাঁওতালদিগকে বনের ব্যাঘ্র, রক্তপিপাসু বর্ব্বর প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিলেন, তাহাতে, কেবল দোষীদিগকে নহে, বিদ্রোহী জেলার অধিবাসীবর্গকে একেবারে সর্ব্বসমেত সমুদ্রপারে দ্বীপান্তরিত করিয়া দিবার জন্য গবর্মেণ্টকে অনুরোধ করিলেন।

মনে একবার ভয় ঢুকিলে বিচারও থাকে না, দয়াও থাকে না। আমাদের সংস্কৃত শাস্ত্রে আছে—শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা। কেবল ভূষণ কেন, তাহা স্বাভাবিক বলিলেও নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না। যেখানে মনে মনে আত্মশক্তির অভাব আশঙ্কা হয় সেখানে মানুষ, হয় অগত্যা ক্ষমা করে, নয় লেশমাত্র ক্ষমা করে না, নিষ্ঠুরভাবে অন্যকে ভয় দেখাইতে চেষ্টা করে। অনেক সময় হিংস্র পশু, যে, অগ্রসর হইয়া আক্রমণ করে, সকলেই জানেন ভয়ই তাহার মূল কারণ, হিংস্রতা নহে।

ইংরাজ যখন কোন কারণে আমাদিগকে ভয় করে তখনি সেটা আমাদের পক্ষে বড় ভয়ের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়—তখনি ভয়ের কম্পনে দয়ামায়া সুবিচার আপাদমস্তক টলমল করিতে থাকে।

ইংরাজ হঠাৎ কন্‌গ্রেসের মূর্ত্তি দেখিয়া প্রথমটা আচম্‌কা ডরাইয়া উঠিয়াছিল। তাহার কারণ, মানুষ চিরসংস্কারবশতঃ

স্বদেশী জুজুকে যতটা ভয় করে, বিদেশী বিভীষিকাকে ততটা নহে। এইজন্য ভারতবর্ষের সুখশয়নাগারে হঠাৎ সেই পোলি-টিকাল জুজুর আবির্ভাব দেখিয়া ইংরাজের সুস্থ প্লীহাও চমকিয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু কন্‌গ্রেস্‌টার উপরে প্রত্যক্ষভাবে কোনরূপ আঘাত করা হয় নাই। তাহার কারণ, ঢাকের উপরে ঘা মারিলে ঢাক আরও বেশি করিয়া বাজিয়া উঠে। কন্‌গ্রেসের আর কোন ক্ষমতা থাক্‌ বা না থাক্‌ গলার জোর আছে, তাহার শব্দ সমুদ্র-পার পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছে।

সুতরাং এই নবনির্ম্মিত জাতীয় জয়ঢাকটার উপরে কাঠি না মারিয়া তলে তলে তাহাকে ছিদ্র করিবার আয়োজন করা হইল। মুসলমানেরা প্রথমে কন্‌গ্রেসে যোগ দিবার উপক্রম করিয়া সহসা যে, বিমুখ হইয়া দাঁড়াইল তাহার কারণ বোঝা নিতান্ত কঠিন নহে—এবং পাঠকদের নিকট সে কারণ স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করা অনাবশ্যক বোধ করি।

কিন্তু এতদিনে ইংরাজ এ কথা কতকটা বুঝিয়া থাকিবে যে, হিন্দুর হস্তে পলিটিক্স্‌ তেমন মারাত্মক নহে। আবহমান কালের ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেও ভারতবর্ষে পোলিটিকাল ঐক্যের কোন লক্ষণ কোন কালে দৃষ্টিগোচর হয় না। ঐক্য কাহাকে বলে মুসলমান তাহা জানে এবং পলিটিক্স্‌ও তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ নহে;—মুসলমান যদি দূরে থাকে তবে কন্‌গ্রেস্‌ হইতে আশু আশঙ্কার কোন কারণ নাই।

হিন্দুজাতির প্রতি পলিটিক্সের প্রভাব যে, তেমন প্রবল নহে কন্‌গ্রেসই তাহার প্রমাণস্থল হইবার উপক্রম করিতেছে। যতই দিন যাইতেছে ততই কন্‌গ্রেস্‌ অর্থাভাবে দরিদ্র এবং উৎসাহা-

কিন্তু ভয় করিতে আরম্ভ করিলে কোথাও নিশ্চিন্ত হইবার যো নাই। ভারতবর্ষকে শিক্ষা দিয়াও ভয় হয়, আবার মূর্খ করিয়া রাখিলেও ভয় আছে।

ইংরাজি শিখিয়া আমরা আত্মদুঃখ নিবেদন করিতে শিখি, এবং সাধারণ অভাবমোচনের উপলক্ষে সাধারণের মধ্যে ঐক্য-বন্ধনের সূত্রপাত হয়। আবার যেখানে ইংরাজি শিক্ষা নাই সেখানে যে, কোন্ অন্ধ সংস্কারের কৃষ্ণবর্ণ বারুদে কোন্‌খান হইতে কণামাত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ লাগিয়া অকস্মাৎ একটা প্রলয় দিগ্‌দাহ উপস্থিত করে তাহা বলা যায় না।

কিন্তু গবর্ণমেণ্টের ভয়টা দেখিতে ভাল নহে। কড়া শাসন, অর্থাৎ যখন বিচারপ্রণালীর মধ্যে ন্যায় অপেক্ষা বলের প্রয়োগ বেশী দেখা যায় এবং যখন চতুর্দ্দিক হইতে খোঁচাখোঁচি লাগাইয়া তাড়াতাড়ি দেশের লোককে ভয় পাওয়াইয়া দিবার চেষ্টা দেখিতে পাই তখনই বুঝিতে পারি গবর্ণমেণ্টের হৃৎস্পন্দন কিছু অযথা বাড়িয়া উঠিয়াছে। সেরূপ উগ্রতায় গবর্ণমেণ্টের বলিষ্ঠতা প্রকাশ পায় না, কেবল ভয় প্রকাশ হয় মাত্র।

মণিপুরেই গবর্ণমেণ্টের নিজবুদ্ধিদোষে বিভ্রাট ঘটুক্ আর ভারতের অন্যত্রই হিন্দু মুসলমানের অন্ধ আক্রোশবশতঃ ভ্রাতৃ-বিরোধের সূত্রপাত হউক্, গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত, শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা এবং অবিচলিত অপক্ষপাত এবং প্রশান্ত ন্যায়পরতা।

কিন্তু গবর্ণমেণ্ট বলিতে যে কাহাকে বুঝায় আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। এই হিন্দু মুসলমান বিপ্লবে বড়কর্ত্তা ল্যান্স্‌-ডৌন্, মেজকর্ত্তা ক্রস্‌থোয়েট্ এবং জেলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছোটকর্ত্তা-গুলি সকলেই এক পলিসি অবলম্বন করিয়া একভাবে

করিতেছেন কি না জানি না। সার ওয়েডারবর্ণ্ লিখিয়াছেন এই সমস্ত উপদ্রবে গবর্ণমেণ্টের কিছু হাত আছে——ল্যান্স্‌ডাউন্ বলেন এমন কথা যে বলে সে অত্যন্ত দুষ্ট। আমরা ইহার একটা সামঞ্জস্য করিয়া লই।

আমরা বলি, গবর্মেণ্টের পলিসি যেমনই থাক্, ইংরাজ কর্ম্মচারীগণ গবর্ণমেণ্টের যন্ত্র নহে, তাহারা মানুষ। আপন অধিকারের মধ্যে তাহাদের বিরাগ অনুরাগ মতামত খাটাইবার যথেষ্ট অবসর আছে। কন্‌গ্রেস্ এবং শিক্ষিত বাবুদের আচরণে তাহাদের যদি এমন ধারণা হয় যে, হিন্দু মুসলমানদিগকে পৃথক করিয়া রাখা আবশ্যক, তবে তাহারা ছোট বড় এত উপায় অবলম্বন করিয়া বিদ্বেষবীজ বপন করিতে পারে যে, গবর্ণমেণ্টের পরম উদার সদভিসন্ধি তাহার নিকট হার মানে।

গবর্ণমেণ্টের আইন কাহাকেও ঘৃণা করে না, ভয় করে না, পক্ষপাত করে না, কিন্তু ইংরাজ করে। পায়োনিয়র ইংলিশম্যান প্রভৃতি ইংরাজি কাগজগুলা যখন কন্‌গ্রেসের প্রতি চক্ষু রক্তবর্ণ করে এবং বাবুদের প্রতি সরোষ অবজ্ঞাবর্ষণের চেষ্টা করে, তখন ইংরাজ জজ্ ম্যাজিষ্ট্রেটগণ যে, অবিচলিতচিত্তে থাকে তাহা নহে। এই সমস্ত বিদ্বেষভাব সর্ব্বসাধারণ ইংরাজের মধ্যে প্রতিদিন ব্যাপ্ত ও বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছে এবং যাহার হাতে কোনো ক্ষমতা আছে সে যে নানা উপায়ে কার্য্যতঃ সেই ভাবকে প্রকাশ করে, এবং একটা গোপন পলিসি অবলম্বন করিয়া কন্‌গ্রেস্ প্রভৃতিকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করে তাহাতে সন্দেহ নাই।

হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে বিরোধ সম্প্রতি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে ইহা গবর্ণমেণ্টের পলিসি-সম্মত না হইতে পারে কিন্তু [illegible]মেণ্টের অন্তর্গত বিস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইংরাজ্ বিস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

ভাবে দুর্ব্বলের মত প্রতিভাত হইতেছে। ইংরাজও সম্প্রতি কিছু যেন নিশ্চিন্ত বোধ করিতেছে!

কিন্তু ইতিমধ্যে ইংরাজের ভারতশাসনক্ষেত্রে আর একটা নূতন ভয় আসিয়া দেখা দিযাছে। সেটা আর কিছু নয়, গোরক্ষণী সভা। যাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য এই সভাটা স্থাপন করা হইয়াছে তাহারা যতটা নিরীহ, সভাটাকে ততটা নিরীহ বলিয়া ইংরাজের ধারণা হইল না।

কারণ, ইংরাজ ইহা বুঝিয়াছে, যে, স্বদেশ ও স্বজাতি রক্ষার জন্য যে হিন্দু এক হইতে পারে না, গোষ্ঠ এবং গোজাতিরক্ষার জন্য চাই কি তাহারা এক হইতেও পারে। স্বাধীনতা, স্বদেশ, আত্মসম্মান, মনুষ্যত্ব প্রভৃতি অনেক শ্রেষ্ঠতর পদার্থের অপেক্ষা গোরুকে রক্ষা করা যে, আমাদের পরমতব কর্ত্তব্য এ কথা হিন্দু ভূপতি হইতে কৃষক পর্য্যন্ত সকলেই সহজে বুঝিবে। গোহত্যা নিবারণ সম্বন্ধে নেপালের গুর্খা হইতে পঞ্জাবের শিখ পর্য্যন্ত এক-মত।

এই কারণে গোরক্ষণী-সভাটা ইংরাজের পক্ষে কিছু বিশেষ আতঙ্কজনক হইতে পারে। ফলেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু প্রমাণ দেওয়া কিছু কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি ভ্রমণ উপলক্ষে পশ্চিম-ভারতে গিয়া দেখিয়াছি, গোরক্ষার জন্য লোকে আর ততটা ব্যস্ত নহে——এখন গোরক্ষকগণ রক্ষা পাইলে হয়। কিন্তু ভিতরে ভিতরে সকলে ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে বটে, তবু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতেছে না। যে সকল কথা ঘরে ঘরে আলোচিত হইতেছে সে সকল কথা যদি প্রকাশ হইত—তবে কি হইত? যে প্রকাশ করিত তাহাকে

সম্ভবতঃ নির্দ্দিষ্ট রাজ-অট্টালিকায় রাজপ্রহরীগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া বাস করিতে হইত। গোরুও সময়ে সময়ে সকরুণ হম্বারব করে, বাঙ্গালীও সময়ে সময়ে দেশী বিদেশী ভাষায় আর্ত্তনাদ করিয়া থাকে—কিন্তু পশ্চিম-ভারত একেবারে মূক।

তবে বাহির হইতে একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। গাজিপুরের জজ্ ফক্স্ সাহেব ন্যায়পরায়ণ বলিয়া সাধারণের নিকট সুবিদিত। গোহত্যা সম্বন্ধীয় মোকদ্দমার আপীল হাই-কোর্ট তাঁহার নিকট হইতে তুলিয়া লইয়াছে।

ফক্স্ সাহেব হিন্দু নহেন; গোজাতি এবং গোবৎসলজাতির প্রতি তাঁহার বিশেষ পক্ষপাত থাকিবার কোন কারণ দেখা যায় না। গোসম্প্রদায়ের প্রতি যদি তাঁহার কোন পক্ষপাত থাকে সেও কেবল খাদকভাবে।

দ্বিতীয়তঃ, এই গোহত্যা সম্বন্ধীয় দাঙ্গাহাঙ্গামার প্রতি গবর্ণমেণ্টের তীব্র দৃষ্টি রহিয়াছে, এবং অ্যাংলোইণ্ডিয়ান্‌গণও বিশেষ ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন—এমন কি, বিলাতের স্পেক্টেটর পত্রও এইরূপ উপদ্রবগুলিকে সতেজে দমন, সবলে দলন করিয়া ফেলিতে পরামর্শ দিয়াছেন। এরূপ স্থলে অন্যান্য সাধারণ মকদ্দমার অপেক্ষা এরূপ মকদ্দমা ইংরাজ বিচারক বিশেষ সতর্কভাবেই বিচার করিয়া থাকেন।

এমন অবস্থাতেও যদি গবর্ণমেণ্ট ফক্স্ সাহেবের বিচারে সন্তুষ্ট না হন, তবে ত তাঁহার হাতে সামান্য সশা-চুরির মকদ্দমাও রাখা উচিত হয় না।

এই সকল লক্ষণ দেখিয়াই মনে হইতেছে গবর্ণমেণ্ট কিছু বেশি ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা ভয় পাইলেই আমাদের সর্ব্বনাশ।

...কালে যে এই অগ্নিকাণ্ডের সূচনা করিয়া দিয়াছে আমাদের দেশের লোকের এইরূপ বিশ্বাস। তুলার বস্তার মধ্যে আগুন ফেলিয়া যখন সমস্তটা ধরিয়া উঠিবার উপক্রম হইল তখন এব, পদাঘাতের দ্বারা সেটা নির্ব্বাণ করা হইতেছে; তুলা বেচারি একে ত পুড়িল, তাহার পরে লাথিটাও সর্ব্বপর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাইতে হইল।

কেবল, ইংরাজের মনে অকস্মাৎ একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইয়া এই সমস্ত ব্যাপারগুলি ঘটিতেছে।

---

## নিরুদ্দেশ যাত্রা।

আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে
　　হে সুন্দরি ?
বল কোন্ পার ভিড়িবে তোমার
　　সোনার তরী ?
যখনি শুধাই, ওগো বিদেশিনী,
তুমি হাস শুধু, মধুরহাসিনী,
বুঝিতে না পারি, কি জানি কি আছে
　　তোমার মনে ?
নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি'
অকূল সিন্ধু উঠিছে আকুলি',
দূরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন
　　গগন-কোণে।
কি আছে হোথায়—চলেছি কিসের
　　অন্বেষণে ?

বল দেখি মোরে শুধাই তোমায়,
অপরিচিতা,—
ওই যেথা জলে সন্ধ্যার কূলে
দিনের চিতা,
ঝলিতেছে জল তরল অনল,
গলিয়া পড়িছে অম্বরতল,
দিকবধূ যেন ছলছল আঁখি
অশ্রুজলে,
হোথায় কি আছে আলয় তোমার
ঊর্ম্মিমুখর সাগরের পার,
মেঘচুম্বিত অস্তগিরির
চরণতলে?
তুমি হাস শুধু মুখপানে চেয়ে
কথা না বলে'!

হুহু করে বায়ু ফেলিছে সতত
দীর্ঘশ্বাস।
অন্ধ আবেগে করে গর্জ্জন
জলোচ্ছ্বাস।
সংশয়ময় ঘননীল নীর,
কোন দিকে চেয়ে নাহি হেরি তীর,
অসীম রোদন জগৎ প্লাবিয়া
দুলিছে যেন;
তারি পরে ভাসে তরণী হিরণ,
তারি পরে পড়ে সন্ধ্যাকিরণ

[illegible] এ [illegible]
হাসিছ [illegible]
আমি ত বুঝি না [illegible] তোমা[illegible]
বিনাশ [illegible]।

যখন প্রথম ডেকেছিলে তুমি
“কে [illegible]”
চাহিনু বারেক তোমার নয়নে
নবীন প্রাতে।
দেখালে সমুখে প্রসারিয়া কর
পশ্চিম পানে অসীম সাগর,
চঞ্চল আলো আশার মতন
কাঁপিছে জলে।
তরীতে উঠিয়া [illegible] তখন
আছে কি হোথায় নবীন জীবন,
আশার স্বপন ফলে কি হোথায়
সোনার ফলে?
মুখপানে চেয়ে হাসিলে কেবল
কথা না কহে।

তারপরে কভু উঠিয়াছে মেঘ,
কখনো [illegible]
কখনো ক্ষুব্ধ [illegible]
শান্ত ছবি।
বেলা বহে [illegible] পালে লাগে বা[illegible]
[illegible]

পশ্চিমে হেরি নামিছে তপন
অস্তাচলে !
এখন বারেক শুধাই তোমায়
স্নিগ্ধ মরণ আছে কি হোথায়,
আছে কি শান্তি, আছে কি সুপ্তি
তিমির-তলে ?
হাসিতেছ তুমি তুলিয়া নয়ন
কথা না বলে' !

আঁধার রজনী আসিবে এখনি
মেলিয়া পাখা,
সন্ধ্যা-আকাশে স্বর্ণ-আলোক
পড়িবে ঢাকা।
শুধু ভাসে তব দেহ-সৌরভ,
শুধু কানে আসে জল-কলরব,
গায়ে উড়ে পড়ে বায়ুভরে, তব
কেশের রাশি।
বিকল হৃদয় বিবশ শরীর
ডাকিয়া তোমারে কহিব অধীর—
"কোথা আছ ওগো করহ পরশ
নিকটে আসি !"
কহিবে না কথা, দেখিতে পাব না
নীরব হাসি !

# সাংখ্যদর্শন।

## ১৬ ॥ চৈতন্য ও জ্ঞান ॥

সাংখ্যদর্শনে "চৈতন্য" ও "জ্ঞান" এই দুইটি শব্দেরই বহুল পরিমাণে ব্যবহার দেখা যায়, কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে ভেদ কি তাহা বড় পরিষ্কার নহে। তথাচ অনুধাবন করিয়া দেখিলে যেন ভেদ আছে বোধ হয়।

সাংখ্যেরা বলেন, আমরা নিজ নিজ দৃষ্টান্তে প্রকৃতি ও পুরুষকে পরস্পর সম্বন্ধবিশেষে সংযুক্ত দেখি; কিন্তু এই সম্বন্ধটি নিত্য নহে। ইহার উচ্ছেদ সম্ভব এবং তাঁহাদের শাস্ত্রে তদুচ্ছেদের উপায় নির্ণীত হইয়াছে। যাহা কপিলসূত্র বলিয়া পরিচিত তাহার শেষ সূত্র এই যে,

যদ্বা তদ্বা তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ। ৬—৭০।

যেন-তেন প্রকারেণ প্রকৃতিপুরুষের সংযোগসম্বন্ধের উচ্ছেদ-সাধন করাই জীবনের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

আত্মা প্রকৃতির সহিত অসংযুক্ত হইয়া থাকিতে সক্ষম। তদবস্থায় আত্মার স্বভাব কি? সাংখ্যেরা বলেন, "চৈতন্যই তদবস্থায় আত্মার স্বভাব।" আর সচরাচর যাহাকে "জ্ঞান" বলা যায়—কোনও কোনও সাংখ্য পণ্ডিত তাহাকে এমন কি প্রকৃতির কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করেন। তাহাতে 'জ্ঞান' প্রকৃতির কার্য্য হউক্ বা না হউক্, অন্ততঃ প্রকৃতিপুরুষের সংযোগজন্য বটে; আর যাহা "চৈতন্য" বলিয়া অভিহিত তাহা প্রকৃতিপুরুষের সংযোগজন্য নহে।

এই "চৈতন্য"নামক পদার্থ প্রকৃতিতে আদৌ নাই। তজ্জন্য প্রকৃতিকে "অচেতন" বলা যায়। কপিলের একটি সূত্র এই—

[illegible]

[illegible] ভৌতিক পদার্থ বিযুক্ত হইয়াই থাকুক বা সংযুক্ত হইয়াই থাকুক, তাঁহাতে "চৈতন্য" নাই। কেহ কেহ চৈতন্য ও জ্ঞান [illegible] বলিয়া থাকেন। তবে উপনিষদ্ [illegible] "বিশুদ্ধ চৈতন্য" ও "বিশুদ্ধ চৈতন্য" [illegible] চৈতন্যের [illegible] অবস্থা স্বীকার করেন। [illegible] জ্ঞানকে সাধারণ জ্ঞান ও [illegible] বা "কৈবল্য" বলিয়া [illegible] করেন। এইরূপ [illegible] বলিয়া মনে হয় না। যদি জ্ঞান ও চৈতন্যের বাস্তবিক [illegible] অবস্থা থাকে, তবে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করাই [illegible]।

[illegible] চৈতন্য ও জ্ঞানের [illegible] লক্ষণ করিলে [illegible] স্বীকৃত হইতে পারে, যথা ;—

(১) চৈতন্য [illegible] আত্মার বর্ণীয় [illegible] অবস্থার [illegible]

(২) [illegible] ভৌতিক [illegible] আত্মার অবস্থাভেদ।

[illegible] আত্মার নিত্যস্বরূপ। চৈতন্য [illegible] হই। [illegible] থাকে না। চৈতন্যের [illegible] আত্মা যেমন নিত্য, চৈতন্যও তেমনি নিত্য। চৈতন্য [illegible] আত্মা [illegible] সময়েই [illegible] বলিয়া থাকে। [illegible] জাগি, আমার [illegible] অনুভব [illegible] চৈতন্য বলা যায়।

[illegible] আত্মা নিত্যস্বরূপ নহে। সুষুপ্তি অব-[illegible] না। [illegible] অবস্থায় [illegible] হইতে পারে। যখন জ্ঞান হয় তখন আমার [illegible]

আবির্ভাব তিরোভাবেরও "চৈতন্য" হয়। অতএব "চৈতন্য" যেমন নিত্য"জ্ঞান" তেমনি ক্ষণিক।

সুষুপ্তি অবস্থায় আত্মার চৈতন্য থাকে ইহা সাংখ্যদের একটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য কথা। তাঁহারা বলেন;—

"সমাধি-সুষুপ্তি-মোক্ষেবু ব্রহ্মরূপতা।" ৫—১১৬

—আত্মা সমাধি অবস্থায়,সুষুপ্তি অবস্থায় এবং মোক্ষ অবস্থায় "ব্রহ্মত্ব" * প্রাপ্ত হয়। সমাধি অর্থাৎ ধ্যান; ধ্যানের লক্ষণ;—

"ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ।" ৬—২৫

—যে জাগ্রদবস্থায় মনের বিষয়স্বরূপ কোনও জ্ঞান থাকে না—তাহার নাম ধ্যান। আর যে অবস্থায় কোন কারণেই আত্মার কোনও প্রকার দুঃখ উৎপন্ন হয় না—তাহার নাম মোক্ষ।

মোক্ষ ও ধ্যান সম্ভব কি না, তাহা এস্থলে বিবেচ্য নহে। পরে তাহার আলোচনা করিব। কিন্তু সুষুপ্তি কি, তাহা আমরা সকলেই জানি। গভীর নিদ্রার নাম সুষুপ্তি। যে নিদ্রাবস্থায় কোনও প্রকার স্বপ্নদর্শন হয় না তাহার নাম সুষুপ্তি। তৎকালে প্রকৃতিপুরুষের সংযোগ কিয়ৎকালের জন্য বিচ্ছিন্ন বা বিনষ্ট না হইয়াও অবষ্টব্ধ ও অবরুদ্ধ হয়। প্রকৃতি পুরুষের কোনও অবস্থান্তর সাধন করে না; প্রকৃতির পুরুষের উপর ক্রিয়াকারিতা বৃত্তি নিরুদ্ধ হয়। আত্মা তৎকালে স্বীয় সত্তা ও অবস্থার যেরূপ অনুভব করে, জাগ্রৎ অবস্থায় তাহার কিছুমাত্র স্মৃতি থাকে না। কেন না, স্মৃতি একপ্রকার সক্রিয় প্রকৃতিসংযোগজন্য জ্ঞান; সুতরাং প্রকৃতির বৃত্তিনিরোধ অবস্থায় চৈতন্যের স্মৃতি অসম্ভব। †

* অর্থাৎ শরীরের অধিষ্ঠাতাস্বরূপ শরীরকে জীবিত রাখিয়াও তদ্দারা অভিভূত হয় না।

† জাগ্রদবস্থার জ্ঞান স্মৃতির সত্তাবশতঃ অহঙ্কারসমন্বিত—সুষুপ্তি অবস্থায়

সুষুপ্তির পর লোকে অনুভব করে—"আমি অতিসুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম।" ইহাতে যে নিদ্রাবস্থার কোনও প্রকার সুখের চৈতন্যের স্মৃতি হয় তাহা বলা যায় না। ইহাতে কেবল দুঃখাভাব প্রকাশ করে। গভীর নিদ্রায় আমার সকল দুঃখজনক জ্ঞানের এবং সকল দুঃখের অবসান হইয়াছিল ইহাই বক্তব্য। সুষুপ্তি অবস্থায় চৈতন্যকে জ্ঞানাভাব ও দুঃখাভাবের চৈতন্য বলা যায়; কিন্তু সেই চৈতন্য কোনও ভাবপদার্থের চৈতন্য কি না, তাহা নিশ্চয় করা যায় না। ফলতঃ সুষুপ্তিতত্বটি পণ্ডিতগণের সবিশেষ আলোচনার উপযুক্ত।

চৈতন্য থাকিলেও জ্ঞান থাকে না দেখা গেল। কিন্তু চৈতন্য ব্যতিরেকে জ্ঞান অসম্ভব। জ্ঞানের ন্যায় সুখদুঃখও চৈতন্য ব্যতিরেকে অসম্ভব। যখন সুখ ও দুঃখের উদয় হয়—তখন আত্মা তত্তদবস্থাপন্ন হইল বলিয়া চৈতন্য বা অনুভব জন্মে। তাদৃশ অনুভব যখন অসম্ভব তখন সুখদুঃখও অসম্ভব।

তদ্রূপ রাগদ্বেষাদি এবং ইচ্ছাশক্তির স্ফূর্ত্তিসময়কালেও তাহাদের মূলে আত্মার চৈতন্যের সদ্ভাব দেখা যায়।

চৈতন্যের আর এক নাম "বোধ"। চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া সাংখ্যেরা আত্মাকে "বুদ্ধ" এই সংজ্ঞা প্রদান করেন। এবং আত্মাকে—

নিত্যবুদ্ধস্বভাব

বা

নিত্যচৈতন্যময়

বলিয়া বর্ণনা করেন। কপিলসূত্র ১—১৯॥

---

চৈতন্যে স্মৃতি না থাকায় তাহাতে অহঙ্কারের লেশ থাকে না। তজ্জন্য সাংখ্যেরা আমি আমার ইত্যাদি অভিমানকে চৈতন্যের অঙ্গ বলিয়া মনে করেন না।

## ১৭ ॥ সুখ ও আনন্দ ॥

জ্ঞান ও চৈতন্যের যে প্রভেদ, সুখ ও আনন্দের মধ্যেও সেই প্রভেদ। যে সুখের বিচ্ছেদ নাই তাহার নাম আনন্দ। তাহা অবিচ্ছিন্ন, সন্তত ও চিরাভ্যস্ত বলিয়া বিশেষ প্রণিধান ব্যতিরেকে অনুভূত হয় না। পক্ষান্তরে—প্রকৃতিসংযোগজন্য রূপরসাদির অনুভবে সুখের উৎপত্তি। সুখের আবির্ভাব তিরোভাব আছে। আনন্দ চৈতন্যের সহচর; তাহা নিত্য, তাহার আবির্ভাব তিরোভাব নাই। আত্মা যেমন স্বীয় অস্তিত্ব ও অবস্থা সর্ব্বদা অনুভব করে, তেমনি সেই অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে একটি অনির্ব্বচনীয় প্রীতি বা মধুরভাবের অনুভব করে। আত্মার স্বীয় অস্তিত্বানুভব সর্ব্বদাই মধুর ভাবময়; সেই মধুরভাবের নামই আনন্দ। যখন মৃত্যু বা আত্মার সম্ভাবিত বিনাশের আশঙ্কা উপস্থিত হয়—তখন সেই মধুরভাব বিশেষ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও মনুষ্য মরিতে চাহে না—কেন না, তৎকালেও স্বীয় সত্ত্বানুভবের সঙ্গে একটি অনির্ব্বচনীয় আনন্দপ্রবাহ বিদ্যমান এবং মরিলে পাছে সেই অস্তিত্ব একবারে দীপশিখার ন্যায় নির্ব্বাণ হইয়া যায় এবং তৎসহকৃত আনন্দের বিলোপ হয়—তজ্জন্যই মরণের ভয়। মরিলেও আত্মার অস্তিত্ব থাকিবে এরূপ স্থির বিশ্বাস জন্মিলে মনুষ্যের মরণের ভয় ঘুচিয়া যায়। *

তজ্জন্য আত্মা যেমন চৈতন্যময় বা চিণ্ময়—তদ্রূপ কেহ কেহ আত্মাকে "আনন্দময়" বলেন। কিন্তু এই মত সাংখ্যদর্শন-

* পক্ষান্তরে যাহা সুখ ও দুঃখ তাহা ভৌতিক পদার্থের ক্রিয়াজনিত জ্ঞানের ফলাফল। আনন্দপ্রবাহ অখণ্ডিত; কিন্তু সুখদুঃখ জ্ঞানের ন্যায় ক্ষণিক এবং আবির্ভাবতিরোভাবস্বভাব। জ্ঞান যেরূপ প্রকৃতিপুরুষের সংযোগজন্য, সুখদুঃখও তদ্রূপ তাদৃশ সংযোগজন্য। উহা আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম নহে।

সম্মত নহে। সাংখ্যেরা বলেন, আত্মা স্বভাবতঃ উদাসীন;—সুখ দুঃখ যে, কেবল আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম নহে তাহাই নয়—প্রকৃতিসংযোগেও আত্মা বাস্তবিক সুখদুঃখ অনুভব করে না—কেবল সুখদুঃখের ছায়ামাত্র আত্মায় নিপতিত হইয়া আত্মার সুখ ও দুঃখের ভ্রম জন্মায়। যেমন স্ফটিকের নিকট জবাকুসুম থাকিলে স্বচ্ছ স্ফটিকও লোহিত বর্ণ দেখায়, তদ্রূপ প্রকৃতিগত সুখ-দুঃখের ছায়া আত্মাকে কিছুকালের জন্য রঞ্জিত করে মাত্র। ইহা ত গেল সুখদুঃখের কথা, তদ্ভিন্ন "আনন্দ"ও আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম নহে—কেন না, (কপিল বলেন)—

"ন একস্য আনন্দচিদ্রূপত্বে; দ্বয়োর্ভেদাৎ। ৫—৬৬

টীকাকার বলেন—

"একধর্ম্মিণঃ আনন্দচৈতন্যোভয়রূপত্বং ন ভবতি। দুঃখজ্ঞানকালে সুখানুভবেন সুখজ্ঞানয়োর্ভেদাৎ ইত্যর্থঃ।"

ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মযুক্ত একই আত্মা নামক পদার্থের "আনন্দ" ও "চৈতন্য" দ্বিবিধ ধর্ম্ম এ কথা অঙ্গীকার করা যায় না। কেন না, দুঃখজ্ঞানকালে সুখের * অনুভব হয় না। অতএব যখন আনন্দের বিচ্ছেদ প্রত্যক্ষসিদ্ধ তখন আনন্দকে আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম বলা যায় না; যে হেতু স্বাভাবিক ধর্ম্মের কখনই অপায় বা বিনাশ নাই।

এস্থলে কোন্ মত আদরণীয় ও কোন্ মত উপেক্ষণীয় তাহা বিচক্ষণ পাঠকেরা মীমাংসা করিবেন। আত্মদৃষ্টান্ত ব্যতিরেকে ইহার মীমাংসা সম্ভব নহে। মীমাংসাস্থলে প্রশ্ন এই—দুঃখানুভবের সময়ে আনন্দানুভবের একেবারে অভাব, হয় কি না? মীমাংসকের অনুভব যাদৃশ তিনি তেমনি মীমাংসা করিবেন।

* এখানে "সুখ" ও "আনন্দে"র ভেদ উপেক্ষিত হইয়াছে।

সাংখ্যের বিরুদ্ধ পক্ষে বলা যায় যে, বিমিশ্র দুঃখ কেহই কোন-কালে অনুভব করে না। সুখ ও আনন্দের ভেদ স্মরণ রাখিয়া বলা যাইতে পারে যে, ঘোরতর যন্ত্রণার মধ্যেও মনুষ্য আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। এ কথা ঠিক কি না, তাহা অনুভব-সাপেক্ষ। যদি লেখকের অভিপ্রায় জানিতে পাঠকের কৌতূহল হয়—তবে বলিতে পারি যে, এস্থলে সাংখ্যের সহিত আমার মতের ঐক্য নাই। আমার বিবেচনায় জীবনের প্রশান্ত আনন্দ-প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন। আত্মা স্বীয় স্বাধীন সত্তা অনুভবকালে সর্ব্বদাই আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। যাঁহারা আত্মাকে "সচ্চিদানন্দ" বলিয়া নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন—তাঁহাদের সূক্ষ্মদর্শিতার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

ফলতঃ কপিলশিষ্যগণের অন্যান্য অনেক গুণ থাকিলেও—তাঁহারা যে, সংসারকে বিষনয়নে দেখিতেন এটি তাঁহাদের একটি দোষ না বলিয়া থাকা যায় না। সুখদুঃখময় সংসারে তাঁহারা সুখের প্রতি একবারে অবজ্ঞাপরবশ হইয়া দুঃখের প্রতীকারের জন্য যেরূপ যত্নবান হইয়াছিলেন—সুখের উপচয়ের জন্য তাদৃশ যত্ন করেন নাই। তাঁহারা বলিতেন—

"যথা দুঃখাৎ ক্লেশঃ পুরুষস্য ন তথা সুখাদভিলাষঃ।" ৬-৬

"কুত্রাপি কোঽপি সুখী ইতি।" ৬-৭

"তদপি দুঃখশবলমিতি দুঃখপক্ষে নিঃক্ষিপন্তে বিবেচকাঃ।" ৬-৮

অর্থাৎ—দুঃখ হইতে মনুষ্যের যেরূপ ক্লেশ সমুদ্ভূত হয়—সুখ হইতে ভোগবাঞ্ছা তাদৃশ সমুদ্ভূত হয় না। সংসারে লক্ষের মধ্যে একজনকে সুখী দেখিতে পাইবে। এবং সে স্থলেও সুখকে দুঃখনিশ্রিত দেখিবে। অতএব তাদৃশ দুঃখজড়িত সুখকেও বিবেচক লোকে দুঃখের পাল্লাতেই নিক্ষেপ করেন। এরূপ অবস্থায় সংসারে সুখ নাই বলিলেই হয়। যদি বল—

"সুখলাভাভাবাৎ অপুরুষার্থত্বম্ ইতি চেৎ ?"

—যদি তোমার শাস্ত্র অনুশীলনে সুখোৎপত্তি না হয় তবে তাহা নিরর্থক—

উত্তর— "ন—দ্বৈবিধ্যাৎ।"—

তাহা বলিতে পার না—কেন না, মনুষ্য যেমন সুখলাভ ইচ্ছা করে, দুঃখবিনাশও তেমনি ইচ্ছা করে;—এই শাস্ত্র অনুশীলনে যদি সুখলাভের আশা না থাকে, অন্ততঃ দুঃখনাশ হইবে। যদি কেবল দুঃখনাশের উপায় উদ্ভাবনের জন্য জীবন উৎসর্গ না করিয়া সুখলাভ ও সুখবৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবনের জন্যও কপিলশিষ্যেরা যত্নবান হইতেন—তাহা হইলে তাঁহাদের দ্বারা সংসারের অধিকতর উপকার সংসাধিত হইতে পারিত। সাংখ্য-শাস্ত্রের যোগতত্ত্ব আলোচনাকালে এই কথা পুনরায় আসিবে।

## ১৮॥ দেশ ও কাল॥

সাংখ্যেরা সমুদায় পদার্থকে ব্যক্ত অব্যক্ত ও জ্ঞ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে চাহেন। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে—দেশ ও কাল উক্ত তিনের কোন শ্রেণীর অন্তর্গত?

এই বিষয়ে সাংখ্যশাস্ত্রের মতের কিছু অসংলগ্নতা দৃষ্ট হয়।

প্রথমতঃ "দেশ" কাহাকে বলে? দেশ, দিক্, ব্যোম ও আকাশে কিছু ভেদ আছে কি? অনেকে ব্যোম ও আকাশকে Ether বলিয়া ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। কিন্তু ইংরাজী বিজ্ঞানের "ঈথর" নামক অতীন্দ্রিয় পদার্থ যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা স্বীকার করিতেন তাহা আমার জানা নাই। আকাশকে শব্দের কারণ বলিয়া প্রাচীনেরা অনুমান করিতেন;

ইঁহারা ইহা জ্যোতির কারণ বলিয়া অনুমান করিতেন না। সুতরাং প্রাচীনদের আকাশ বা ব্যোমের সহিত ঈথরের কোনও সম্বন্ধ আছে বলিয়া বোধ হয় না। আমার বিবেচনায় প্রাচীনেরা এতদ্দেশে ব্যোম আকাশ দিক্ দেশ ইত্যাদি শব্দে মূলে একই পদার্থ বুঝিতেন। দৈর্ঘ্য বিস্তার ও বেধ যে পদার্থের আকার তাহাকে অসীম বলিয়া মনে করিলে যাহা পাওয়া যায় তাহারই নাম আকাশ। দেশাদি তাহারই নামান্তরমাত্র। ইংরাজিতে ইহাকে Space বলে।

প্রথমতঃ দেখা যায় আকাশকে পঞ্চভূতের মধ্যে গণনা করা হইয়াছে। তাহা হইলে তাহা জ্ঞানের বিকারমাত্র। তাহা "ব্যক্ত"শ্রেণীর অন্তর্গত হয়। তাহাকে স্বতন্ত্র বা নিত্য পদার্থ বলা যায় না।

বাস্তবিকই কপিলসূত্রের ৫-৭২ সূত্রের ভূমিকায় টীকাকার লেখেন—

"অথ কালাদীনাং নিত্যত্বং প্রতিষেধতি।"

—এখানে আদি শব্দে আকাশ বা দেশ বুঝিতে হইবে। টীকাকারের মতে দেশ ও কাল নিত্য নহে, এই কথা প্রতিপাদন করণার্থেই উক্ত সূত্র রচিত। সূত্রটি এই;—

"প্রকৃতিপুরুষয়োরন্যৎ সর্ব্বম্ অনিত্যম্।"

দেশ ও কাল প্রকৃতির মধ্যেও পড়ে না—পুরুষের মধ্যেও পড়ে না; সুতরাং উভয়েই অনিত্য। টীকাকার আরো ব্যাখ্যা করেন যে, প্রকৃতির যে গুণ থাকাতে আমার "আকাশ" জ্ঞান হয়—সেই কারণ অবস্থাপন্ন আকাশ প্রকৃতির সহিত অভিন্ন ও নিত্য হইলেও যে আকাশ "ব্যক্ত" তাহা সেটাই অনিত্য।

কিন্তু স্থানান্তরে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত মত দেখা যায়।

আত্মার দুঃখের কারণ কি ইহার বিচারস্থলে কেহ কেহ বলেন যে, দেশ ও কালের সহিত আত্মার সংযোগ সংসাধিত হওয়ায় আত্মা দুঃখ অনুভব করে। কপিল এই মতের খণ্ডনাভিপ্রায়ে বলেন ;—

"ন কালযোগতঃ—

"ব্যাপিনো নিত্যস্য সর্ব্বসম্বন্ধাৎ।" ১–১২।

"ন দেশযোগতোঽপি অস্মাৎ।" ১-১৩।

দেশ ও কাল ব্যাপী (Infinite) এবং নিত্য (Eternal)। বদ্ধ অবস্থাতেও আত্মার সহিত ইহাদের যে সম্পর্ক, মুক্ত অবস্থাতেও সেই সম্পর্ক। দেশ ও কালের সহিত বিমুক্ত হইয়া আত্মা অবস্থান করে না। সুতরাং আত্মাকে স্বভাবতঃ বদ্ধ বলিয়া এবং তাহার দুঃখের পরিহার অশক্য বলিয়া স্বীকার না করিলে দেশ ও কালকে দুঃখের কারণ বলা যায় না। এখানে স্পষ্টাক্ষরে দেশ ও কালকে নিত্য পদার্থ বলিয়া অঙ্গীকার করা হইয়াছে।

আমাদের এই বিরোধের মীমাংসা করিবার চেষ্টার আবশ্যক নাই। বাস্তবিক দেশ ও কাল যদি নিত্য হয় তবে তাহারা কি পদার্থ তাহা বুঝিবার যত্ন করা যাউক্।

দেশ ও কাল বদ্ধই হউক্ মুক্তই হউক্, যদি সমুদায় পুরুষের সহিত সকল অবস্থায় সম্বদ্ধ হয়—তবে সাংখ্যমতে তাহা প্রাকৃতিক পদার্থ নহে। এ দিকে তাহারা যদি নিত্য হয়—তবে তাহারা হয় স্বাধীন পদার্থ, না হয় আত্মার অঙ্গভূত। তাহাদিগকে স্বাধীন পদার্থ বলিয়া সাংখ্যেরা অঙ্গীকার করেন নাই ; সুতরাং তাহাদিগকে আত্মার অঙ্গ বলিতে হইবে। এরূপ স্থলে আত্মার সর্ব্বপ্রকার অনুভবই দেশ ও কালের আকার প্রাপ্ত হইবে এবং দেশ ও কালের নিয়মে নিয়মিত হইবে। দেশকালের অতিক্রম

ব্যতীত চৈতন্য সম্ভব হইবে না। তাহা হইলে দেশ ও কালকে চৈতন্যের নিয়ম বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। অর্থাৎ এই দুইটি পদার্থকে আত্মার স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার বলিতে হয়। প্রকৃতির সহিত আত্মার বর্ত্তমান সম্বন্ধের উচ্ছেদ হইলেও, দেশ ও কালের সংস্কার উচ্ছিন্ন হইবার নহে। ইহাই বোধ হয় সমীচীন সাংখ্যমত।

এই মত কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহার আলোচনা এই প্রবন্ধ-মালার উদ্দেশ্য নহে। কৃতবিদ্য চিন্তাশীল পাঠকেরা তদ্বিষয়ে নিজ নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন। দেশও কালের তত্ত্ববিষয়ে পণ্ডিতেরা আজিও বিসম্বাদী রহিয়াছেন।

## ১৯ ॥ আত্মার অস্তিত্ব ॥

আত্মার স্বাধীন অস্তিত্ব আছে কি না—ইহা জড়ের কার্য্যমা কি না, এতদ্বিষয়ে সাংখ্যদর্শনে ভূরিভূরি আন্দোলন পরিদৃষ্ট হয়। এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ এতদ্দেশীয় নাস্তিবাদীদের একটি প্রসিদ্ধ তর্ক আছে যে, যদিও একটি মাধ্বীক ফলের (মহুয়ার) মাদকতাশক্তি দৃষ্ট হয় না; কিন্তু অনেক মাধ্বীক ফল একত্র করিলে তাহা হইতে মদ প্রস্তুত হইতে পারে এবং মত্ততা জন্মে। তদ্রূপ নানাবিধ ভৌতিক পদার্থে দেহ নির্ম্মিত; যদিও তাহাদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক চৈতন্য নাই, তত্রাচ তাহারা একত্রীভূত হইলে চৈতন্য উৎপাদন করে। অতএব চৈতন্যকে সংহত জড়ের ধর্ম্ম বলিতে হইবে। আত্মার স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকারে প্রয়োজন নাই।

ইহার উত্তরে সাংখ্যেরা বলেন;—

"পাঞ্চভৌতিকো দেহঃ" ৩—১৭।

কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে,—পঞ্চভূতে দেহ নির্ম্মিত—

"ভূতেভৌতিকমিত্যেকে।" ৩—১৮।

আবার কেহ কেহ আকাশকে বাদ দিয়া চারিভূতে দেহ গঠিত বিবেচনা করেন—

"একভৌতিকমিত্যপরে।" ৩—১৯।

পুনর্ব্বার কেহ কেহ বলেন যে, দেহ কেবল "ক্ষিতি" নামক ভূতেই গঠিত; অন্যান্য ভূতে মৃত্তিকাগঠিত দেহকে ধারণ করে মাত্র (উপষ্টম্ভকমাত্র)। সে যাহাই হউক—

"ন সাংসিদ্ধিকং চৈতন্যং।"

—চৈতন্যকে দেহের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলা যায় না—কেন না—

"প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ।" ৩—২০।

—দেহের প্রত্যেক উপাদানে তাহা লক্ষিত হয় না;

"প্রপঞ্চ মরণাদ্যভাবশ্চ।" ৩—২১।

—আর যদি চৈতন্য ভৌতিক ক্রিয়ার হইত তাহা হইলে সংসারে সুষুপ্তি ও মরণের অভাব হইত। যদি চৈতন্য দেহের ধর্ম্ম হইত তাহা হইলে তোমাদের কোনও কালে গভীর নিদ্রা হইত না। গভীর নিদ্রায় যে, দেহ অচেতন হয়—ইহাতেই তাহাকে স্বভাবতঃ অচেতন বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। যদি বল;—

"মদশক্তিবচ্চেৎ"—

—ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের যোগে মদশক্তি যেমন উদ্ভব হয়, দেহের চৈতন্যও তদ্রূপ।

উত্তর—"প্রত্যেক পরিদৃষ্টে সাংহত্যে তদুদ্ভবঃ।" ৩—২৩।

—যদি দেহের প্রত্যেক উপাদানে চৈতন্য দেখিতাম তাহা হইলে এ কথা একদিন বলা যাইত। কেন না প্রত্যেকে যাহা নাই—তাহাদের সংহতিতে তাহার আবির্ভাব সম্ভবে না।

এ তর্কটি বড় ভাল বলিয়া বোধ হয় না। ইহাতে যেন পক্ষি-পক্ষেরই সমর্থন হইয়াছে। প্রতিপক্ষের কথাই এই যে,

প্রত্যেকে যাহা নাই তাহা সংহতিতে উৎপন্ন হইতে পারে, যেমন মাদকের মদশক্তি। ইহার উত্তর কি?—এ কথা একদিন বলা যাইতে পারে যে, যেমন একটি মহুয়াতে মদশক্তি না থাকিলেও অনেক মহুয়াতে তাহা উদ্ভব হয়—সত্য;—কিন্তু অনেক মাটি একত্র করিলে—কিম্বা অনেক জল একত্র করিলে কি তাহাতে চৈতন্য জন্মে? প্রতিপক্ষের দৃষ্টান্তের সহিত দেহের সাদৃশ্য নাই।

তবে রসায়নশাস্ত্রের দৃষ্টান্তে আপত্তি করা চলে যে, একজাতীয় ভৌতিক পদার্থে প্রত্যেকে যে গুণ লক্ষিত হয় না—ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ভৌতিক পদার্থের রসায়নিক মিশ্রণে সে গুণও লক্ষিত হয়। দেহের চৈতন্য যদি সেরূপ হয়? ইহার উত্তরে সাংখ্যের বলেন;—

"নভূত চৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ সাংহিত্যেঽপি চ সাংহত্যেঽপি।" ৫—১২৯.

"দেহ" বিরোধ স্থল;—দেহ ছাড়িয়া ভৌতিক পদার্থের প্রত্যেকে কিম্বা সংহতিতে তোমরা যদি অন্য কোনও স্থলে চৈতন্য দেখাইতে পার ত বিশ্বাস করি। তোমরা রাসায়নিক উপাদানে একটি কীট গড়িয়া দাও তবে তোমাদের যুক্তির যাথার্থ্য অঙ্গীকার করিব।

এই উত্তরে রসায়নবাদীগণকে নিরস্ত করা চলে বটে; কিন্তু ইহাতে কোনও মীমাংসা হইল না। ইহাতে সন্দেহ থাকিয়া গেল। চৈতন্যকে দেহের ধর্ম্ম বলিয়া অকাট্য যুক্তি দ্বারা এপর্য্যন্ত প্রতিপন্ন করিতে কেহ সক্ষম হয় নাই সত্য; কিন্তু চৈতন্য যে, আত্মার ধর্ম্ম তাহারই বা অকাট্য যুক্তি কি? চৈতন্য দেহের ধর্ম্ম ইহা এক কথা; চৈতন্য দেহের ধর্ম্ম নয় ইহা আর এক কথা। চৈতন্য দেহের ধর্ম্ম কি না, এই বিচারে যতক্ষণ না চৈতন্য দেহের ধর্ম্ম নয়—ইহা প্রতিপন্ন হয়—ততক্ষণ সন্দেহ

দেহের সংস্রব থাকিয়া যায়। কেন না, দেখা যায় দেহকে আশ্রয় না করিয়া চৈতন্য থাকে না। কৃত্রিম দেহে চৈতন্য সঞ্চার করা যায় সত্য—কিন্তু দেহ ভিন্ন অন্য কুত্রাপি চৈতন্যের সাড়া কি কেহ দেখিয়াছেন? সাংখ্যেরা বলেন;—

অস্ত্যাত্মা নাস্তিত্বসাধনাভাবাৎ। ৬-১।

চৈতন্যের আধারভূত আত্মা নাই, এ কথা কেহ প্রমাণ করিতে পারিবেন না; অতএব আত্মা আছে ইহা সিদ্ধ।

কিন্তু আত্মা নাই ইহার প্রমাণ না থাকিলেও আত্মা আছে ইহার প্রমাণ কি? সাংখ্যের হয় ত বলিবেন—প্রতীতি।

প্রত্যেক মনুষ্যের "আমি বা অহং" বলিয়া প্রতীতি হয়;—সুতরাং আত্মার অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ।

কিন্তু প্রতিপক্ষেরা এস্থলে আপত্তি করিতে পারেন যে, সাংখ্যাচার্য্যদের মতে "অহঙ্কার" আত্মার স্বভাবসিদ্ধ চৈতন্যের অঙ্গ নহে। এমন কি প্রকৃতিপুরুষের সংযোগজন্য যে জ্ঞান হয়, যাহার পারিভাষিক নাম "মহৎ" তাহার আদি স্ফূর্ত্তিতেও অহঙ্কারের সম্ভাব নাই। এ অবস্থায় অহঙ্কারের প্রতীতি দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব কি রূপে সিদ্ধ হয়?

সাংখ্যেরা আরো কতিপয় প্রমাণের উল্লেখ করেন, যথা—

শরীরাদি ব্যতিরিক্তঃ পুমান। ১—১৩৯।

আত্মা শরীর হইতে ভিন্ন; কেন না—

সংহতপরার্থত্বাৎ। ১—১৪০।

—দুই বা ততোধিক দ্রব্যের মিশ্রণ, তৃতীয়ের কোন আবশ্যক ব্যতিরেকে ঘটে না; সুতরাং পাঞ্চভৌতিক শরীর—আত্মার কোনও প্রয়োজনসম্পাদনের জন্যই অবশ্য হইয়াছে। যদি এই যুক্তি ভাল না লাগে—আরো বলি—

॥ ত্রিগুণাদি বিপর্য্যয়াৎ ॥ ১—১৪১।

—চৈতন্য যে আত্মার স্বরূপ, প্রাকৃতিক পদার্থের [illegible] সহিত তাহার কোনও সাদৃশ্য নাই।

॥ অধিষ্ঠানাচ্চেতি ॥ ১—১৪২।

—অপরঞ্চ—আত্মা দেহের অধিষ্ঠাতা; আত্মার ইচ্ছামতে দেহ চালিত হয়। ইচ্ছাশক্তির অনুভাব আত্মার অস্তিত্বলিঙ্গ।

॥ ভোক্তৃভাবাৎ ॥ ১—১৪৩।

সুখদুঃখের ভোক্তা বলিয়া আত্মার অনুভব হয়, তাদৃশ অনুভবেও আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ।

স্থানান্তরে আরো এক প্রমাণের উল্লেখ দেখা যায়,—যথা

দেহাদিব্যতিরিক্তোঽসৌ বৈচিত্র্যাৎ ॥ ৬—২।

ইহা "ত্রিগুণাদি বিপর্য্যয়াৎ" সূত্রের পুনরুক্তিমাত্র। পুনশ্চ—

ষষ্ঠীব্যপদেশাৎ অপি ॥ ৬—৩।

—অর্থাৎ "আমার শরীর"—"আমার বুদ্ধি" ইত্যাদি [illegible] শরীর হইতে বিভিন্ন আত্মার অনুভব দেখা যায়। সাংখ্যেরা আরো বলেন ;—

সামান্যেন বিবাদাভাবাৎ ধর্ম্মবন্ন সাধনম্। ১—১৫০।

টীকাকার অন্য সূত্রের টীকায় লেখেন ;—

"জানামীত্যেবং প্রতীয়মানতয়া পুরুষঃ সামান্যতঃ সিদ্ধ এব হি।"

—যখন "জ্ঞান হইতেছে" বলিয়া প্রতীয়মান হয়—তখন মনুষ্যমাত্রেই আত্মার অস্তিত্ব অবধারণ করে। সামান্যতঃ আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও বিবাদই নাই। এবং তদ্বিষয়ে প্রমাণ সাধন বা প্রমাণেরও আবশ্যকতা নাই। তবে আত্মা [illegible] হইতে ভিন্ন কি না, তাহা উপরোক্ত হেতুদ্বারা নির্ণয় হয়।

সাংখ্যশাস্ত্রের সমুদায় যুক্তি একত্র সংগৃহীত হইল। [illegible] যায়। আত্মা জ্ঞানের অধিষ্ঠান এবং [illegible]

অনুভব সর্ব্বদাই করিয়া থাকে। আপনার জ্ঞান—আপনার সুখ-দুঃখ—আপনার রাগদ্বেষ—আপনার ইচ্ছাশক্তির অনুভবে আত্মা স্বীয় অস্তিত্বের অনুভব সর্ব্বদাই করিয়া থাকে। অতএব আত্মার অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ। আর সেই আত্মা যে, প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, তাহার প্রধান প্রমাণ এই যে, জ্ঞান সুখদুঃখ রাগদ্বেষ ইচ্ছাদি যাহা আত্মার অবস্থা এবং গুরুত্ব চঞ্চলত্ব প্রকাশকত্বাদি যাহা জড়ের অবস্থা, এই উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই। যাহাদের অবস্থা এরূপ বিসদৃশ তাহাদিগকে অভিন্ন পদার্থ বলা যায় না। "গতিতে" ও "জ্ঞানেতে" আকাশপাতাল প্রভেদ। এই দুইটি সম্পূর্ণ বিসদৃশ অবস্থা যে, একই পদার্থের এপিঠ ওপিঠ তাহা কল্পনা করাও অসম্ভব।

অতএব আত্মার স্বাধীন অস্তিত্ব সম্বন্ধে "চৈতন্যের স্বতঃসিদ্ধতা"—"ত্রিগুণ হইতে বৈচিত্র্য"—"অধিষ্ঠাতৃত্ব" এবং "ভোক্তৃভাব" এই চারিটি যুক্তিকেই প্রাধান্য প্রদান করিতে হয়।

---

# বারাণসী।

বৃহৎ ভারতবর্ষের নানা জাতি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যদি কোথাও সাধারণ মিলনক্ষেত্র থাকে তবে এই প্রাচীনা দেবনগরী বারাণসী। তাহার প্রাচীন কীর্ত্তি সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছে এবং তাহার প্রধান দেবতা বিধর্ম্মীর উপদ্রবে মন্দির ছাড়িয়া বাপীমধ্যে আশ্রয় লইয়াছেন; কিন্তু তথাপি বারাণসীই ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান এবং তিব্বতপ্রান্ত হইতে সেতুবন্ধাবধি সকল জাতি মানবের একমাত্র চরম কামনা। ভারতবর্ষে তীর্থ

আরও অনেক আছে এবং যাত্রীর ভীড় সকল গুলিতেই যথেষ্ট, কিন্তু বারাণসীতে কেবলমাত্র যাত্রীর ভীড় নহে, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের বহু মুমুক্ষু ও বহু ভক্ত গৃহ ছাড়িয়া চিরদিনের মত এই পুণ্যতীর্থে দিনযাপন করিতে আসেন। এবং এই বহু দূরদেশের বহু লোকসমাগমে বারাণসী সুবৃহৎ ভারতবর্ষের একটি সংহত সংক্ষিপ্তসার বলিয়া প্রতিভাত হয়।

আমাদের রাজনৈতিক মিলনক্ষেত্র কলিকাতায় নানা প্রদেশের বহু লোকসমাগম হয় বটে, কিন্তু ভারতবর্ষ সেখানে নিজ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দেখা দেয় নাই; প্রস্তর দিয়া আপন স্থায়ী আবাস নির্ম্মাণ করে নাই, ইঁট কাঠ দিয়া বিদেশী ছাঁদে অচিরস্থায়ী আপিস গড়িয়া রাখিয়াছে। বারাণসীতে তাহা নহে, হিন্দুস্থানের সকল সম্প্রদায়ই এখানে আপনাপন স্থায়ী চিহ্ন অমর কীর্ত্তি বহুযত্নে স্থাপন করিয়াছে এবং এই সকল গুলিই সমান ভাবে হিন্দুসন্তানের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করে। ইহাতে ফল হইয়াছে এই যে, দেবমন্দিরে আসিয়া ক্ষুদ্র জাতিবিদ্বেষ আর প্রধূমিত হইয়া উঠে না এবং সকলেই আপন আপন প্রাদেশিক গর্ব্ব বিস্মৃত হইয়া এক মহা হিন্দুজাতিগৌরবে আপনাকে সম্মানিত জ্ঞান করিতে থাকে।

এই যে বিভিন্ন প্রদেশীয়দিগের মধ্যে একটি অকপট ভ্রাতৃভাব সংস্থাপন—ইহাতেই বারাণসীর এত মাহাত্ম্য। এবং আদিম কাল হইতে অদ্যাবধি চিরদিনই বারাণসী ভারতবর্ষের ধর্ম্মধানীরূপে এই মহাকর্ত্তব্য পালন করিয়া আসিয়াছে। কেবলি যে, শৈব ধর্ম্মের গৌরবে বারাণসীর আজি এত প্রভাব তাহা নহে, এই গঙ্গা বরুণার সঙ্গমক্ষেত্রে অতি প্রাচীন কাল হইতেই নানা শাস্ত্র, নানা তন্ত্র, নানা মত, নানা অনুষ্ঠান আসিয়া সঙ্গত হইয়াছে; এবং ভারতবর্ষের বিশাল বক্ষের উপর দিয়া যতো সকল

এইরূপে দুই মহা ধর্মপ্রবাহের আদিস্থান হইয়া বারাণসী ভারতবর্ষের ইতিহাসে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। শুধু ভারতবর্ষ কেন, বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মোত্রী হইয়া বারাণসী সমস্ত পূর্ব্ব এসিয়ার আদি তীর্থ। এবং যখন মনে করা যায় যে, পৃথিবীর কত কোটি লোক এই প্রাচীনা ধর্ম্মধানীর দিকে চাহিয়া চিরজীবন কি অমোঘ সান্ত্বনা লাভ করে, তখন বারাণসীর মাহাত্ম্য অনুভব না করিয়া থাকা যায় না। জাপান হইতে তুর্কির অবধি একদিন আবশ্যক হইলে যদি কেহ একত্র করিতে পারে ত সেই সনাতন সাম্য পুণ্যভূমি।

কিন্তু হায়, সে দিন শুধু স্বপ্নের কথা। বারাণসীতে বৌদ্ধধর্ম্মের আর কি আছে? যেখানে বিহার ছিল সেখানে মসজিদ উঠিয়াছে; যেখানে অহিংসাই একমাত্র ধর্ম্ম ছিল, ধর্ম্মান্ধ মুসলমান দস্যু সে স্থানকে রক্তস্রোতে কলঙ্কিত করিয়াছে; যে মৃগদাব কাননে একটি মৃগহত্যা হইতে পাইত না সেখানে শত শত অসহায় মানবশিশু পতঙ্গপালের মত জ্বলন্ত হুতাশনে দগ্ধ হইয়াছে। সারনাথের সেই ধ্বংসাবশেষ এখন শুধু পুরাতত্ত্বান্বেষীর হৃদয়ে বিস্ময় ও ক্ষোভ সঞ্চার করিয়া দেয় মাত্র এবং মানুষের প্রতি মানুষ যে কতদূর নৃশংস হইতে পারে তাহারই পরিচয় দিয়া থাকে।

সন্ন্যাসীদিগের অপরাধ, তাঁহারা মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন না; এবং এই অপরাধে গুরুদণ্ড, অগ্নিতে নির্ব্বাণ। তখন আহারসময়। গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করিয়া তাঁহারা যে অন্নটুকু সংগ্রহ করিয়াছিলেন এই মৃগদাবের পুণ্যক্ষেত্রে সকলে একত্র হইয়া তাহাই সেবন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। এমন সময় শাণিত অসিহস্তে সহস্র অশ্বারোহীদল আসিয়া উপস্থিত। এক

হস্তে তরবারি, অপর হস্তে কোরাণ। হয় জীবন হইতে মুক্তি, নয় পুরাতন সমস্ত বন্ধন ছেদন। নির্ব্বাণপরায়ণ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা জীবনকেই তুচ্ছ করিলেন, তাঁহাদের মুখের গ্রাস মুখে রহিয়া গেল; নিমেষের মধ্যে সেই বৃহৎ বিহারক্ষেত্র ধূ ধূ জ্বলিয়া উঠিল এবং সেই মৃত্যুশ্মশানের মধ্য হইতে বিজয়ী সেনার আনন্দ-কলরব উত্থিত হইয়া দশদিকে এক ভীষণ বিদ্রূপের ন্যায় ধ্বনিত হইতে লাগিল।

সারনাথ ধ্বংস করিয়াই যদি মুসলমানদিগের মনের ক্ষোভ মিটিত, তাহা হইলেও রক্ষা ছিল। কিন্তু তাহারা অল্পে সন্তুষ্ট হইবার পাত্র নহে। সহরে যত বৌদ্ধ বিহার ছিল তাহা কতক ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিল, কতকগুলির উপর গম্বুজ ও মিনার উঠাইয়া দিল। বারাণসীতে প্রাচীন কীর্ত্তি এখন যাহা দেখা যায়, তাহা এই গম্বুজ ও মিনারের অন্তরালে সাধারণের দৃষ্টি হইতে প্রচ্ছন্ন।

হিন্দুদিগের যে সকল দেবালয় আছে তাহার একটিও অধিক দিনের নহে। প্রাচীন যাহা ছিল তাহা মসজিদে পরিণত হইয়াছে। এবং বিশ্বেশ্বরের অভ্রভেদী স্থাপত্যগৌরব খর্ব্ব হইয়া অবধি বারাণসীতে মন্দিরের চূড়া আর আকাশ ভেদ করিয়া উঠে নাই। তথাপি গঙ্গাবক্ষ হইতে কাশীধামের দৃশ্যটি অতি মনোহর। মন্দিরের পর মন্দির, অট্টালিকার পর অট্টালিকা, নদীগর্ভ পর্য্যন্ত লোকপরিপূর্ণ পাষাণসোপানাবলী। সন্ধ্যাবেলায় মন্দির তোরণে প্রতিদিন নহবৎ বসে; প্রতিদিন অগণ্য যাত্রী দশাশ্বমেধে স্নান করিয়া পূত হয়; এবং মণিকর্ণিকার চিরপ্রজ্বলিত চিতাগ্নি মহাকালের অলঙ্ঘ্য মহিমা প্রচার করে।

কতকাল হইতে যে এইরূপ চলিয়া আসিতেছে কে বলে[illegible]

সকলই যে অতি প্রাচীন তাহা নহে এবং সকলই যে আধুনিক তাহাও নহে। কালে কালে নানা কারণে কাশীধামের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। এবং নানা জাতীয় বিচিত্র লোকসমাগমে বিভিন্ন দেবতার সহিত নানাবিধ অনুষ্ঠানও দুই দশটা করিয়া কাশীক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। হয় ত যেখানে পূর্ব্বে পতিত ভূমি ছিল সেখানে একটি নূতন মন্দির বা ঘাট উঠিয়া অবধি কতকগুলি অর্দ্ধপৌরাণিক গল্প আসিয়া জুটিয়াছে এবং তদবধি সে স্থানে স্নান বা দান বা কোনও একটি বিশেষ কর্ম্মের অনুষ্ঠান অত্যন্ত পুণ্য বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়; হয় ত কোথাও কোন একটি স্মরণীয় উপদ্রব ঘটিয়াছিল এবং সেই উপদ্রব শান্তিহওনাবধি একটি দেবাসুরসংগ্রামকাহিনী যুক্ত হইয়া সেই স্থানের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিয়াছে। এমনি করিয়া অতি কাল হইতে এ পর্য্যন্ত কাশীর প্রায় প্রত্যেক পাষাণখণ্ড অসংখ্য পৌরাণিক কাহিনীসংযোগে এক একটি ক্ষুদ্র তীর্থ হইয়া উঠিয়াছে। কোন্‌টি যে কতকালের প্রাচীন সকল সময় তাহা ঠাহরাইয়া উঠা কঠিন।

কিন্তু বিশ্বেশ্বর বারাণসীর আদিদেবতা তাহাতে সন্দেহ নাই। চীন পরিব্রাজকেরা ভারতে আসিয়া বিশ্বেশ্বরের পূর্ণ গৌরব দেখিয়াছেন। এবং বুদ্ধ যে এত দেশ থাকিতে বারাণসীকেই তাঁহার প্রথম প্রচারক্ষেত্ররূপে বরণ করেন, সে কেবল এই বিশ্বেশ্বরের গৌরবে সাধারণ্যে তখন বারাণসীর সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা দেখিয়া। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে ধর্ম্মপ্রচার করিতে হইলে এই ধর্ম্মধানী হইতে আরম্ভ করাই শ্রেয়।

কারণ, বারাণসীতে নানা সম্প্রদায়ের বহু পণ্ডিত ও সাধু সন্ন্যাসীগণ সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেন। তাঁহাদের সহিতই ধর্ম

[illegible] অসুবিধা। এবং ইঁহাদের প্রতিকৃতি দিবারাত্রি [illegible] ভারতবর্ষের প্রতিকৃতি কিন্তু অনেক [illegible] করিয়া [illegible] সমস্ত ধারাবাহিক [illegible] [illegible] পাশাপাশি [illegible] একেবারে নিরস্ত হইয়াছিল এমন বোধ হয় না। আলাহাবাদ নেপালে যে সকল মানব সম্প্রদায়ের নানাবিধ দেখা যায় তাহাতে সমস্ত সময় বৌদ্ধ [illegible] অনুমিত হয়।

কিন্তু সন্ন্যাসাশ্রম বিশেষরূপে বৌদ্ধ আশ্রম নহে। এবং হিয়োঙ্ সাং আসিয়া বিশ্বেশ্বরের দ্বারে যে সকল নগ্ন ও জটাজুট-ধারী সন্ন্যাসী দেখিয়াছিলেন তাঁহারা শ্মশানবাসী শিবেরই আশ্রিত। বৌদ্ধধর্ম্ম এই সন্ন্যাস ধর্ম্মে একটা নূতন জীবন সঞ্চার করিয়াছে মাত্র। এবং সেই হইতে দেশে ব্রহ্মচর্য্যের গৌরব [illegible] সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বহুদিনের বিচ্ছেদবশতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম আমাদের যতটা দূর হইয়া পড়িয়াছে, বাস্তবিক তাহার সহিত আমাদের সেরূপ দূর সম্পর্ক নহে। বৈরাগ্যপ্রবণ ভারতবর্ষে বুদ্ধ একেবারে নূতন কিছুই প্রচার করেন নাই; অনেকগুলি মত ও বিশ্বাস যাহা [illegible] নিয়ত বিক্ষিপ্তভাবে নিরন্তর আন্দোলিত হইত, সেইগুলিকে একটা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডি দিয়া তিনি সাধারণ্যে প্রচার করিয়াছেন মাত্র; এবং ইহারই আনুষঙ্গিকরূপে কতকগুলি বিশেষ আচার অনুষ্ঠান স্বাভাবিক নিয়মে ধর্ম্মের চতুর্দ্দিকে স্তরে স্তরে সংলগ্ন হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু ভারতবর্ষীয়দিগের নিকট ইহা কখনও বিজাতীয় ধর্ম্মরূপে প্রতিভাত হয় নাই। ভারতবর্ষে বহুদিন [illegible] ও বৌদ্ধ [illegible] পাশাপাশি ছিল, এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্য

মধ্যে মধ্যে বাক্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হইলেও, পরস্পরের প্রতি হিন্দু-মুসলমানের বিদ্বেষভাব কখনই ছিল না। বরঞ্চ, উভয় সম্প্রদায়ই উভয়ের ধর্ম্মগুরুদিগকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিত।

ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি এই গুণে পৃথিবীর অন্যান্য জাতি হইতে শ্রেষ্ঠ। পরের মত তাহাদিগের একেবারে অসহ্য নহে। সেই জন্য লিঙ্গপূজা বৌদ্ধ নির্ব্বাণতত্ত্বের পরিপুষ্টির ব্যাঘাত করে নাই। অথচ এই দুয়ের মধ্যে মূলেই বিরোধের সূচনা রহিয়াছে। বৌদ্ধ নির্ব্বাণ চরমে কিছুই-নাতে গিয়া শেষ হয়; এবং শিবলিঙ্গ সংহারান্তে যে শক্তি পুনর্ব্বার সমুদয় চরাচর সৃষ্টি করিবে তাহারই পরিচায়ক চিহ্ন। সুতরাং যতদিন এই শক্তি রহিয়াছে ততদিন চরাচরের চরম নির্ব্বাণের কোন সম্ভাবনা নাই। এবং এ শক্তি যখন অক্ষয়, তখন প্রলয়ের পর সৃষ্টি এবং সৃষ্টির পর প্রলয় চিরদিনই চলিবে আশা হয়। বৌদ্ধ নির্ব্বাণবাদ এই চিরন্তন সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়প্রবাহের এক জায়গায় ছেদ দিতে চাহে—যেখানে পঁহুছিলা ভূলোক দ্যুলোক, দেব মানব, এমন কি, এই সমুদয়ের যদি কেহ সৃষ্টিকর্ত্তা থাকেন তিনিও নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবেন। আমাদের মহাপ্রলয়ও এরূপ সমুদয় সত্তার আত্যন্তিক বিলোপসাধন নহে, কিন্তু এক পূর্ণ সত্তায় সমস্ত ক্ষুদ্র সত্তার চরম পরিণতি মাত্র।

এই নির্ব্বাণ এবং প্রলয়ের এ পর্য্যন্ত কোনও মীমাংসা হয় নাই। কিন্তু এখন একটা আপোষে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে—এবং হিন্দুহৃদয় কোনটা শুনিলেই অতিমাত্র বিচলিত হয় না। যেমন করিয়া হউক, মায়ার পরপারে উত্তীর্ণ হইলেই হইল। জন্মপরিগ্রহের কষ্ট হইতে মুক্তিলাভ করাই একমাত্র কামনা। হিন্দুর লয়তত্ত্ব ও বৌদ্ধের নির্ব্বাণতত্ত্ব উভয়েরই মুখ্য কথা এই। বেদ

[illegible]রের সত্তা ও নির্ব্বাণ লইয়া যে তর্ক থামিয়া যায়, দার্শনিক পণ্ডিতেরা তাহা লইয়া বিচারবিতর্ক করিতে থাকুন। সাধারণ লোকের পক্ষে নির্ব্বাণ ও প্রলয় সমান সুসংবাদ। তবে যতদিন জীব দেহে আবদ্ধ থাকে ততদিন পিতৃপিতামহের পন্থানুসরণই তৃপ্তিজনক।

যাহা হউক, এই নির্ব্বাণ ও প্রলয়ের সংঘর্ষে বহু মতের বহু সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে—এবং বারাণসীই সকলগুলির প্রধান সমরক্ষেত্র। বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপরে বৌদ্ধধর্ম্মের কতদূর প্রভাব আছে তা [illegible] এ পর্য্যন্ত সুনির্দ্দিষ্ট হয় নাই, কিন্তু এই বৌদ্ধ আন্দোলনের মধ্য হইতে বৈষ্ণব দেবতাও কেহ কেহ বারাণসীর [illegible] অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। নিরীহ জগন্নাথও তাঁহার বৌদ্ধ উৎপত্তি গোপন করিয়া কাশীধামের একপ্রান্তে যৎকিঞ্চিৎ বৈষ্ণবধর্ম্মের উপর নির্ভর করিয়া দিনাতিপাত করিতেছেন। এবং [illegible] স্বর্গমন্দিরের কাহিনীও বারাণসীতে যথাযথ দেশান্তরিত হইয়া আসিয়াছে।

এই সকল দেবতাসঙ্ঘের মধ্যে আদিম কাল হইতে ধর্ম্মের ধারাবাহিক অভিব্যক্তির একটি ঐতিহাসিক সূত্র পাওয়া যায়। এবং এই সূত্রে অন্যান্য অনেক প্রাচীন দেশের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হয়। যেমন, লিঙ্গপূজাবলম্বনে প্রাচীন মিশরের সহিত ঘনিষ্ঠতা; সূর্য্যোপাসনাবলম্বনে প্রাচীন পারস্যের সহিত ঘনিষ্ঠতা; এবং এইরূপ ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা অনুষ্ঠান অবলম্বনে বহুতর অন্যান্য সভ্য জাতির সহিত সম্বন্ধ। একদিকে এই; এবং অন্যদিকে মানবসমাজের ক্রমবিকাশের একটি সমগ্র সোপান-পরম্পরা ইহারই মধ্যে নিহিত আছে। সুতরাং যে দিক দিয়াই [illegible] আসিয়া নিখিল মানবসমাজের সহিত সম্বন্ধ

স্মৃত হয়। এবং এই সনাতন সম্বন্ধ নিবন্ধনেই বারাণসীর গৌরব ভারতে অদ্বিতীয়।

---

# এক বাটি দুধের জন্য।

## (ফরাসী লেখক "পল য়্যুদেল্" হইতে)

১

কাজকর্ম্মের চেষ্টায় কত যে, ঘুরিয়াছি তাহার সীমা নাই। সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে। যাহারই দ্বারে গিয়াছি, সেখান হইতেই ধাক্কা খাইয়া আসিয়াছি। মহাশয়, অবশেষে তিতি-বিরক্ত ও লজ্জিত হইয়া রাত্রে যখন গৃহে ফিরিলাম, তখন হাতে একটি পয়সা নাই। তিন দিন হইতে আমি একেবারে নিঃসম্বল।

কি করিয়া যে, এই তিন দিন আমরা জীবনধারণ করিলাম, তাহা বলা কঠিন। যদি মুদির দোকান হইতে ধারে খাদ্যসামগ্রী না পাইতাম, তাহা হইলে আমরা স্ত্রীপুরুষ নিশ্চয়ই ক্ষুধার জ্বালায় মারা পড়িতাম।

আমাদের ক্ষুদ্র বাসায় আসিয়া যখন দ্বার ঠেলিলাম, তখন ঘোর রাত্রি। প্রথমে কিছুই দেখিতে পাইলাম না। আমার স্ত্রীকে ডাকিলাম; কোন উত্তর পাইলাম না।

একটা ভয়ানক আশঙ্কা মনে উদয় হইল!

মদলীনা মরিয়াছে!.........

আমি তাড়াতাড়ি অন্ধকারে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া ...

নিকটে গেলাম—হাত বাড়াইয়া দেখিলাম, সরলীনা মরে নাই, মূর্চ্ছিত হইয়াছে মাত্র। কোনপ্রকারে কষ্টেসৃষ্টে তাহাকে সচেতন করিলাম।

ক্রমশঃ তাহার জ্ঞান হইলে সে বলিল, "কে! তুমি? ভাল, কিছু পেলে কি?"

—"কিছুই না, কিছুই না!"

—"নিশ্চয়ই তবে, আমাদের বাঁচিবার আর কোন সম্ভাবনা নাই"—এই বলিয়া বেচারা কাঁদিতে লাগিল।

আমি দেখিলাম, আমার স্ত্রীকে এখন আশ্বস্ত করা আবশ্যক। যদিও আমারও হৃদয় নিরাশায় অভিভূত, নিজের কোন আশাভরসা নাই, তথাপি তাহাকে নানাপ্রকারে সাহস দিতে লাগিলাম। আমি বলিলাম, আমি একটি ভদ্রলোকের বাড়িতে গিয়াছিলাম. তিনি আমাকে কিছুদিন পরে আসিতে বলিয়াছেন। অতএব, আমাদের এখনও কিছু দিন ধৈর্য্য ধরিয়া থাকা চাই। আমাদের এই দুরদৃষ্টের এক দিন-না-এক দিন অবশ্যই অবসান হইবে। তখন সমস্ত দুঃখকষ্ট ভুলিয়া যাইব। তখন তুমিও শরীরে বল পাইবে। অনেকগুলি ধার অনায়াসে শুধিয়া ফেলিব,—বাকি ধারগুলি পরিশোধ করিবার একটা বন্দোবস্ত করিব। আমাকে কাজকর্ম্ম করিতে দেখিলে, লোকেরাও আবার আমাকে ধার দিবে। এইরূপে একবার প্রথম ধাক্কাটা সামলাইয়া উঠিতে পারিলে, আমাদের অবস্থা একটু সচ্ছল হইলে, এই বাসা ছাড়িয়া দিয়া, ইহা অপেক্ষা একটু ভাল বাসায় গিয়া উঠিব। সেখানে কিছু গাছপালা, একটু বাতাস, একটু আলো পাইবে। আবার সেখানে স্বচ্ছন্দে বাস করিব—আমাদের পূর্ব্ব সুখ আবার ফিরিবে। কাঁদিবে

আমার হাতের মধ্যে তাহার হাতটি সাপটিয়া ধরিয়া কেহ্‌ নপ অনেকক্ষণ বলিতে লাগিলাম। আমার কথার গুণে‌‌‌ই হবে, তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইল—বেশ প্রশান্তভাবে ঘুমাইয়া পড়িল। প্রশান্তভাবে?—না, তাহা ঠিক নয়; কারণ, একটু পরেই আমি আমার হস্তের স্পর্শে অনুভব করিতে লাগিলাম, কোন দুঃস্বপ্ন দেখিলে যেরূপ হয়, তাহার হাত সেইরূপ থাকিয়া থাকিয়া শিহরিয়া উঠিতেছে—এবং বিদ্যুৎ-প্রবাহ সঞ্চালিত করিলে যেরূপ হয়, এক একবার সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিতেছে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রলাপবাক্য—গোঁ গোঁ শব্দ মধ্যে মধ্যে মুখ হইতে বাহির হইতেছে। তাহার পর, একেবারে নিস্পন্দ অসাড—সে আরও ভয়ানক। আমি ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাহার বাহু ও মুখ টিপিয়া দেখিলাম—বুঝিলাম, মরে নাই!

সেই ঠাণ্ডা অন্ধকার ঘর, চারিদিক নিঃশব্দ—কেবল রোগীর মুখ-নিঃসৃত অস্পষ্ট কাতর-ধ্বনিতে সেই নিস্তব্ধতা মধ্যে মধ্যে ভঙ্গ হইতেছে। আ! সে কি ভয়ানক রাত্রি—আ! কি করিয়াই সে রাত্রি কাটাইয়াছি!

২

যাহাই হউক, গোড়ায় আমার জীবন সুখে আরম্ভ হইয়াছিল। আমার শৈশবাবস্থা দেখিলে মনে হইতে পারে, আমার ভবিষ্যৎ জীবন সুখস্বচ্ছন্দে ও মানসম্ভ্রমে বুঝি অতিবাহিত হইবে। আমার পিতামাতা যদিও সামান্য অবস্থার লোক—আমার পিতা কোন আফিসে সামান্য চাকুরি করিতেন মাত্র—কিন্তু তিনি চিরজীবন পরিশ্রমসহকারে অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। আমাকে তিনি শিক্ষার্থে কালেজে প্রেরণ করেন। আমি কালেজের একজন উজ্জ্বল ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হই।

ছিলাম।—কিন্তু সেই সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিব এরূপ আশা হইবার পূর্ব্বেই আমার পিতামাতা একে একে তাঁহাদিগের ব্যবধানে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তাহার জন্য আমি আর এখন আক্ষেপ করি না। কারণ, তাঁহারা এত দিন বাঁচিয়া থাকিলে আমার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইতেন।

কলেজ হইতে বহির্গত হইয়া, আমার কোন বন্ধুর পিতার অনুগ্রহ ও সাহায্যে, কোন একটি বড় ব্যাঙ্কের আফিসে অতিরিক্ত কর্ম্মচারী পদে ভর্ত্তি হইলাম। আমার বার্ষিক বেতন সাত শত টাকা। আমি পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান ছিলাম—শীঘ্রই কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে আদর্শস্থল হইয়া উঠিলাম। অল্পদিনের মধ্যেই স্থায়ী পদে নিযুক্ত হইলাম, ক্রমশঃ অবস্থা আরও অনুকূল হইয়া উঠিল—দ্রুতগতি উন্নতি লাভ করিতে লাগিলাম। অবশেষে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হঠাৎ মারা পড়ায়, ম্যানেজারের পদ খালি হইল। আমি সেই কাজ পাইলাম। আমার বার্ষিক ১৫০০৲ টাকা বেতন হইল। আমার তখন বয়স ২৫ বৎসর। দেখুন মহাশয়, এমনটি সচরাচর সকলের অদৃষ্টে ঘটে না।

এই সময়ে আমার কোন বন্ধুর বাড়িতে মদলীনার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়। সেও আমার ন্যায় পিতৃমাতৃহীন—তাহারও আত্মীয় নাই। তার কিছুমাত্র সম্পত্তি ছিল না কিন্তু এমন সুশ্রী, মুখে এমন একটি মধুর ভাব, যে, তাহাকে দেখিবামাত্র একটি প্রেমময়ী সঙ্গিনী ও সুনিপুণা গৃহিণীর ভাব সহসা মনে আইসে। তাই, আর ইতস্ততঃ না করিয়া আমি তাহার হস্তপ্রার্থী হইলাম। আমার তখন ১২৫৲ টাকা মাসিক আয়, তদ্ভিন্ন৩০ বৃদ্ধির সম্ভাবনা; মনে করিলাম, কোনও প্রকারে খাওয়াপরা চলিয়া যাইবে।

আরও দেখিলাম, [illegible] বুদ্ধিমতী [illegible]
এমন নিপুণতার সহিত সে কাজকর্ম করিতে লাগিল [illegible] ও বিবেচনার সহিত সংসার চালাইতে লাগিল, যে [illegible] বেতন পাইতাম তাহাতেই বেশ স্বচ্ছন্দে চলিতে লাগিল। শুধু তাহা নয়, আমাদের বিবাহের দ্বিতীয় বৎসরের [illegible] দুঃসময়ের জন্য কিছু টাকা সঞ্চয় করিতে পারিলাম। আমাদের ছোট বাড়ীটি বেশ ফিটফাট হইল ও আমাদের বড় [illegible] লাগিল। আমার স্ত্রী সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত [illegible] আমি যখন আফিস হইতে বাড়ি আসিতাম, তখন [illegible] হইতে দেখিতে পাইতাম, আমার বাড়ির জানালার পর্দার পিছনে আমার স্ত্রী সতৃষ্ণ নয়নে আমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে! তখন আমার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিত এবং আমি সিঁড়ির চার চার ধাপ ডিঙ্গাইয়া তাড়াতাড়ি উপরে উঠিতাম [illegible] আমার আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিতাম। হুঁ, তখন আমার সুখের আর সীমা ছিল না!

(৩)

কিন্তু অতি সুখ বেশি দিন থাকিবার নহে। একদিন [illegible] আসিয়া দেখিলাম, আমার আফিসের বাক্স হইতে ১০০০ টাকা অন্তর্হিত হইয়াছে। পূর্ব্বদিনে ব্যাঙ্ক হইতে আনিয়া [illegible] টাকা আমি বেশ গুছাইয়া রাখিয়াছিলাম, আমার বেশ মনে আছে। আমি সমস্ত চেকগুলি একে একে দেখিলাম [illegible] নোটগুলি ভাল করিয়া মিলাইলাম, খাতাপত্র [illegible] দেখিলাম—দেখিলাম গণনায় কোন ভুল নাই, [illegible] ঠিক আছে। কেবল ১০০০ টাকা বাক্সের মধ্যে [illegible] [illegible]

সেই চাবি থাকে না। যেমন তালা দেওয়া ছিল, তেমনি আছে। তাহার কোন নড়্-চড়্ হয় নাই। যাহাতে তালা ভাঙ্গিবার চেষ্টা প্রকাশ পায় এরূপ যোর-জবর্দস্তির চিহ্ন কোথাও নাই। কি করিয়া টাকাটা গেল কিছুই ত বুঝা যায় না।

প্রথমেই মনে হইল, বড় সাহেবকে এখনি গিয়া জানাই; কিন্তু তাহার পরেই একটা কথা মনে হওয়ায় আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন শিহরিয়া উঠিল। সে কথাটা এই;—যদি আমার কথায় তাহাদের বিশ্বাস না হয়!

কিন্তু আমার মুরুব্বির ইহা বিলক্ষণ জানিতেন, আমি ঐ টাকা কখনই আত্মসাৎ করিব না। আমার দ্বারা সেরূপ গর্হিত কার্য্য হওয়া অসম্ভব। যে পর্য্যন্ত তহবিলের ভার আমার হাতে আসিয়াছে, এক দিনের জন্যও হিসাবের গোল হয় নাই। কিন্তু তহবিলে এত টাকা কেন কমি হইতেছে যখন তাহার কোন প্রকার কৈফিয়ৎ দিতে পারিব না, তখন তিনি কি ভাবিবেন? আর, যদি আমি তখন ভ্যাবা-চ্যাকা খাইয়া যাই, কিম্বা আম্‌তা-আম্‌তা করি, তখন তাহাতেই কি আমি দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হইব না? এইরূপ সাধারণ সংস্কার আছে যে, দোষী ছাড়া আর কেহই ভয়ে কাঁপে না।

হায়! অনেক সময় তাহার বিপরীতই সত্য বলিয়া মনে হয়।

তা' যাই হোক্, দোষী হই বা নির্দ্দোষী হই, জবাবদিহি ত আমারই—আমার কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই।

সাফাই হইবার একটা উপায় বাহির করিবার জন্য অনেক মাথা খুঁড়িলাম, কিন্তু কিছুই হইল না। যে সময়ে আমি দুর্ভাবনার জালায় অস্থির, সেই সময়েই হয় ত কার্য্যোপলক্ষে আগত লোকদিগের কথার উত্তর দিতে হইতেছে—ভিন্ন দফ্‌তরের

কর্মচারীদিগের সম্মুখে হাসি-মুখ দেখাইতে হইতেছে, কিম্বা আমার দপ্তরের পেয়াদাদিগকে আদেশ প্রদান করিতে হইতেছে।

এই গোলমালের মধ্যে, একটা চিন্তা আমাকে কিছুতেই ছাড়িতেছে না, তাহা জ্বলন্ত অক্ষরে আমার চখের সাম্নে ক্রমাগত যেন নৃত্য করিতেছে—সে কথাটি এই ;—ছয়টার সময় দস্তুরমত বড় সাহেবদিগের ঘরে প্রতিদিন আমাকে যাইতে হয়, আজও সেইরূপ যাইতে হইবে—আর এই ৪০০০৲ টাকার বিষয় তাহাদিগকে জানাইতে হইবে!

কিন্তু এই টাকাটা কোথায় পাইব? কোথা হইতে আসিবে? আমার নিজের গাঁট হইতে ত দিতে পারি না। প্রথমতঃ অত টাকা আমার নাই। খাই-খরচ বাদে যেমন-তেমন একটু টাকা জমিয়াছে তাহাতে অমনি গবর্ণমেণ্ট-কাগজ খরিদ করিয়াছি আমার যাহা কিছু আছে তাহা ১৫০০৲ কিম্বা ২০০০৲ টাকার বেশি হইবে না। বাকিটা অবশ্য ধার করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে আমি একেবারেই নিঃসম্বল হইয়া পড়ি! ঈশ্বর জানেন, এই যে দেড় দুই হাজার টাকা আছে, উহা আমার কত পরিশ্রম ও কষ্টের ধন! তা সব যাক্! আসল কথা, আজ সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে ঐ ৪০০০৲ টাকাটা দিয়া তহবিল পূরণ করিয়া রাখিতেই হইবে। কিছু দিন পরে এই হিসাবের গোলমাল আপনা হইতেই ধরা পড়িবে—তখন আমার টাকাটা ফিরিয়া লইব—এবং আমার ধারটাও শুধিয়া ফেলিব। যার যাই হোক্—আমার কাজটা ত থাকিবে। হাঁ—আর ইতস্ততঃ করিব না—ইহা ভিন্ন আর কিছুই করিবার নাই। আর এক মুহূর্ত্তও সময় নষ্ট করিলে চলিবে না। আমাদের আফিসের একজন উচ্চপদের কর্ম্মচারীকে আমার স্থানে বসাইয়া টাকা সংগ্রহ করিতে বাহির

[illegible] নাই, যদি [illegible] যেন মনে আমি কোন বিশেষ [illegible] হইবে না।

একদিন [illegible] উঠিয়া একেবারেই [illegible] কাজকর্ম করিয়া থাকে [illegible] পাইবার সম্ভাবনা মনে করিলাম। [illegible] আমার নিকটেই ছিল। তাহা না থাকিলে, একখানাও [illegible] হইয়া পড়িত—[illegible] যাইত। দাদাকে [illegible] উপদেশ দিয়া, যে বন্ধুর নিকট [illegible] টাকা [illegible] করিব মনে করিয়াছিলাম, তাঁহার নিকটে গেলাম। বন্ধু বাড়িতেই ছিলেন। কোন আপত্তি না করিয়া তিনি আমাকে টাকাটা দিলেন। আমার বুকের ভিতর হইতে যেন একটা পাষাণ-ভার নামিয়া গেল। [illegible]

এখন, হাতে নগদ টাকা রহিয়াছে—আর [illegible] নাই, [illegible] পাছে আমার অনবধানতার মধ্যে [illegible] পারিয়া থাকে। এ পর্যন্ত বড় [illegible] কখন আমার [illegible] ভাবিয়া দেখিতে হয় নাই, [illegible] কি জানি, যদি [illegible] ক্রমে [illegible] তাঁহার [illegible] না দেখি- [illegible] হইয়া থাকে।

"[illegible] কিছু [illegible] করো নাই?" [illegible] জিজ্ঞাসা করিলাম।

—"না, [illegible]"—[illegible] উত্তর করিল। আমার [illegible] হইয়াছিল।

আমি তখন হাঁপ ছাড়িলাম এবং আমার দফ্‌তরখানায় প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া বাক্‌স খুলিলাম ও তাড়াতাড়ি তাহাতে ৪০০০৲ টাকা গুঁজিয়া দিলাম।

৬ টার সময়, বড় সাহেবের নিকট ক্যাস্‌বাক্‌স ও খাতাপত্র লইয়া গেলাম—তিনি একবার চোখ বুলাইয়া দেখিলেন, বলিলেন, "ঠিক্ আছে।" আমার উপর দিয়া যে ধাক্কাটা গিয়াছিল, স্বভাবতই তাহার কিছু-না-কিছু চিহ্ন আমার মুখে প্রকাশ হইবার কথা। বাড়ি আসিবামাত্রই, আমার চেহারার বৈলক্ষণ্য, আমার কম্পিত কণ্ঠস্বর দেখিয়া আমার স্ত্রী তখনই ধরিলেন।

—"তোমার একটা কি হয়েছে! বল দেখি, ব্যাপারটা কি ?"

আমি একটা মিথ্যা কথা বলিব মনে মনে স্থির করিয়া আসিয়াছিলাম; কিন্তু তাঁহার উৎকণ্ঠিত দৃষ্টির সম্মুখে আমি তাহা পারিয়া উঠিলাম না—আসল কথা সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিলাম। আমার ভয় হইতেছিল পাছে মদলীনা আমাকে তিরস্কার করেন; আমার মনে হইতেছিল, তিনি বলিবেন, তুমি নিজে তহবিল তছ্‌রূপ কর নাই, তবে কেন তাড়াতাড়ি সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া সে ক্ষতিপূরণ করিতে গেলে? এতদিন কষ্টেস্‌ষ্টে আমরা যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলাম, তুমি ইচ্ছা করিয়া তাহা জলে ফেলিয়া দিলে। আর, যে বাস্তবিক চোর সে আপনার কোটরে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে।

কিন্তু সে সুশীলা কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া, আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—

—তুমি ভালই করিয়াছ! সৎলোকের মতই ব্যবহার করিয়াছ—তুমি দেখিবে, পরে আসল কথা সমস্তই প্রকাশ পাইবে,

আমাদের টাকাও আমরা ফিরিয়া পাইব। তা' ছাড়া, যদিও বা কিছু না হয়—৪০০০৲ টাকা নয় আমাদের গেল—আমরা ত খোলসা রহিলাম। আবার নয় পূর্ব্বের মত কিছুকাল খাটিতে হইবে, আর, যে সকল আমাদের সুখের কল্পনা আছে, তাহা নয় কিছুকালের মত পিছিয়া পড়িবে—এই বৈ তো নয়!

৪

তাহার পরদিন হইতে দস্তুরমত কাজকর্ম্ম করিতে লাগিলাম, যেন কিছুই হয় নাই এই ভাবে চলিতে লাগিলাম; আশা করিয়া রহিলাম, দৈবাৎ যদি কোন গতিকে রহস্যটা প্রকাশ হইয়া পড়ে।

দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা আর প্রকাশ হইল না—রহস্যটা যেরূপ দুর্ভেদ্য ছিল, সেইরূপই রহিয়া গেল। প্রায় হতাশ হইয়া পড়িয়াছি, এমন সময়ে পূর্ব্বাপেক্ষাও ভীষণতর আর এক বিপদ বজ্রাঘাতের ন্যায় আমার উপর আসিয়া পড়িল। যাহার পূর্ব্বে কোন সূচনা ছিল না, যাহার বিন্দুবিসর্গ সন্দেহ পর্য্যন্ত কাহারও মনে উদয় হয় নাই তাহাই হইল;—ব্যাঙ্কের একজন বড় সাহেব দেউলে হওয়ায়, ব্যাঙ্ক ফেল হইল।

এইবার আমার ৪০০০৲ টাকা জলে ডুবিল। ব্যাঙ্ক ফেল হইয়াছে শুনিবামাত্র এই কথাটি আমার প্রথমেই মনে হইল। ব্যাঙ্কের পাওনাদারদিগের সহিত একটা রফা নিষ্পত্তি করিয়া যদি ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষেরা পাওনাদারদিগকে কিছু কিছু করিয়া দিয়া টাকা পরিশোধ করেন—আমি একজন পাওনাদার বলিয়া কি তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইতে পারি? আমার জিম্মার তহবিল কমি হওয়ায় আমি নিজ হইতে তাহা পূরণ করিয়া রাখিয়াছি—আমি কি এখন পাওনাদার হিসাবে তাঁহাদের নিকট কিছু দাবি করিতে পারি? এই গোলযোগের সময় একটা দাঁও

মারিবার ফিকিরে আছি ইহা যদি তাঁহারা নাও বিশ্বাস করেন, অন্ততঃ আমার কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিবেন।

আমার কর্ম্মটিও ত গেল, কিন্তু প্রথমেই সে কথাটা আমার বড় মনে আইসে নাই। একটা বড় ব্যাঙ্কে আমি তিন বৎসর ধরিয়া কর্ম্ম করিতেছি—আমার খাজাঞ্চিগিরি পদের দরুণ, কত লোকের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হইয়াছে—আমি কি এই রকম কাজ আর কোন স্থানে পাইতে পারিব না? তা'ছাড়া, এখন কোন তাড়াতাড়ি নাই, যতদিন রকা নিষ্পত্তি অনুসারে পরিশোধের কাজ চলিবে, ততদিন আমাকে না রাখিলে চলিবে না—আমি মাসে মাসে বেতন পাইতে থাকিব। কিন্তু এ সকল কথা আমার প্রথমে মনে আসে নাই।

যাহাই হউক, আমার আশামত ঠিক্ হইল না—পরিশোধের কাজ শীঘ্রই শেষ হইয়া গেল। আমার জবাব হইল। আমি রাস্তায় ভাসিলাম।

আমি আবার কর্ম্মের চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলাম। কিন্তু কর্ম্ম পাওয়া যতটা সহজ ভাবিয়াছিলাম ততটা সহজ নহে। ও! কতই আশ্বাসবাক্য—কতই মিষ্টি কথা, তাহাতে কাহারও কার্পণ্য নাই। এই রকম ভাবে অনেকে বলিল, "আর এক দিন আসিয়া দেখা করিও—একটু অপেক্ষা কর, কাজকর্ম্মের আর একটু সুবিধা হোক্। তোমার কথা মনে রাখিব, একটু সবুর করিয়া থাকিতে হইবে।"

আমি ধৈর্য্য ধরিয়া রহিলাম এবং যাহাদিগের সহিত পূর্ব্বে আলাপ পরিচয় ছিল তাহাদের নিকট প্রথমে যাতায়াত করিতে লাগিলাম। তাহার পর, কাজের জন্য যাহাদিগের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলাম, তাহাদের নিকট গেলাম। দুই এক সপ্তাহের

জন্য কোথাও বা কাজ পাই
অভিমান ততই কমিয়া আ
কাজ যতই সামান্য হোক্‌, 
একটা কিছু পাইলে হয়। 
সংসার-খরচ তাহাও কমাইলা
কোন অসন্তোষ প্রকাশ বা
ন্যায় চিরপ্রফুল্ল ও চিরবিশ্বস্ত
সাহস পাইলাম।

তহবিলের ক্ষতিপূরণ ক
হইতে টাকা কর্জ্জ করিয়াছিল
আমার নিকট চাহিলেন।
ক্ষতি হইয়াছিল। সেইজন্য,
আছে সমস্ত সংগ্রহ করিবার
সময় লইবার চেষ্টা করিলাম,
স্বীকৃত হইলাম; কিন্তু আম
না। এমন কি, তাঁহার কণ্ঠস্
আমার দুরবস্থার আধিক্য 
তাঁহার টাকা পরিশোধ না
আমাকে পরামর্শ দেন, যাহা
ফেলিয়া দেওয়া ভাল। এই
আমাদের সমস্ত জিনিষপত্র 
আছি সে বাসা পরিত্যাগ ক
এবং নিতান্ত হীন দরিদ্রকুটী

যা' হোক্‌, অনেক কষ্
লাম—সংগ্রহ করিলাম বটে,

পাইয়া হইতে, একেবারে রিক্ত-হস্ত হইলাম। এখন হইতে আমরা পথের ভিখারী—মুটে মজুরের অপেক্ষাও আমাদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল।

যে সকল কাজ আমার পক্ষে লজ্জাজনক ও ঘৃণিত তাহাতে বাধ্য হইতে হইল—"বিল্" নকল করিয়া দিই—কিন্তু তাহার টাকা সহজে পাই না, অনেক খ্যাচ্‌কাইয়া তবে আমার পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হই—কখন বা ভিক্ষাস্বরূপ অনেক পীড়াপীড়ি করিয়া আদায় করি, কখনও বা অতি জঘন্য ময়লা সিঁড়ি বাহিয়া যত উচ্চ দালালদের ঘরে প্রবেশ করি। যতই কঠোর হউক্ না, যতই নীচ হউক্ না, কোন কাজেই পিছ্-পাও হই না।

ইহা সত্ত্বেও, আমার অবস্থা ক্রমশঃ আরও শোচনীয় হইয়া উঠিল—দুঃখের যতপ্রকার ধাপ ছিল সকল ধাপগুলি নাহিয়া আমি দ্রুতগতি নাবিতে লাগিলাম। এক-প্রস্থত ছিন্ন পরিচ্ছদ, একটা অব্যবহার্য্য টুপি—গোড়ালি-দোম্‌ড়ানো এক জোড়া জুতা—ইহাই এক্ষণে আমার একমাত্র পরিধেয় হইল।

অবশেষে যাহা ছিল তাহাও ঘটিল। আমার স্ত্রীর স্বাস্থ্য কখনই ভাল ছিল না, এখন আরও খারাপ হইয়া উঠিল। সে দুঃখীরা বালা সমস্ত অম্লানবদনে সহ্য করিয়া আসিয়াছে—কখনও তাহার মুখে একটা হা-হুতাশ এক মুহূর্ত্তের জন্য ও শুনা যায় নাই। খাওয়া-পরার কষ্ট, অস্বাস্থ্যকর ঘর, বায়ুর অভাব—ইহাতে শরীরে বল না থাকিলে কি করিয়া সহ্য হয়? পাছে আমি আরও হতাশ হই, পাছে আমার কষ্টের আরও বৃদ্ধি হয়, এই জন্য সে যতটা পারিত, আপনার অবস্থা আমার নিকটে ঢাকিবার চেষ্টা করিত, শরীরকে কোনও প্রকারে টানিয়া আনিয়া আমার নিকট খাড়া হইয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিত, কিন্তু এক দিন আর পারিল

...সমস্ত দুগ্ধ নিঃশেষে পান করি। এবং তাহার পরেই ... পথে শান্তভাবে আবার ঘুমাইয়া পড়িল, তখন আমার যে অনুতাপ কোথায় যেন অন্তর্হিত হইয়া গেল।

কেবল এখন এই ভয় হইতেছিল পাছে এ কথা কেহ জানিতে পারে। দুগ্ধ কতটা কমিয়াছে তাহা কে অত মনোযোগ করিয়া দেখিবে, আর, প্রতিদিনই যে, বাক্সগুলি দুধে ভরপূর থাকে তাহাও না হইতে পারে। যাহাই হউক্ আমাকে কি কেহ সন্দেহ করিবে? দুগ্ধওয়ালা হয় ত আমার [illegible] জানে না।

রাত্রি হইলে, আমি যখন খাদ্য সংগ্রহ করিবার জন্য মুদির দোকানে গিয়াছিলাম, তখনও আমার মনের আতঙ্ক যায় নাই; আমি ভয়ে ভয়ে সেই দোকানের [illegible] মধ্য হইতে মুদি কি করিতেছে উঁকি মারিয়া দেখিলাম—বোধ হইল, [illegible] টের পায় নাই।

তার পর দিন প্রাতে যখন আবার সেই গোয়ালা গাড়ি করিয়া দুধ লইয়া যাইতেছিল, আমি আবার তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেলাম—কিন্তু এবারও ঠিক্ সময়ে পৌঁছিতে পারিলাম না; এবারও আমি সেই টিনের বাক্স হইতে দুধ লইয়া আমার পাত্র পূর্ণ করিলাম।

ধর্মবুদ্ধির একবার পতন হইলে, কত শীঘ্র তাহা স্বভাবে [illegible] পড়ে, মনে করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। যে আমি, [illegible] রক্ষা করিতে গিয়া আপনার সর্ব্বনাশ করিলাম, সেই আমি কি না দুই এক [illegible] তুচ্ছ দুগ্ধ চুরি করিয়া আসিতেছি। [illegible] কিছু দিন পূর্ব্বে, আমি নিজেই বিশ্বাস করিতে পারিতাম না [illegible] আমার আচরণ সমর্থন করিবার জন্য [illegible]

আসিয়া উপস্থিত হইল। দুই এক আনার দুগ্ধ আত্মসাৎ করিয়া যদি মরণাপন্নার প্রাণ বাঁচাইতে পারি, তাহাতে এমন কি দোষ হইতে পারে? দোকানদার যদি দুধের কমতি বুঝিতেই না পারিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার বিশেষ কি ক্ষতি হইতেছে? আর, যদি বুঝিয়াছে বলিয়া তাহার মনে হয়, সে খাঁটি জল দিয়া তাহা পূরণ করিয়া রাখিবে। দুধওয়ালারা ত সচরাচর এইরূপ করিয়াই থাকে।

হয় ত দুধওয়ালা জানিতে পারিয়াও ইচ্ছা করিয়া বলিতেছে না। খুব লোক ভাল বলিতে হইবে। আমার হাতে যখনই টাকা আসিবে, আমি তাহার দুধের মূল্য একশত গুণ করিয়া দিব। ইহা বড় আশ্চর্য্য, এক সপ্তাহ কাল এইরূপ কার্য্য চলিতেছে, অথচ দুধওয়ালা কিছুমাত্র সন্দেহ করিতেছে না।

ক্রমে আমার বিশ্বাস হইল যে, দুধওয়ালা ইচ্ছা করিয়া আমাকে দুধ লইয়া যাইতে দিতেছে। এই বিশ্বাস এতদূর বদ্ধমূল হইল যে, দুধ কতটা কমিয়া যাইতেছে সে বিষয়ে আর ভ্রূক্ষেপ করিলাম না।

পরদিন প্রাতে আবার যখন আমি এইরূপ টিনের বাক্সের ঢাকনা বন্ধ করিয়া দুধের পাত্রটি লইয়া বাড়ি ফিরিব, এমন সময়ে একটা হাত হঠাৎ আমার কাঁধের উপর স্থাপিত হইল এবং আমার কানের নিকট একটা মোটা আওয়াজ শুনিতে পাইয়া চমকিয়া উঠিলাম।

—"আঃ! এবার, বাছাধন, তোমাকে ধরেছি। আটদিন ধরে তোমার কাণ্ড সব দেখছি। আজ আর ছাড়ব না। চল থানায় চল, শীঘ্র চল।"

আমি তখন একেবারে বজ্রাহত। কোন কথা না বলিয়া,

কোন বাধা না দিয়া, নতশির হইল। তাহার [illegible] পশ্চাতে চলিলাম।

তাহার পর, মহাশয় কি হইল আপনি ত সব জানেন আমি যে চুরি করিয়াছি, এ কথা এক মুহূর্তের জন্যও অস্বীকার করি নাই—আমি যে অপরাধী তাহা আমি জানি। তবে কি জন্য ও কাহার জন্য আমি এই চুরি করিয়াছিলাম সমস্ত আপনার নিকট খুলিয়া বলিলাম—আমি কতটা অপরাধী ও কতটা কৃপা-পাত্র আপনি এক্ষণে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন।

( ৬ )

অশ্রুপূর্ণনেত্রে অপরাধী এই সমস্ত কথা বিবৃত করিল। বিচারক যিনি শুনিতেছিলেন, তিনি সহৃদয় ব্যক্তি। হতভাগ্য অপরাধীর মুখে সমস্ত বিবরণ শুনিয়া তিনি ব্যথিত ও বিচলিত হইলেন। এবং যতদূর পারেন, তাহার দিকে টানিয়া সদয়ভাবে বিচার করিতে লাগিলেন। তাহার অধিক আর তিনি কি করিতে পারেন? অপরাধী অপরাধ স্বীকার করিতেছে, অপরাধও গুরুতর, আইনও অকাট্য। সুতরাং, যতদূর কম শাস্তি হইতে পারে, অপরাধীর তিন মাসের ফাটক হইল।

যে দিন এই দণ্ডাজ্ঞা হইল, সেইদিন রাত্রে [illegible] অপরাধীর কারাগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখে যে, জানালার [illegible] কাপড় লট্‌কাইয়া বেচারা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। [illegible] পার্শ্বে পেন্সিলে লেখা একটা [illegible] দেখিতে পাইল। এইরূপ লেখা আছেঃ—

"মানুষের নির্দ্দয় বিচার! আমি হতভাগ্য [illegible] কিছুই [illegible] [illegible] প্রতি চোরের মত ব্যবহার করিল। [illegible] জানি গৃহে আর ফিরিয়া যাইতে [illegible] [illegible]

[illegible] হয় ও [illegible] করিয়াছিল। [illegible] অপরাধের [illegible] তার [illegible] প্রাণ রাখিতে না—কেউ সে অপরাধী হইল

[illegible] বিচারক মনে করিয়াছিলেন তাহার [illegible] নিকট [illegible] [illegible] এই [illegible] কথা [illegible] [illegible] করিলেন এবং তাহার [illegible] কিছু বৃত্তি বন্দোবস্ত করিয়া [illegible] তাহার গৃহে [illegible] করিয়া আসিলেন, [illegible] দিন [illegible] তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

[illegible] হইবার [illegible] ঘণ্টা পূর্ব্বে সে ইহলীলা [illegible] [illegible]।

[illegible] এইরূপ! একটি [illegible] স্ত্রীপুরুষ [illegible] [illegible] হইল। এবং কিসের জন্য?

——এক বাটি দুধের জন্য।

---

## জাতীয় সংগ্রহ।

## মোগল রাজশক্তি।

[illegible] ভারতের উপর [illegible] [illegible] ছিলেন, ইহার কারণ কি? [illegible] হিন্দু [illegible] যে [illegible] [illegible] এই দেশে [illegible] হইয়াছিলেন! মোগলেরা [illegible] [illegible] ইহাই [illegible] কারণ। [illegible] তাহার পুত্র, পৌত্র, [illegible] [illegible] রাজ্য [illegible]

নদী কাহাকে তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন ইহার একটি তালিকা প্রস্তুত করিতে আমাদিগের ইচ্ছা হইল। সেই তালিকাটি আমরা নিম্নে প্রদান করিতেছি। ইহা হইতে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, মুসলমান বাদসাদিগের একটি সুবিধা ছিল যাহা ইংরাজদিগের নাই। তাঁহারা অনেকগুলি বিবাহ করিতে পারিতেন। সুতরাং একজন বাদশাই এক জাত দিয়া অনেক সম্বন্ধ করিতে পারিতেন; অর্থাৎ একজন বাদসাই অনেকগুলি হিন্দু রাজাদিগকে আপনার লোক করিয়া ফেলিতেন। ইহাতে যে দেশসুদ্ধ লোক তাঁহাদিগের অনুগত হইয়াছিল তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি।

আকবর সর্ব্বশুদ্ধ আটটি বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নীগণের নাম নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে :—

১। সুলতান রাকিয়া বেগম। ইনি ৮৪ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিতা ছিলেন। ইঁহার কোন সন্তান ছিল না। ইনি সাজাহানকে মানুষ করিয়াছিলেন।

২। সুলতান সালিমা বেগম। বৈরামখাঁর পত্নী ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর আকবর তাহাকে বিবাহ করেন।

৩। জয়পুরের মহারাজা বিহারীমলের কন্যা এবং মহারাজা ভগবান দাসের ভগ্নী।

৪। আবদুল ওয়াসীর সুন্দরী পত্নী।

৫। যোধবাই। যোধপুর মহারাজার কন্যা। ইহার পুত্রের নাম জেহাঙ্গির। কিন্তু কোন মুসলমান ইতিহাসে ইহার নামের উল্লেখ নাই। একজন লেখক বলিয়াছেন—"আমাদিগের ... এই যে, যোধবাই ... নাম ... পাইবেন। ... মাতা ছিল। ... ইহার ... উল্লেখ ...

মুসলমানেরা হিন্দুদিগকে কাফের বলিয়া থাকে। সুতরাং তাহারা নরক ভিন্ন অন্য কোন স্থানের অধিকারী নহে। কিন্তু হামিল্টন সাহেব বলেন যে, যোধবাই আকবরের পত্নী ছিলেন না। তিনি জেহাঙ্গিরের রাজমহিষী ছিলেন। জেহাঙ্গিরের মাতা মহারাজা বিহারীমলের কন্যা।

৩। বিবি দৌলৎ শাদ।

৪। আরবজুলা খাঁ মোগলের কন্যা।

৫। খাণ্ডেস্‌ প্রদেশের মিরন মোবারক সাহার কন্যা।

আকবরের পাঁচ পুত্র এবং তিন কন্যা ছিল। জেহাঙ্গিরের অন্যূন ২৩টি বিবাহ ছিল। এই সকল পত্নীদিগের মধ্যে সাত জন হিন্দুরাজকন্যা। তাঁহাদিগের নাম দিতেছি।—

১। অম্বরের রাজা ভগবান দাসের কন্যা। উঁহার একটি কন্যা এবং একটি পুত্র জন্মে। কন্যার নাম সুলতানুন্নিসা বেগম, এবং পুত্রের নাম খসরু। ইনি বিষপান করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন।

২। বিকানিরের রাজা রায় কল্যাণমলের পুত্র রায় রায়সিংহের কন্যা।

৩। রাজা মালদেবের পুত্র উদয়সিংহের কন্যা। ইঁহাকে লোকে জগৎ গোঁসাইনী বলিয়া ডাকিত। ইনি বিখ্যাত সাহাজেহানের মাতা।

৪। রাঠোরের রাজা কেশবদাসের কন্যা। তাঁহার বহু বেগম বলিয়া তাহার এক কন্যা ছিল।

৫। মানসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র জগৎসিংহের কন্যা।

৬। জেসলমিরের রাওল ভীমের কন্যা। তাহাকে মালিকাই জেহান বলিয়া ডাকিত।

৫। রামচাঁদ বন্দোলার কন্যা।

ইঁহাদিগের পাঁচ পুত্র এবং দুই কন্যার নাম ইতিহাসে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত তাঁহার অন্য অনেকগুলি পুত্রকন্যা ছিল। তাহাদিগের নাম কোথাও উল্লিখিত নাই।

---

# অহিফেণ।

অহিফেণ কথাটী আপাততঃ সংস্কৃত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ইহা সংস্কৃত নহে, এবং অহিফেণ বলিয়া যে পদার্থটি আছে তাহাও ভারতের নহে। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইহা ঔষধ বলিয়া গ্রীক্‌দিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তাহার পর আরবেরা গ্রীকদিগের নিকট হইতে ইহার ব্যবহার শিক্ষা করিয়া পারস্য এবং ভারতবর্ষে উহা প্রচার করে। ইহার গ্রীক্ নাম ওপিয়ন। আরবেরা ইহাকে আফিউম্ করিয়া লইল এবং এদেশের বৈদ্যেরা অহিফেণ বলিয়া ইহার নামকরণ করিল। আফিউমের অনেকগুলি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গুণ ছিল বলিয়া ইহা দেশীয় চিকিৎসকদিগের নিকট অতিশয় আদরে গৃহীত হইয়াছিল। আক্‌বরের সময় রাজপুতদিগের মধ্যে ইহার ব্যবহার সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছিল, ইহা ইতিহাসপাঠে জানা যায়। কিন্তু মুসলমানদিগের আগমনের পূর্ব্বে এদেশে অহিফেণের নাম কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। যাঁহারা বলেন যে, ইহা একটী দৈব ঔষধ তাঁহারা না পড়িয়া পণ্ডিত; যেহেতু চরক এবং সুশ্রুতে ইহার নামগন্ধও পাওয়া যায় না। অধুনা শত শত বৎসর ধরিয়া অহিফেণ এখানে ঔষধ বা মাদক বলিয়া প্রচলিত আছে। সুরা গাঁজা, চরস, সিদ্ধি এ সকল ভারতবাসীর

[illegible] [illegible] [illegible] তো হইতে পারে। কিন্তু নহিলে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তুমি আমাদিগের পবিত্র [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] থাকিতেছি না। স্বর্গে দেবগণ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সকল [illegible] করিতেন এ কথা বলা যাইতে পারে। [illegible] [illegible] কোন্ গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, [illegible] [illegible] মহাদেব [illegible], [illegible] অহিফেন সেবন করিয়া [illegible] হইয়া থাকি- [illegible]। [illegible] সুরা [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] করেন না। তবে [illegible] তাঁহারা এক [illegible] [illegible]।

[illegible] এই যে, কতকগুলি প্রদেশ ভিন্ন ভারতবর্ষের [illegible] [illegible] অহিফেন [illegible] [illegible] বা [illegible] বলিয়া গৃহীত [illegible] [illegible], শিখ, আসামী এবং উড়িষ্যানিবাসী ব্যতীত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গ্রহণ করে নাই। [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] অধিকাংশ হিন্দু [illegible] এত তর্ক উঠিতেছে [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] উঠাইয়া দিবার জন্য সম্প্রতি [illegible] হইতে এক [illegible] [illegible]। তজ্জন্য একটি [illegible] [illegible] [illegible]। এই [illegible] হইতে আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতে [illegible] সাবাংশ গ্রহণ করেন, এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাহা চীনদেশে বিক্রয়ার্থ [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আছিল [illegible]। [illegible] [illegible]। [illegible] বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজেরা সেই [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] যে, তাহারা কোন মতে ইহাকে দেশে প্রবেশ করিতে দিতে পারিত না। একবার এমন হইল যে, তাহারা কত [illegible] অহিফেন সমূলে নষ্ট করিয়া ফেলে। এত বড় আস্পর্দ্ধা দেখিয়া ইংরাজেরা চীনের সঙ্গে ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। দুইবার [illegible] এইরূপ যুদ্ধ হইলে অবশেষে চীন বেচারারা পরাভব স্বীকার করিয়া ইংরাজপ্রেরিত অহিফেন লইতে বাধ্য হয়। তাহাদিগের সঙ্গে যে সন্ধিপত্র লিখিত হয় তাহাতে ইংরাজেরা অহিফেন পাঠাইবে এবং চীনেরা তাহা গ্রহণ করিবে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ ছিল। সেই দিন হইতে চীনদেশে অহিফেন সেবনের [illegible] আরম্ভ হয়, সেই দিন হইতে ঐ দেশের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হয়। কাহারও কিছু বলিবার ক্ষমতা নাই। খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক [illegible] পরাক্রান্ত খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী জাতি কেবল তরবারি, গোলা-[illegible] [illegible] লইয়া একটি সমগ্র জাতিকে উচ্ছন্ন করিতে পারেন [illegible] দৃষ্টান্ত কেবল ইংরাজেরা দেখাইতে পারিয়াছেন। [illegible] কি বলিতে পারেন? এই ব্যবসা হইতে গবর্ণমেন্টের [illegible] পাঁচ কোটি টাকা বাৎসরিক লাভ হয়। ইহা [illegible] একটি বৃহৎ আয়ের মূল। এখন যদি এই ব্যবসা উঠিয়া যায়, তাহা হইলে এই পাঁচ কোটি টাকা কোথা হইতে আসিবে? গবর্ণ-[illegible] নিজেই উত্তর দিতেছেন—ট্যাক্স বৃদ্ধি করিয়া। আমাদের [illegible] লোকেরা এই কথা শুনিয়া মহাভীত হইয়াছেন। সুতরাং অহিফেন ভগবানপ্রদত্ত, ইহা সর্ব্বব্যাধিনাশক,—[illegible] [illegible] দান করে, দুঃখকে বিনাশ করে, মূর্খকে [illegible] করে, [illegible] ধনী করে, এই [illegible] তাঁহারা উচ্চতানে [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন। জিজ্ঞাস্য এই—অহিফেন [illegible] কি [illegible]? ইহার উত্তর কেবল [illegible]।

এক্ষণে সেইটি তাহার প্রতিপূরণ কি প্রকারে হইবে আমরা এ সম্বন্ধে কোন উত্তর দিতে চাহি না। গবর্ণমেণ্টে অনেক বুদ্ধিমান্ লোক আছেন, তাঁহারা যেন ও কথার মীমাংসা করিতে পারেন। আমাদিগের কেবল এই জিজ্ঞাস্য অহিফেন হইতে ভাল মন্দ উৎপন্ন হয় কি না? এই প্রশ্নটির উত্তর দিয়াই আমরা নিশ্চিন্ত থাকিব। যদি ভাল মন্দ উৎপন্ন হয়, ভালই। নচেৎ ইহার পক্ষ সমর্থন করিয়া আমাদিগের কোন কথা বলিবার অধিকার নাই। অহিফেনের দুইপ্রকার ব্যবহার আছে—একটি ঔষধ বলিয়া, আর একটি মাদক বলিয়া। আবার মাদক বলিয়া ইহা দুই প্রকারে সেবিত হয়—প্রথমতঃ ভক্ষণ করিয়া, দ্বিতীয়তঃ ধূমপান করিয়া। ঔষধরূপে সাহিবেরা অনেকগুলি উপকার দর্শিতেছেন। উদরের রোগ, বহুমূত্র প্রভৃতি ব্যাধিতে ইহার মত ঔষধ আর নাই। কিন্তু মাদক বলিয়া কি ইহার কোন গুণ আছে? কেহ কেহ বলেন যে, সুরাপান অপেক্ষা অহিফেন সেবন অনেক গুণে ভাল। একথা শুনিলে আমাদের হাসি পায়। কেহ কি কখন বলেন যে, জলে ডুবিয়া মরা অপেক্ষা গলায় দড়ি দিয়া মরা অনেক গুণে ভাল? আমরা বলিব যে, দুইই মন্দ। ইহাদিগের মধ্যে তারতম্য নাই। কেহ কি জিজ্ঞাসা করেন—গলায় দড়ি দিতে গেলে নারিকেলের ছোবড়ানির্ম্মিত রজ্জু ব্যবহার করা ভাল, না অতিসূক্ষ্ম রেশমবোনা দড়ি ভাল? আমাদের উত্তর এই যে, মরণটা দুয়েতেই সমান। ইহাতে তারতম্যের বিচার নাই। যদি নেশা করাটাই মন্দ হয়, তাহা হইলে সুরাপান যেমন মন্দ, অহিফেন সেবনও তেমনি মন্দ। ইহাদের মধ্যে তারতম্য কি? এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, আইনটি অনৈতিক কি না। আমরা দেখিয়াছি যে, ইহা [illegible]

মাণে, প্রত্যহ চৌদ্দ গ্রেন খাইলে লোকেরা অকর্মণ্য হইয়া যায়। তাহাদিগের রাত্রে নিদ্রা হয় না, দিবসে কেবল তন্দ্রা আসে, মানসিক বল ও উদ্যম কিছুই থাকে না, এবং তাহারা ভীরু ও কাপুরুষ হইয়া পড়ে। শরীরে একটুমাত্র রোগ আসিলে অহিফেণসেবককে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে হয়। আর একটি প্রকৃত কথা এই যে, তাহারা একেবারে পুরুষত্বহীন হইয়া যায়। ডাক্তার বিচার্ড্স্ সাহেব বলিয়াছেন যে, যাহারা অধিক পরিমাণে অহিফেন সেবন করে তাহাদিগের সন্তানসন্ততি অধিক হয় না—এমন কি, একেবারেই হয় না। অনেকে ইন্দ্রিয় উত্তেজনা করিবার মানসে অহিফেণ ব্যবহার করে। কিন্তু অবশেষে তাহারাও পুরুষত্ব-হীন হয়। গুলি হাড়কালী একথা আমাদিগের দেশে প্রসিদ্ধ আছে। তবে কেন পাপের তারতম্য লইয়া আমরা মিথ্যা বাক্চাতুরী করি। যদি অহিফেণ এত অনিষ্টের মূল, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট যত শীঘ্র ইহার সংস্রব ছাড়িতে পারেন ততই ভাল। এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার আছে, বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

---

## স্বরলিপি।

ইমন—কাওয়ালী তাল।

এখনো তারে চোখে দেখিনি,
শুধু বাঁশি শুনেছি,
মন প্রাণ যাহা ছিল দিয়ে ফেলেছি।

শুনেছি মূরতি কালো,
তারে না দেখাই ভালো,
সখি বল, আমি জল আনিতে যমুনায় যাব কি ?
শুধু স্বপনে এসেছিল সে,
নয়ন কোণে হেসেছিল সে,
সে অবধি সই ভয়ে ভয়ে রই,
আঁখি মেলিতে ভেবে সারা হই।
কানন পথে যে খুশি সে যায়,
কদমতলে যে খুশি সে চায়,
সখি বল, আমি আঁখি তুলে কারো পানে চাব কি ?

{ না নাঃ -নঃ না ॥ রা -গাঃ -মগাঃ -রা । গা -পাঃ -মঃ পা ।
{ এ — — ম ॥ ন — — — । তা — — রে ।

। -া মগধা পা মপা । ( গা -রসা -া -া ) } ॥
। চো খে দে খি : ( নি — — — ) }

: গা -রা গা গমা । গা রগা রা সরা । সা -া -া -া ।
: নি — শু ধু । বাঁ শি শু নে । ছি — — — ।

। না পা রগমা মা । মা সা সা সা । সা র্সা না ধা ।
। ম ন প্রা ণ । যা হা ছি ল । দি য়ে ফে লে ।

। মপধা -পধপা -র্সা না । পা -রগমা মা মা ।
। ছি — — — । ছে — — ম ।

: রা -াঃ -নঃ -রা । গা পাঃ -মঃ পা । মা পমধা পা মপা ।
: ন — — — । তা — — রে । চো খে দে খি ।

। দা -না পা মা । পা রগা -া গা । মা -া -া -া ।
নি — ত ধ্ । বাঁ শী হে সে । ছি — — — ।

। র্সা -া -া র্সনা । {র্নর্সনা -র্সা -া -ননা ।
শু — — নে । {ছি — — — ।

। র্গা না র্সা না । (ধনধা -পা -মপা -পা । র্গা -র্সা -া র্সা)} ।
সু র ভি, সা । (লো — — — । ভ — — নে)} ।

। ধনা -পা মপা মা । গা মা না ধা । মপধা -পা পা পা ।
তো — তা রে । না দে খা তা । ন — য় নে ।

। না -পা -া রা । রনা -না -া সা । না না না না ।
ম — — ন । আ — — মি । ভ লো লি তে ।

। রা গা মা -পা । মা -পা -া -া । মপধা -পমা -পা -মা ।
ম ধু রা য় । মা — ব — । কি — — — ।

। পা -রগরা -সা রা । {গা রগা মা মা । পা -া -া -া ।
এ — — ধ । {শু ধু স্ব প । নে — — — ।

। গা রগা গা মা । পা -া -া -া । পা পা পা পা ।
। . . ছি . । সে — — — । স . . . ।

। জ্ঞপা -পধপা ^ম^পা -জ্ঞপা। গা ঋা গা ঋা।
। হে — — —। হে সে হি য়া।

। ( না -া -া -জ্ঞপা ) } । সা -া -া -া । গা গা পা মা।
। ( নে — — — ) } । নে — — — । সে অ না থি।

। ক্ষপা -ধপক্ষা -পা -া । ক্ষা পা ণা ধা।
। ন — — ই । ড রে ড রে।

। ক্ষপা -পক্ষা -পা -ক্ষপা। গা ঋগা ণা ঋা।
। [illegible] — — ই । আঁ খি মে লি।

। পা -া -া -ক্ষপা। গা ঋা ন্‌ ঋা। সা -া -া -া।
। জে — — — । চে বে দা দা। হ — — ই।

। ণা ণা পা ধা। { র্সা -া -া -া। র্সর্ণা র্ঋা র্সা ণা।
। ক [illegible] ন প। { হে — — —। নে খু শি, নে।

। র্সঋ র্সা -র্সা -া -ণা। ধণা র্সা ণা। ধণা -পা -া -ক্ষা।
। গা — — ন। ক দ ম্‌ ত। নে — — —।

। পক্ষা ধা ণা ক্ষা। ( ^ক্ষ^পা -া -া -পা। পা গা পা ধা ) । }
। হে ছু টী নে। ( চা — — [illegible]। বা ন [illegible] [illegible] ) । }

। পাক্ষপা পা ধা গা। ঋা -া -া ঋা। সণ্‌ -া -া সা।
। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] — — ন। [illegible] — — [illegible]।

[illegible]

[illegible] চা — — ব —

[illegible]

[illegible] — — — | এ — — [illegible]

# সাধনা।

## বুদ্ধদেবের পর্য্যটন এবং শিক্ষালাভ।

(বুদ্ধচরিত।)

সিদ্ধার্থ এখন একা হইলেন। পৃথিবীতে তাঁহার আর কেহ রহিল না। যত চলিলেন—সংসার, গৃহ, পরিবার, বন্ধু [illegible] সকলই দূরতর হইতে লাগিল। ঊনত্রিংশ বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। বিলাস, সম্ভোগ যাহা [illegible] হইবার ছিল সকলই তাঁহার হইয়াছিল। সর্ব্বপ্রকার সুখ [illegible] করিয়া শেষে সকল সুখকে নীরস বলিয়া তিনি অগ্রাহ্য করিলেন। সংসারে শান্তি নাই, এইজন্য তিনি এখন প্রকৃত শান্তির অনুসন্ধানে নির্গত হইলেন। কি জানি তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন কি না! তবে তিনি পৃথিবীতে একটা নূতন [illegible] করিবেন এই সম্বন্ধে তাঁহার মনে একটা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এই বিশ্বাসে উত্তেজিত হইয়া তিনি চলিলেন। কোথায় চলিয়াছেন, কোথায় যাইবেন, কিছুই জানেন না; কেবল বেগে চলিতে লাগিলেন। সাত দিন তিনি একটি আম্রবনে কাটাইয়াছিলেন। [illegible] আশ্রম ছিল। তৃতীয় আশ্রমটি [illegible] বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এই তিন [illegible] তিনি [illegible] পাইয়াছিলেন।

[illegible] তিনি বৈশালী নগরে উপস্থিত [illegible] পাটলিপুত্রের [illegible] পারে যে স্থান ছিল তাহাকে এখন হাজি- [illegible] হইতে কিঞ্চিৎ উত্তরপূর্ব্ব দিকে [illegible] দিনে বৈশালীতে পৌঁছান যাইত। বৈশালী [illegible] গ্রাম, তাহার এখনকার নাম [illegible] [illegible] উপরে স্থিত [illegible]। বৈশালীতে আরাড়কালাম [illegible] সন্ন্যাসী বাস করিতেন। তাঁহার আশ্রমে বুদ্ধদেব [illegible] করিলেন। এই ঋষির তিন শত শিষ্য [illegible] তাঁহার নিকট শিক্ষা [illegible] করিলেন। [illegible] তিনি [illegible] যে, আরাড়কালাম এরূপ [illegible] [illegible] তিনি আর তাঁহার নিকট থাকিতে [illegible] তিনি [illegible] পাইলেন যে, বৈশালী [illegible] হইতে [illegible] যোজন, অর্থাৎ ৪২ ক্রোশ [illegible] [illegible] এখান কপিলবস্তুর অতি নিকটে [illegible] উচিত নহে। [illegible] আমার সংবাদ [illegible] এখানে আসিয়া আমাকে গৃহে লইয়া যাইতে [illegible] গঙ্গা পার হইয়া [illegible] উচিত।" এই বলিয়া তিনি [illegible] ক্রোশ [illegible] [illegible] উপস্থিত [illegible] তখন পাটলিপুত্র [illegible] গঙ্গা পার হইয়া [illegible]-পূর্ব্বদিকে [illegible] [illegible] নগরের [illegible] রাজগৃহে উপস্থিত [illegible]।

[illegible] ভাবাতে ইহা [illegible] আছে। [illegible]

[illegible]

ছিল এবং এই স্থানেই শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগকে সঙ্গে লইয়া জরা-সন্ধকে মৃত্যুসদনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই জরাসন্ধের রাজভবনের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখা যায়। রাজগৃহকে পাঁচটি পর্ব্বতমালা প্রাচীরের ন্যায় বেষ্টন করিয়া আছে। ইহাদিগের নাম বৈভারগিরি, বিপুলগিরি, রত্নগিরি, উদয়গিরি এবং শোণগিরি।* নগরের চারিদিকে প্রস্তরময় প্রাচীরসকল নির্ম্মিত ছিল এবং উত্তর, দক্ষিণ পূর্ব্ব, পশ্চিম দিকে চারিটি প্রবেশদ্বার ছিল। ইহাদিগের অন্তর্গত একটি দুর্গও ছিল, তাহার ভগ্নাবশেষ আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। বিপুল-গিরির পাদতল দিয়া সরস্বতি বলিয়া একটি ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত হইত। সমুদয় স্থানটি অতিশয় মনোহর। চারিদিকে প্রস্তর ও [illegible] এবং পর্ব্বতমালার ভিতরে অগণ্য গুহা [illegible] নিজহস্তে নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই সকল গুহার মধ্যে অসংখ্য ঋষি বাস করিতেন। স্থানটি দেখিতে যেমন সুন্দর ছিল, চতুঃপার্শ্বস্থ পর্ব্বতশ্রেণীসকল তেমনি দুর্গম এবং হিংস্র জন্তুদিগের নিবাসভূমি ছিল। নগরের পূর্ব্বদিকস্থ রত্নগিরি হইতে পাণ্ডবগিরি বলিয়া একটি শাখা চলিয়া গিয়াছিল। তাহার পার্শ্বস্থিত একটি গুহার মধ্যে সিদ্ধার্থ আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া অবশেষে কমণ্ডলু ধারণ করিয়া সিদ্ধার্থ পূর্ব্বদ্বার দিয়া নগরে ভিক্ষা করিতে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্রই নরনারীগণ চমকিত হইল। এমন সুন্দরমূর্ত্তি তরুণ যুবক যুবা সংসার ত্যাগ করিয়া, ভিক্ষাভাণ্ড হাতে লইয়া, সন্ন্যাস লইয়াছেন—ইনি কে? ইনি কি ইন্দ্র না অন্য কোন

---

* [illegible]

কি দুঃখে সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া এস্থানে আগমন করিয়াছেন ? এই নগরবাসীর এইরূপ বলাবলি হইতে হইতে তাঁহার আগমন বার্তা রাজা বিম্বিসারের কর্ণে প্রবেশ করিল। বিম্বিসার নিজে অতিশয় বিস্মিত হইলেন *। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজভবনের ছাদ হইতে নবীন সন্ন্যাসীকে দেখিলেন। সিদ্ধার্থের রাজলক্ষণ-সকল দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইলেন। একজন ভৃত্যের হস্তে ভিক্ষাদ্রব্য দিয়া তিনি তাহাকে সিদ্ধার্থের নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং সন্ন্যাসী কোথায় গমন করেন এবং কি করেন ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত আনয়ন করিবার আজ্ঞা দিলেন।

সিদ্ধার্থ দ্বারে দ্বারে পর্যটন করিয়া ভিক্ষার সমুদয় পদার্থ প্রাপ্ত হইয়া নগরের পূর্বদ্বার দিয়া নিষ্ক্রমণ করিয়া অবশেষে পাণ্ডব-গিরির গুহা মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই স্থানে পূর্বদিকে মুখ করিয়া আহারের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তৎপরে খাইতে বসিয়া দেখিলেন যে, স্বহস্তে যে অন্ন পাক করিয়াছিলেন তাহা গ্রহণ করিতে রুচি নাই। এতদিন আশ্রমে থাকিয়া অন্যের হস্তে প্রস্তুত যে সকল খাদ্য তাহাই আহার করিয়াছিলেন। আজ তিনি নিজে পাক করিলেন। সেই রাজকুমারের আহার আর এই সন্ন্যাসীর প্রথম আহার—কত প্রভেদ! ভিক্ষান্ন যত দূর মন্দ হইতে পারে তাহা হইয়াছিল। সে অন্ন আহার করিতে তাঁহার রুচি হইবে কেন? অন্ন আর উদরস্থ হইল না। ইহা দেখিয়া তাঁহার কষ্ট এবং ভয়ও হইল—পাছে তাঁহাকে সংসারে ফিরিতে হয়। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে তাঁহার মনে কোথা হইতে এক বেদনা আসিয়া উপস্থিত হইল।

---

* এই স্থানে অনেক [illegible] মনোবিকার ছিলেন—মগধরাজ [illegible] [illegible]

তিনি লজ্জিত হইলেন এবং বলিলেন—"আমি ভিক্ষুকের বেশে লইয়া ভিক্ষুকের খাদ্যকে অবমাননা করিতেছি! ইহাই যে এখন হইতে আমার নিত্য আহার হইল। ইহাতে অরুচি হইলে কি হইবে। সুখ, সম্ভোগ, বিলাস, তোমরা দূর হও। মাংসপিণ্ডের প্রবৃত্তিগুলিকে আমি একেবারে পদদ্বারা দলন করিতেছি।" এই বলিয়া তিনি ভোজনপাত্র টানিয়া লইলেন। আর সে ঘৃণা রহিল না। এবার খাদ্যগুলি অতিশয় মিষ্ট বলিয়া বোধ হইল। সেই দিন হইতে তিনি খাদ্যদ্রব্যকে আর ঘৃণা করিতেন না।

বিম্বিসারের ভৃত্যগণ এই সকল ব্যাপার দর্শন করিয়া রাজভবনে প্রত্যাগমন করিয়া মহারাজকে সকল কথা নিবেদন করিল। রাজা তৎক্ষণাৎ রথারোহণপূর্ব্বক অনুচরবর্গকে সঙ্গে লইয়া পাণ্ডবগিরিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে সিদ্ধার্থকে দেখিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং তাঁহার নিকটে গিয়া বিনীতভাবে একপার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। সিদ্ধার্থের শান্তমূর্ত্তি দেখিয়া তিনি একেবারে মুগ্ধ। শেষে ভাবের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হে মহাত্মন্, আপনার রূপ দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, আপনি সামান্য লোক নহেন। আপনার শরীরে সকল রাজলক্ষণ বর্ত্তমান। আপনি কে, কোন্ দেশের লোক, কোন্ উচ্চ বংশ হইতে উদ্ভূত, এ সকল বিষয় জানিতে ইচ্ছা করি।" সিদ্ধার্থ বলিলেন—"মহারাজ, হিমালয়শ্রেণীর অনতিদূরে কোশল বলিয়া এক সমৃদ্ধিশালী দেশ আছে। তথায় শাক্য বলিয়া এক জাতি আছে। তাঁহারা সূর্য্যবংশীয়, ইক্ষ্বাকু তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষের নাম। আমি সেই জাতির [illegible]

... কিন্তু আমি সংসারের বন্ধন কাটিয়া সত্যের অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছি।" বিম্বিসার বলিলেন—"আপনার বিষয় আমি পূর্ব্বেই শুনিয়াছি। আপনি শুদ্ধোদন রাজার পুত্র সিদ্ধার্থ। আপনি পার্থিব দুঃখ দেখিয়া মুক্ত হইবার মানসে দেশবিদেশে পর্যটন করিতেছেন। আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আপনি আর অধিক ভ্রমণ না করিয়া এই স্থানে সাধনা করুন। কিন্তু প্রভু, যদি আপনার অভিপ্রেত না হয়, তাহা হইলে আমার ইহাই অনুরোধ যে, আপনি যখন বোধিরূপায় সিদ্ধ হইয়া বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবেন, তখন যেন আমার উপর কৃপা করিয়া প্রথমেই আমাকে মুক্তি দান করেন।" সিদ্ধার্থ এই কথায় সম্মত হইয়া প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহার নিকট বিদায় লইয়া রাজগৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন।

রাজগৃহ পরিত্যাগ করিয়া তিনি গৃধ্রকূট পর্ব্বত অভিমুখে গমন করিলেন। সেখানে তিনি প্রকৃত ঋষিদিগের আশ্রম দেখিতে পাইলেন। তিনি দেখিলেন যে, সেই সকল ঋষি ও ব্রহ্মচারীরা ঘোর তপস্যাচরণে সদানিযুক্ত। কেহ দিবারাত্র ঊর্দ্ধবাহু হইয়া কঠোর সাধনে নিমগ্ন—হস্তদ্বয় বিকল হইয়া গিয়াছে, তাহারা আর কার্য্য করে না। কেহ অগ্নি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া অসহ্য উত্তাপের মধ্যে তপস্যা করিতেছেন। কেহ মুষ্টি বহুদিন বদ্ধ রাখাতে কাহারও অঙ্গুলীর নখগুলি হস্ত-ভেদ করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। কেহ শাণিত লৌহ দ্বারা পঙ্কিল করিয়া শরীরকে নানাপ্রকারে নিপীড়িত করিতেছেন; কেহ কর্দ্দম ও ভস্ম দিয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিয়া রাখিয়াছেন এবং অনাহারে দিনান্ত পরিযাপন করিয়া জীবনের কঠোরতার পরিচয় দিতেছেন। কেহ বা ধ্যানমগ্ন হইয়া কেবল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঘোর তপস্যাতে নিযুক্ত আছেন। কেহ নিঃশ্বাস

...না বলিয়া সহস্র অনুষ্ঠান কল্পনা করেন। কেহ ...দিগের সহিত অতিশয় বিতর্ক মিশ্রিত করিয়া ... ক...। কেহ বা দর্শনসুখ না হয় বলিয়া চক্ষু উৎপাটি... ফেলিয়াছেন, মন্দ কথা না কহিতে হয় বলিয়া জিহ্বাকে কাটিয়া ফেলিয়াছেন এবং বিলাস বাসনা একেবারে বিনষ্ট ...বে বলিয়া অন্যান্য নানাপ্রকার অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। সিদ্ধার্থ ইহাদিগেরই নিকট শরণাগত হইলেন ইহাদিগের দৃষ্টান্ত দেখিয়া সেইরূপ ব্যবহারে উদ্যত হইলেন। তাঁহার আগ্রহ, কষ্টস্বীকার, সহিষ্ণুতা ও সাহসের ... দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল। তিনি তাহাদিগের মধ্যে মহাশ্রমণ বলিয়া অভিহিত হইলেন। কিন্তু এইরূপ উগ্র তপস্যা করিয়াও তিনি যাহা চাহিতেছিলেন তাহা পাইলেন না। এই সকল ঋষিদিগের মধ্যে এই ধারণা ছিল যে ... শরীরকে উৎপীড়ন করিলে আত্মা স্বাধীন হইয়া অবশেষে নিজধামে গমন করিবে; আত্মার নিজধাম ... ...লোক। এখানে বাসনা বিনাশ করিলে সেখানে ... বাসনার অগ্নি প্রজ্বলিত হয় এবং এখানে দুঃখসমূহ হইতে বঞ্চিত হইলে সেখানে সহস্র সুখের অধিকারী হওয়া যায়। ... ...য়া ব্রহ্মত্ব বা ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃষ্টরূপে সুখী হয়। সিদ্ধার্থ ভাবিলেন যে, তবে লোকে স্বর্গে বাসনা চরিতার্থ ... ...ন্য পৃথিবীতে বাসনার নির্বাণ করে। যদি পরলোকে ... ...থাকিল, তবে বাসনার ফল এই যে সকল দুঃখ ... ... তাহা হইলে দুঃখের বিনাশ কিরূপে হইবে? ... ...ত প্রকারে ... ... ...

কিন্তু নীচবংশ শকারের ইহা সহ্য হইবে কেন? সে ভগিনী-পতির বাহুগ্রহপরিপুষ্ট হইয়া কেবলমাত্র অত্যাচার বাসনা আশ্রয় করিয়াছে; এবং উজ্জয়িনীতে নিশাচর দুর্জ্জনদিগের অগ্রণী বলিয়াই তাহার খ্যাতি। সন্ধ্যার পর তাহার ভয়ে যুবতীগণের একাকিনী পথে বাহির হইবার যো ছিল না। বসন্তসেনাকে একবার সুবিধামত পাইলে শকার কি সহজে ছাড়ে?

দৈবক্রমে কামদেবায়তন উদ্যান হইতে বসন্তোৎসব দেখিয়া ফিরিতে বসন্তসেনার সে দিন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। তখন শকার দলবলে পথে বাহির হইয়াছে এবং পথ প্রায় জনশূন্য। সেই নির্জ্জন পথে একাকিনী পাইয়া শকার বিট ও চেটের সহিত বসন্ত-সেনার অনুগমন করিল। এবং নানাবিধ সম্বোধনে বসন্তসেনাকে দ্রুতগতি হইতে নিরস্ত হইবার জন্য বারবার অনুরোধ করিতে লাগিল। বিট সাধুভাষায় বসন্তসেনার নৃত্যপ্রয়োগবিশারদ চরণদ্বয়ের প্রশংসা করিয়া ও ব্যাধানুসারচকিতা হরিণীর সহিত উপমা খাটাইয়া কথাগুলি একটু সাজাইয়া গুছাইয়া বলে। এবং শকার অত্যন্ত কুৎসিৎ গ্রাম্য ভাষায় আপন দারুণ অন্তর্জ্বালা ব্যক্ত করিতে থাকে; এবং কখনও "রামভয়ে পলায়মানা দ্রৌপদীর" সহিত, কখনও বা "রাবণের কুন্তীর" সহিত তুলনা করিয়া বসন্ত-সেনাকে স্বীয় শয্যাসঙ্গিনী করিবার আশ্বাস দেয়। কিন্তু বসন্ত-সেনার গতিবেগ যখন কিছুতেই মন্দীভূত হইল না, তখন আদরা-চরণের পরিবর্ত্তে অজস্র কটুকাটব্য বর্ষিত হইতে লাগিল এবং শকার একবার তাঁহার কেশগুচ্ছ ধারণ করিলে ভীমসেন, জমদগ্নিপুত্র, কুন্তীসুত প্রভৃতির বলবীর্য্যও যে ব্যর্থ হইবে বারবার করিয়া এ কথা বসন্তসেনার কর্ণগোচর করা হইল।

কিন্তু [illegible] সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারে বসন্তসেনা ...

কথা শেষ হইতে না হইতে রদনিকাকে লইয়া মৈত্রেয় প্রবেশ করিলেন। চারুদত্ত দেখিলেন যে, যাহার অঙ্গে উত্তরীয় নিক্ষিপ্ত হইয়াছে সে রদনিকা নহে; কিন্তু যেই হোক্, ইহার অঙ্গে উত্তরীয় বড় শোভা পাইয়াছে।

'ছাদিতা শরদভ্রেণ চন্দ্রলেখেব দৃশ্যতে।"

মৈত্রেয় বসন্তসেনার পরিচয় দিয়া দিলেন। এবং কামদেবায়তনের কাহিনী ও রাজশ্যালকের দুর্ব্ব্যবহারের কথাও প্রকাশ করিয়া বলিতে ত্রুটি করিলেন না। চারুদত্ত কেবল বলিলেন—"অজ্ঞোঽহং সৌ" এবং উত্তরীয়নিক্ষেপের জন্য বসন্তসেনার নিকট অপরাধ স্বীকারপূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বসন্তসেনাও চারুদত্তের ন্যায় সম্ভ্রান্ত জনের গৃহে তাঁহার প্রবেশ অত্যন্ত অনুচিত কার্য্য হইয়াছে বলিয়া ক্ষমা চাহিলেন। ইহাই প্রণয় সূচনা। তাহার পর রাজপথে বিপদাশঙ্কায় বসন্তসেনা অলঙ্কারগুলি চারুদত্তের নিকট গচ্ছিত রাখিলেন। এবং পরিশেষে চারুদত্তই তাঁহাকে গৃহে রাখিয়া আসিলেন।

এইখানে মৃচ্ছকটিকের প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত হইল। এবং এই যে চারুদত্তের সহিত বসন্তসেনার সংস্পর্শ সূচিত হইল, দশ অঙ্কের মধ্য দিয়া বিবিধ বিপ্লবচক্রে ও বিচিত্র চিত্রে ইহাই ক্রমে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। রাজা-কবি শূদ্রক গণিকাকন্যার এই প্রণয়বন্ধনে উজ্জয়িনীর সাময়িক সমাজনাট্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এবং অঙ্কে অঙ্কে এই প্রণয়ঘটনার চতুর্দ্দিকে বিলাসী উজ্জয়িনীর সমগ্র বিলাস অনুলিপ্ত হইয়াছে।

উজ্জয়িনীর তদানীন্তন সমাজ চিত্রিত করিতে হইলে এই বিলাস ভিন্ন আর কিছুই নাই। গণিকা তখন নগরের শোভা বলিয়া গণ্য হইত এবং নৃত্যভরা তাহার ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক

ছিল। এবং এই দুই বিলাসের অনুগ্রহে উজ্জয়িনীতে চোরেরও অভাব ছিল না। রজনীতে রাজপথে নগরের রক্ষকেরা যেমন ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইত, গৃহস্থের প্রাচীরের ছিদ্রপথে সেইরূপ বহুসংখ্যক সুদক্ষ চোরেরও গতিবিধি ছিল। এবং বসন্তসেনার অলঙ্কারন্যাসের পর দরিদ্র চারুদত্তের ভবনেও চুরি হইল। চোর বসন্তসেনার অলঙ্কারগুলির একখানিও রাখিয়া গেল না, কেবল প্রাচীরগাত্রে বহুযত্নরচিত একটি দর্শনীয় ছিদ্রপথ রাখিয়া গেল। যে, প্রভাতে উঠিয়া চারুদত্ত ও প্রতিবেশীবর্গ চোরকে একবাক্যে গালি না দিয়া তাহার শিল্পনৈপুণ্যেরও প্রশংসা করিবার অবসর পান।

এই ঘটনায় চারুদত্তকে অত্যন্ত কাতর দেখিয়া মৈত্রেয় পরামর্শ দিলেন, যে, যখন সাক্ষী কেহ নাই তখন এই অলঙ্কারগুলির কথা অস্বীকার করিলেই চলিবে—তুমি অতিমাত্র ভাবিত হইও না। কিন্তু চারুদত্ত মিথ্যা বলিবার পাত্র নহেন। তিনি ভিক্ষা করিয়াও বসন্তসেনার গচ্ছিত ধন পরিশোধ করিবেন, তথাপি চরিত্রকলঙ্ককারক মিথ্যার শরণাপন্ন হইবেন না।—পত্নী ধূতা এই সংবাদ শ্রবণে অচিরে মৈত্রেয়কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। এবং চারুদত্ত পাছে স্ত্রীর ধন লইতে কুণ্ঠিত হয়েন, রত্নষষ্ঠী ব্রত উদ্‌যাপনচ্ছলে ব্রাহ্মণ মৈত্রেয়কে রত্নমালা দান করিয়া স্বামীর সম্ভ্রম রক্ষা করিলেন।

চারুদত্তের আদেশে মৈত্রেয়ই বসন্তসেনা সমীপে সেই রত্নমালা লইয়া গেলেন। বসন্তসেনার প্রকাণ্ড আটমহল পুরী। সম্মুখেই গগন স্পর্শ করিয়া দন্তিদন্তনির্মিত তোরণ উঠিয়াছে এবং বিচিত্র পতাকাবলী নিয়ত বায়ুবেগে সঞ্চালিত হইয়া তোরণশীর্ষ-সমূহের শোভা সম্পাদন করিতেছে। নিম্নে স্বনির্মিত [illegible]

তোরণের উপরে চূতপল্লবরম্য স্ফাটিক মঙ্গলকলসসমূহ সুসজ্জিত ; এবং দুর্ভেদ্য কনককপাট দারিদ্র্যকে সেই বিলাসপুরী হইতে নিত্য দূরে রক্ষা করে। ভিতরে প্রবেশ করিয়া বিবিধরত্নপ্রতি-বদ্ধ কাঞ্চনসোপানশোভিত শুভ্র প্রাসাদশ্রেণী দর্শকের নয়ন ঝল-সিয়া দেয়। দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে গো-মহিষ-অশ্বশালা। শত শত পরিচারক দিবারাত্রি এইসকল হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ জীবগণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত। তৃতীয় প্রকোষ্ঠে কুলপুত্রগণের উপবেশন নিমিত্ত বহু-বিধ আসন ; কোথাও মণিময় গুটিকাযুক্ত পাশকপীঠ, কোথাও বা পাশকপীঠোপরি অর্দ্ধপঠিত পুস্তক অনাবৃত পড়িয়া রহিয়াছে ; এবং সদসন্ধিবিগ্রহচতুর গণিকা ও বৃদ্ধ বিটগণ বিবিধবর্ণবিলিপ্ত চিত্রফলকহস্তে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। চতুর্থ প্রকোষ্ঠে [illegible]তাড়িত গম্ভীর মৃদঙ্গধ্বনি, [illegible]করবিক্ষতমধুর বংশীরব ও কামিনীগণের নূপুরশিঞ্জনসহ তালে তালে নৃত্য। কোথাও নাট্য-পাঠ হইতেছে, কোথাও গণিকাদারিকাগণ বিবিধ দেহভঙ্গী ব্যক্ত করিতেছে। এবং গবাক্ষে সলিলগর্গরীসকল বাতপ্রবাহে শীতল হইতেছে। পঞ্চম প্রকোষ্ঠে হিঙ্গুগন্ধসুরভিত রন্ধনশালা—যেন সে পথ দিয়া বিবিধ মাংস ও পায়সাদির লোভে মৈত্রেয়ের [illegible] হইয়া উঠিল এবং নিমন্ত্রণলাভের বৃথা আশায় মন চঞ্চল হইতে লাগিল। ষষ্ঠ প্রকোষ্ঠের তোরণ স্বর্ণনির্ম্মিত এবং [illegible] নীলমণিপরিশোভিত। উজ্জয়িনীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীগণ বৈদূর্য্য মৌক্তিক প্রবালক পুষ্পরাগ ইন্দ্রনীল পদ্মরাগ মরকত প্রভৃতি [illegible] পরীক্ষা ও অলঙ্কারনির্ম্মাণ করিতেছে। কোথাও [illegible] চলিয়াছে; দাসীগণ কর্পূরসুবাসিত তাম্বূল বিতরণ করিতেছে ; [illegible] বিলাসের বিরাম নাই। সপ্তম প্রকোষ্ঠে [illegible]

[illegible]

প্রবেশ করিলে তাঁহার বৃদ্ধা জননীটিকে মৈত্রেয়ের সময়ে কিছু তেই বাহির দেখিতেন না। একেবারে নৃত্যগীত শালা উপর [illegible] অপরীগণের সর্ব্বদা সমাদৃত চারু যৌবনের মধ্য দিয়া মৈত্রেয়কে বসন্তসেনার বৃক্ষবাটিকায় লইয়া যাইতেন—যেখানে যুবতীগণের নূপুর পাদতলে অশোকতরু মুকুলিত হইয়া উঠে এবং যেখানে পাদপশাখা হইতে বিলম্বিত দোলায় বসিয়া [illegible] পুষ্পকুঞ্জের তালে তালে বসন্তসেনা যৌবনের আনন্দোৎসব অনুভব করেন।

সেইদিন প্রত্যেকের পর এই বৃক্ষবাটিকা। চেটী মৈত্রেয়কে বাগানে সেইখানে লইয়া গেল। বসন্তসেনা সেইখানেই ছিলেন। [illegible] সমাপনাতে মৈত্রেয় বলিলেন, [illegible] চারুদত্ত দ্যূতক্রীড়ায় আপনার গচ্ছিত অলঙ্কারগুলি হারাইয়া তৎপরিবর্তে এই রত্নমালা প্রেরণ করিয়াছেন। বসন্তসেনা অলঙ্কারগুলির সন্ধান পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন। তাঁহারই পরিচারিকা মদনিকার প্রণয়ী শর্ব্বিলক নামক এক ব্রাহ্মণসন্তান প্রণয়িনীকে [illegible] দাসীত্ব হইতে মুক্ত করিতে এই কার্য্য করিয়াছে, এবং এই ঘটনা প্রকাশ হইবার পর মদনিকাকে তিনি শর্ব্বিলকের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু মৈত্রেয়কে সে কথা না বলিয়া, রত্নমালা গ্রহণপূর্ব্বক, প্রদোষে চারুদত্তের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন বলিয়া বিদায় করিলেন।

মৈত্রেয় গিয়া চারুদত্তকে সমস্ত বলিলেন। এদিকে [illegible] বিদ্যুতের ছটা দিয়া যথাসময়ে ছাতা মাথায় দিয়া বসন্তসেনা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমস্ত রজনী [illegible] বর্ষা [illegible] না—বিশেষতঃ যখন এমন একটি প্রেমিক [illegible] লাভ [illegible] ছি। [illegible] নানা [illegible]

অশনি বর্ণনা করিয়াছেন এবং শূদ্রক বর্ষাবর্ণনায় একদিকে সোৎকণ্ঠ চারুদত্ত ও অন্যদিকে অভিসারিকা বসন্তসেনার মনে প্রকৃতিকে যে মূর্ত্তি করিয়া তুলিয়াছেন। এবং বিদ্যুৎ যখন জলদকে ঘন ঘন আলিঙ্গন করিতে লাগিল, কবি আর থাকিতে পারিলেন না—চারুদত্ত ও বসন্তসেনাকে পরস্পরের গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া অঙ্কশেষ করিলেন।

"ভবতু দুর্দিনং নিরন্তরধারং শতহ্রদা স্ফুরতু।
অস্মদ্বিধদুর্লভা যদহং প্রিয়য়া পরিষ্বক্তঃ॥"

কিন্তু রাত্রি প্রভাত হইল। চারুদত্ত ভৃত্য বর্দ্ধমানককে শকট ঠিক করিয়া বসন্তসেনাকে পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে লইয়া যাইতে বলিয়া গিয়াছেন। বসন্তসেনা গাত্রোত্থান করিয়া ধূতা দেবীর সংবাদ লইলেন:—

বস। অবি সঅলপি চারুদত্তস্স পরিজণো।
চেটী। সংচিট্ঠদি।
বস। কদা?
চেটী। জহিং অজ্জুআ গমিস্সদি।
বস। তদো মএ পাপং সন্তপ্পিদব্বং।১

তদনন্তর তিনি আর্য্যা ধূতার নিকট এই বলিয়া সেই রত্নাবলী পাঠাইয়া দিলেন যে, আমি চারুদত্তের গুণনির্জ্জিতা দাসী, আপনারও দাসী, অতএব এই রত্নাবলী যোগ্য কণ্ঠে ন্যস্ত হউক।

ধূতা বলিয়া পাঠাইলেন—তাহাও কি হয়? আর্য্যপুত্র প্রসন্ন-

১ বস। চারুদত্তের পরিজন কি সকলে হইয়াছেন?
চেটী। সকলে রহিয়াছেন।
বস। কখন?
চেটী। যখন আর্য্যা ধূতা যাইবেন।
বস। তবে আমাকেও এখন যাইতে হইবে।

যে তাহা আপনাকে দান করিয়াছেন তাহা আমি লইব কেন? আর্য্যপুত্রই আমার একমাত্র আভরণ।

এমন সময় রদনিকা রোহসেনকে লইয়া প্রবেশ করিল। রোহসেন মৃৎশকটিকার পরিবর্ত্তে স্বর্ণশকটিকা লইয়া খেলা করিতে চায়। দাসী তাহাকে বুঝাইতেছে যে, তোমার পিতার আবার ধন হউক, সকলি হইবে। বসন্তসেনা চারুদত্তের পুত্রকে বাহু প্রসারণপূর্ব্বক ক্রোড়ে লইলেন। এবং বালক স্বর্ণশকটিকার জন্য কাঁদিতেছে শুনিয়া স্বীয় অলঙ্কারগুলি খুলিয়া দিলেন—ইহার দ্বারা তুমি স্বর্ণশকটিকা প্রস্তুত করাইয়া লইয়ো।

শূদ্রক বসন্তসেনাকে বরাবরই নারীহৃদয়ের এই স্বাভাবিক সৌকুমার্য্যে বিভূষিত করিয়াছেন। এ স্নেহ গণিকাসুলভ নহে—নারীহৃদয়ের অতি গভীর তল হইতে ইহা উৎসারিত। রোহসেনকে দেখিয়াই চারুদত্তগতপ্রাণার হৃদয়ে মাতৃস্তনে ক্ষীরসঞ্চারের ন্যায় এই অনির্ব্বচনীয় বাৎসল্য সঞ্চারিত হইয়াছে। প্রিয়জনের পরিজনবর্গকেও প্রেম এমনি আপনার করিয়া তোলে।

কিন্তু শকট সুসজ্জিত। আর বিলম্ব করা চলে না। বর্দ্ধমানক চেটীকে দিয়া সংবাদ পাঠাইল যে, বসন্তসেনার জন্য পক্ষদ্বারে গাড়ী অপেক্ষা করিতেছে। বসন্তসেনা আর একটু অপেক্ষা করিতে বলিলেন—তখনও তাঁহার প্রসাধনক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই। বর্দ্ধমানক যানের আচ্ছাদন ফেলিয়া আসিয়াছিল, তাড়াতাড়ি তাহা ঠিক করিয়া আনিতে গেল। ইতিমধ্যে বসন্তসেনা আসিয়া শকটে উঠিয়া বসিলেন। কিন্তু দৈবক্রমে সে শকট চারুদত্তের নহে, তাহা রাজশ্যালক সংস্থানকের।

চারুদত্তের শকটও শূন্য গেল না। তাহাতে আর্য্যক নামে এক রাজবিদ্রোহী গোপপুত্র উঠিয়া বসিয়াছে। সে নগরে

[illegible] [illegible] অভ্যুত্থান করিবার জন্য উত্তেজিত হইয়া [illegible] লাগিয়াছিল। লোকমুখে একটা ভবিষ্যদ্বাণী রটিয়া গিয়াছিল [illegible], উজ্জয়িনীর [illegible] সিংহাসনচ্যুত করিয়া তৎপদে [illegible] গোপপুত্র অভিষিক্ত হইবেন। এই [illegible] [illegible] রটনার ফলে অসন্তুষ্ট প্রজাবর্গের অনেকেই গোপনে [illegible] [illegible] হইয়াছিল। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] বসন্তসেনাকে নামাইয়া লইতে [illegible] না। [illegible] তাহাতে বিস্মিত হইলেন।

[illegible] নিগড়বদ্ধং [illegible]
[illegible]
[illegible] এবং [illegible]
[illegible] নিগড়মেকং [illegible] মহাত্মা।"

[illegible] বলিলেন, "ভতঃ কো ভবান্?"—[illegible] [illegible] [illegible] দিলেন। [illegible] বলিলেন,

"[illegible] চতুর্বিধ [illegible]
[illegible] নচু [illegible] শরণাগতম্॥"

এবং তাঁহার নিগড় অপনীত করাইয়া দিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দৃষ্টির বাহিরে নিরাপদ স্থানে [illegible] [illegible]।

এদিকে বসন্তসেনা পড়িলেন শকারের হাতে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ভিতর [illegible] ছিল [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লাগিয়াছে। [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]

---

[illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] উপনীত হইয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

বসন্তসেনা বিটের শরণাপন্ন হইলেন। বিট তাঁহার কথা প্রকাশ করিল না। বরঞ্চ যাহাতে শকার অবগুণ্ঠন ছাড়িয়া পলায়ন করে তজ্জন্যে চেষ্টা করিল। কিন্তু যাজ্ঞশ্যালক গাড়ী ছাড়িয়া পদব্রজে যাইতে রাজি হয় না। তখন অগত্যা বসন্তসেনার কথা প্রকাশ হইল। শকার একেবারে তাঁহার চরণে পড়িয়া আরম্ভ করিল,

"এশে পডেমি চলণেশু বিশালণেত্তে
হত্থঞ্জলিং দশণহে তব শুদ্ধদন্তি।
জং চ মএ অবকিদং মদণাতুলেণ
তং খম্মিদাশি বলগত্তি তব ম্হি দাশে॥"[১]

কিন্তু বসন্তসেনা আহতা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন; তখন শকার ক্রুদ্ধ হইয়া বিটকে বলিল, এই স্ত্রীলোকটাকে মারিয়া ফেল। বিট সম্মত হইল না। বলিল যে, নগরের শোভা কুলকামিনীসদৃশা প্রণয়বতী এই তরুণী নিরপরাধাকে হত্যা করিয়া পরলোকনদী উত্তীর্ণ হইব কিরূপে?

শকার উত্তর করিল, আমি তোমার ব্যবস্থা করিব। এখানে হত্যা করিলে কে দেখিবে?

বিট বলিল, দেখিবে অনেকে,

"পশ্যন্তি মাং দশদিশো বনদেবতাশ্চ
চন্দ্রশ্চ দীপ্তকিরণশ্চ দিবাকরোঽয়ম্।
ধর্মানিলৌ চ গগনঞ্চ তথান্তরাত্মা
ভূমিস্তথা সুকৃতদুষ্কৃতসাক্ষিভূতা॥"[২]

---

১ হে বিশালনেত্রে, তোমার চরণে পতিত হইলাম, [illegible] অঞ্জলি, তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। [illegible] তাহা [illegible] ক্ষমা করিতেছি—হে বরগাত্রি, [illegible]

[illegible] দশদিক্, বনদেবতাগণ, চন্দ্র, দিবাকর, [illegible] সাক্ষী [illegible] ভূমি।

শকার বলিল, তবে বস্ত্রের পালা আবৃত করিয়া হত্যা কর—কেহ দেখিতে পাইবে না।

বিট স্থির থাকিতে পারিল না—"মূর্খ অপধ্বস্তোঽসি" বলিয়া গালি দিয়া চলিল।

তখন শকার চেটকে এই হত্যাকাণ্ড সম্পাদনার্থে আদেশ করিল। সেও প্রভুবাক্য পালন করিতে অসম্মত হইল।

শকার বলিল, তবে আমি স্বহস্তেই ইহাকে বিনাশ করি।

বিট তাহাতে বাধা দিল। বলিল, খবরদার, আমাদের সম্মুখে স্ত্রীহত্যা করিয়া তুমি কখনও নিষ্কৃতি পাইবে না।

বিপদ দেখিয়া শকার পুনরায় আদলশাহতের ন্যায় বসন্তসেনাকে "বাস্ বাসু" সম্বোধন করিতে লাগিল। বিট ও চেট এই ভান দেখিয়া প্রস্থান করিল। এবং তখন শকার নির্ভয়ে বসন্তসেনার গলা টিপিয়া ধরিল। চারুদত্তের নাম গ্রহণ করিতে করিতে তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। মৃতা ভাবিয়া শকার তাঁহাকে ফেলিয়া পলায়ন করিল। এবং ধর্ম্মাধিকরণে গিয়া চারুদত্তের নামে এই হত্যাভিযোগ উপস্থিত করিল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে শ্রেষ্ঠিকায়স্থসহ অধিকরণিক বিচার করিতে বসিলেন। অনেক সাক্ষ্যপ্রমাণাদি গৃহীত হইল। বসন্তসেনার মাতা আসিয়াও রাজশ্যালকের কথার অনুকূলে সাক্ষ্য দিল। বিস্তর বিচারবিতর্কের পর অধিকরণিক চারুদত্তকেই অপরাধী সাব্যস্ত করিলেন। এবং তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ জারি হইল।

এদিকে বসন্তসেনাকে মৃতপ্রায় অবস্থায় পতিত দেখিয়া একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু নিকটস্থ বিহারে লইয়া গিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।—বৌদ্ধধর্ম্ম উজ্জয়িনীতে তখনও প্রবল ছিল

নি। বোধ হয়। এবং তদানীন্তন নাটকাদিতে শিবের নামে নান্দী থাকিলেও বৌদ্ধদিগের প্রতি বিশেষ একটু সহানুভূতি দৃষ্ট হয়—আমাদের ভিক্ষু বসন্তসেনাকে দেখিয়াই চিনিয়াছেন—ইনিও বুদ্ধেরই একজন শরণাগতা। ভিক্ষুটিও বসন্তসেনার পরিচিত—নাম সংবাহক। বসন্তসেনা এক সময়ে ইহাকে স্বীয় অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া দ্যূতাধ্যক্ষের ঋণ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন এখন এই ভিক্ষুর সেবা শুশ্রূষায় তিনি মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধৃত হইলেন।

এইরূপে কখনও পারিবারিক শান্তির চিত্র, কখনও গণিকালয়, কখনও দ্যূতশালা, কখনও সন্ধিচ্ছেদ, কখনও ধর্ম্মাধিকরণ, কখনও বৌদ্ধ বিহার, কখনও শ্রমণক, কখনও বা রাজশ্যালক, নানা চিত্রের মধ্য দিয়া মৃচ্ছকটিকের আখ্যায়িকা অগ্রসর হইয়াছে। সকল চিত্রগুলি চিত্ররূপে পরিস্ফুট করিয়া দেখান আমাদের ক্ষুদ্র স্থানে অসম্ভব। তৃতীয় অঙ্কে সামান্য চৌর্য্যঘটনা লইয়া মৃচ্ছকটিককার কতগুলি চিত্র দিয়াছেন! দ্বিতীয় অঙ্কে সংবাহক ও মাথুরের দ্যূতদৃশ্যে দ্যূতশালার কত চিত্র আছে! এমন কি দশমে উজ্জয়িনীসমাজের ছোট বড় চিত্র কি যে না বর্ণিত হইয়াছে বলা কঠিন। এবং এই সমস্ত ঘটনা ও চরিত্রচিত্রাবলী দশম অঙ্কের বধ্যভূমিতে গিয়া সম্মিলিত হইয়াছে। সেখানে চণ্ডালেরা চারুদত্তকে শূলে দিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় সহসা কোথা হইতে জীবিতা বসন্তসেনা আসিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড রহিত করিলেন। দুন্দুভিরবে চতুর্দ্দিকে পুরাতন রাজার সিংহাসনচ্যুতি ঘোষিত হইল। আর্য্যক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। শকার চারুদত্তের পায়ে লুটাইয়া পড়িল। চারুদত্তের অনুরোধে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। আমাদের বসন্তসেনা চারু-

[illegible] গৃহীত হইলেন। ধূতা দেবী তাঁহাকে সাদরে ভগিনী বলিয়া লইলেন। সংবাহক সর্ববিহারের কর্তৃত্ব লাভ করিলেন। এবং সর্বত্র শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।—এই বধ্যভূমিতে সমস্ত [illegible] মৃচ্ছকটিকের উপযুক্ত উপসংহার।

---

# নিহিলিষ্ট-তত্ত্ব।

বর্তমান কালে যুরোপের রাজনৈতিক অরণ্যে কতকগুলি গুপ্ত বিপ্লবকারী দস্যু স্থানে স্থানে আড্ডা গাড়িয়াছে; ইহাদের মধ্যে [illegible] নিহিলিষ্ট ও সোশিয়ালিষ্ট সম্প্রদায় প্রধান। কোথাও কিছু নাই, মধ্যে হইতে ইহাদের একজন এমন এক গর্জন করিয়া বসে যে মুহূর্তের মধ্যে চতুর্দিকে মহা হুলস্থূল পড়িয়া যায় এবং তাহার প্রতিধ্বনিতে সমগ্র যুরোপের কানে তালা লাগে, সমুদ্র অতিক্রম করিয়া তাহার দুই একটি ক্ষীণ ধ্বনি যে আমাদের কর্ণকুহরেও প্রবেশ করে না, এমন নহে। অতএব এরূপ অবস্থায় নিহিলিষ্টসম্প্রদায় সম্বন্ধে যদি কোন তথ্য জানিতে পারা যায়, তবে আশা হয় যে, বঙ্গীয় পাঠকমহলে তাহা কিঞ্চিৎ কৌতূহলজনক হইবে।

কিছুদিন পূর্বে কোন ইংরাজী পত্রিকায় ফিলিপস্ নামক জনৈক সাহেব নাহিলিষ্টসম্প্রদায় সম্বন্ধে দুই একটি কথা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "লণ্ডনপ্রবাসী অনেক বন্ধুবান্ধবের নিকট হইতে আমি নিহিলিষ্ট সম্প্রদায় সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। বন্ধুদের নিকট নিহিলিষ্ট, এবং [illegible] আমাদের [illegible]; [illegible]

রহস্য সম্বন্ধে আমি অবশ্য তাঁহাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি নাই এবং জিজ্ঞাসা করিলেও তিনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতেন না, কিন্তু নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের সাধারণ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি কোন কথা গোপন করেন না।”

অনেকের বিশ্বাস নিহিলিষ্টরা নিরীশ্বরবাদী, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে তাহা নহে। যে কোন ব্যক্তি, তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস যাহাই হউক না কেন, ইচ্ছা করিলেই নিহিলিষ্টদলভুক্ত হইয়া এই সম্প্রদায়ের গুপ্তমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে পারেন। এজন্য তাঁহার পূর্ব্বের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করা আবশ্যকীয় নহে; তবে তাঁহাকে ইহা স্বীকার করিতে হইবে, যে, মনুষ্যজাতির কল্যাণের জন্য প্রয়োজন হইলে তিনি শুধু ধর্ম্মবিশ্বাস কেন, জীবনের অবলম্বনীয় সমস্ত বস্তুই ত্যাগ করিবেন। নিহিলিষ্টরা এক অর্থে নাস্তিক বটে, কারণ, পরমেশ্বরের চৈতন্যস্বরূপ সত্তায় ইহাদের বিশ্বাস নাই; যদিই বা ইহারা তাঁহার সত্তা স্বীকার করে, তথাপি পার্থিব ঘটনাবৈচিত্র্যে যে, তাঁহার কোন হাত আছে এ কথা ইহারা কিছুতেই স্বীকার করিবে না। ইহাদের বিশ্বাস মনুষ্য-জীবনের প্রত্যেক কার্য্য মনুষ্যেরই আয়ত্তাধীন। একজন বিশ্বাসী খৃষ্টান নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত হইলে তাঁহাকে অবশ্যই বিশ্বাস করিতে হইবে যে, বর্ত্তমান যুগে পরমেশ্বর এ পৃথিবীর ব্যাপারে আর হস্তক্ষেপ করেন না, এইজন্য যদি আমরা এমন কোন কাজ করি যাহা প্রথমদৃষ্টিতে অপকারী হইলেও তাহার শেষফল মঙ্গলজনক হইতে পারে, তবে সেই কার্য্যসাধনের জন্য যে-কোন মানবীয় বা ঐশ্বরিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে আমাদের অধিকার আছে। মনুষ্যসমাজকে দুর্গতির হস্ত হইতে রক্ষা করাই নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের মূলমন্ত্র। ধর্ম্ম, রাজনীতি, [illegible]

রীতি, নীতিবিদ্যা প্রভৃতি সম্বন্ধীয় কোন যুক্তিতর্কের ভিতরই ইহারা আসিতে চাহে না; এমন কি, "উদ্দেশ্য পালনের" জন্য অলিক মনুষ্যজীবনকেও ইহারা নগণ্য জ্ঞান করে। নিহিলিষ্টদিগের পূর্ণ বিশ্বাস এই যে, পৃথিবী দুঃখদারিদ্র্য ও অত্যাচারে পরিপূর্ণ, অতএব এই পৃথিবীর সংস্কার অবশ্য প্রয়োজনীয়। যদি তাহাদের বুঝাইতে যাওয়া যায় যে, এখন পৃথিবী যে অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে তাহা কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক নিয়মের ফলমাত্র, তাহা হইলে তাহারা এই সকল নিয়মকে পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিগণের কপোলকল্পিত বিধান বলিয়া নির্দেশ করিবে।

নিহিলিষ্টদিগের প্রথম কর্ত্তব্য মনুষ্যজাতির দুঃখ দূর করা। একজন নিহিলিষ্ট তাঁহার পিতামাতা এবং পরিবারবর্গের একমাত্র আশ্রয় হইতে পারেন, কিম্বা তিনি তাঁহার বন্ধুবর্গকে প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর জ্ঞান করিতে পারেন, কিন্তু মনুষ্যজাতির প্রতি কর্ত্তব্য তাঁহার শ্রেষ্ঠতম ব্রত। যে ব্যক্তি স্ত্রীপুত্র, পিতামাতা, ভ্রাতাভগিনী এবং আত্মীয় বন্ধুবান্ধবকে সমগ্র মানবসমাজ অপেক্ষা অধিক ভালবাসে নিহিলিষ্টদিগের মতে জীবন সম্বন্ধে তাহার কোন জ্ঞান নাই, এবং তাহার জীবনধারণও নিরর্থক। কোন্ উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক কার্য্য আরম্ভ করিলে এই পৃথিবীর বর্ত্তমান দুরবস্থা দূর হইতে পারে নিহিলিষ্টগণ তাহা নির্দ্ধারণের জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত নহে। তাহাদের লক্ষ্য, যেমন করিয়াই হোক্ কার্য্যোদ্ধার করা চাই; এজন্য অগ্নিকাণ্ড, নরহত্যা হইতে আরম্ভ করিয়া সংবাদপত্রে আন্দোলন এবং সভাস্থলে বক্তৃতা পর্য্যন্ত কার্য্যোদ্ধারের সকল প্রকার উপায়কেই ইহারা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করে। সমস্ত উপায়ই প্রশংসনীয় এবং অবলম্বনীয় যদি তাহাতে কিছুমাত্রও ফললাভ হয়।

ফিলিপ্স্ সাহেব বলেন, যৌক্তিকতাবলম্বীদিগের সহিত নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। পরকাল সম্বন্ধে ইহারা সম্পূর্ণ উদাসীন, সুতরাং ইহাদের মৃত্যুভয় নাই। মনুষ্য জাতির মঙ্গলের জন্য যথাকর্ত্তব্য সংসাধন করাই ইহাদের ইহ-জীবনের চরম লক্ষ্য। পৃথিবীর যে অবস্থা ইহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে মৃত্যুকালে যদি তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন্নত অবস্থা দেখিতে পায় তাহা হইলেই ইহাদের পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার হইবে। ইহারা বলে শুদ্ধ স্বার্থপর লোককে প্রলোভিত করিবার জন্যই পরলোকে পুরস্কার অথবা দণ্ডবিধানের বিধি কল্পিত হইয়াছে।

নিহিলিষ্টগণ বলে, যে সকল সম্প্রদায়ের উচ্ছৃঙ্খল মত অনেক সময় পৃথিবী কলঙ্কিত করিয়াছে নিহিলিষ্ট সম্প্রদায় সেরূপ কোন মতের অনুমোদন করে না। একজন অতি উদ্যমশীল নিহিলিষ্ট কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্র, অনুরক্ত স্বামী, স্নেহময় পিতা, এবং বিশ্বস্তহৃদয় বান্ধব হইতে পারেন, তাঁহার প্রকৃতি অতি দয়ালু হইতে পারে, এবং নরহত্যা দূরের কথা কাহাকেও সামান্য যন্ত্রণা দিতেও তাঁহার হৃদয়ে কষ্ট অনুভব হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু যদি তাঁহার "উদ্দেশ্য সাধনের" জন্য প্রয়োজন হয় তবে তাহাকে হৃদয় হইতে এই সকল প্রবৃত্তি মুহূর্ত্তের মধ্যে নির্ব্বাসিত করিতে হইবে। বিশ্বাস যেমন ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ, আচার তাহার আনুষঙ্গিক নিয়মমাত্র; সেইরূপ উদ্দেশ্যসাধনই ইহাদের জীবনের একমাত্র ব্রত, জীবনের অন্যান্য কর্ত্তব্য প্রবহমান জীবনস্রোতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্বুদমাত্র।

সুতরাং নিহিলিষ্টগণ যে একটি দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মনীতি-সম্প্রদায় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই. উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ইহারা

জীবনের কোন স্বদৃঢ় বন্ধনই গ্রাহ্য করে না এবং পার্থিব অন্য কোন চিন্তাকেই প্রধান বলিয়া মনে করে না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ ফিলিপ্স্ সাহেব কোন নিহিলিষ্ট পরিবারের একটি গল্প লিখিয়াছেন।

আইভান্ আইভ্যানোভিচ্ এবং পল পেট্রোল্‌স্কি নামক দুই বন্ধুকে উদাসীন নিহিলিষ্টদিগের আদর্শরূপে ধরা যাইতে পারে। একটি দিনের জন্য সামান্য মনোমালিন্যও তাঁহাদের দীর্ঘ বিশবৎসরব্যাপী স্বদৃঢ় বন্ধুতার মধ্যে প্রবেশ করিতে অবসর পায় নাই, কিন্তু তথাপি উদ্দেশ্যসাধনের জন্য প্রয়োজন হইলে একজন অপরের বক্ষে ছুরি চালাইতে সঙ্কুচিত হইতেন না।

আইভ্যানোভিচ্ বিপত্নীক, তাঁহার একটি পুত্র ও একটি কন্যা। পুত্রটির বয়স ২১ বৎসর, নাম সার্জ্জ, কন্যাটির বয়স ১৯ বৎসর, নাম ওল্‌গা; ওল্‌গার জন্মের অতি অল্পকাল পরেই শিশুদ্বয় মাতৃহীন হয়। কিন্তু পিতার স্নেহাতিশয্যে তাহারা কোন দিন মাতার অভাব বুঝিতে পারে নাই।

পেট্রোল্‌স্কি কখনো বিবাহ করেন নাই। প্রথম যৌবনে এক নিরাশ প্রণয়ের দুর্ঘটনার জন্য তিনি চিরকৌমার্য্য অবলম্বন করেন; এবং বন্ধু আইভ্যানোভিচের পুত্রকন্যার প্রতি হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ ঢালিয়া দিয়া তাঁহাদেরই সহিত একত্র বাস করিতে থাকেন।

এই চারিজনের পরস্পরের মধ্যে যে প্রীতির বন্ধন ছিল এরূপ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা যেন তাঁহাদের কল্পনাপ্রসূত এক স্বতন্ত্র পৃথিবীতে বাস করিতেন। সার্জ ও ওল্‌গা পরস্পরের উপর এতই নির্ভর করিত যে, তাহারা তাহাদের সমবয়স্কদিগের সহিত বন্ধুতা স্থাপনের জন্য কিছুমাত্র

ব্যস্ত ছিল না। ওল্‌গার কমনীয় কান্তি ও রূপমাধুর্য্য দেখিয়া কতিপয় যুবক তাহার অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু তাহার প্রতিজ্ঞা, সে তাহার দাদার ন্যায় মহৎহৃদয়, নিঃস্বার্থপর, সুপুরুষ ভিন্ন অন্য কাহাকেও বিবাহ করিবে না। সার্জ্জের সংকল্প, যদি সে তাহার ছোট ভগিনীটির মত একটি স্নেহশীলা সুন্দরী বালিকা পায় তবেই বিবাহ করিবে, নতুবা নহে।

একদিন কোন কার্য্যোপলক্ষ্যে পেট্রোল্‌স্কি প্যারিসে গিয়াছিলেন। যে রাত্রে সে প্যারিস হইতে প্রত্যাগমন করেন সেই রাত্রে তাহার ভয়ানক শিরোবেদনা উপস্থিত হয়; কিছু আহার না করিয়া তিনি রাত্রি নয়টার সময় শয়ন করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে তাঁহাকে অত্যন্ত অসুস্থ দেখা গেল; ডাক্তার আসিয়া তাঁহার শরীরে টাইফইড্ জ্বরের লক্ষণ দেখিতে পাইলেন। তাঁহার সুচিকিৎসার জন্য যথাসম্ভব উপায় অবলম্বিত হইল, সেবাশুশ্রূষারও ত্রুটি হইল না,—কিন্তু ক্রমেই তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দশম দিনে তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন।

মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি আইভ্যানোভিচ্‌কে কতকগুলি কাগজপূর্ণ গালামোহর করা একখানি লেফাপা প্রদান করিলেন, আইভ্যানোভিচ্ সাবধানে তাহা পকেটবহির ভিতর রাখিলেন। ওল্‌গা ও সার্জ্জে পিতৃবন্ধুর রোগশয্যাপ্রান্তে দাঁড়াইয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেছিল, পেট্রোল্‌স্কি তাহাদের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক মৃদু অথচ স্পষ্টোচ্চারিত স্বরে বলিলেন, "তোমরা দেখিলে আমি আমার কার্য্যভার তোমাদের পিতার হস্তে সমর্পণ করিলাম, তিনিও তাহা গ্রহণ করিয়াছেন।"

ভ্রাতা এবং ভগিনী সমস্বরে উত্তর করিল "দেখিয়াছি"।

ফ্রেড্রিক্সবার্গ ত্যাগেই সমাধিস্থ হইলা। পূর্ব্বেই আইভানোভিচের পরিবারে সেই সংক্রামক জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। ডাক্তার ভ্যাসো ও মার্জ্জকে তাহাদের পিতার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু তাহারা সে নিষেধ পালন করিতে সম্মত হইল না। আইভ্যানোভিচ্ পুত্রকন্যাকে নিকটে ডাকাইয়া তাহাদের প্রতি কোন গোপনীয় আদেশ প্রদান করিলেন, এবং তাহা প্রতিপালনের জন্য শপথ করিতে বলিলেন।

অনন্তর তিনি দৃঢ়ভাবে বলিলেন, "আর একটি দিনও নষ্ট করা হইতে পারে না; আমি পীড়িত না হইলে এতক্ষণ সেণ্ট্-পিটার্সবর্গে যাত্রা করিতাম। মার্জ্জ, তুমি অদূরদর্শী, বালক মাত্র; কিন্তু আমার উপদেশ প্রতিবর্ণে পালন করিলে তোমার পদে কুশাঙ্কুরও বিদ্ধ হইবে না।"

কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন তাঁহাকে অসহায় অবস্থায় এই রোগশয্যায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতে শোকদুঃখে তাহার পুত্রকন্যার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, যখন তাহার মনে হইল সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যসাধনপথে এই তাহাদের প্রথম পদক্ষেপ, তখন তিনি মার্জ্জকে মধ্যে মধ্যে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া কেন কাজ শিখান নাই, শিখাইলে সে তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিত ভাবিয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন। যদিও পুত্রকন্যার প্রতি স্নেহে তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইতেছিল, তথাপি তিনি কঠোরস্বরে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা ভয় পাইতেছ?"

মার্জ্জ রাগে বিচলিত হইল। পিতার কথা শুনিয়া সহসা তাহার চক্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সঞ্চার হইল। সে উত্তর করিল, "মৃত্যুতে আমি কাতর নহি; কিন্তু পিতঃ, তোমার

এবং সেখানে জন্যই আমার এ গোপনতা। হায়, হতভাগিনী ওল্গা! সে কি তোমার নিকট থাকিতে পাইবে না?"

আইভ্যানোভিচ্ কন্যার দিকে চাহিলেন। সহসা দুঃখে বালিকার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু পরক্ষণেই তাহার সর্ব্ব শরীরে দৃঢ়তার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। পিতার তীক্ষ্নদৃষ্টির সম্মুখে সে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না।

পিতা বলিলেন, "পরাজয়ের অর্থ অপমান; তোমাদের কার্য্য সফল করা চাই। সার্জ্জ, ওল্গার উপায়ে বুদ্ধি তোমার অপেক্ষা অধিক। তোমার একাগ্রতা এবং সাহসে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু তোমাদের উপর যে কার্য্যভার অর্পিত হইয়াছে তাহাতে সতর্কতার অত্যন্ত প্রয়োজন। তোমার প্রকৃতিতে উগ্রতা এবং দুঃসাহসের পরিচয় পাওয়া যায়।"

আইভ্যানোভিচ্ ক্ষণকালের জন্য নীরব হইলেন। তাহার পর ওল্গার সুকোমল কর আপনার উভয় হস্তের মধ্যে লইয়া মৃদুস্বরে সস্নেহে বলিলেন, "মা, তুমি এখন যাও; যদি তোমরা সতর্কতার সহিত কার্য্য শেষ করিতে পার, তিন সপ্তাহের মধ্যে আমার নিকট ফিরিয়া আসিতে পারিবে; আমার পুত্রকন্যা হইতে আমার মুখ উজ্জ্বল হইবে।"

* * *

উল্লিখিত ঘটনার এক সপ্তাহ পরে সমগ্র য়ুরোপ ভীতিসহকারে শ্রবণ করিল, নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রবল শত্রু, রুষ সম্রাটের বিশ্বস্ত বন্ধু এবং মন্ত্রণাদাতা কাউণ্ট জেনারাল ব্যালেরিন্ সেণ্ট-পিটার্স্‌বর্গের রাজপথে নিহত হইয়াছেন। তিনি যখন রাজ-প্রাসাদে যাইতেছিলেন সেই সময়ে [illegible]

বিস্ফুরিত হইয়া তাঁহাকে চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে; এবং তাঁহার কোচম্যান ও একটি অশ্ব তৎক্ষণাৎ নিহত হইয়াছে।

বলা বাহুল্য পুলিশ অপরাধীকে ধৃত করিবার জন্য যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিতে লাগিল; জেনারেল সাহেবের বন্ধুবর্গও নিশ্চেষ্ট রহিলেন না।

যে সকল লোক ধৃত হইল, তাহাদের মধ্যে দুইটি অর্দ্ধ-বয়স্ক যুবকের প্রতি অনেকের সন্দেহ হইয়াছিল; এই উভয়ের একজন স্থূলকেশিনী রমণী। উভয়েই অবিচলিতচিত্তে কঠোর নির্য্যাতন সহ্য করিতে লাগিল। ক্রমে উৎপীড়ন অসহনীয় হইয়া উঠিলে যুবক কর্ত্তৃপক্ষীয়গণকে জানাইল যে, "তাহার সঙ্গী তাহারই ভগিনী; যদি তাহার ভগিনীকে অব্যাহতি দেওয়া হয় তবে সে দোষ স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছে; তাহার ভগিনী সম্পূর্ণ নির্দোষী।"

কর্ম্মচারীগণ যুবকের প্রার্থনা রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। সেনাপতি ব্যারানিকফ্‌কে নিহত করিবার জন্য কিরূপ উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল যুবক তাহা বিবৃত করিল। রুষীয় ব্যবস্থামতে ভ্রাতাভগিনী উভয়েরই প্রাণদণ্ড হইল।

আইভ্যানোভিচ্ যখন এই সংবাদ শুনিলেন তখন তিনি আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার মুখ মলিন হইয়া গেল, ক্ষণকালের নিমিত্ত তিনি শোকাভিভূত হইলেন; কিন্তু তখনই উঠিয়া বসিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীবর্গকে একখানি পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, তাঁহাদের আদেশ নির্ব্বিঘ্নে পালনের পক্ষে যে যৎকিঞ্চিৎ বাধা উপস্থিত হইয়াছিল সে জন্য যেন তাঁহাকে ক্ষমা করা হয়।

# সাংখ্যদর্শন।

## ॥ ২০ ॥ সাংখ্যদর্শনে "শ্রুতি" প্রমাণ কি না?

শুনিতে পাই* এই প্রবন্ধমালায় সাংখ্যদর্শনের যেরূপ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইতেছে তাহা সাংখ্যমতের বিরুদ্ধ বলিয়া কেহ কেহ সন্দেহ করেন। সন্দেহকারীগণ যদি সন্দেহের কারণ প্রকাশ করেন, তাঁহাদের নিকট বিশেষ বাধিত হইব; এবং নিজের ভ্রম বুঝিলে তাহা অকপট হৃদয়ে অঙ্গীকার করিব।

যৎকালে বিদ্যালয়ে প্রথম সাংখ্যদর্শন পাঠ আরম্ভ করি তৎকালে ইহা নিতান্ত অন্ধকারময় বলিয়া বোধ হইত। অধ্যাপকগণকে জিজ্ঞাসা করিলে অনেক কথার সদুত্তর পাইতাম না; সূত্রগুলির রচনা চমৎকার হইলেও তাহা বড়ই অস্পষ্ট বলিয়া বোধ হইত। ভাষ্যকারদের ভাষ্যে অস্পষ্টতা দূরীভূত হওয়া দূরে থাকুক—তাহা পাঠে অনেকস্থলে বেদের "তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে"—এই বাক্য স্মরণ হইত।

বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর স্বাধীন অধ্যয়ন ও চিন্তার সাহায্যে যেন অন্ধকারের মধ্যে স্থানে স্থানে আলোকের উন্মেষ দেখিতে

---

* পৌষমাসের সাহিত্যে লিখিত হইয়াছে :—

'সাধনা। অগ্রহায়ণ। এই সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যালের সাংখ্যদর্শন। যুক্তির মর্য্যাদা, আত্মা ও দীপশিখা এবং বটব্যাল [illegible] সাংখ্যদর্শনের [illegible] এবার এই বিষয়ে [illegible] ও [illegible] আলোচনা করিয়াছেন। বক্ষ্যমান প্রবন্ধের ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল এবং বর্ণনা প্রণালী উৎকৃষ্ট। কথাপ্রসঙ্গে শুনিতে পাই বটব্যাল মহাশয়ের সাংখ্যদর্শন সাংখ্য মতের বিরুদ্ধ হইয়াছে, আমরা আশা করি তাঁহারা প্রবন্ধের [illegible] বলিবেন। যতদিন এ বিচার না হয় ততদিন বটব্যাল মহাশয়ের সাংখ্য [illegible] কার করিবার [illegible] দেখা যায় না। দর্শনশাস্ত্রে এগাঢ় [illegible] এবং বিতর্কের [illegible] এ [illegible] সম্ভবে না'।

পাইলাম। তাহাই এস্থলে পাঠকগণকে দেখাইবার চেষ্টা করিতেছি।

অস্মদ্দেশীয় পতিত কোনও শাস্ত্রই নিরবচ্ছিন্ন নাস্তিকতামূলক অথবা নিরবচ্ছিন্ন নাস্তিক হইতে পারে না। কপিলের শাস্ত্রের সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিতে গেলে গোড়ামী পরিত্যাগ করিতে হয়। ফলতঃ দর্শনের অনুশীলনে গোড়ামী অন্তর্হিত হয় বলিয়া ইহার অনুশীলন প্রার্থনীয়।

পাঠকগণ বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন যে, এই প্রবন্ধমালার লেখক মহর্ষি কপিলকে একজন প্রগাঢ় ধীশক্তিসম্পন্ন অলৌকিক প্রতিভাশালী ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন; কিন্তু তা' বলিয়া তিনি কপিলকে অভ্রান্ত পুরুষ বলিয়া মানিতে প্রস্তুত নহেন। কপিলের প্রতি লেখকের ভাব এইরূপ থাকিলেই তাহার উক্তিগুলির সার-গ্রহণ সম্ভব।

কপিলের যে সকল ভাষ্যকার কপিলকে একেবারে অভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন—তাঁহাদের বিচারশক্তি তাহাতেই প্রকাশ। তাঁহারা কপিল যে যে স্থানে ভুলিয়াছেন তাহা বুঝিতে এবং বুঝাইতে অক্ষম; সেই সর্বগ্রহণের অনুসৃত কপিল যেখানে ভুলেন নাই সেখানেও প্রকাশিত।

একজন ভাষ্যকার কপিলসূত্রের প্রথম সূত্র ব্যাখ্যানে লিখিয়াছেন;—

'অথ জগদুদ্দিধীর্ষুর্মহামুনিঃ কপিলঃ সকলশাস্ত্রোপক্রমত্বেন ... তাবৎ নানাশাস্ত্রার্থং ... প্রত্যক্ষবাদিনাং ...।

এই ভাষ্যকার কপিলকে "জগতের ত্রাণকর্তা' বলিয়া বিশ্বাস করেন; এইরূপ গোড়া ভাষ্যকারদের লেখা সতর্কতার সহিত পাঠ করিতে হয়

ফলতঃ কপিলের শাস্ত্রকে সংস্কার হইতে উদ্ধারের উপায় করিয়া অনুশীলন করিলে সেই শাস্ত্রের প্রকৃত সৌন্দর্য্য অনুভূত হইয়া যায়।

যাহা "কপিলসূত্র" বলিয়া এক্ষণে প্রচলিত ইহার অনেক অংশ স্পষ্টই কপিলের রচনা বলিয়া অঙ্গীকার করা যায় না।

সাংখ্যেরা যে সকল পদার্থ স্বীকার করেন "ব্যাপ্তি" তদন্তর্গত কি না ইহার বিচারে এই দুইটি সূত্র দেখা যায় ;—

নিজশক্ত্যুদ্ভবমিত্যাচার্য্যাঃ। ৫—৩১

আধেয় শক্তিযোগ ইতি পঞ্চশিখঃ।—৫—৩২

এস্থলে গৌরবে বহুবচনান্ত আচার্য্যাঃ পদে আদিসাংখ্যাচার্য্য কপিলকে বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে এই সূত্র কপিলের পরবর্ত্তী শিষ্যদের বচন ইহা স্পষ্ট অনুভূত হয়। আর পঞ্চশিখাচার্য্য কপিলের বহুকাল পরে প্রাদুর্ভূত হয়েন। কপিলের বচনে পঞ্চশিখের নাম থাকা অসম্ভব। স্পষ্টই এই সূত্র কপিলের পরে রচিত।

যাঁহারা প্রণিধানের সহিত "কপিলসূত্র" পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন সূত্রের অনেকস্থলে পুনরুক্তি এবং বিসংবাদ দেখা যায় ; এই প্রবন্ধমালাতেই কোনও কোন স্থলে তাদৃশ সূত্রে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। অতএব প্রচলিত কপিলসূত্রকে ব্যক্তিবিশেষের রচনা না বলিয়া সম্প্রদায়বিশেষের রচনা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

যদি কপিলের মূল মত কি ছিল তাহা জানিবার প্রয়োজন কর্ত্তব্য হয়—তবে সাংখ্যদর্শনের পরিভাষাতেই তাঁহার মত অন্বেষণ করিতে হইবে। আমরা যদি ইহলোকে বঙ্গভাষায় নূতন দর্শন [illegible] প্রচারিত করিতে পারি [illegible]

ভাষা ইহাতেই পরিবর্ত্তন সংস্কার করিতে হইবে। সেই পরিভাষার মধ্যে দর্শন শব্দ ধরিয়াছি, এই প্রবন্ধমালার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য।

'দর্শন' এই কথাটিই একটি পারিভাষিক শব্দ। যাঁহারা "বেদ-শাস্ত্র হইতে ভিন্ন "দর্শন"শাস্ত্রের মূল পত্তন করিয়াছিলেন—তাঁহারা কি বুঝিয়া উক্ত শাস্ত্রকে "দর্শন" এই নামটি প্রদান করেন?—বেদশাস্ত্রে ঈশ্বর ও পরলোকের কথা; দুইটিই ইন্দ্রিয়ের অগোচর বিষয়। কেহ তাহা দর্শন করে নাই—চর্ম্মচক্ষে দর্শন করিতেও পারে না।—ঋষিরা যদি দেখিয়া থাকেন ত তাঁহাদের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ চলিতে পারে না। কিন্তু মনুষ্যের আত্মা একটা পদার্থ। আত্মা কি তাহা আমরা সকলেই জানি, প্রত্যক্ষ দেখিয়া জানি। কেন না, মনের প্রত্যেক ক্রিয়াতে আত্মার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ করা হয়। অতএব ঈশ্বর ও পরলোক বিজ্ঞান—"অদৃষ্ট"বিষয়ক; আর আত্মবিজ্ঞান "দৃষ্ট"-বিষয়ক। অতএব যে বিজ্ঞানে আত্মার তত্ত্ব অধীত ও আলোচিত ও উপদিষ্ট হয়, তাহাকে বেদ হইতে পৃথক বিবেচনা করিয়া "দর্শন" বলিয়া তাহার নূতন নামকরণ হইল। বাহ্যজগতের তত্ত্ব দর্শনযোগ্য বলিয়া এই বিজ্ঞানের অন্তর্ভূত।

যাঁহারা 'দর্শন' এই পরিভাষার সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁহারা যে, দর্শন ও বেদের মধ্যে প্রমাণ-প্রমেয়গত ভেদ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই—ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না।

আমি বলিয়াছি যে দর্শনশাস্ত্রে শ্রুতি প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। এই কথা হয়ত অনেকের সাংখ্যমতের বিপরীত ও বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। কেন না, কপিলসূত্রে বেদকেও শব্দের মধ্যে গণিয়া প্রমাণরূপে গ্রহণ করা হই-

য়াছে। আমি বিবেচনা করি কপিল "শ্রুতিকে" প্রমাণ স্বীকার করিলেও তাহাকে দার্শনিক প্রমাণ বলিয়া অঙ্গীকার করেন নাই। ঈশ্বর ও পরলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে শ্রুতি প্রমাণ হইতে পারে; কিন্তু "দর্শন"শাস্ত্রে শ্রুতি প্রমাণ নহে। প্রত্যক্ষ ও অনুমানকেই কপিল স্বীয় বিজ্ঞানের একমাত্র ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং শ্রুতিকে কেবল ব্রহ্মবিজ্ঞানেরই ভিত্তি বলিয়া মানিতেন।

যাঁহারা মনে করেন যে, কপিল ঈশ্বর মানিতেন না—আমি বিবেচনা করি তাঁহারা ভ্রান্ত। তবে কপিল স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন যে, দর্শনশাস্ত্রসম্মত প্রমাণে ঈশ্বর প্রমাণিত হন না।—তিনি বলিয়া গিয়াছেন—

প্রমাণাভাবাৎ ন তৎসিদ্ধিঃ॥ ৫—১০
সম্বন্ধাভাবাৎ নানুমানম্॥ ৫—১১

ভাষ্যকার লেখেন—

"তৎসিদ্ধিঃ—নিত্যেশ্বরসিদ্ধিঃ। ঈশ্বরে তাবৎ প্রত্যক্ষং নাস্তি। অনুমা-শাব্দাবের প্রমাণে প্রমাণে বক্তব্যে। তে চ ন সম্ভবত ইত্যর্থঃ।—

এইটি অপব্যাখ্যার একটি নিদর্শন।—আচার্য্যের প্রকৃত মত ভাষ্যকারগণ কি প্রণালীতে অপলাপ করিয়াছেন, শেষতঃ কিরূপে তাহারা রক্ষা করিয়াছেন ইহা তাহার একটি দৃষ্টান্ত। সূত্রে "শাব্দ" বা শ্রুতিপ্রমাণের কথামাত্র নাই। কিন্তু ভাষ্যকার গোঁজামিলন দিয়াছেন।

কপিল বলিতে চাহেন যে, তিনি স্বীয় বিজ্ঞানে যাহা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন তদ্দ্বারা প্রমাণে ঈশ্বর আছেন, এ কথা প্রমাণ হয় না। প্রত্যক্ষের দ্বারা ঈশ্বরকে প্রমাণ হয়

না ; এবং প্রত্যক্ষের সহিত কোনও সম্বন্ধ না থাকাতে অনুমানের দ্বারাও প্রমাণ হয় না।

ভাষ্যকার বা পরবর্ত্তী কপিলশিষ্যেরা যে, "শ্রুতির প্রমাণেতে ঈশ্বর অসিদ্ধ" এই এক নূতন কথা যোগ করিয়া দিয়াছেন ইহা নিতান্ত অসত্য। শ্রুতিকে প্রমাণ বলিয়া ধরিলে তদ্দ্বারা ঈশ্বর নাই একথা প্রতিপন্ন হয় না। যিনি বলিবেন তিনি নিতান্ত বাতুল। শ্রুতিকে প্রমাণ বলিয়া ধরিলে—

"প্রমাণাভাবাৎ ন তৎসিদ্ধিঃ।" ২ ১০

—এ কথা কপিলের মুখ হইতে বাহির হওয়া অসম্ভব। ঈশ্বর আছেন—ঈশ্বর আছেন—এ কথা শ্রুতির আদি—শ্রুতির মধ্য—শ্রুতির অন্ত।

কপিল যখন বলিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর আছেন, এ কথার প্রমাণ নাই—তখন তিনি প্রমাণ অর্থে কেবল প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটিকেই প্রমাণ বলিয়া ধরিয়াছিলেন। তজ্জন্য আমার বিশ্বাস যে, মূল কপিলদর্শনে "শ্রুতি" প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয় নাই নতুবা "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ"—"প্রমাণাভাবাৎ ন তৎসিদ্ধিঃ" ইত্যাদি সূত্র কপিলের দ্বারা উপদিষ্ট হইত না। সাংখ্যদর্শনের মধ্যে শ্রুতি যে, কোনও কোনও স্থলে প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হইয়াছে—ইহা অর্ব্বাচীন কপিলশিষ্যদের ভ্রমমাত্র। আমার বিবেচনায় যে যে সূত্রে শ্রুতিকে প্রমাণ বলিয়া সাংখ্যমতের পোষকতার চেষ্টা করা হইয়াছে—সে সমুদায় কপিল হইতে অর্ব্বাচীন।

যাহারা এই প্রবন্ধমালা পাঠ করিবেন, তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি যে, যাহা কপিলসূত্র বলিয়া পরিগণিত তাহা বাস্তবিক [illegible] রচনা নহে—[illegible]

সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন। তাঁহারা যেন ভাষ্যকারদের ব্যাখ্যা সাবধানতার সহিত গ্রহণ করেন। এবং তাঁহারা অসারের মধ্যে যেন সারানুসন্ধানের চেষ্টা করেন।

কপিলসূত্রভাষ্যেরেই এ সম্বন্ধে কতকগুলি স্বল্পস্বরূপ উপ-দেশ দেখা যায়। যথা—

‘বহুশাস্ত্রগুরূপাসনেঽপি সারাদানং ষট্পদবৎ ॥৪—১৩

তথা। শাস্ত্রেভ্যো গুরুভ্যশ্চ সারং গ্রাহ্যং। পক্ষান্তরমেবং দিভিঃ উক্তে অসারভাগে অন্যোন্যবিরোধেন অর্থবাহুল্যেন চ একাগ্রতাপ্রতিবন্ধাৎ।’

—অর্থাৎ শাস্ত্রসমূহে যাহা পাঠ করা যায় এবং গুরুগণ হইতে যাহা উপদেশ পাওয়া যায়—তাহার এক অংশ সার—অপর অংশ অসার। সারাংশই গ্রাহ্য। অনেক স্থলে “অনুবাদ” ও “দান” আদি দ্বারা অসার কথা আসিয়া পড়ে। অনেক স্থলে বিরুদ্ধ কথা দেখা যায়; অনেক স্থলে নানা অর্থে ব্যবহার্য্য শব্দের প্রয়োগ থাকে। যে পাঠক এইরূপ কথা স্মরণ না রাখিয়া সারভাগ ও অসার ভাগ তুল্যরূপে গ্রহণ করেন তাহার মূল বিষয়ে একাগ্রতা পৌঁছে না।

আর এক সূত্র এই—

“উপদেশশ্রবণেঽপি কৃতকৃত্যতা ন পরামর্শাদৃতে বিরোচনবৎ।” ৪—১৮

ভাষ্য। শ্রবণে [illegible] তাৎপর্য্যানি [illegible] নিশ্চয়ঃ। তং বিনা উপদেশ [illegible] কৃতকৃত্যতা নাস্তি। প্রজাপতেরপি উপদেশে [illegible] ইন্দ্রবিরোচনৌ [illegible] বিরোচনস্য [illegible] বিবেকাভাবাদিত্যর্থঃ।

---

[illegible] implication শব্দের অভিধান। যাহা স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত না হইলেও [illegible] কর্ত্তৃক স্বীকৃত বলিয়া বোধ হয়। দান=স্তব। [illegible] [illegible] তেমন উদ্দেশে [illegible] যায়।

— [illegible] [illegible] যাহা [illegible] স্বাধীন চিন্তাদ্বারা তাহার [illegible] নির্ণ[illegible] করিতে যত্ন না করিলে উপদেশ শ্রবণ ব্যর্থ হয়।

[illegible] আর একটি সূত্র এই :—

"[illegible] [illegible] উপদেশবীজপ্ররোহঃ, [illegible]।" ৫—১১

[illegible] [illegible] [illegible] বৎ [illegible] বীজং তথা [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চিত্তে [illegible] উপদেশবীজ[illegible] ন অঙ্কুর উৎপন্ন ইত্যর্থঃ।

— অর্থাৎ চিত্ত যদি রাগদ্বেষাদি দ্বারা মলিন থাকে তথায় উপ[illegible] বীজ অঙ্কুরিত হয় না। শাস্ত্রার্থের অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হইলে [illegible] [illegible] পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন চিত্তের [illegible] [illegible] হইবে, এবং শাস্ত্রের মধ্যে কোন্ কথা [illegible], কোন্ কথা [illegible] তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

[illegible] [illegible] [illegible] বচন প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে —[illegible] বিবেচনায় সাংখ্যাচার্য্যের এইটি একটি অতীব [illegible] উপদেশ। কিন্তু অনেক শিষ্য আচার্য্যের এই উপদেশ [illegible] হইয়াছে।

---

## [illegible] উৎপত্তি ও প্রকৃতি।

আদিম কালের [illegible] পৃথিবী [illegible] হইয়া [illegible] কঠিনা[illegible] [illegible] [illegible]; তাহার পর সেই কঠিন আবরণ [illegible] হইয়া [illegible] [illegible] হইল তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

পরিণত হইয়া উপরে উঠে, আবার বৃষ্টি-আকারে সবেগে নীচে পড়িয়া ভূপৃষ্ঠকে আঘাত করিতে থাকে। সেই আঘাতবেগে পাথর ক্ষয় হইয়া তাহার বিচ্ছিন্ন কণাগুলি বালুকারাশিতে পরিণত হইতে থাকে।

এই ক্ষয়প্রাপ্ত প্রস্তরে সর্ব্বপ্রথমে "লিচেন" প্রভৃতি শেওলা জন্মিতে থাকে। ইহাদের তেমন পৃথক্ শিকড় নাই, কিন্তু ইহারা মাটির সহিত এমন দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া যায় যে, পৃথিবী হইতে অধিক পরিমাণে খনিজ পদার্থ টানিয়া লইতে পারে। এ উদ্ভিদ্‌গুলি জল ব্যতীত বৎসরের অধিকাংশ কাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে। তবে বায়ু আর্দ্র থাকিলে এবং ভূমি হইতে প্রচুর পরিমাণে রস পাইলে তাহারা সতেজ হইয়া উঠে। কিছু কাল পরে এগুলি মরিয়া যায়, কিন্তু তাহাদের ধ্বংসাবশেষ হইতে যে কার্ব্বনিক অ্যাসিড্ উৎপন্ন হয়, তাহাতে ক্ষয়কার্য্যের বিশেষ সহায়তা করে। বিশুদ্ধ বৃষ্টির জলের সহিত কার্ব্বনিক অ্যাসিড্ মিশিলে তাহার মার্ব্বেল্ ক্ষয় করিবার শক্তি পঞ্চাশগুণ বাড়িয়া উঠে। এখন বুঝা গেল তরুলতা জন্মাইবার পর মৃত্তিকানির্ম্মাণ কার্য্য সহজ হইয়া আইসে। জলের ধ্বংস করিবার শক্তি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে, এবং সেই পরিমাণে প্রস্তরমালা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া মৃত্তিকা উৎপন্ন হয়।

"লিচেন"গুলি একবার বসিয়া গেলে মাটিনির্ম্মাণকার্য্য দ্রুত চলিতে থাকে। চঞ্চল বালুকারেণুগুলি আশ্রয় পাইয়া তাহাদিগের সহিত এরূপ জড়িত হইয়া যায় যে, আর বৃষ্টির জলে ধুইয়া যায় না। মৃত্তিকারাশি দিন দিন পুরু হইয়া উঠিতে থাকে. অল্পকাল মধ্যে ভূমি মূলবিশিষ্ট উচ্চশ্রেণীর তরুলতাদির বাসোপযোগী হইয়া উঠে। রস পাইলে এগুলি শীঘ্র বাড়িয়া

উঠে, জলভাবে গলিয়া যায়। কিন্তু তাহাদের ধ্বংসে যে কার্ব্বনিক অ্যাসিড্ উৎপন্ন হয় তাহাতে মৃত্তিকারাশির পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এইরূপ একশত বর্ষের মধ্যে ভূপৃষ্ঠের এতদূর রূপান্তর হয় যে, শৈবালাদির ত কথা নাই, উচ্চশ্রেণীর তরুলতাদিরও আবির্ভাব হইয়া মাটির গভীরতা উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে।

পাঠকের যদি এই পৃথিবীপেষণ ব্যাপারটী সবিস্তারে বুঝিতে কৌতূহল হইয়া থাকে, তাহা হইলে পার্ব্বতীয় প্রদেশের উর্দ্ধভাগে প্রতিনিয়ত যে রূপান্তর হইতেছে, তাহা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য আমরা তাঁহাকে অনুরোধ করি। তিনি দেখিতে পাইবেন যে, শৈলখণ্ডসমূহ ক্ষয় করিবার নিমিত্ত কতকগুলি শক্তি কার্য্য করিতেছে। আমরা পূর্ব্বেই বৃষ্টির জলের বিষয় বলিয়াছি। দুই এক পসলা জলের কার্য্য সামান্য হইতে পারে, কিন্তু বহুকাল ধরিয়া যখন ইহা বিদ্যমান থাকিয়া ক্ষয়কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে, তখন ইহাকে আর তুচ্ছ বলা যায় না। বারিবর্ষণ কালে যে বিদ্যুৎ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাও সামান্য শক্তি নহে, তাহা পর্ব্বতশৃঙ্গে আহত হইয়া শৈলমালাকে ভাঙ্গিয়া ফেলে। ইহা ছাড়া আর একটী শক্তি আছে, তাহা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ। ইহার বলে প্রস্তরখণ্ডসমূহ নিম্নে চালিত হয় ও পরস্পরের আঘাতপ্রতিঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। ইহার উপর আবার বরফের কার্য্য। প্রস্তর পাথরের মধ্যে স্থানে স্থানে অতি সূক্ষ্ম ফাটল বা বিভাগ-রেখা আছে। তাহাকে সন্ধিস্থল কহে। এ রেখাগুলি প্রথমে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু কৈশিকাকর্ষণ প্রভাবে তাহাদিগের মধ্যে জল প্রবেশ করে, এ বিভাগরেখার ভিতরে ব্যাপ্ত হইয়া প্রস্তরখণ্ডগুলিকে

কিয়ৎ পরিমাণে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে। আবার শীতের সময় যখন সেই গ্রন্থিপ্রবিষ্ট জল বরফ হইয়া আয়তনে বাড়িয়া যায়, তখন পাথরটাকে একেবারে সবেগে বিদীর্ণ করিয়া ফেলে।

গাছের শিকড়ের দ্বারা এই ক্ষয়কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হয়। শিকড়গুলি পাথরের ছিদ্রের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া চাড়া লাগাইতে থাকে। আবার প্রবল ঝড়ে কিম্বা অন্য কারণে বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হইলে, শিকড়গুলির টানে পাথর ভাঙ্গিয়া নিম্নে ঝরিয়া পড়ে। অনেক উচ্চ পর্ব্বতের উপর বরফের স্রোত এইরূপ কাজ করিয়া থাকে। বরফের উপর বরফ জমিয়া গুরুভার হইয়া চাপ বাঁধিয়া যতই নিম্নে ধাবমান হয়, ইহার গতি ও শক্তি ততই বাড়িতে থাকে। ইহা ভীষণবেগে চলিবার সময় পথবর্ত্তী পাথরগুলিকে ঘর্ষণ পেষণ ও স্থানভ্রষ্ট করিয়া পরিশেষে নিকটবর্ত্তী নদীতে গিয়া পড়ে।

নদীগর্ভে শিলাখণ্ডসমূহ চূর্ণীকৃত হইয়া বালুকা ও কর্দ্দম-রাশিতে পরিণত হয়, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই মৃত্তিকা রাশির কিয়দংশ নদীগর্ভে ব্যাপ্ত হইয়া তাহাকে উন্নত করে, কিয়দংশ নদীর স্রোতে বাহিত হইয়া সমুদ্রে গিয়া পড়ে, কিন্তু ইহার অধিকাংশ নদীর উপকূলস্থ ভূভাগ বৃদ্ধি করে; ইহা দ্বারা ভূমির উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হয়। এইজন্য নদী-পার্শ্বস্থ প্রদেশ প্রায়ই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উর্ব্বরা হইতে দেখা যায়। চূর্ণীকৃত এই মৃত্তিকারাশি দ্বারা আমাদের কৃষিকার্য্যের যে বিশেষ সুবিধা হয়, ইহা বলা বাহুল্যমাত্র।

নদীর মোহানার নিকট স্রোতের বেগ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসে। সমুদ্রের স্রোতে ইহার গতিরোধ হয়, এবং গতিশক্তি কমে বালুকা ও মৃত্তিকারাশি ফেলিয়া [illegible]

[illegible] ছিল না। প্রথমে এখানে জলা ভূমিমাত্র ছিল, কিন্তু নদীগণের অধিক পরিমাণে মৃত্তিকা সঞ্চিত হওয়ায় ইহারা ক্রমশঃ উচ্চ হইয়া উঠে। যখন এতদূর উন্নত হয় যে, জোয়ারের সময় জল উহাকে ডুবিয়া যায় না, তখন এই ভূমি প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপাদন করে। সুন্দরবনের অনেকাংশ সম্প্রতি বাসোপযোগী হইয়াছে। এক সময়ে ইহা সাগরগর্ভে নিহিত ছিল, কিন্তু কালসহকারে ইহার কিরূপ আশ্চর্য্যজনক পরিবর্ত্তন হইয়াছে ও হইতেছে, ইহা সকলেই অবগত আছেন।

নদীতট হইতে বহুদূরে উপত্যকাপ্রদেশে আর এক প্রকার মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়। পলিমৃত্তিকাময় বন্যার জল ততদূর পৌঁছাইতে পারে না। এ স্থানের ঢালুতা এত অল্প যে, মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা মৃত্তিকারাশি নিকটবর্ত্তী নদীতে চালিত হইতে পারে না। এ মৃত্তিকা নিম্নস্থ প্রস্তরখণ্ড হইতে উৎপন্ন।

[illegible] উৎপাটিত হইলে মৃত্তিকা-গঠনের বিশেষ সুবিধা হয়, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মহাত্মা ডারুইন্ কহেন, কেঁচুয়া প্রভৃতি কীটেরা গভীরস্থান হইতে মৃত্তিকা ভূপৃষ্ঠে আনয়ন করে। [illegible] লোকের মতে পিপীলিকার কার্য্যও ঠিক এইরূপ; এ ক্ষুদ্র কীটসমূহও এই মহৎ কার্য্যে নিযুক্ত।

উপরিস্থ মৃত্তিকাস্তরের ঠিক নিম্নে যে স্তর, তাহাকে সাব্-সয়েল্ অর্থাৎ নিম্নমৃত্তিকা-স্তর বলে। উভয় স্তরের মধ্যে প্রভেদ এই, নিম্নস্তরটী অধিক কঠিন ও নিবেট। এই নিম্ন স্তর কালসহকারে মৃত্তিকায় পরিণত হয়। ইহার নির্মাণকার্য্য সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা অনাবশ্যকীয় নহে। বৃষ্টির জল [illegible] নিম্নদেশ [illegible] প্রবেশ করে। [illegible]

অক্সিজেন্ আছে তাহা কিয়ৎপরিমাণে বিযুক্ত হইয়া উদ্ভিদের কার্ব্বনের সহিত রাসায়নিক সংযোগে কার্ব্বনিক-অ্যাসিড্ গ্যাস্ উৎপাদন করে। জলের অপরাংশ এই কার্ব্বনিক্ অ্যাসিড্ গ্যাসের সহিত মিলিত হয় এবং নিম্নে গমন করিয়া প্রস্তরখণ্ড ক্ষয় করিতে থাকে। লবণ কিম্বা শর্করা যেরূপ জলে ফেলিলে মিলাইয়া যায়, এই কার্ব্বনিক্ অ্যাসিড্ মিশ্রিত বৃষ্টির জলে প্রস্তর-খণ্ডও ঠিক্ সেই দশা প্রাপ্ত হয়। প্রস্তরমালা ক্ষয় করিতে করিতে ইহা বহুনিম্নে গিয়া পৌঁছে। লাইম্-ষ্টোন্ (চূর্ণপাথর) ইহার কবলে পতিত হইলে একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং বৃহৎ বৃহৎ গহ্বর উৎপন্ন হয়। কখন কখন নিম্নস্থ শৈলখণ্ড একেবারে মৃত্তিকায় পরিণত হয়।

যে প্রস্তর চূর্ণীকৃত হইয়া মৃত্তিকা উৎপন্ন হয়, তাহার রাসায়নিক প্রকৃতির উপর জমির উর্ব্বরতা নির্ভর করে। যদ্যপি জমি প্রস্তর হইতে প্রচুর পরিমাণে মৃত্তিকা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ইহা নিশ্চয়ই উর্ব্বরা হইবে। তবে কোন কারণবশতঃ মাটি অতিশয় গুঁড়া হইয়া সূক্ষ্মরেণুবিশিষ্ট হইলে তাহাতে জল থাকিতে পারে না, তাহার ভিতর বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না, এবং তরুলতাদির জন্মিবার পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত হয়।

আর এক কথা। অতি পুরাকালে যে সকল জীব পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহাদের দেহাবশেষ অনেক পুরাতন প্রস্তরের মধ্যে প্রোথিত আছে দেখা যায়। এখন এই দেহাবশেষের কার্য্যদ্বারা যে পদার্থ উৎপন্ন হইয়া প্রস্তরে নিহিত থাকে প্রধানতঃ তাহার উপর জমির উর্ব্বরতা নির্ভর করে। শামুক প্রভৃতি সামুদ্রিক জন্তুর কঙ্কাল limey phosphate চূর্ণ-পাথরে গঠিত; তাহারা খাদ্য হইতে এই পদার্থ গ্রহণ করিতে পারে। আমারা

মরিয়া গেলে এই পদার্থ স্তরে রক্ষিত হয়। এই ফস্ফাটিক্ পদার্থ দ্বারা জমির উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হয়। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং জীবের দেহাবশেষ হইতে যে পদার্থ প্রস্তরাভ্যন্তরে নিহিত থাকে, তাহার সহিত জমীর প্রকৃতির বিশেষ সম্বন্ধ। এইরূপে ভূতত্ত্ব-বিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, একযুগের প্রাণী পরবর্ত্তী যুগের প্রাণীর সহায়তা করে।

এখন দেখা গেল যে, যে পদার্থে অধিক পরিমাণে ফস্ফরস্ আছে, জমির উর্ব্বরতার জন্য তাহাই একান্ত প্রয়োজন। কোন কোন স্থানে নিম্নস্তর অতি শীঘ্র চূর্ণীকৃত হইয়া মৃত্তিকাতে পরিণত হয়। সে সকল স্থানের উর্ব্বরতা রক্ষার জন্য সারের দরকার নাই।

আমাদের আর একটি কথা বলিবার আছে। মাটিতে এমন একটি পদার্থ আছে যাহা বৃক্ষাদি মূল দ্বারা গ্রহণ করিয়া পুষ্ট হয়। তাহার পরিমাণ অতি অল্প। স্বভাবতঃ মাটি যতই উর্ব্বরা হউক্ না কেন, মনুষ্যের যত্নে ও পরিশ্রমে মাটী যতই উৎকর্ষ লাভ করুক্ না কেন, এ পদার্থ না থাকিলে সমস্তই বৃথা। ইহার একটী বিশেষ গুণ এই যে, উদ্ভিদাদির কার্য্যদ্বারা ইহা যতই তরলতা প্রাপ্ত হইবে ততই মূলদ্বারা গৃহীত হয়। নচেৎ মৃত্তিকা সহিত মিশাইয়া জলে ধৌত হইয়া প্রথমে নদী ও পরিশেষে সমুদ্রে গিয়া পড়ে। অতএব যাহাতে এরূপ আত্যাবশ্যকীয় পদার্থ জমি হইতে দূরীভূত না হয়, এ বিষয়ে মনোযোগী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

চাষের দ্বারা যে জমির সজীবতার দিন দিন হ্রাস হয়, তাহার আর সন্দেহ নাই। চাষের পূর্ব্বেই বৃক্ষাদি তৃণাচ্ছাদন দূরীভূত

হয়, জমি বারিবর্ষণে ধুইয়া যায়, সুতরাং মৃত্তিকার পরিমাণও কমিয়া যায়। আবার মৃত্তিকার উপরিভাগ যে পরিমাণে সরিয়া যায়, নিম্নভাগ সে পরিমাণে বাড়িয়া যায় না। ইহার কারণ দ্বিবিধ—প্রথম, তৃণাচ্ছাদিত থাকিলে মৃত্তিকার উপরিভাগের যে পরিমাণ ক্ষয় হয়, তাহা অনাবৃত থাকিলে তদপেক্ষা অনেক অধিক হইয়া থাকে; দ্বিতীয়, তৃণাদি উপড়াইয়া ফেলিলে শিকড় কর্ত্তৃক নিম্নস্থ স্তরে যে ধ্বংস-কার্য্য হয়, তাহা বন্ধ হইয়া যায়, এবং জল উদ্ভিদ্ হইতে যে পরিমাণে গ্যাস্ প্রাপ্ত হয়, তাহাও কমিয়া যাওয়ায় প্রস্তর-খনন কার্য্যের বিশেষ প্রতিবন্ধক হয়। কিন্তু নদীর উভয়পার্শ্বে ও সমুদ্রের মোহানার নিকট যে স্থান অবস্থিত তাহাদের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। কারণ, যেমন এক দিকে তাহাদের মৃত্তিকা বৃষ্টির জলে ধৌত হইয়া যায়, তেমন অপরে বাৎসরিক বন্যার সময় প্রচুর পরিমাণে নূতন মৃত্তিকা সঞ্চিত হইয়া সে ক্ষতিপূরণ হয়।

---

# বিদায় অভিশাপ।

দেবগণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া বৃহস্পতিপুত্র কচ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের নিকট হইতে সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখিবার নিমিত্ত তৎসমীপে গমন করেন। সেখানে সহস্র বৎসর অতিবাহন করিয়া এবং নৃত্যগীতবাদ্য দ্বারা শুক্রদুহিতা দেবযানীর মনোরঞ্জন করিয়া সিদ্ধকাম হইয়া কচ দেবলোকে প্রত্যাগমন করেন। দেবযানীর নিকট হইতে বিদায়কালীন ব্যাপার নিম্নে বিবৃত হইল।

কচ। দেহ আজ্ঞা, দেবযানী, দেবলোকে দাস
করিবে প্রয়াণ। আজি গুরুগৃহবাস

দাও আমারে। আশীর্বাদ কর মোরে
যে বিদ্যা শিখিনু তাহা চিরদিন ধ'রে
অন্তরে জাজ্বল্য থাকে উজ্জ্বল রতন
সুমেরুশিখরশিরে সূর্য্যের মতন,
অক্ষয় কিরণে।

দেবযানী। মনোরথ পূরিয়াছে,
পেয়েছ দুর্লভ বিদ্যা আচার্য্যের কাছে,
সহস্রবর্ষের তব দুঃসাধ্য সাধনা
সিদ্ধ আজি; আর কিছু নাহি কি কামনা
ভেবে দেখ মনে মনে!

কচ। আর কিছু নাহি।

দেবযানী। কিছু নাই? তবু আরবার দেখ চাহি
অবগাহি হৃদয়ের সীমান্ত অবধি
করহ সন্ধান; অন্তরের প্রান্তে যদি
কোনো বাঞ্ছা থাকে, কুশের অঙ্কুরসম
ক্ষুদ্র দৃষ্টি-অগোচর, তবু তীক্ষ্ণতম।

কচ। আজি পূর্ণ কৃতার্থ জীবন! কোন ঠাঁই
মোর মাঝে কোন দৈন্য কোন শূন্য নাহি
সুলক্ষণে!

দেবযানী। তুমি সুখী ত্রিজগৎ মাঝে!
যাও তবে ইন্দ্রলোকে আপনার কাজে
উচ্চশিরে গৌরব বহিয়া! স্বর্গপুরে
উঠিবে আনন্দধ্বনি, মনোহর সুরে
বাজিবে মঙ্গলশঙ্খ, সুরাঙ্গনাগণ
করিবে তোমার শিরে পুষ্প বরিষণ

আবরি তোমার শিরে পুষ্প বরিষিবে
সদ্যছিন্ন নন্দনের মন্দার-মঞ্জরী।
স্বর্গপথে কলকণ্ঠে অপ্সরী কিন্নরী
দিবে হুলুধ্বনি। আহা, বিপ্র, বহুক্লেশে
কেটেছে তোমার দিন বিজনে বিদেশে
সুকঠোর অধ্যয়নে! নাহি ছিল কেহ
স্মরণ করায়ে দিতে সুখময় গেহ,
নিবারিতে প্রবাস-বেদনা! অতিথিরে
যথাসাধ্য পূজিয়াছি দরিদ্র কুটীরে
যাহা ছিল দিয়ে। তাই বলে' স্বর্গসুখ
কোথা পাব, কোথা হেথা অনিন্দিত মুখ
সুরললনার! বড় আশা করি মনে
আতিথ্যের অপরাধ রবে না স্মরণে
ফিরে গিয়ে সুখলোকে!

কচ। সুকল্যাণ হাসে
প্রসন্ন বিদায় আজি দিতে হবে দাসে!

দেবযানী। হাসি? হায় সখা, এ ত স্বর্গপুরী নয়!
পুষ্পে কীটসম হেথা তৃষ্ণা জেগে রয়
মর্ম্মমাঝে, বাঞ্ছা ঘুরে বাঞ্ছিতেরে ঘিরে;
লাঞ্ছিত ভ্রমর যথা বারম্বার ফিরে
মুদ্রিত পদ্মের কাছে। হেথা সুখ গেলে
স্মৃতি একাকিনী বসি দীর্ঘশ্বাস ফেলে
শূন্যগৃহে, হেথায় সুলভ নহে হাসি!
যাও বন্ধু, কি হইবে মিথ্যা কাল নাশি—
উৎকণ্ঠিত দেবগণ।—

গেছ ফিরিয়া;
সকলি সমাপ্ত হল দু'কথা বলিয়া!
দশ শত বর্ষ পরে এই কি বিদায়?
কচ। দেবযানী, কি আমার অপরাধ!
দেবযানী। হায়!
সুন্দরী অরণ্যভূমি সহস্র বৎসর
দিয়েছে বল্লভ ছায়া, পল্লবমর্ম্মর,
শুনায়েছে বিহঙ্গকূজন,—তারে আজি
এতই সহজে ছেড়ে যাবে? তরুরাজি
ম্লান হয়ে আছে যেন, হের আজিকার
বনচ্ছায়া গাঢ়তর শোকে অন্ধকার,
কেঁদে ওঠে বায়ু, শুষ্ক পত্র ঝরে' পড়ে,
তুমি শুধু চলে' যাবে সহাস্য অধরে
নিশান্তের সুখস্বপ্নসম?
কচ। দেবযানী,
এ বনভূমিরে আমি মাতৃভূমি মানি,
হেথা মোর নবজন্মলাভ। এর 'পরে
নাহি মোর অনাদর,—চিরপ্রীতিভরে
চিরদিন করিব স্মরণ।
দেবযানী। এই সেই
বটতল, যেথা তুমি প্রতি দিবসেই
গোধন চরাতে এসে পড়িতে ঘুমায়ে
মধ্যাহ্নের খরতাপে; ক্লান্ত তব কায়ে
অতিথিবৎসল তরু দীর্ঘ ছায়াখানি
দিত বিছাইয়া, সুখসুপ্তি দিত আনি

মর্ম্মর পল্লবদলে করিয়া বীজন
মৃদুস্বরে;—বোসো সখা, তবু কিছুক্ষণ
পরিচিত তরুতলে বস, সেবাভার
নিয়ে যাও সম্ভাষণ এ স্নেহছায়ার;—
দুই দণ্ড থেকে যাও, সে বিলম্বে তব
স্বর্গের হবে না কোন ক্ষতি!

কচ। অভিনব
বলে' যেন মনে হয় বিদায়ের ক্ষণে
এই সব চিরপরিচিত বন্ধুগণে;
পলাতক প্রিয়জনে বাঁধিবার তরে
করিছে বিস্তার সবে ব্যগ্র স্নেহভরে
নূতন বন্ধনজাল, অন্তিম মিনতি,
অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যরাশি। ওগো বনস্পতি,
আশ্রিতজনের বন্ধু, করি নমস্কার!
কত পান্থ বসিবেক ছায়ায় তোমার,
কত ছাত্র কতদিন আমার মতন
প্রচ্ছন্ন প্রচ্ছায়তলে নীরব নির্জ্জন
তৃণাসনে, পতঙ্গের মৃদুগুঞ্জস্বরে,
করিবেক অধ্যয়ন; প্রাতঃস্নান পরে
ঋষিবালকেরা আসি সজল বল্কল
শুকাবে তোমার শাখে; রাখালের দল
মধ্যাহ্নে করিবে খেলা, ওগো তারি মাঝে
এ পুরাণো বন্ধু যেন স্মরণে বিরাজে!

দেবযানী। মনে রেখো আমাদের হোমধেনুটিরে,
স্বর্গসুধা পান করে' সে পুণ্য গাভীরে

ভুলো না গরবে।

কচ। সুধা হতে সুধাময়
দুগ্ধ তার—দেখে' তারে পাপক্ষয় হয়,
মাতৃরূপা, শান্তিস্বরূপিণী, শুভ্রকান্তি
পয়স্বিনী। না মানিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণা শ্রান্তি
তারে করিয়াছি সেবা; গহন কাননে
শ্যামশষ্প স্রোতস্বিনী তীরে, তারি সনে
ফিরিয়াছি দীর্ঘ দিন; পরিতৃপ্তিভরে
স্বেচ্ছামতে ভোগ করি' নিম্নতট পরে
অপর্য্যাপ্ত তৃণরাশি স্নিগ্ধ কোমল—
আলস্য-মন্থর তনু লভি' তরুতল
রোমন্থ করেছে ধীরে শুয়ে তৃণাসনে
সারা বেলা; মাঝে মাঝে বিশাল নয়নে
সকৃতজ্ঞ শান্ত দৃষ্টি মেলি,' গাঢ়স্নেহ
চক্ষু দিয়া লেহন করেছে মোর দেহ।
মনে রবে সেই দৃষ্টি স্নিগ্ধ অচঞ্চল,
পরিপুষ্ট শুভ্র তনু চিক্কণ পিচ্ছল।

দেবযানী। আর মনে রেখো, আমাদের কলস্বনা
স্রোতস্বিনী বেণুমতী।

কচ। তারে ভুলিব না।
বেণুমতী, কত কুসুমিত কুঞ্জ দিয়ে
মধুকণ্ঠে আনন্দিত কলগান নিয়ে
আসিছে শুশ্রূষা বহি গ্রাম্যবধূসম
সদা ক্ষিপ্রগতি, প্রবাসসঙ্গিনী মম
নিত্য শুভব্রতা।

দেবযানী। হায় বন্ধু, এ প্রবাসে
আরো কোন সহচরী ছিল তব পাশে,
পরগৃহবাসদুঃখ ভুলাবার তরে
যত্ন তার ছিল মনে রাত্রি দিন ধরে’?
হায় রে দুরাশা!

কচ। চিরজীবনের সনে
তার নাম গাঁথা হয়ে গেছে।

দেবযানী। আছে মনে
যেদিন প্রথম তুমি আসিলে হেথায়
কিশোর ব্রাহ্মণ, তরুণ অরুণপ্রায়
গৌরবর্ণ তনুখানি স্নিগ্ধ দীপ্তিঢালা,
চন্দনে চর্চ্চিত ভাল, কণ্ঠে পুষ্পমালা,
পরিহিত পট্টবাস, অধরে নয়নে
প্রসন্ন সরল হাসি, হোথা পুষ্পবনে
দাঁড়ালে আসিয়া—

কচ। তুমি সদ্য স্নান করি
দীর্ঘ আর্দ্র কেশজালে, নব শুক্লাম্বরী,
জ্যোতিস্নাত মূর্ত্তিমতী ঊষা, হাতে সাজি
একাকী তুলিতেছিলে নব পুষ্পরাজি
পূজার লাগিয়া। কহিনু করিয়া বিনতি
“তোমারে সাজে না শ্রম, দেহ অনুমতি
ফুল তুলে দিব দেবী”।

দেবযানী। আমি সবিস্ময়
সেই ক্ষণে শুধানু তোমার পরিচয়।
বিনয়ে কহিলে,—আসিয়াছি তব দ্বারে

তোমার পিতার কাছে শিষ্য হইবারে
আমি বৃহস্পতিসুত।

কচ। শঙ্কা ছিল মনে
পাছে দানবের গুরু স্বর্গের ব্রাহ্মণে
দেন ফিরাইয়া।

দেবযানী। আমি গেনু তাঁর কাছে।
হাসিয়া কহিনু—পিতা, ভিক্ষা এক আছে
চরণে তোমার।—স্নেহে বসাইয়া পাশে
শিরে মোর দিয়ে হাত শান্ত মৃদু ভাবে
কহিলেন—কিছু নাহি অদেয় তোমারে।
কহিলাম—বৃহস্পতিপুত্র তব দ্বারে
এসেছেন, শিষ্য করি লহ তুমি তাঁরে
এ মিনতি।—সে আজিকে হল কত কাল
তবু মনে হয় যেন সেদিন সকাল!

কচ। ঈর্ষাভরে তিনবার দৈত্যগণ মোরে
করিয়াছে বধ, তুমি দেবী দয়া করে'
ফিরায়ে দিয়েছ মোর প্রাণ, সেই কথা
হৃদয়ে জাগায়ে রবে চির-কৃতজ্ঞতা।

দেবযানী। কৃতজ্ঞতা! ভুলে যেয়ো, কোন দুঃখ নাই!
উপকার যা করেছি হয়ে যাক্ ছাই—
নাহি চাই দান প্রতিদান! সুখস্মৃতি
নাহি কিছু মনে? যদি আনন্দের গীতি
কোন দিন বেজে থাকে অন্তরে বাহিরে;
যদি কোন সন্ধ্যাবেলা বেণুমতী তীরে

কখনো বা অবসরে বসি পুষ্পবনে
অপূর্ব্ব পুলকরাশি জেগে থাকে মনে;
ফুলের সৌরভসম হৃদয়-উচ্ছ্বাস
ব্যাপ্ত ক'রে দিয়ে থাকে সায়াহ্ন আকাশ,
ফুটন্ত নিকুঞ্জতল, সেই সুখকথা
মনে রেখো—দূর হয়ে যাক্ কৃতজ্ঞতা!
যদি সখা হেথা কেহ গেয়ে থাকে গান
চিত্তে যাহা দিয়েছিল সুখ; পরিধান
ক'রে থাকে কোন দিন হেন বস্ত্রখানি
যাহা দেখে মনে তব প্রশংসার বাণী
জেগেছিল, ভেবেছিলে প্রসন্ন অন্তর
তৃপ্ত চোখে, আজি এরে দেখায় সুন্দর;
সেই কথা মনে কোরো অবসরক্ষণে
সুখস্বর্গধামে! কতদিন এই বনে
দিক্ দিগন্তরে, আষাঢ়ের নীল জটা,
শ্যামস্নিগ্ধ বরষার নবঘনঘটা
নেবেছিল, অবিরল বৃষ্টিজলধারে
কর্ম্মহীন দিনে সঘন কল্পনাভারে
পীড়িত হৃদয়; এসেছিল কতদিন
অকস্মাৎ বসন্তের বাধাবন্ধহীন
উল্লাস-হিল্লোলাকুল যৌবন-উৎসাহ,
সঙ্গীত-মুখর সেই আবেগপ্রবাহ
লতায় পাতায় পুষ্পে বনে বনান্তরে
ব্যাপ্ত করি দিয়াছিল লহরে লহরে

অ... ... দেখ একদিন
কত ঊষা, কত জ্যোৎস্না, কত অন্ধকার
পুষ্পগন্ধঘন অমানিশা, এই বনে
গেছে মিশে সুখে দুঃখে তোমার জীবনে,—
তারি মাঝে কোন প্রাতঃ, কোন সন্ধ্যাবেলা,
কোন মুগ্ধ আঁখি, কোন সুখালোক খেলা,
কোন সুখ, কোন মুখ নাই কোন...
...' মনে আঁকা রবে চির চিত্ররেখা
চিরদিন চিরদিন? শুধু উপকার!
শোভা নহে, প্রীতি নহে, কিছু নহে আর?

কচ। আর যাহা আছে তাহা প্রকাশের নয়
সখি! বহে যাহা মর্মমাঝে রক্তময়
বাহিরে তা কেমনে দেখাব!

দেবযানী। জানি সখে,
তোমার হৃদয় মোর হৃদয় আলোকে
চকিতে দেখেছি কতবার, শুধু যেন
স্বপনের পলকপাতে; তাই আজি হেন
স্পর্ধা মোর! তুমি থাক তবে, থাক তবে,
যেয়োনাকো! সুখ নাই যশের গৌরবে;
হেথা বেণুমতীতীরে মোরা দুই জন
অভিনব স্বর্গলোক করিব সৃজন
নির্জন বনচ্ছায়া সাথে মিশাইয়া
নিভৃত বিশ্রব্ধ মুগ্ধ দুইখানি হিয়া
নিখিলবিস্মৃত। ওগো বন্ধু, আমি জানি
রহস্য তোমার!

কচ। নহে, নহে, দেবযানী!

দেবযানী। নহে? মিথ্যা প্রবঞ্চনা! দেখি নাই আমি
মন তব? জান না কি প্রেম অন্তর্যামী?
বিকশিত পুষ্প থাকে পল্লবে বিলীন,
গন্ধ তার লুকাবে কোথায়? কতদিন
যেমনি তুলেছ মুখ, চেয়েছ যেমনি,
যেমনি শুনেছ তুমি মোর কণ্ঠধ্বনি
অমনি সর্ব্বাঙ্গে তব কম্পিয়াছে হিয়া,—
নড়িলে হীরক যথা পড়ে ঠিকরিয়া
আলোক তাহার! সে কি আমি দেখি নাই?
ধরা পড়িয়াছ বন্ধু বন্দী তুমি তাই
মোর কাছে! এ বন্ধন কাটিতে নারিবে!
ইন্দ্র আর তব ইন্দ্র নহে!

কচ। শুচিস্মিতে,
সহস্র বৎসর ধরি এ দৈত্যপুরীতে
এরি লাগি করেছি সাধনা?

দেবযানী। কেন নহে?
বিদ্যারি লাগিয়া শুধু লোকে দুঃখ সহে
এ জগতে? করেনি কি রমণীর লাগি
কোন নর মহাতপ? পত্নীবর মাগি
করেন নি সম্বরণ তপতীর আশে
প্রখর সূর্য্যের পানে তাকায়ে আকাশে
অনাহারে কঠোর সাধনা কত? হায়,
বিদ্যাই দুর্লভ শুধু, প্রেম কি হেথায়

এতই সুলভ ?
সাধনা করেছ তু
আপনি জান ন
আমি একধারে
চেয়েছ সোৎসু
দোঁহারেই করি
সঙ্গোপনে। 
আসিয়াছি ধরা
যারে চাও। ব
"বিদ্যায় নাহি
দেবযানী, তুমি
তোমারেই কি
নাহি কোন লজ
সহস্রবর্ষেরি সখ

কচ। দেব সন্নিধানে
মহাসঞ্জীবনী বি
দেবলোকে ফি
সেই পণ মনে
পূর্ণ সেই প্রতি
এতকাল পরে
করি না কামনা

দেবযানী।

শুধু বিদ্যা চে
শুধু ছাত্ররূপে
শাস্ত্রগ্রন্থে রাখি

অহরহ? উদাসীন অন্যমনা পথে?
ছাড়ি অধ্যয়নশালা বনে বনান্তরে
ফিরিতে পুষ্পের তরে, গাঁথি মাল্যখানি
সহাস্য প্রফুল্ল মুখে কেন দিতে আনি
এ বিদ্যাহীনারে? এই কি কঠোর ব্রত,
এই তব ব্যবহার বিদ্যার্থীর মত?
প্রভাতে রহিতে অধ্যয়নে, আমি আসি
শূন্য সাজি হাতে লয়ে দাঁড়াতেম হাসি,
তুমি কেন গ্রন্থ রাখি উঠিয়া আসিতে,
প্রফুল্ল শিশিরসিক্ত কুসুমরাশিতে
করিতে আমার পূজা? অপরাহ্নকালে
জলসেক করিতাম তরু-আলবালে,
আমারে হেরিয়া শ্রান্ত কেন দয়া করি
দিতে জল তুলে? কেন পাঠ পরিহরি
পালন করিতে মোর মৃগশিশুটিরে?
স্বর্গ হতে যে সঙ্গীত এসেছিলে শিখে
কেন তাহা শুনাইতে, সন্ধ্যাবেলা যবে
নদীতীরে অন্ধকার নামিত নীরবে
প্রেমনত নয়নের স্নিগ্ধচ্ছায়াময়
দীর্ঘ পল্লবের মত? আমার হৃদয়
বিদ্যা নিতে এসে কেন করিলে হরণ
স্বর্গের চাতুরীজালে? বুঝেছি এখন,
আমারে করিয়া বশ পিতার হৃদয়ে
চেয়েছিলে পশিবারে—কৃতকার্য হয়ে
আজ যাবে মোরে কিছু দিয়ে কৃতজ্ঞতা

[illegible] বাসে [illegible]
[illegible] দিয়ে বার [illegible] দুই [illegible]
[illegible] সম্ভাষে ?--

[illegible] [illegible] নারী ;
[illegible] তবে কি হইবে [illegible] ? [illegible]
[illegible] করি নাই ; [illegible]
[illegible] তব সাধিয়া [illegible],
[illegible] তোমাকে যদি [illegible] মোর
[illegible] দিতেছেন [illegible] । [illegible]
[illegible] কথা ! [illegible] মোর
[illegible] নাই [illegible],
[illegible] শুধু [illegible] আমার
[illegible] কথা । ভালবাসি [illegible]
[illegible] তর্কে কি ফল ? [illegible] আছে [illegible]
[illegible] স্বর্গ [illegible] স্বর্গ [illegible]'
[illegible] নাহি [illegible] দূর [illegible]
[illegible] চিত্ত [illegible],
[illegible] থাকে [illegible]
[illegible] মাঝে — [illegible]
[illegible] সেই স্বর্গ [illegible] ! [illegible]
[illegible] বিদায় [illegible]
[illegible] বিনা [illegible] মোর [illegible]
[illegible] হইবে ; তার পূর্বে [illegible]
[illegible] । [illegible]
[illegible] !

[illegible] [illegible]

কাছে এ লাঞ্ছিত দুর্দিন হতে
হে রাজন্! তুমি চলে' যাও দর্পভরে
[illegible]গৌরবে, আপনার কর্তব্য-পুলকে
সর্ব উপেক্ষিয়া করি দূর-পরাহত;
আমার কি দোষ কাঁদে, কি আমার ক্ষতি
আমার এ অতিতুচ্ছ নিত্য জীবনে
কি রহিল, কিসের গৌরব? এই মত
বসে রব নতশিরে নিঃসঙ্গ একাকী
লজ্জাহীনা! যে দিকেই [illegible] আঁখি
সহস্র [illegible] ক্ষণিক দিবে নিষ্ঠুর;
[illegible] [illegible] তলে [illegible] [illegible] ক্রূর
বারবার করিবে দংশন! [illegible]
কোথা হতে এলে তুমি, [illegible]
বসি মোর [illegible] তলে
[illegible] [illegible] কাঁদিবার ছলে
জীবনের [illegible]—[illegible]
[illegible] [illegible]—[illegible] [illegible]
এক খানি [illegible] দিয়ে [illegible] [illegible]
সে [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
ছিঁড়ে [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
এ [illegible] [illegible] [illegible]! [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible]

মোরে কর অবহেলা, সে বিদ্যা তোমার
সম্পূর্ণ হবে না বশ ;—তুমি শুধু তার
ভারবাহী হয়ে রবে, করিবে না ভোগ,
শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ।
কচ। আমি বর দিনু, দেবী, তুমি সুখী হবে।
ভুলে যাবে সর্বগ্লানি বিপুল গৌরবে।

---

## কৃতজ্ঞতা।

### প্রথম পরিচ্ছেদ।

মহেশপুর, পদ্মাতীরে কুশদা নামে প্রাচীন গ্রাম। ইহার স্মরণকালের [illegible] পদ্মা প্রায় দেড় ক্রোশ দক্ষিণে বহিয়া যাইত, [illegible] সে ব্যবধান দূর হইয়া গেল। পদ্মার ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গে কুশদার অদৃষ্টও ভাঙিতে আরম্ভ হইল। জমীদার চৌধুরীদের দুই শাখায় তুমুল মোকদ্দমা বাধিয়া গেল। বড় তরফের কর্তা হরিনাথ দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী এবং চারি বছরের একটি পুত্র রাখিয়া দেহত্যাগ করিলেন। বিষয়-আশয় সব কোর্ট-অফ-ওয়ার্ডসের জিম্মা হইল। ওদিকে ছোট তরফের বাবু দেবনাথ খুব উৎসাহে লড়িতে লাগিলেন। মোকদ্দমা জেলা-কোর্ট হইতে হাইকোর্টে, সেখান হইতে প্রিভিকৌন্সিলে ছুটিল। সম্পত্তি বিস্তর [illegible] গ্রাস করিয়া হরিপুর চৌধুরীদের [illegible] বাড়িতে [illegible] কেহ [illegible] ভুলিয়া [illegible] [illegible] আর কেউ নেই, [illegible]

সার্ব্বিক মেয়েটীর জন্মাবধি দুই সরিকের কলহেরও সুরু এবং তাহার বিবাহের জয়-পত্র, এমন কি "করণ" হইয়া গেলেও সে আগুন নিভিবার কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না। সহসা একদিন খবর আসিল, বাক্‌দত্ত পাত্রের মৃত্যু হইয়াছে। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুলে বাগ্‌দত্তা কন্যার পক্ষে ইহা বৈধব্যতুল্য। এইরূপ অপাত্রীকৃতা বিধবাদের জন্য নিকৃষ্ট বিবাহ চলিত আছে বটে, কিন্তু সমাজে সেটা বড় হেয়। তাঁহার আদরের সুরবালা পতিতা হইবে ইহা ভাবিতে প্রমথনাথ অবসন্ন হইতেন। তার পর বছর ফিরিতে না ফিরিতে সংবাদ আসিল, প্রিভিকৌন্সিলে বড় তরফের জিৎ হইয়াছে। আর সহিল না। ভগ্নহৃদয়ে প্রমথনাথ এ সংসার ত্যাগ করিয়া গেলেন।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বার বছর বয়সে সুরবালা পিতৃহীনা হইল। সমাজের আইনে বিবাহ না হইতেই তার আগে তাহার বৈধব্য ঘটিয়াছিল। পিতা নগদ অর্থ কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, ভূমিসম্পত্তি যথেষ্ট থাকিলেও মোকদ্দমা-খরচার দায়ে সর্ব্বস্ব যায় যায় হইল। পরামর্শ দিবার বড় কেহ ছিল না। পিতার আমলের কর্মচারীরা বেগতিক দেখিয়া ক্রমে ক্রমে সকলেই সরিয়া পড়িল—কেন না, তাহারা বুঝিল অতঃপর বড় তরফের সঙ্গে শত্রুতা রাখিলে তাহাদিগকে সে অঞ্চলে বসবাস উঠাইতে হইবে। দুটি লোক কেবল ততটা হিসাব করিয়া চলিতে পারিল না—তার একটি এ বংশের জমাদার বকাসীসিং, অপরা ভগবতী নামে দাসী, সে সুরবালাকে মানুষ করিয়াছিল।

[illegible] এমন [illegible]কেও কিছু না রাখিয়া একদিন [illegible]সিং জেলার সদরে গিয়া কালেক্টর সাহেবের কাছে দর- [illegible] দিল। মোক্তার [illegible] দিল যে, তাহার যখন দাম মোক্তার [illegible] কোন রকমের কাগজপত্র নাই, তখন নাবালিকের পক্ষে [illegible] দিলে নামঞ্জুর হইয়া যাইবে। [illegible]সিং [illegible] বিচিত্র হিন্দী বাঙ্গলায় মোক্তারকে বলিল [illegible] যাহা বলিতেছে, তাহাই ঠিক এবং [illegible] তিনি দর- [illegible] লিখিয়া দিন, [illegible] বা সম্পত্তি সম্বন্ধে কাপ্তেন সাহেবের [illegible] কাগজপত্র আছে। দীর্ঘমূর্ত্তি, [illegible] [illegible] এই কথা বলিয়া মোক্তার সাহেবের প্রতি তীক্ষ্নদৃষ্টি [illegible] তিনি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ঠিক তাহার কথা- [illegible] বসাইয়া দিলেন এবং পূর্ব্বে কখন[illegible] পরিচয় [illegible] থাকিলেও সনাক্ত করিলেন "জানি চিনি।" সেই তীক্ষ্নকটাক্ষ [illegible] সাহেবের হৃদয়ে এমনই বিঁধিয়া গিয়াছিল যে, এক [illegible] তিনি [illegible] সিংহের কাছে নিজের প্রাপ্য [illegible] বুঝিয়া [illegible] করিতেছিলেন। [illegible] কিন্তু নিজে হইতে [illegible] এক টাকার জায়গায় দুই টাকা দিয়া [illegible], "[illegible] খুসী হয় না?"

[illegible] সময় [illegible] নামে [illegible] সিং ম্যানেজার [illegible] হইল। কাপ্তেন জোন্স্ সাহেব তখন [illegible] ছিলেন, [illegible] এ লোকের নীচে [illegible] অপেক্ষাকৃত [illegible] লোকের [illegible] যাহার দৃষ্টিগোচর হয় না। [illegible] কালী [illegible]

গ্রীবা উন্নত করিয়া সাহেবকে সেলাম করিল এবং দুইহাতে তাঁহাকে দরখাস্তখানি দিল।

সাহেব দরখাস্তের উপর চক্ষু বুলাইয়া লইয়া পেস্‌কারকে পড়িতে বলিলেন। এবং সকল শুনিয়া অকালী সিংহকে সুধাইলেন যে, নাবালিকার পক্ষে তাহার কোন ক্ষমতাপত্র আছে কি না?

অকালী সিং এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল বটে, কিন্তু সহসা "না" বলিতে একটু ইতস্ততঃ করিল। বলিল সে এবং এক দাসী ছাড়া এই বালিকার এ সংসারে আর কেহ নাই। হরানন্দ তালুকদার বড়তরফের মোক্তার এজলাসে উপস্থিত ছিলেন, দরখাস্তপাঠ শেষ হইলে বুঝিলেন ব্যাপারখানা কি? অমনি পেশকারের সঙ্গে তাহার চোখের কোণে কি কথাবার্ত্তা হইয়া গেল। হিন্দুস্থানীটা সাহেব বাহাদুরের কথায় ঠিক উত্তর দিল না দেখিয়া পেশকার হাঁকিলেন "দো বাৎ পুছা গিয়া উস্‌কা সাফ্ জবাব করো।" সাহেব বলিলেন "আচ্ছা বলিতে দাও।" অকালী উৎসাহিত হইয়া বলিল, "না ক্ষমতাপত্র নাই। আমার মৃত মনিব তাঁহার একমাত্র কন্যাকে আমার হাতে সমর্পণ করিয়া গেছেন। নারায়ণ জানেন সেই আমার ক্ষমতাপত্র।" তাহার সুস্পষ্ট কণ্ঠে সেই কয়টী কথা শিক্ষিত বাগ্মীর মত শুনাইল। ডোনাল্ড্ মনে মনে বক্তার প্রভুভক্তির প্রশংসা করিলেন।

সাহেব বলিলেন, "অকালী সিং তোমার মনিব বলিতেছ বালিকামাত্র, আমার সমক্ষে তাঁহাকে আনিতে পার?"

অকালী একটু ভাবিল বটে, কিন্তু মুহূর্ত্তে উত্তর দিল, "হুজুর তিনি বালিকা হইলেও বড়ঘরণী, আপনার কাছে আসিতে তাঁর ইজ্জতের হানি হইবে। এখন যে আপনার মর্জ্জি।"

কালেক্টর দরখাস্তে হুকুম লিখিলেন। হাসিয়া বলিলেন

"আচ্ছা আমি শীঘ্র মেমসাহেবকে লইয়া তোমার মনিবকে দেখিতে যাব। আজ তুমি যাও। পূর্ব্বাহ্নে খবর পাইবে।" অকালী সেলাম করিতে না করিতে সাহেব তাহাকে অভিবাদন করিলেন। হরানন্দ তালুকদার উর্দ্ধে কামিনী বাবুর কানে কানে বলিলেন, "ঐ গো, মেড়ুয়াবাদীটে এমকাল চেহারায় সাহেবকে ভুলাইয়া গেল!"

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পান খাইবা মাত্র "ফুটাহা" খাইয়াই অকালী সিং অতঃপর গৃহে ফিরিল—কেন না, কার্য্যোদ্ধার হইবা গেলে "সুরো পিদর" অন্তর্নিহিত শব্দগুলি মনে পড়িয়া যাওয়াতে কিছুই তাহার আর ভাল লাগিতেছিল না। অতি প্রত্যূষে ভগী দাসী শয্যা ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই লাঠির মাথায় বস্ত্রখণ্ড এবং "আদোছা" বাঁধিয়া লইয়া অকালী জমাদার নিঃশব্দে "দেউড়ী" ছাড়িয়া গিয়াছিল। "জেনানার" পেটে কথা থাকে না, এই ধ্রুব বিশ্বাসে জমাদার বলিবেন কিছু দুঃখভাগিনী "ভগী"কেও পেটের কোন কথা ভাঙ্গিয়া বলা কর্ত্তব্য জ্ঞান করে নাই। অতএব অকালী সিং কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইয়া পথ চলিতেছিল।

এদিকে অকালী সিংএর অনুপস্থিতিতে ছোট জমাদারের সেই প্রায় জনশূন্য বৃহৎ বাটী আজ সমস্ত দিন আরও নির্জ্জন মনে হইয়াছিল এবং তাহার সেই ক্ষুদ্র গলিবটি নানা উচ্ছিষ্টে হলস্থূল বাধাইয়াছিল। প্রহরবেলা উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও যখন অন্দর হইতে "দেউড়ীতে" কেহ রুটি লইয়া আসিল না, সুরবালা জমাদারকে দেখিতে [illegible] তখন ভগী দাসীর কাজকর্ম্ম বন্ধ হইবার

সৌ...ত হইল। ভগী মত বলে "সে তাকে বলে যায় নি, হয় ত কোন যাহাজে গেছে" সুরবালার ক্ষুদ্র হাতের অজস্র কিল চাপড় তত তার পৃষ্ঠে এবং গণ্ডে বর্ষিত হয়। দুই প্রহর উত্তীর্ণ হইলে বালিকা চোকের জলে ভাসিতে ভাসিতে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল, বামুন ঠাকুরাণী স্নানাহারের জন্য অনুরোধ করিতে আসিলে "জবাব" লাভ করিল। "আমি বিধবা মানুষ, আপনি রেঁধে খাব, তুমি আমার রাঁধতে এসো কেন গা? জমাদার যদি আবার ফিরে আসে তবে তোমাদের সবাইকে মজা দেখাব।" ভগী দাসী বলিল, "সুবাসনা কুকি, অমন অলক্ষণে কথা মুখে এনো না। ষাট, ষাট, আপনাকে বিধবা বলে' গাল দিতে নেই। তোমার বিয়েই হয় নি, অমন কত হয়!" এ কথায় সুরবালা ক্ষুদ্র সিংহিনীর মত গর্জ্জিয়া উঠিল এবং আপনার আলুলায়িত কুন্তলদাম বাঁধিতে বাঁধিতে ভগীকে দু কথা শুনাইয়া দিল।—"মর, আমি কি না তোর মতন কৈবর্ত্তের মেয়ে তাই আবার বিয়ে হবে!" ভগী সে কথা গ্রাহ্য না করিয়া তার আদরের সুকোমল অযত্নবিন্যস্ত কেশরাশির ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিল এবং জানালা হইতে সুবাসিত তৈল লইয়া তাহা নিষিক্ত করিতে করিতে বলিল, "কেন কুকি হরি সান্যালের বেটীর ত আবার বিয়ে হয়েচে, এবার শুনচি ছেলেও হবে!" আয়ত চক্ষুদুটিকে আয়ততর করিয়া বালিকা জানালাস্থিত তৈলবাটিকায় পদাঘাত করিল এবং দাসীর হাত হইতে সজোরে আপনার চুলগুলি টানিয়া লইল। বলিল, "সে শতেকখোয়ারীর কথা আমার সামনে তুই বল্‌তে পাবিনে।" ভগী হাসিয়া বলিল "আচ্ছা তাই হবে, আর বল্‌ব না।" সুরবালা তাহার হাসি দেখিয়া আরও জ্বলিয়া গেল এবং ভগী দাসীকে শাসাইল জমাদার ফিরে এলে মজা দেখাবে।

তিনি শুনেছেন যে নলিনীর আবার বিয়ে দিবেন। নলিনীর মা নিতান্ত সাদাসিধে রকমের লোক হইলেও এ অপমানে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং বেহাইন সাগীর উদ্দেশে নাক তুলিয়া তুলিয়া নাকি সুরের মধ্যে বলিয়া বসিলেন "তা দিবে দাব দিক্ না, আমার মেয়ে কিছু ভেসে এসেনি" ইত্যাদি। নলিনী তখন কাছে বসিয়া মাথা হেঁট করিয়া নিতান্ত অপরাধিনীর মত নখে মাটি খুঁড়িতেছিল, আর মাথামুণ্ড কি ভাবিতেছিল তা সেই জানে, কিন্তু [illegible] বহুদের [illegible] স্ফুরি বলিয়া উঠিল,—

"শ্বশুরবাড়ী যেতে যেতে হেসে বলেন ধনী,
চাঁদের চেহারা কিন্‌তে যাব বাপ্পা শুনি।
মা বড় নির্ব্বোধ কেঁদে কেন মর
হাপুনি ও বিয়ে [illegible] বর বর"।

উমিয়া মাসিপিসি এবং পাড়ার চাঁদ্‌দিদি রাগ ভুলিয়া হাসিয়া ঢলিয়া পড়িল এবং জোড়া জোড়া চোক একসাথে নলিনীর [illegible] মুখখানির উপর পড়িল। নলিনী কাঁদিয়া ফেলিল এবং [illegible] লুটাইতে লুটাইতে স্থবির [illegible] দৌড়িল।

মেয়ে-মহলের কতরকম এইরূপে হাস্যরসে পরিণত হইলেও নলিনীর বাপের আকাশপাতাল ভাবনা-বহ্নি দিন দিন ধিকি ধিকি জ্বলিতে লাগিল। চারিটে মেয়ের ভেতর ছটোকে পার করিয়াছেন, নলিনীর বিবাহের ভাবনায় ভাবিয়া [illegible] তিনি রুক্ষাসার হইতে একরকম নিষ্কৃতি পান। কিন্তু এ [illegible] বেদন মর্ম্মটে ভারি খারাপ রকমের লোক, [illegible] কিছুতেই [illegible] তার পছন্দ হয় না। গৃহিণীর পরামর্শ [illegible], কহিলে তিনি একটু নাক তুলিয়া, মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন, "মুরুব্বি, [illegible] খাবো, তার [illegible] সে ছোট মেয়েকে কিছুতেই

[illegible] সঙ্গে [illegible] আছে, তাই [illegible] জিজ্ঞাসা করিলেন "বৌমা কি হল [illegible]?" [illegible] হাসিল [illegible] তারা [illegible] কি করবো। তোমার চেয়ে কি আমাদের বেশী [illegible] বলে, বাবাতো [illegible] ছাড়া নেই।

[illegible] ভাবনা তাঁহাদের [illegible] ঠাকুরাণী [illegible] রকমের [illegible] দিকে মন [illegible]। সে দিন দুপুর বেলা [illegible] কোটায় [illegible] পড়িয়া গেল। [illegible] "চৌকিদার" যাহা [illegible] সেই গোটা [illegible]। [illegible] খুব [illegible] হইয়া টেবিলে "[illegible]" [illegible] একরকম [illegible] বাহির [illegible] সকলকে [illegible] পাঠাইয়া [illegible] করিয়াছেন যে টেবিল [illegible] সত্যসত্যই কি তাই? [illegible] টেবিল জীবনে [illegible] [illegible] [illegible] মত [illegible] টেবিল [illegible] [illegible] [illegible], তিনি [illegible] [illegible] আমার [illegible] [illegible] হয় [illegible]

[illegible]

অনুভব [illegible] বাকি [illegible] এবং সেইজন্যই [illegible] [illegible] হইতে [illegible] তার বেশ [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া [illegible] নিদ্রিত [illegible]

[illegible] তাহার [illegible] 'এ [illegible]' দিলে [illegible] [illegible] ছিল না। [illegible] [illegible] দোষগুণ বিচার করিতেছিলেন, [illegible] তাহাকেও চলিয়া যাইতে [illegible] [illegible] মনে [illegible] বলিয়া [illegible] নয়, [illegible] হচ্ছে। [illegible] [illegible] দেখে জুড়াবে" [illegible] একলা পাইয়া [illegible] আশিসের চিত্রিত [illegible] উপর আপনার [illegible] বলিল, 'এ [illegible] [illegible] নয়?" বলিলে [illegible] [illegible] কাছে "না," হইয়া যাওয়ার, [illegible] [illegible] এবং তাহাকে [illegible] দেখাইয়া [illegible] যদি [illegible] [illegible] [illegible] মুছে [illegible]' [illegible] দুই বইয়ের [illegible] [illegible] জানা গেল, যে, এর [illegible] পরে [illegible] [illegible] [illegible] সুবুদ্ধি [illegible] [illegible] [illegible] করে নাই।

নলিনীকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আশিসের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যাইতে ভাবিয়া গেল। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বাধ্য [illegible] না। [illegible] [illegible] [illegible]

বাঁকিয়া তাহার শিরোদেশে, [illegible] [illegible] ফণা, আঁকিয়া দিলেন। সন্ধ্যার পর চাঁদ উঠিলে সেই শ্বেত চিত্রাবলী দেখাইতেছে। সজীব হইয়া উঠিল—সেই নদীর পাড়, [illegible] নাগের দল এক একবার শ্বেতসর্প বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল।

লক্ষ্মীপূজার দিন ভোরে স্নান করিয়া [illegible] নদী পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন আর নলিনীর মা চূর্ণিত চাউল ও [illegible] প্রভৃতিতে [illegible] হইয়া রন্ধনশালা সারা করিয়াছেন। নলিনীর চিত্রিত লক্ষ্মী-দেবী ঘরের সেই দেওয়ালের নীচে ধানের রাশির উপর 'তালচেনীপরিচ্ছিন্ন' লক্ষ্মী ঠাকুরাণী বসিয়াছেন—দুই পার্শ্বে ধনধান্যের চিহ্নস্বরূপ [illegible] পেচকদম্পতি দিয়া তার আদর লাভ করিতেছে সম্মুখে পার্শ্বে সর্বত্র সুখ-সম্পদের নিদর্শনস্বরূপ [illegible] সজ্জিত আছে। ধূপ-ধুনার গন্ধে লক্ষ্মীগৃহ পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে। পুরোহিত আসিয়া পূজা শেষ করিয়া গেলে ধাঁধা-হাতে অকরুণা ঠাকুর লক্ষ্মীর কথা বলিতে লাগিলেন। কথা না শুনিলে লক্ষ্মীর ব্রতনিয়ম সম্পূর্ণ করা হইবে না। অতএব ঠাকুরাণী শ্বেত-সীমন্তে একরাশ সিন্দূর পরিয়া এবং বউঝিদের বসাইয়া কথা আরম্ভ করিলেন, তার সংক্ষেপ এইরূপ :—

সদাগরের ছেলের নাম নন্দকুমার, মেয়ের নাম সুনন্দা। পৌষ-সংক্রান্তির সময় মেয়ে যখন [illegible], তখন নদীর ঘাটে [illegible] আপনার [illegible] একবার [illegible] দেখিলেন। [illegible] তুলিয়া রাখিলেন, এই নাকি [illegible] মোহন বাণ এই নাকি [illegible]। [illegible] আমার পূজার [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible]

আজ্ঞায় ছদ্মবেশে ত্রিভুবন ঘুরিলেন. যাকে সেই স্বর্ণ ... লোভ দেখাইয়া তুলা পিঁজিতে আহ্বান করেন, সেই ... দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দেয়। শেষে পরিশ্রান্ত হইয়া ... ধূমনার গৃহে গেলেন। মাতার আদেশ শুনিয়া ধূমনা ... বলিল "তা বেশ আমিও তুলোটুকু পিঁজে দিই তুই ... ধনাগারে মোহর পাঁচখান রেখে দে।" ধনকুবেরের ... কার্য্যবিবরণ শুনিয়া লক্ষ্মী ক্রোধ করিলেন এবং ... হইয়া তাঁহার পূজার দিনে তুলা পিঁজিয়া তাঁহার ... করিয়াছে ভাবিয়া তাহাকে দারুণ দারিদ্র্যে ফেলিলেন। ... হইয়া ধূমনা মাতার পুষ্প আহরণকারিণী মালিনীর ... এবং লক্ষ্মীর প্রসাদলাভাকাঙ্ক্ষায় উদ্ঘাটিকা ... একদিন সুন্দর সুবাসিত ফুলে মালা গাঁথিয়া আপনার ... দিয়া দিল। দেখিয়া মা, মালিনীকে বলিলেন, ... হাতে দূর করিয়া দে। লক্ষ্মীর ধোপানীর কাছে গিয়া ... একদিন এমন পরিষ্কার করিয়া মাতার কাপড়গুলি ... দিল যে, তাহা রজকের অসাধ্য বুঝিয়া মাতা ধোপানীকে ... দিলেন, কাপড় যে কেচেছে, বাড়ী গিয়াই তাহাকে ... দিস্। ধূমনার আর দিন যায় না। ধনকুবের ... করিয়া বলিলেন, মা তোমারই ত মেয়ে, তাকে এবার ... কর। ধূমনা কামিলে শিখাইয়া দিলেন, "দিদি মার ... তাঁর হাতবাঁধি আর একটু সুখের পান চান, তোর ... হবে।" তাহাই হইল। মায়ে ঝিয়ে আবার ভাব হইল। ... অবধি ধূমনা ধনেপুতে লক্ষ্মেশ্বরী হইয়া আছে।

এই কথা যখন শেষ হইয়া গেল, তখন বেলা প্রায় ... প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে। ... বংশধাত্রী ...

[illegible] অপূর্ব্ব [illegible] সেই [illegible]

[illegible] অনুভূতি এবং [illegible] প্রতি [illegible] করিলেন, তা [illegible] তাহা [illegible]

[illegible] হইয়াছে। [illegible] হইয়া [illegible] লিখিয়াছেন, [illegible]

[illegible] তাঁহার পবিত্র [illegible] [illegible]

[illegible] হইল।

[illegible] প্রাণে সুর [illegible] অনুভূতি [illegible] এবং [illegible] হইয়া [illegible] [illegible] বিদ্যাপতির উল্লেখ [illegible] বাণীকে [illegible] [illegible] এ পুণ্য [illegible]

[illegible] আপত্তি [illegible] করিবা [illegible] পাইবেন, [illegible] এই "[illegible]" [illegible] হইয়াছে [illegible] [illegible] থাকে, তাহাই [illegible] [illegible] সৌন্দর্য্য [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] শেষ [illegible]

[illegible]

## দেশীয় রাজভক্তি।

গৌর দাসের সাধনায় শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন মুসলমান বাদশাহদিগের হিন্দুপত্নীগ্রহণের বিষয় নির্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন, "মুসলমান বাদশাহেরা ভারতের উপর অন্যূন সাত অষ্টশত বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন, ইহার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নহে কেবল এইমাত্র যে, কয়েকজন মুসলমান সম্রাট এই দেশে বিবাহসূত্রে বদ্ধ হইয়াছিলেন। মোগলেরা যে, এত প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন, ইহাই তাহার প্রধান কারণ। আকবর এমন দৃষ্টান্ত দেখান। সেই দৃষ্টান্ত তাহার পুত্র পৌত্র, প্রপৌত্রেরা সকলেই অনুকরণ করিয়াছিলেন।" স্থানান্তরে লিখিয়াছেন, "মুসলমান বাদসাদিগের একটি সুবিধা ছিল, যাহা ইংরাজদিগের নাই। তাঁহারা অনেকগুলি বিবাহ করিতে পারিতেন। একজন বাদসাই অনেকগুলি বড় বড় হিন্দু রাজাদিগকে আপনার লোক করিয়া ফেলিতেন। ইহাতে যে, দেশসুদ্ধ লোক তাঁহাদিগের অনুগত হইয়াছিল তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, কেবল হিন্দু মুসলমানে বৈবাহিক সম্বন্ধ থাকাতে সাত আটশত বৎসর কাল ভারতে মুসলমান রাজত্ব স্থায়ী ছিল। ইংরাজ যদি বহুবিবাহের পক্ষপাতী হইতেন, হিন্দু নৃপতিদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারাও ভারতের হিন্দুরাজগণকে আপনার লোক করিয়া ফেলিতে পারিতেন। সমগ্র ভারতবাসী মুসলমানের অনুগত হইয়াছিল, যেহেতু মুসলমান ও হিন্দু সুদৃঢ় বৈবাহিক বন্ধনে বদ্ধ ছিল।

কি প্রকৃতি বিচার। ইতিহাসের আলোচনা করিলে দেখা যা

[illegible] দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে দিল্লীর রাজসিংহাসন পাঠান ভূপতির অধিকৃত হয়। পৃথ্বীরাজ [illegible] ভাবে যখন ভারতের উত্তরে অযো- [illegible] মহম্মদ ঘোরী দিল্লীর সিংহাসন গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার ক্রীতদাস ও সেনাপতি কুতবুদ্দীন তাঁহার [illegible] দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত হলেন। ১২০৬ সাল হইতে পানিপথের প্রথম যুদ্ধ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ তিন শত বৎসরের অধিক কাল ভারতবর্ষে পাঠান ভূপতিদিগের রাজত্ব অব্যাহত থাকে। এই মুসলমান ভূপতিগণ হিন্দুদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনে সচেষ্ট হয়েন নাই, হিন্দুও জাতীয় গৌরবে বিসর্জ্জন দিয়া, মুসলমানের সহিত সম্মিলিত হইতে আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই।

বাবর পানিপথের প্রথম যুদ্ধে জয়ী হইয়া রাজবংশ দিল্লীতে প্রতিষ্ঠা স্থাপন করেন। তিনি ভারতবর্ষে মোগলের প্রাধান্য স্থাপন করিলেও স্থায়ী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়েন নাই। তাঁহার পৌত্র আকবর মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া ইতিহাসে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন। আকবর ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে দিল্লীর সম্রাট হয়েন। এতদিন ভারতবর্ষ অনেকগুলি খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে মুসলমান বা হিন্দু ভূপতিগণ স্বতন্ত্রভাবে রাজ্য করিতেছিলেন। আকবরের বাহুবলে ও রাজনীতি-কৌশলে এই সকল বিচ্ছিন্ন রাজ্য একীভূত হয়। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর, অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই বিশাল সাম্রাজ্যের অবনতি হইতে থাকে। [illegible] ভাবে উহা [illegible] দিল্লী [illegible] সে [illegible] পতি [illegible] [illegible] পার্শ্ববর্ত্তী [illegible] [illegible] দিল্লী [illegible] [illegible]

বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে অপ্রতিহত ছিল, তাহা প্রায় দুই শত বৎসরের মধ্যে অন্তর্হিত হয়।

মুসলমান ভারতবর্ষে পাঁচ ছয় শত বৎসর আধিপত্য করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে পাঠানেরা তিন শত বৎসরের অধিক কাল রাজত্ব করেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহারা হিন্দুর সহিত বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়েন নাই। হিন্দু ও মুসলমান একাসনে উপবিষ্ট হইয়া, কুটুম্বভাবে পরস্পর সম্ভাষণ করেন নাই। মোগলসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা আকবর হিন্দুনারীকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করেন। তাঁহার সময় হইতে হিন্দু, মুসলমানের কুটুম্ব বলিয়া পরিগণিত হয়েন। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে পরিণয়জনিত কুটুম্বিতা সঞ্চার থাকিলেও আকবরের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য দুইশত বৎসরের অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই। আকবর হিন্দুর বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া, স্বীয় সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, হিন্দু ও মুসলমানের রক্ত এক করিয়া জগতে অপূর্ব্ব সমদর্শিতার পরিচয় দিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন; শেষে হিন্দুই তাঁহার সেই সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের সুদৃঢ় ভিত্তির ধ্বংসসাধনে উদ্যত হয়। সুতরাং আকবর যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, সে উপায়ে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যরক্ষণ হয় নাই। তিনি অপূর্ব্ব কৌশল ও অসামান্য চাতুরীর সহিত হিন্দুকে মুসলমান করিয়া, সামাজিক মাহাত্ম্য প্রকাশে যত্নশীল হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কার্য্যে, তাঁহার প্রবর্ত্তিত দৃষ্টান্তে, তাঁহার সেই অপূর্ব্ব কৌশল বা অসামান্য চাতুরীতে তদীয় মাহাত্ম্য বর্দ্ধিত হয় নাই। তাবৎ সমগ্র হিন্দু তাঁহার সহিত এক হইয়া যান নাই। সমগ্র হিন্দুসমাজ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নাই বা তাঁহার সৌহার্দ্দ্যে বিমুগ্ধ হইয়া আত্মীয় ভাবে মিলিত হয়েন নাই।

আকবর অদ্বিতীয় সম্রাট। চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, কেহই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। চন্দ্রগুপ্ত বা অশোক, হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য বা দ্বিতীয় পুলকেশী একমাত্রে ভারতবর্ষে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারাও সর্ব্ববিষয়ে আকবরের সমতাস্পর্দ্ধী হইতে পারেন না। আকবর যেরূপ সৌন্দর্য্যদর্শন, সেইরূপ শক্তিসম্পন্ন; যেরূপ প্রতাপান্বিত, সেইরূপ পণ্ডিতভক্ত; যেরূপ সমৃদ্ধিশালী, সেইরূপ সর্ব্বজাতির সর্ব্বশ্রেণীর অধিগম্য ছিলেন। যুদ্ধে তাঁহার পরাক্রম, বীরত্ব, সৃষ্টাধান বা রাজসভায় তাঁহার অতুল্য সমৃদ্ধি, রাজ্যসাধনে তাঁহার অপূর্ব্ব ক্ষমতা, ধর্ম্মতত্ত্বের বিচারে তাঁহার অনির্ব্বচনীয় উদারভাব দেখিয়া লোকে বিস্ময় প্রকাশ করিত। আকবর যখন বাহিরে মাহাত্ম্য ও নয়দর্শিতার পরিচয় দিয়া জনসাধারণকে বিমোহিত করেন, তখন তাহার কৌশল বা চাতুরী প্রকাশের সুবিধা বটে। তিনি হিন্দুর চিরন্তন আভিজাত্যগৌরব, পবিত্র জাতীয় ভাবের উপর প্রাধান্য একবার করিয়া, হিন্দুকে আপনার অধীন করিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি আকবর বুঝিয়াছিলেন, হিন্দু সর্ব্ববিষয়ে জগতে অতুলনীয়। হিন্দুর জ্ঞানের গভীরতা আছে, জ্ঞান গরিমার ভিত্তিস্বরূপ দর্শনশাস্ত্র আছে, অমর কবির গ্রন্থ মহাকাব্য আছে, জাতীয়তার উদ্দীপনার অপূর্ব্ব বীরত্ব ও স্বদেশ-হিতৈষা আছে। এই উদ্দীপনাস্রোত নিরুদ্ধ করাই আকবরের উদ্দেশ্য ছিল। হিন্দু আপনার হিন্দুত্ব বিসর্জ্জন দিয়া আর বিলাসী হয়, এবং আত্মবিস্মৃত হইয়া, মুসলমানের আনুগত্য স্বীকার করে, আকবর এই অভিপ্রায়েই কৌশলজাল বিস্তার করেন। কোন কোন হিন্দু সম্রাটের প্রভাবে বিমুগ্ধ হইয়া ঐ জালে আবদ্ধ হইলেন; তাঁহার হস্তে কন্যারত্ন সম্প্রদানপূর্ব্বক সম্পর্ক স্থাপন

[illegible] দান করেন। [illegible] দুহিতা সুন্দরী না হইলে [illegible] কাম্বোজের শিরশ্ছেদ হইত না। কিন্তু আপনার আভিজাত্যের মহিমায় সভ্য সমাজের বরণীয় না হইলে আকবরও [illegible] কৌশলের সহিত বৈবাহিক বন্ধনের সূত্রপাত করিতেন না। কিন্তু আকবর ভবিষ্যদর্শী ছিলেন না। তিনি যদি ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কার্য্য করিতেন তাহা হইলে বোধ হয়, হিন্দুকে এ উপায়ে আপনার করিয়া লইতে ইচ্ছা করিতেন না। তাঁহার [illegible] নীতি হইতে পরিশেষে সাম্রাজ্যের বিনাশের [illegible] উৎপত্তি হয়। তিনি যে কৌশল আপনার অভীষ্টসিদ্ধির পক্ষে অনুকূল বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, সেই কৌশলই শেষে প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়। এই প্রতিকূলভাবের গতিনিরোধ হয় নাই। আকবরের আভিজাত্যভেদসাধিনী নীতি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিশাল সাম্রাজ্যের স্থিতির কারণ না হইয়া, বরং ধ্বংসের একটি কারণস্বরূপ হয়।

যাঁহারা আকবরের সম্বন্ধে আভিজাত্যরক্ষায় উদ্যত হইয়াছিলেন, মিবারের প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপসিংহ তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। প্রতাপসিংহ আকবরের ন্যায় বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি বা বিপুল সমৃদ্ধির অধিকারী ছিলেন না। আকবরের ন্যায় তাঁহার সৈনিকবল, আকবরের ন্যায় তাঁহার ক্ষমতাগৌরব, আকবরের ন্যায় তাঁহার সার্বভৌম প্রভুত্ব, কিছুই ছিল না। কেবল [illegible] জনপদ তাঁহার রাজ্য, বৃক্ষলতাকীর্ণ পার্বত্যভূমিও তাঁহার সম্পত্তি, দুর্গম গিরিসঙ্কট তাঁহার অদ্বিতীয় আশ্রয়স্থল ছিল। তথাপি প্রতাপসিংহ আকবরের সমক্ষে কেমন গৌরবান্বিত, কেমন মহিমান্বিত, কেমন প্রীতি [illegible] দীপ্তিমান! প্রতাপসিংহের [illegible]

[illegible] নাই। ইহার কারণ কি? প্রতাপের [illegible] [illegible] একজন ক্ষুদ্র রাজপুত ভূপতির এরূপ অসামান্য [illegible] হেতু কি?

কারণ আর কিছুই নহে। [illegible] হিন্দুর যে হিন্দুত্বের [illegible] উদ্যত হইয়াছিলেন, প্রতাপসিংহ সেই হিন্দুত্বের [illegible] বদ্ধপরিকর হয়েন। এজন্য তিনি কষ্টের পর কষ্ট [illegible] করেন নাই, হলদিঘাটের শোণিতস্রোতেও ভ্রূক্ষেপ [illegible] নাই, [illegible] অদ্বিতীয় অবলম্বন, প্রীতির একমাত্র পুত্তলী, [illegible] কাতরতাতেও বিচলিত হয়েন নাই। যাহা [illegible] হিন্দু গৌরব, যাহা লইয়া হিন্দুর সম্মান, যাহা লইয়া [illegible] মহত্ত্ব, প্রতাপসিংহ হিন্দুর সেই চিরবিশুদ্ধ স্বর্গীয় ভাবের [illegible]। বিভীষিকায় দৃক্পাত না করিয়া [illegible] করিয়াছিলেন, "এই [illegible] দেহ বিসর্জনের নিমিত্তই রাজপুতগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছে।" প্রতাপসিংহের সাধনা বিফল হয় নাই। যাঁহারা আকবরের [illegible] ছিলেন তাঁহারাও এখন প্রতাপসিংহের প্রশংসা [illegible] বিমুখ হয়েন নাই। হলদিঘাটের যুদ্ধের অবসানে [illegible] ভ্রাতা আকবরের পক্ষ পরিত্যাগপূর্বক [illegible] [illegible] কাতরভাবে ক্ষমাভিক্ষা করিয়াছিলেন। [illegible] [illegible] আত্মমর্য্যাদা সুমধুর কবিতায় প্রতাপসিংহের মহত্ত্ব [illegible] গিয়াছিলেন। [illegible] একজন রাজপুত বীর [illegible] জাতীয়ভাবের অধোগতি [illegible] [illegible] আকবর একজন [illegible] কিনিয়াছেন, কেবল উদয়ের [illegible] কিনিতে [illegible] ... [illegible] এই [illegible] [illegible] এক দিন সকলেই উহাদের হইতে [illegible]

হইবে। যখন আমাদের জাতি সকলেই পরিত্যক্ত ভূমিতে বাস [illegible] জন্য প্রতাপের নিকটে উপস্থিত হইবে। যাহাতে ঐ বাঁধ রক্ষিত হয়, যাহাতে উহার পবিত্রতা পুনর্ব্বার উদ্ধার হইতে পারে, তাহার জন্য সকলেই প্রতাপের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।"

মুসলমানের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়াতে রাজপুতদিগের এইরূপ বাধাবাধি উপস্থিত হইয়াছিল—এইরূপ নিদারুণ মনোবেদনা তুষানলের ন্যায় তাঁহাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা বিস্তার করিয়াছিল। তাঁহারা মানসিং সম্বন্ধে সন্তুষ্ট হয়েন নাই, অথচ [illegible] মোগলের প্রতিও অনুরাগ প্রকাশ করেন নাই। এবং তাহারা জাতীয়ভাবের স্থিতিরক্ষার জন্য আশঙ্কাযুক্ত প্রতাপসিংহের দিকেই চাহিয়া রহিয়াছিলেন। হলদিঘাটের যুদ্ধে প্রতাপসিংহ পরাজিত ও পলায়িত হইলেও জেতার ন্যায় গৌরবযুক্ত। হিন্দুর [illegible] রক্ষার জন্য তাঁহার সেই পরাক্রম, সেই তেজস্বিতা, সেই কষ্টসহিষ্ণুতা, সর্ব্বোপরি সেই সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন, সকলই তাঁহার অসামান্য মহত্বের অদ্বিতীয় পরিচায়ক। ইনি আত্মবিসর্জ্জনে যেরূপ আত্মসংযমের পরিচয় দিয়াছিলেন, ঐতিহাসিকগণ আহ্লাদ ও প্রীতির সহিত তাহার গান করিয়া থাকেন।

বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়াতে যে, সমুদয় হিন্দু সমাজ ও আমাদের অনুগত এখন নাই তাহা প্রতাপসিংহের বিলক্ষণ বুঝা গেল। এমন সময়ে অসন্তোষ ও বিকারের ভাব তাহাদের মনে নিহিত ছিল; [illegible] আওরঙ্গজেবের সময়ে উহার পূর্ণবিকাশ হয়।

আওরঙ্গজেব নিষ্ঠুর ও ধর্ম্মান্ধ ছিলেন। তাহার রাজত্বে হিন্দুগণ [illegible] হয়েন। এক্ষণে মুসলমান

[illegible] ভঙ্গ হয়। হিন্দু একতাপন্ন [illegible]
[illegible] মুসলমানেরা যেমন [illegible]
[illegible] এবং [illegible]
[illegible] তাঁহারা সেখানে সর্বত্র হইয়া গেলেন। [illegible]
[illegible] প্রতিদ্বন্দ্বী পরিণত হয়। যাঁহারা [illegible]
[illegible] ছিলেন, তাঁহারাই এখন মোগলসাম্রাজ্যের শত্রু
[illegible] মহারাষ্ট্রীয় ও রাজপুতেরা বিরুদ্ধে
[illegible]। এদিকে শিবাজির বাহুবলে [illegible]
[illegible] ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। অন্যদিকে [illegible]
[illegible] দক্ষিণাপথের ব্রাহ্মণগণ [illegible]
[illegible] জয়পতাকা, হিন্দুর ভাবের [illegible]
[illegible] দেখিয়া শিবাজী হিন্দুজাতির মর্যাদা [illegible]
[illegible] উত্তোলন করেন, সেই শক্তিতে মোগল সাম্রাজ্য
[illegible] বিচলিত হইয়া যায়। আকবর [illegible] ইষ্টদেবতার [illegible]
[illegible] নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা [illegible]
[illegible] নীতির দোষে [illegible] পরিণত হয়।
[illegible] হিন্দুর সহিত যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া
[illegible] প্রথমে শিক্ষা [illegible] ভিন্ন দেশের অধিবাসী
[illegible] সিংহ আকবরের সঙ্গে যে দৃষ্টান্ত দেখান [illegible]
[illegible] নাই। সেই দৃষ্টান্তেই হিন্দু
[illegible] বলবতী হয়, এবং সেই দৃষ্টান্ত [illegible]
[illegible] প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া [illegible] মোগল [illegible]
[illegible] সুতরাং [illegible] প্রবর্তিত [illegible]
[illegible] পরিবর্তে [illegible]
[illegible]।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
সেই কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি?
যিনি নক্ষত্রধারী, যিনি স্বর্গ পৃথিবীর [illegible]
[illegible]
সেই কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি?

৩।২

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

। র্গা -া র্গা। র্সা -া -া। -া -া র্গা। র্সা র্সা র্সা।
। দে — —। বী — —। — — য়। হ দি য়।

। -া -া র্সা। র্সা -া নর্সা। র্না -া -া। র্সা -া -া।
। — — বি। দে — —। — — —। ন — —।

। -া -া -া।
। — — —।

। গা -া গা। -া -া রা। পা -া -া। -া -া -া।
। যঃ — শ্র। — — ণ। তো — —। — — —।

১ । ধা পা মা। পা -া -া। গা গা -া। মা -া পা।
। নি নি ন। তো — —। ম হি —। ইন্দ্র — ন।

। পা -া রা। -া গা -া। -া -া মা। ধা পা -া।
। হি — ন্দ্রা। — নো —। — — হ। গ ভো —।

। -া রা রা। গা গা -া। -া -া -া। গা গা -া।
। — ব ভু। — ব —। — — —। স ঙ্গী —।

। -া -া রা। -া -া মা। পা পা -া। পা পা -া।
। মে — ধ্য। — — ষি। প দ —। স্তু —

। পা পা -া। -া -া -া। গা -া -া। পা -া রা।
। অ হঃ —। — — —। ক — —। বৈ — —

ইত্যাদি।
ইত্যাদি।

| ধা পা -া | -া -া র্সা | -া -া র্সা | -া র্গা র্রা |
| ভো — — | — — ন | হি — স্বা | — — — |

| র্সা -া -া | -া -া -া | পা -া র্সা | র্রা র্রা -া |
| — — — | — — — | য — সা | ন মূ — |

| র্সা -া -া | র্রা র্গা র্রা | -া র্সা র্সা | র্সা -া না |
| রং — — | ব্র ন স্রা | — — ন | হা — হঃ |

| -া -া -া | পা -া পা | -া জ্ঞপা মজ্ঞা | -া -া -া |
| — — — | ব — ন্যে | — মাঃ — | — — — |

| পা না ধা | -া -া -া | পা -া পা | পা র্সা -া |
| এ ঠি শো | — — — | য — স্য | বা — — |

| ধা -া -া | -া -া -া | গা -া -া | গা -া ঋা |
| হি — — | — — — | ক — — | শৈ — — |

ইত্যাদি।

| -া -া গা | -া গা -া | গা -া গা | -া -া -া |
| ম — ন | — দো — | দু — গ্রা | — — — |

| পা পা পা | -া -া পা | গা -া গা | -া -া -া |
| স্ব বি বী | — — চ | দৃ চ হা | — — — |

| সা -া সা | -া গা -া | গা গা গা | -া -া -া |
| — — ন | — স্বঃ স্ | ভ তি ভং | — — — |

| -া -া গা | -া -া গা | গা -া -া | -া -া -া |
| — — — | — — হ | — — — | — — — |

। পা -া গা। -া -া গা। গা -া গা। -া -া -া ।
। যো — গ। — — ত। নি — যে। — — — ।

। রা রা রা। -া মা মা। মা -া মা। -া -া -া ।
। ব ল সো। — — নি। গা — হঃ। — — — ।

। গা -া -া। মা -া মা। ইত্যাদি ।
। হ — —। হৈ — —। ইত্যাদি ।

। গা -া -া। পা -া ধা। র্সা -া র্সা। র্সা র্সা -া ।
। সং — —। ক্র — ন্দ। সী — অ। ন গা — ।

। র্সা -া র্সা। র্সা না র্সা। র্সা -া -া। -া -া -া ।
। উ — জ। ডা — —। নে — —। — — — ।

। র্সা -া র্রা। -া র্রা -া। র্রা -া র্রা। র্রা র্রা -া ।
। অা — ত্যা। — কে —। তাং — গ। ন মা — ।

। র্সা -া র্রা। র্সর্রা র্সরা র্গা। র্গা -া -া। -া -া -া ।
। দে — হ। গা — —। বে — —। — — — ।

। র্গা -া -া। র্গা -া র্গা। র্গা -া -া। -া -া র্গা ।
। হ — —। জা — রি। হু — —। — — র ।

। র্গা র্গা র্গা। -া র্রা র্রা। র্সা -া র্সা। -া -া -া ।
। উ দি তো। — — দি। বা — তি। — — — ।

। গা -া -া। মা -া মা। ইত্যাদি ।
। হ — —। হৈ — —। ইত্যাদি ।

। গা -া -া । জ্ঞা -া পা। ধা -া পা। -া -া মা।
। মা — —। নো — —। হিং — সী। — — জ্জ।

মা মা -া । মা -া গা। গা -া গা। -া -া -া।
। নি তা — । যঃ — পৃ। থি — ব্যা। — — —।

পা -া মা। পা র্সা -া। নধা না ধা। পা -া মা।
। মা — —। নো — —। হিং — —। সী — জ্জ।

। মা মা -া। মা -া গা। গা -া গা। -া -া -া।
। নি তা — —। যঃ — পৃ। থি — ব্যা। — — —।

। গা -া -া। রা -া গা। মা -া -া। গা -া পা।
। যো — —। বা — দি। বং — —। স — ত্য।

। মা -া মা। -া -া ধা। পা -া পা। -া -া -া।
। ধ — র্মা। — — জ। জা — ন। — — —।

। মা -া -া। মা -া মা। গা -া গা। -া -া -া।
। য — —। শ্চা — প। শ্চ — ন্দ্রা। — — —।

। মা মা মা। -া -া গা। গা -া গা। -া -া -া।
। বৃ হ তী। — — র্জ। জা — ন। — — —।

। পা -া -া। পা -া জ্ঞা। ধা -া পা। র্সা -া -া।
। ক — — । কৈস্ম — —। দে — —। বা — —।

। -া -া র্সা। র্সা র্সা -া। -া -া র্সা। নর্সা র্রা র্সা।
। — — য। হ বি ষা। — — বি। ধে — ম।

। । -া -া । র্সা -া র্সর্া। র্গা -া -া। র্রর্গা র্রা -া।
। — — —। ক — ষ্ণ। — ে —। মে — —।

র্সর্রা র্গা -া। -া -া না। ধা ধা ^প^ধা। -া -া পা।
র — —। — — ।। হ বি না। — — লি।

। ^প^পা -া গা। -া -া -া। গা -া -া। গা । -া।
। ম — ম। — — —। ক — —। ই — —।

। পা -া -া। ^র^গা -া -া। -া -া রা। রা রা রা।
। ে — —। বা — —। — — য়। হ বি রা।

। -া সা সা। সা -া -া। সা -া -া॥
। — — বি। দে — —। ম — —॥

"মেঘ দেখার হবিনা বিমেন" এই কথাগুলি এই গানের মুখ। একটি কলিকর পর ইহা একই সুরে গীত বলিয় আমরা কেবল প্রথমবার ইহার স্বরলিপি দিয়াছি এবং শেষে যার দুইবার ভিন্ন সুরে গীত হয় বলিয়া তাহারই স্বরলিপি দেওয়া হইল। সচরাচর গানের ন্যায় আস্থায়িতে ফিরিয়া যাইতে হইবে না। পর পর শেষ পর্যন্ত একটানে গাহিতে হইবে।

---

# হিন্দু দেবদেবীর চিত্র।

দেবতাত্ত্বিক ভারতবর্ষীয় কল্পনা বহিঃপ্রকৃতি ও মানবচরিত্রে যেখানে যে সৌন্দর্যটুকু দর্শন করিয়াছে তাহাকে একটি নির্দিষ্ট রূপ দিয়া বিশেষ বাহন দেবতা গড়িয়া তুলিয়াছে। সেইজন্য ভারতবর্ষের পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তিগুলি হয় যেমন পরিস্ফুট

হয় এমন আর কিছুতে নহে। গ্রীসীয় প্রস্তরমূর্ত্তির অতুলনীয় দেহসৌন্দর্য্য হয়ত আমাদের দেবলোকে সর্ব্বত্র তেমন সুলভ নহে, কিন্তু এই সকল দেবমূর্ত্তিতে আমাদের অন্তরের বহু গভীর আকাঙ্ক্ষা মূর্ত্তিমান্ হইয়া উঠিয়াছে এবং ভারতবর্ষের অনাবিল অন্তরতম সত্য সুন্দর অভিব্যক্ত হইয়াছে।

আমাদের সুখ দুঃখ, বেদনা আশা, সৌন্দর্য্য প্রেম, মোহ আকাঙ্ক্ষা সকলই এই দেবলোকে। যাহা কিছু মর্ত্ত্য—নিতান্তই ঐহিক—তাহাও আমরা মর্ত্ত্যলোকে সাহস করিয়া রাখিতে পারি নাই; দেবলোকে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি। তাই যোগী শিবকে পার্ব্বতীর সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া এই মর্ত্ত্য গার্হস্থ্যকে কৈলাসের অমরলোকে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। কন্দর্পকে কেবলমাত্র সামান্য নরনারীর হৃদয়বন্ধন না করিয়া হরপার্ব্বতীর চিরমিলনরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। যমুনাতীরের তমালছায়া-ঘন সুন্দর গোষ্ঠপল্লীটিকে মানবের না রাখিয়া দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখানে যুদ্ধ বিগ্রহ, দ্বন্দ্ব কোলাহল, মান অভিমান, প্রণয় বিরহ যেমন যাহা ঘটে, দেবলোকে সকলই বজায় আছে; কেবল, এখানে মৃত্যু আছে, সেখানে মৃত্যু নাই; মৃত্যুও সেখানে অমর।

কিন্তু এই মৃত্যুই মর্ত্ত্যের প্রধান সৌন্দর্য্য—পৃথিবীর সকল সুখদুঃখ বেদনা আনন্দের চরম পরিণাম। এই যে সকলি আছে অথচ সর্ব্বদাই হারাইবার ভয়, এই যে নশ্বরতা, ইহাতেই ইহলোকের সকল সুখদুঃখ নিহিত। দেবলোকে যদি এই মৃত্যুই না রহিল, তবে দেবতাদের সুখদুঃখের সহিত আমাদের সুখদুঃখের সাদৃশ্য কিসের? ভারতবর্ষীয় হৃদয় সুতরাং অমরধামেও মৃত্যুর কল্পনা না করিয়া থাকিতে পারিল না। সতীর দেহত্যাগে

[illegible] এই তত্ত্বই [illegible] হইয়াছে।

এইরূপে শান্ত মূর্ত্তি ও আদর্শ দেবতার রূপায়িত হইয়া [illegible] আমাদের অন্তর নিকট লাভ করিয়াছে। [illegible] অতি তুচ্ছ স্থূলদৃষ্টি পর্য্যন্ত দেবতার এবং বৃহৎ দেবতাদের এই মূর্ত্তি চোখেই একখানি সুন্দর চিত্র। এই জন্যই যেখানে [illegible] চিরপ্রবাহিত; এবং যেখানকার [illegible] বসন্ত সমীরণের মধ্যাহ্নে নিত্য বিকশিত। [illegible] জলক্রীড়া হবে এবং চাঁদ-বদনের যৌবন [illegible] উদ্ভাসিত করিয়া তোলে! [illegible] স্পর্শ করে না [illegible] এমন কিছুই নাই।

সেই জন্যই ভারতবর্ষের সাধারণ দেবদেবীর চিত্র [illegible] সমাজে এমন [illegible] কিছুই নহে। এবং চিত্রের [illegible] স্পর্শ করিতে হইলে এই সব [illegible] চিত্রে [illegible] শিব দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী, কৃষ্ণের বাল্য যৌবন [illegible] নানাবিধ কাহিনী আমাদের [illegible] প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এবং [illegible] এই সকল দেব সৌন্দর্য্যের একটি অনন্যপূর্ব [illegible] রাখিয়াছে। চিত্রকরের শিল্পনৈপুণ্যে এই অপূর্ব অভিব্যক্তি তার সৌন্দর্য্য ও জীবনে পূর্ণ হইয়া উঠে।

ভারতের বিভিন্ন, [illegible] হইয়াছে তাহাতে ভাবের সৌন্দর্য্য উদ্ভাসিত [illegible] অনেক সময় প্রাচীন [illegible] থাকে। [illegible] প্রাচীন [illegible]

[illegible] কামনা [illegible] [illegible] ধীরে ধীরে [illegible] [illegible] যুক্তি [illegible] [illegible] গিয়াছেন এবং নখের চাউনি যথা [illegible] না তাহা [illegible] কাঠিন্য [illegible] প্রকাশ পায় না। বাঙলায় [illegible] এই অধুনাতন [illegible] ভাবে কিঞ্চিৎ [illegible] চিত্রিত হয় না সে অন্য তাঁহাকে তত দোষ দেওয়া যায় না। [illegible] বাড়াবাড়ী করিয়া থাকিলে ও তাঁহার গঠনে [illegible] সৌন্দর্য্যের বিশেষ [illegible] হয় নাই। কারণ [illegible] আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইলেও [illegible] মনে [illegible] প্রতিষ্ঠা [illegible]।

কিন্তু বাঙলার চিত্রশিল্প [illegible] যে [illegible] তাহা [illegible] জানেন না। সৌন্দর্য্য উপেক্ষিত [illegible] [illegible] অনুসরণ [illegible] চিত্রকর আপন [illegible] দিতে পারিতেন। তাহাতেও ত বিশেষ একটা [illegible] থাকিত। এবং সেই [illegible] আদর্শ হইতে [illegible] প্রকৃতি তাহারও [illegible] হইত না। চিত্রকর যে ভাবেই চিত্রিত [illegible], তাহাই চিত্রে [illegible] করিয়া তুলিতে হইবে; এবং চিত্র যেন [illegible] [illegible]।

কিন্তু [illegible] চিত্রাবলীতে [illegible] [illegible] গঠনে প্রকৃতির [illegible] [illegible], এবং [illegible] [illegible] এখন না [illegible] চিত্রশিল্প [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

চিত্র উহাও প্রকাশ করে না। কিন্তু চিত্রে এ সকল আতিশয্য সর্ব্বদা পরিহর্ত্তব্য—চিত্র প্রকৃতেরই শোভন চিত্রিত করে।

ইহাও কে না জানে যে নীল অথবা হরিদ্বর্ণ মানব আমাদের কাহারও মনে কোনরূপ সৌন্দর্য্য উদ্রেক করিতে পারে না? কৃষ্ণ যদি আফ্রিকার মত কাল হইতেন তাহা হইলে কি সমস্ত গোপীকুল তাঁহার জন্য কুলমানে জলাঞ্জলি দিতে বসিত? না, গোপাঙ্গী রাধিকা অহর্নিশি গুরুজন ও ননন্দার বাক্যবাণ সহ্য করিয়াও ঐ নীলপদ্মে সমস্ত শরীর মন আত্মা সমর্পণ করিতেন? নীল মানববর্ণের কোনও আকর্ষণ নাই। কৃষ্ণবর্ণে একটি অপূর্ব্ব উজ্জ্বল লাবণ্য দেখা যায়, তাহাতে একটি প্রশান্ত কমনীয়তা আছে। সেই জন্যই মহাভারতকার সাহস করিয়া কৃষ্ণা দ্রৌপদীকে স্বয়ংবরসভায় উপস্থিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকে কবি নারীসৌন্দর্য্যের মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত করিয়াও অম্লান রাখিয়াছেন।

কিন্তু এ সমস্তই ত গেল প্রেমসিক্ত সৌন্দর্য্যের কথা। যখন করালকালিকার ভীষণ ভাব ব্যক্ত করিতে হইবে তখন একটু অস্বাভাবিক কল্পনা না করিলে চলিবে কেন? সে উলঙ্গিনী লোলজিহ্বা মুণ্ডধৃক্ পোঁছ আলকাতরা নহিলে ত খুলে না। কিন্তু কালীর ভীষণতা ব্যক্ত করিতে হইলে এই অস্বাভাবিক নীল্যাবর্ণের আশ্রয় লইতে হইবে এ কথা নূতন। ভীষণতা আর কিসে ব্যক্ত হয় নাই? নারীস্তন কঠিন হইয়া গিয়া শুধু শোণিতজলিসায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে এ দৃশ্য ভীষণ নহে? যে বক্ষে সন্তান স্তন্য পান করিয়া পরিপুষ্ট হইত, সে বক্ষ জুড়িয়া আজ নৃমুণ্ড হইতে তপ্ত রক্ত ঝরিতেছে—ইহাতে কি ভীষণতার অভাব আছে? সে কৃপাণহস্তা উলঙ্গিনী মূর্ত্তিই কি যথেষ্ট ভীষণ নহে? যে চিত্রকর শ্যামার দৈহিক গঠনে সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া, জিহ্বাকে হস্তাধিক বিস্তৃত করিয়া দিয়া এবং বদনে অদ্ভুত রং লেপন করিয়া তাহার ভীষণতা ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করেন, সে চিত্রকরের প্রতিভার প্রশংসা করা যায় না।—সাহস করিয়া স্বাভাবিক পথ অবলম্বন করিতে না পারিয়া এবং নিরক্ষর কুম্ভকারদের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া আমাদের চিত্রকরেরা এই অপমানে দণ্ডনীয় হইয়াছেন।

চিত্রকরের প্রথম কর্তব্যই এই যে, ঐ সকল দেবদেবীর মূর্তির মধ্যে যে সৌন্দর্য্যকল্পনা নিহিত আছে সেইটিকে ব্যক্ত করা। নহিলে, অসংখ্য সবল এবং বহু বেশভূষাসম্পন্ন হস্ত দেবদেবীর চিত্র কখনও উজ্জ্বল হইয়া উঠে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমাদের চিত্রকরদিগের হস্তে মহাদেবের যে সকল দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

মহাদেব আমাদের পুরুষসৌন্দর্য্যের চরম আদর্শ। কেবল দৈহিক গঠনে নহে, অন্তরের ভাবেও বাহিরের চালচলনে তিনি পরম সুন্দর। একদিকে বৈরাগ্য, অন্যদিকে গার্হস্থ্য; এবং সেই অবিচলিত চরিত্রে উভয়েরই সমান প্রতিষ্ঠা। তাঁহার গৃহিণী অন্নপূর্ণা; অনুচর নন্দী ভৃঙ্গী; তিনি স্বয়ং ভোলানাথ শিব সদানন্দ। নিজের জন্য তাঁহার কিছুই নাই। সর্ব্বস্ব অন্নপূর্ণার হস্তে সমর্পণ করিয়া দিয়া শিব ভিখারী।

এই যোগী গৃহস্থ আমাদের শ্রেষ্ঠ পুরুষ। গৃহে গৃহে কুলললনা কুমারীরা এই আদর্শের অনুরূপ পতিকামনায় নিত্য শিবপূজা করে। ঐ রূপ, ঐ অনিন্দিত উদার স্বভাব, ঐ নিষ্কাম প্রেম এবং ক্ষমাশীল ধৈর্য্য নারীহৃদয়ের সমস্ত পূর্ণ করিয়া আছে।

কিন্তু চিত্রপটে পেশীবিহীন গঠন, নাদুস-মুখশ্রী, ভাঙ্গ্‌-নেশাগ্রস্ত অধর এবং নিষ্প্রভ ভাব মন্থন করিয়া এ নিদর্শনের কিছুই পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ ভাব সম্বন্ধে আমাদের চিত্রকরেরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। নহিলে, মদনভস্মের চিত্রে চিত্রকর মহাদেবের ললাটদেশ হইতে একটি তাম্রলোহিত ঝাঁটা বাহির করিয়া দিবেন কেন? যে দীপ্ত রোষানলে মদন ভস্ম হইয়াছিল ইহাতে তাহা প্রকাশ পায় নাই; প্রকাশ পাইয়াছে কেবল উক্ত ঝুলঝাড় ঝাঁটা—যাহার অগ্রভাগে অগ্নি সংযুক্ত হইয়া মদনকে দগ্ধ করিয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

শুধু শিব নহে, দেবতাদের অনেকেই এইরূপ চিত্রকরের হস্তে পড়িয়া বহুবিধ বিকৃতি লাভ করিয়াছেন। দেবীগণের উল্লেখ না করাই ভাল—আমাদের চিত্রশালায় এমন একখানি চিত্র নাই যাহা দেখিয়া দেবীকে দেবকুলোচিতা বলিয়া মনে হয়। তাহার কারণ, চিত্রকরেরা যদি কিছুমাত্র ভারতরমণী সৌন্দর্য্যকে সম্যক্‌

যদি চিত্রকর মানবী সত্তেন দেবী চিত্র আঁকিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলেও দেবতারা ইহলোকে কতকটা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন।

এবং সেই সঙ্গে দেশের সর্ব্বসাধারণেরও কিছু উপকার হয়। দেবতার মূর্ত্তি স্থাপন করিতে গিয়া পৃথিবীর যাবতীয় কুৎসিত নির্বাসিত এবং প্রতিষ্ঠিত হয় না। অন্তরে সৌন্দর্য্যের একটা মহান আদর্শ জাগ্রত হইয়া উঠে। এবং এই সৌন্দর্য্যজ্ঞান ক্রমশঃ সমাজের যাবতীয় অনুষ্ঠানে প্রকাশ পাইয়া আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে সুন্দরতর করিয়া তোলে।

চিত্রকরের হস্তে এই এক মহা সংস্কার নির্ভর করিতেছে। সাহিত্যসেবকের অপেক্ষা তাঁহার দায়িত্ব কম নহে। সাহিত্য সর্বসাধারণের মনে প্রবেশ করিতে সময় লাগে। চিত্র আপন নির্দিষ্ট গঠন প্রভাবে সহজেই অন্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সেই জন্য বিদেশী চিত্রকরেরা যখন সাহিত্যের সুন্দর আদর্শকে নষ্ট করিতে লাগেন তখন তাঁহারা দেশের যে কতদূর ক্ষতি করেন তাহা বলা যায় না। একটি রাজনৈতিক অধিকার লাভ অপেক্ষা জাতির মনে একটা সুন্দর আদর্শের প্রতিষ্ঠা করা গুরুতর কার্য্য। যিনি এই সত্য উপলব্ধি করিয়া আমাদের প্রাচীন দেবদেবী-সম্বন্ধে চিত্রকরের অন্তর্দৃষ্টি বিকশিত করিয়া তুলিতে পারেন, তিনি দেশের একজন মহাত্মা।

# সাধনা।

## অতিপ্রাকৃত।

দুই চারি জন খ্যাতনামা ব্যক্তি অতিপ্রাকৃত ঘটনায় বিশ্বাস করেন দেখিতে পাওয়া যায়। ফলে সাধারণের মনে একটা বিষম খট্‌কা উপস্থিত হয়। অমুক অমুক ঘটনা এতদূর অবিশ্বাস্য যে, মনকে নিতান্ত বলপূর্ব্বক না টানিলে মন সেদিকে ধায় না; তথাপি আমাদের অপেক্ষা নানাবিষয়ে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যখন সেই সেই ঘটনায় নির্ব্বিবাদে বিশ্বাস করিতেছেন, তখন কতকটা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইতে হব।

শ্রীমতী বেসাণ্ট কিছু পূর্ব্বে নাস্তিক ছিলেন। অবশ্য সাধারণ নাস্তিকের মত তিনিও খৃষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত অতিপ্রাকৃত ঘটনা মানিতেন না। সম্প্রতি তিনি পূর্ব্ব মত ত্যাগ করিয়া থিয়সফিষ্ট হইয়াছেন। অতিপ্রাকৃত লইয়াই প্রধানতঃ থিয়সফির কারবার। এতবড় বুদ্ধিমতী রমণী, যাঁহার তর্কশক্তির নিকট বড় বড় ধর্ম্মব্যবসায়ীকে অবনতমস্তক হইতে হইত, তিনি সহসা এরূপ মানসিক বিপ্লবগ্রস্ত হইয়া উঠিলেন কিরূপে ঠিক্ বুঝা যায় না। আনি বেসাণ্টের এই অচিন্তিতপূর্ব্ব মতবিপ্লবে থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায় ঘোর রবে জয়ঢকা নিনাদ করেন। তাঁহাদের মুখে আরও দুই একটা বড় বড় নাম শুনা যায়। অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসের কথা উঠিলেই তাঁহারা উল্লাসের সহিত

ক্রুক্স্, ওয়ালাস্ প্রভৃতির নাম করিয়া বসেন। বলা বাহুল্য, এই দুইটা নাম বৈজ্ঞানিকদের সমাজে বড়ই উচ্চস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সুতরাং এই নাম উচ্চারিত হইবামাত্র অনেককে কতকটা স্তম্ভিত, কতকটা নীরব হইতে হয়।

কথাটা এই,—মনুষ্যচরিত্র ভাল বুঝা যায় না। আনি বেসাণ্টের জীবনকাহিনী আগাগোড়া আলোচনা করিলে তাঁহার মতির স্থিরতায় ও গাম্ভীর্য্যে কতকটা সংশয় জন্মিতে পারে, এবং ইংরাজ জাতির স্বাভাবিক পরমায়ুর প্রতি একটু কটাক্ষ রাখিলে, শ্রীমতীর জীবনের শেষ অধ্যায় ঠিক্ আরম্ভ হইয়াছে কি না সে বিষয়েও স্থির কথা বলিতে ইতস্ততঃ করিতে হয়। যাহা হউক্ অন্যান্য ব্যক্তির সম্বন্ধে সে তর্ক বড় চলে না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় যে, মনুষ্যচরিত্র রহস্যময়। অতিমাত্র সংযতচিত্ত মনস্বী ব্যক্তিরও মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে কোন স্তরে, কোন পরদার অন্তরালে, এমন একটা গোলযোগজনক কিছু থাকিতে পারে, যাহাতে তাঁহার বাহ্য আচরণ ও কার্য্যপ্রণালীর সামঞ্জস্য অকস্মাৎ নষ্ট করিয়া দেয়। এতটুকু নির্ভয়ে বলিতে পারা যায়। বলিলেও তাহার উত্তর নাই। তথাপি অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস মানবজাতির মধ্যে এতটা প্রচলিত, যে, এই বিশ্বাসের মূল ও অর্থ সম্বন্ধে একটু আলোচনা নিরর্থক না হইতে পারে।

অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসটা প্রায় সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্রই ন্যূনাধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এই বিশ্বাস মনুষ্যজাতির ঠিক্ প্রকৃতিগত এবং স্বভাবসিদ্ধ কি না এই বিষয়ে প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে। নিজের মনের কথা সাহসের সহিত ও স্পষ্ট করিয়া বলিলে বলিতে হয়, যেন অতি প্রাকৃতে

বিশ্বাসের দিকে মনের একটা ঝোঁক্ আছে, যেন ঐ দিকে গেলে মন একটু আনন্দ ও তৃপ্তিলাভ করে। ভূত মানি বলিতে অনেকের নৈতিক সাহসে কুলায় না; তবে মনের পরদার তলের নীচের স্তর খুঁজিয়া দেখিলে, সেখানে যেন ভূতের অস্তিত্বের প্রতি একটা তীক্ষ্ণ সহানুভূতি দেখা যায়। গভীর রজনীতে বিজনে আঁধারে সহানুভূতিটা মৌখিক অবিশ্বাস ও যুক্তির আচ্ছাদন ছিন্ন করিয়া হৃৎকম্পন প্রভৃতি দৈহিক ইঙ্গিতে আপনাকে প্রকট করিয়া ফেলে। মুখ যখন বলে, ভূত মানি না, মন যেন ভিতরে থাকিয়া ইসারায় হাস্য করে। আমাদের মানসিক অবস্থাটা এরূপ, শিক্ষিতে ও স্বভাবে গণ্ডগোল উপস্থিত করিয়া মনের ভিতর এরকম একটা উড়ু-উড়ু ভাব সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে, যে, যদি কোন প্রকাণ্ড বৈজ্ঞানিক আসিয়া হঠাৎ প্রতিপন্ন করিয়া দেন, যে, ভূত আছে এবং তাহার রঙ্ কালো ও পা বাঁকা, তাহা হইলে মনটা যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে। যাহা হউক্ এই সকল দেখিয়া বোধ হয় যেন অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। মনুষ্যজাতির ইতিহাস অধ্যয়ন করিলেও এই সংস্কারই বদ্ধমূল হয়। আদিকালে মনুষ্যমাত্রেই অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস করিত; এবং এখনও যে মনুষ্যসম্প্রদায় জ্ঞানজীবনের শৈশবভাব ত্যাগ করে নাই তাহারাও নির্ব্বিঘ্নে ও নিরুদ্বেগে অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস করিতেছে। কেবল যে তাহারাই করে, এরূপ বলিলে বড়ই পক্ষপাতিতা ও অবিচার করা হয়। কেন না, যাঁহারা জ্ঞানজীবনে যৌবনপ্রাপ্ত বলিয়া পরিচয় দেন, তাহারাও এই বিশ্বাসের হাত হইতে একেবারে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন বোধ হয় না। [illegible] অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসের উপর [illegible]

[illegible] এই পর্যন্ত [illegible] যে, জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিকাশের সহিত অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসটা [illegible]। আজকাল অনেক [illegible] আছে, যাহারা এই বিশ্বাস [illegible] করিতে [illegible], দুই একজন বা [illegible] বিশ্বাস [illegible] না। সুতরাং মোটের উপর [illegible] এই, যে, অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসই মানুষের [illegible]; অবিশ্বাস মানুষের উপার্জ্জিত।

এখন [illegible] করিলে এই সিদ্ধান্তটা কতদূর টিঁকে বলা যায় [illegible] এই যুক্তিতে গোলযোগ আছে। কিন্তু গোলযোগ [illegible], অর্থগত বা ভাবগত নহে, অনেকটা শব্দগত বা আভিধানিক। [illegible] অতিপ্রাকৃত এই শব্দ দুইটার অর্থ লইয়া দেখিলে [illegible]। প্রাকৃত শব্দের অর্থ যদি প্রকৃতিনির্দ্দিষ্ট, প্রাকৃ[illegible], অতিপ্রাকৃত শব্দের অর্থ, প্রকৃতির নিয়ম[illegible]। এখন [illegible] মনুষ্যের অবস্থা দেখা [illegible]। [illegible] ইতরজীবের ন্যায় সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ ছিল, [illegible] নিয়মের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়াছিল [illegible]। [illegible] ইতরজীবের ক্ষুধাতৃষ্ণার ও আহারাদির [illegible], কিন্তু [illegible] একটা প্রাকৃতিক নিয়মের অনু[illegible], [illegible] তাহাদের জন্মিয়াছে বলা যায় না। [illegible] এবং [illegible] উপস্থিত হইলে তাহার [illegible] করিলে [illegible]—ইতরজীবের এইটুকু [illegible] স্বীকার করা যাইতে [illegible]। তবে কোন কোন [illegible], [illegible] পূর্ব্ব [illegible] করিয়া রাখে, [illegible], [illegible] অনুমান-ক্ষমতার [illegible]। [illegible] উদ্ভিদের [illegible], [illegible], এবং [illegible]

কয়েকটা ব্যাপারের পর্য্যায় ও সেই পর্য্যায়ের নিয়মানুবর্ত্তিতা আদিম মানবের বুদ্ধিগত ছিল ধরিয়া লইতে পারি। কিন্তু এতদ্ভিন্ন অন্যান্য জাগতিক ব্যাপারে কোনরূপ সঙ্গতি বা পর্য্যায়, সমবায় সম্বন্ধ অথবা পারম্পর্য্য সম্বন্ধ, তাহারা দেখিতে পাইত, এরূপ বলা যায় না। মোটের উপর অধিকাংশ জাগতিক ব্যাপার তাহাদের নিকট ঘটিত এইমাত্র, তাহাদের অনুভূতির ভিতর আসিত এইমাত্র; যখন ঘটিত তখন তাহারা অনুভব করিত এইমাত্র। এই সকল জাগতিক ব্যাপার যে ঘটিবে, বা ঘটিবে না, অথবা কবে, কোথায়, কিরূপে ঘটিবে, এ সকল প্রশ্ন তাহাদের মনের মধ্যে কখন উপস্থিত হইত না। অর্থাৎ দুই একটা ঘটনা বাদ দিলা বাকি সমস্ত তাহাদের অনুভূতির বিষয় ছিল মাত্র; তাহাদের বুদ্ধিপ্রয়োগের বিষয় ছিল না। তাহাদের নিকট সকলই প্রাকৃত ছিল, অতিপ্রাকৃতের অস্তিত্ব তাহাদের নিকট ছিল না। আমরা এখন অভিবৃদ্ধিবলে মতিবলীয়ান্ হইয়া দর্পসহকারে বলিয়া থাকি, এ ঘটনা অসম্ভব। তাহাদের এরূপ দর্পপ্রকাশের কোনরূপ অবকাশ ছিল না। তাহাদের নিকট সকলই সম্ভব, সকলই বিশ্বাস্য ছিল। অতিপ্রাকৃত, অসম্ভব, অবিশ্বাস্য কিছুই ছিল না।

অর্থাৎ অতিপ্রাকৃতকে অতিপ্রাকৃত জানিয়াও, প্রকৃতির নিয়মের সহিত অসঙ্গত বুঝিয়াও, তাহাতে বিশ্বাস এক কথা, আর প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত এই ভেদবোধের অভাবহেতু সর্ব্বত্রই বিশ্বাস, সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। শক্তিবিশেষের আদেশে সূর্য্য আকাশমার্গে স্থির ছিল, ব্যক্তিবিশেষ মৃত্যুর পর অনুচরবর্গকে দেখা দিয়াছিলেন, ইত্যাদি আমরা অতিপ্রাকৃত বুঝিয়াও, কোন স্থলে মনের সহিত ঝগড়া করিয়া, কোন স্থলে পরের সাহা-

ঘটনা সংঘটনার উদ্দেশে, নির্মাণ করি। কিন্তু সে কালের মানুষের নিকট আহারনিদ্রাদি দৈনন্দিন অনুভূতিগোচর ঘটনার মত এ সকলও নৈসর্গিক ও সম্পূর্ণ সম্ভব বলিয়া গৃহীত হইত। এইরূপে দেখিলে অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস মানুষের যে স্বাভাবিক তাহা বলা যায় না। অলৌকিক, অসাধারণ, কল্পিত ঘটনায় মানুষ যে বিশ্বাস করে অতিপ্রাকৃতে স্বাভাবিক বিশ্বাস তাহার কারণ নহে। তাহা যে প্রাকৃত নহে, নিয়মসঙ্গত নহে, এই বোধের অনুৎপত্তিই তাহার প্রকৃত কারণ। অতিপ্রাকৃতকে মানুষ প্রাকৃত জানিয়াই বিশ্বাস করিতে যায়।

আদিম মানব সকল ঘটনাই সম্ভাব্য জানিত। আমরা সেই আদিম মানুষেরই বংশধর; কতকটা জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া তাহাদের উপরে উঠিয়াছি সত্য; কিন্তু প্রাচীন সংস্কার এখনও আমাদের মস্তিষ্ক হইতে লুপ্ত হয় নাই। সুতরাং একটা নূতন রকমের ঘটনা শুনিলেই তাহাকে উড়াইয়া দিতে হইবে, এরূপ বাক্যের সমর্থনে অনেকেই নারাজ।

আর একটা কথা। জ্ঞানের উন্নতিতে অনেক নূতন নূতন জাগতিক ব্যাপার আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতির গোচর হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে মানুষ সে সকলের অস্তিত্ব কল্পনায় আনাও সঙ্গত বোধ করে নাই। এত নূতন নূতন ব্যাপার যখন দিন দিন আমাদের সম্মুখে আসিতেছে, তখন জগতে আরও কত কাণ্ড আছে কে বলিতে পারে? এখন যাহাকে অতিপ্রাকৃত বলিয়া উড়াইতে চাহিতেছ, কে বলিতে পারে দশ বৎসর পরে তাহাই প্রাকৃত বলিয়া গণ্য হইবে না? এই ত কিছু দিন আগে মেস্মার সাহেবকে লোকে প্রতারক বুজরুক্ মাত্র জানিত। কিন্তু আর হিপ্নটিজম্ মিথ্যা বলিতে কে সাহস করে?

বিজ্ঞানের উন্নতিই অনেকটা অলৌকিকে বিশ্বাসিদলের মত পোষণ করিতেছে। এই ঘটনাটা প্রকৃতির নিয়মবহির্ভূত, এ কথা সাহস করিয়া বলা বড়ই অসমসাহসিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং অসাধারণ ঘটনামাত্র অবিশ্বাস্য এ কথা বলিও না। জগতে কি আছে, কি ঘটিতে পারে, এখন তুমি তাহার কি জান ?

যাঁহারা এইরূপ যুক্তির অবতারণা করেন, তাঁহারা অতি-প্রাকৃতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে বলেন না। ঘটনামাত্রকে অতিপ্রাকৃত বলিয়া উড়াইয়া দিতে নিষেধ করেন মাত্র।

বিখ্যাত ব্যাবেজ সাহেব একবার এইরূপে নিরাকরণের সমর্থন চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি নানাবিধ আঁক-কষা যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন। নির্দ্দিষ্ট নিয়মবলে সেই যন্ত্র আঁক কষিয়া উত্তর বাহির করিয়া দিতে পারে। একটি যন্ত্র এইরূপ। এক, দুই, তিন, এইরূপে আরম্ভ করিয়া পর পর সংখ্যা যন্ত্র হইতে বাহির হইতেছে। এগার হাজার সাত শ বাইশ পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছে। তুমি এগার হাজার সাত শ তেইশের অপেক্ষায় বসিয়া আছ, এমন সময়ে অকস্মাৎ বাহির হইল তিন হাজার পাঁচ। তার পর আবার পূর্ব্বনিয়মে যন্ত্র চলিতে লাগিল। এই ঘটনাটা যন্ত্রের মিরাক্‌ল্। মিরাক্‌ল্ বটে, তবে নিয়মবহির্ভূত নহে। যন্ত্র এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত, যে, ঐ সময়ে এই রাশি বাহির না হইয়া ঐ রাশি বাহির হইবে। তবে যন্ত্রটির নির্ম্মাতা ভিন্ন অপর লোককে বেশ ঠকাইতে পারা যায়। যে জানে না, সে যন্ত্র বিকল হইয়াছে মনে করিতে পারে।

সুতরাং অনভিজ্ঞতার জোরে আমরা অনেক সত্য ঘটনাকে অলীক বলিয়া উড়াইতে চাই। কিন্তু সে কার্য্যটা প্রশংসার্হ নহে।

যাই হউক্, অতিপ্রাকৃত, বাস্তবিকই অতিপ্রাকৃত, বস্তুতই প্রকৃতির সহিত সর্ব্বতোভাবে অসঙ্গত ঘটনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন কথা উঠিল না। যাহাকে আমরা অজ্ঞতাবশে প্রকৃতির নিয়মছাড়া বলিতে যাই, তাহা বস্তুতঃ নিয়মসঙ্গত হইতে পারে, ও অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য নহে; এই পর্য্যন্তই বলা হইল।

অতিপ্রাকৃত ঘটনা সম্ভব কি না তাহার একটু আলোচনা আবশ্যক হইতে পারে। আজকাল উন্নত দার্শনিক চিন্তা যত-দূর অগ্রসর হইয়াছে তাহাতে এই প্রশ্নের উত্তর এইরূপে সংক্ষেপে দেওয়া যাইতে পারে।

প্রকৃতির নিয়মের সম্পূর্ণ বিরোধী ঘটনায় প্রত্যয় করিবার কোন কারণ নাই। তবে ইদানীং প্রাকৃতিক নিয়মে অভিজ্ঞতার অপেক্ষা অজ্ঞতার পরিমাণ অনেক বেশী। সুতরাং একটা নূতন কথা শুনিলেই সেটা অপ্রাকৃত বলিয়া উঠা অদূরদর্শিতার পরিচয়। আবার নূতন কথা শুনিলেই যে বিশ্বাস করিতে হইবে এমন নহে। তাহার সত্যতা সম্বন্ধে যথাসাধ্য অনুসন্ধান কর্ত্তব্য। হইতে পারে ঘটনার সাক্ষিগণ মিথ্যাবাদী, অথবা ইচ্ছাবশে বা অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রবঞ্চিত; হইতে পারে তাঁহাদের ইন্দ্রিয় কোনরূপে প্রতারিত হইয়াছে অথবা তাঁহাদের বোধশক্তি সুস্থ দশায় ছিল না। এইরূপে সমুদয় অনুসন্ধান করিয়াও যদি দেখা যায় ব্যাপারটা অমূলক নহে, তখন আমাদের প্রাকৃতিক নিয়মের অনভিজ্ঞতা স্বীকার করিতে হইবে। ব্যাপারটা প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী বা অতিপ্রাকৃত বলিবার প্রয়োজন নাই।

কিন্তু এই পর্য্যন্ত বেশ সঙ্গত। কিন্তু এস্থলে একটু বক্তব্য আছে। আর একটু সূক্ষ্মদর্শনের আবশ্যকতা আছে। পরিতাপের বিষয় বড় বড় পণ্ডিতে দার্শনিক বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া

এই স্বপ্নদর্শনটুকু প্রয়োগ করিতে ভুলিয়া যান। প্রকৃতি প্রাকৃতিক নিয়ম প্রভৃতি কথাগুলি লৌকিক প্রচলিত অর্থে গ্রহণ করিয়া অনর্থক গোলযোগে প্রবৃত্ত হয়েন। 'সৃষ্টি' নামক প্রবন্ধে পূর্ব্বে এই কথাটার অবতারণা করিয়াছি। বহিঃপ্রকৃতি অথবা জগৎ সর্ব্বতোভাবে মানবমনেরই সৃষ্ট এ কথাটা আমরা যখন-তখন ভুলিয়া যাই। জগৎ আমাদের বহিঃস্থ, স্বাধীন, স্বতঃসৃষ্ট, স্বতঃপ্রধান, স্বতন্ত্র অস্তিত্বযুক্ত একটা কিছু এই ধারণাটাই আমাদের মনে সর্ব্বদা যেন জাগরূক থাকে। প্রকৃতপক্ষে আমার জগৎ, আমার প্রকৃতি, আমারই সৃষ্ট; তোমার জগৎ, তোমার প্রকৃতি, তোমারই সৃষ্ট। আমার জগৎ আমারই একটা অংশ, যাহা আমার সুবিধার জন্য আমি আমার বাহিরে কোন রকমে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছি। সেইরূপ তোমার জগৎ তোমারই প্রক্ষিপ্ত অংশমাত্র। আমার জগৎটা সর্ব্বাংশে তোমার জগতের অনুরূপ নহে। যেহেতু আমি সর্ব্বাংশে তোমার অনুরূপ নহি। আমার জগতে যে পরিমাণ নিয়মের অস্তিত্ব আমি অনুভব করি, সে আমারই কায়দা। তাহাতে আমারই সুবিধা। জগৎকে নিয়মানুযায়ী দেখিলে আমার জীবনযাত্রার পক্ষে সুবিধা বটে। অনিয়ত দেখিলে জীবনযাত্রা ভার হইয়া উঠে। সেই জন্য আমার জগৎকে আমি নিয়মানুযায়ী, নিয়মের অধীন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছি। আমার জগতে আমিই নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। আমার জগতের সহিত আমার নিত্য আদানপ্রদান, নিত্য কারবার চলিতেছে। সেই আদানপ্রদান ও কারবারের সুবিধার জন্য আমি নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। জগতের উপর আমার কতকটা প্রভুত্ব আছে। সেই প্রভুত্বের পরিমাণের উপর আমার জীবনের উৎকর্ষ নির্ভর করে। ...

সাথে জগতের উপর প্রভুত্ব চালাইতে পারি, সেই পরিমাণে আমার জীবন উন্নত, অভিব্যক্ত, সার্থক। এই প্রভুত্ব চালনার জন্য জগতে নিয়মের প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। সেইজন্য আমি নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। প্রকৃতি যেমন আমারই সৃষ্টি, প্রাকৃতিক নিয়মও তেমনই আমারই সৃষ্টি। যাহার জগৎ যে পরিমাণে নিয়মসঙ্গত হইয়াছে, সে সেই পরিমাণে জীবনসমরে বলীয়ান্। আমি নিয়মের স্থাপনা করিয়াছি, এবং জগতের যে অংশ এখনও নিয়মাধীনে আসে নাই, তাহাতেও নিয়মের প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় রহিয়াছি। সমগ্র জীবনীশক্তি এই চেষ্টার অনুকূল। প্রথমে যখন আমার জগৎনামধারী অংশটুকু আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন তাহার সবই এলোমেলো, বিপর্যস্ত দেখি। ক্রমশঃ তাহাকে সুবিন্যস্ত, সুবিহিত, যথাদেশে যথাকালে স্থাপিত করিয়া লই। আমার আত্মপ্রসারণের সহিত আমার জগতের পরিসর বৃদ্ধি পায়। আমি সেই জগতের কেন্দ্রস্থলে উপবিষ্ট হইয়া আশেপাশে হাত বাড়াইয়া যথাসাধ্য গোছাইয়া, বিধানানুগত করিয়া, আয়ত্ত করিয়া লই। যতদূর সাধ্য। সবটাকে আয়ত্ত করিতে পারি না। আশেপাশে, নিকটে যতটুকু আছে, তাহাকে বিধানবিন্যস্ত করি। জগতের কেন্দ্রস্থলের দূরদেশে, পরিধির নিকটে, যেখানে হাত বাড়াইতে সকল সময়ে পারি না, সেখানে এমন অনেক জিনিষ রহিয়া যায় — যাহা আমার নিয়মের ভিতর টানিয়া আনিতে পারি না। সেখানে আমার প্রভুত্ব বড় খাটে না। সেই অনিয়ত জিনিষগুলা আমার অধীন হয় না। তাহাদের লইয়া আমার জীবনের কাজ করিতে পারি না। অনেক সময় তাহারাই অতর্কিত ভাবে আমার উপর প্রভুত্ব চালায়। আমি ভুলিয়া যাই, যে

# সাধনা।

---

## সাধনের সূর্য্যালোক।

সাধন কি? না বুদ্ধিপূর্ব্বক অভীষ্ট ফল লাভ করিবার যথোপ-
ক্ত উপায় অবলম্বন। বুদ্ধি-পূর্ব্বক—কেন না, উদ্ভিদ্-জাতিও
ঠিন প্রস্তরাদি বর্জ্জন করিয়া সরস ভূমিতে মূল-তন্তু প্রসারণ করে;
এরূপ কার্য্যকে আমরা সাধন বলিতে পারি না এই জন্য
দ্ধিপূর্ব্বক নহে। সাধকের প্রয়াণ-স্থান হইতে
র পথ বুদ্ধির আলোকে আলোকিত হওয়া
া সাধন নামে সংজ্ঞিত হইতে পারে।
খিতেছি—তখন চতুর্দ্দিকের স্বচ্ছ সমী-
য্যালোক হরণ করিয়া আনিয়া তাহার কতক অংশ আমার
 পত্রের উপরে বিছাইয়া দিতেছে—তাহারই প্রসাদাৎ আমি
াবিধি পংক্তি সাজাইয়া প্রবন্ধ লিখিতে সমর্থ হইতেছি। অন্ধ-
 রাত্রে কোনো স্থানে যাইতে হইলে প্রদীপ হস্তে করিয়া
তে হয়। যে-কোনো কার্য্যেরই সাধন হউক্ না কেন—আলোক
তিরেকে তাহা চলিতে পারে না। সাধনের সুনির্ব্বাহের জন্য
ালোকের সংস্থান সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। শুধু কেবল চক্ষের
ালোকে কাজ চলিতে পারে না। মনে কর, তুমি তোমার
কানো এক জন বন্ধুর বাটী লক্ষ্য করিয়া প্রয়াণ করিয়াছ এবং
লিতে চলিতে একটা চৌমাথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ;—

সূর্য্যের আলোকে চতুর্দ্দিকের সমস্ত পথই সুস্পষ্টরূপে তোমার নয়ন-গোচর হইতেছে—কিন্তু তোমার চারিদিকে যে চারিটি পথ প্রসারিত রহিয়াছে তাহার কোন্‌টি ঠিক্ পথ তাহা তোমার স্মরণ হইতেছে না—তোমার চক্ষের আলোক দিব্য পরিস্ফুট কিন্তু স্মৃতির আলোক মেঘাচ্ছন্ন; মনে কর তোমার বন্ধুর বাটীতে দুর্গোৎসব—এবং তাহার নিকটস্থ প্রদেশে নিতান্ত চাষাভুষা লোক ভিন্ন কোনো সঙ্গতিপন্ন লোকের বসতি নাই; আর, মনে কর চৌমাথার কেবল একটি রাস্তার দিকেই আবালবৃদ্ধ সকল পথিকের স বিশেষ ঝোঁক পড়িয়াছে; ইহা দেখিয়া তোমার বুদ্ধির আলো বিকসিত হইয়া উঠিল এবং সেই আলোকে তুমি সুস্প পাইলে যে, এই পথই ঠিক্ পথ। স্মরণের সেই এবং বুদ্ধির এই যে আলোক, দুয়ের মাঝ আমি বলিতে ভুলিলাম—সেটি অনুর রাগের আলোকে তুমি তোমার বন্ধুর স ... স্থিত সাদর অভ্যর্থনা কল্পনা-চক্ষে অবলোকন করিতেছ, তাহাই তোমার প্রসুপ্ত বুদ্ধিবৃত্তিকে খোঁচা দিয়া জাগাইয়া তু অনুরাগের আলোকে যদি তুমি তোমার দূরস্থিত বন্ধুকে প্রত্য বৎ না দেখিতে—তবে পথ যখন স্মরণ হইতেছে না তখন কি যাওয়াই কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া বাটী প্রত্যাগমন করত তা পরদিনই তুমি তোমার বন্ধুকে এই ভাবে একটা পত্র লিখি যে, "তোমার বাটী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলাম, পথিমধ্যে বিশেষ একটা প্রতিবন্ধক ঘটনা-গতিকে যাইতে পারি নাই—কি মনে করিও না।" কিন্তু তোমার বন্ধুর প্রতি তোমার অনুরা ভরপুর—সেই অনুরাগের আলোকে তোমার বন্ধুর উৎসব-পূ

আমাদেরই সৃষ্টপদার্থ আমাকে আক্রমণ করিতেছে। বুঝিতে পাই, যে, আমার শক্তির অভাবে যাহাদিগকে আমার প্রতিষ্ঠিত নিয়মাধীনে অদ্যাপি আনিতে পারি নাই, তাহারাই আমাকে জীবনযাত্রায় প্রতিরোধ করিতেছে, আমার জীবনপন্থা কণ্টকিত করিতেছে। আমি নিজের ছায়া দেখিয়া বালকের মত ভয় পাইতেছি। নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া উপাখ্যানের কুকুরের মত প্রতারিত হইতেছি। আপন প্রতিবিম্বের বিভীষিকা দেখিয়া উপাখ্যানোক্ত সিংহের মত নিজের জীবন বিসর্জ্জন করিতেছি। ইহাদিগকেই আমরা ভয় করি, ইহাদের স্পর্শে আমাদের আতঙ্ক হয়; ইহাদের দর্শনে আমাদের রোমাঞ্চ হয়। কেন না ইহারা এখনও নিয়মের বশে আইসে নাই, এখনও জীবনের অনুকূল হয় নাই, এখনও জীবনের প্রতিকূলতা করিতে ছাড়ে না। ইহাদিগকে দেখিয়া সময়ে সময়ে শিহরিয়া উঠি, বলি ইহারা প্রতিকূল, ইহারা অতিপ্রাকৃত। অতিপ্রাকৃত এই অর্থে, যে, এখনও প্রকৃতির নিয়মের অনুগত হয় নাই। অতিপ্রাকৃত রহিবে কি না, আমার নিজের শক্তির উপর নির্ভর করে। আমার শক্তি থাকে ত কালে অতিপ্রাকৃতকে প্রাকৃত করিয়া লইব, শক্তি না থাকে, অতিপ্রাকৃতই রহিবে।

আমার জগৎ সর্ব্বাংশে তোমার জগতের অনুরূপ নহে। আমার জগৎ যত বড়, তোমার ঠিক তত বড় নহে। হয় ত আমার জগতের দেশগত পরিসর অধিক, হয় ত আমার জগতের কালগত বিস্তৃতি অধিক। সে আমার আত্মোৎকর্ষের পরিচয়। আমার জগতের ভিতর যা যা আছে, তোমার জগতের ভিতর ঠিক তাই তাই আছে, তাহার কারণ নাই। আমার জগতে আমার প্রত্যক্ষ, আমার অনুভূতির বিষয় যাহা সকল আমার

তোমার পক্ষে তোমার প্রত্যক্ষ, তোমার অনুভূতির বিষয় সে সব নাই। আবার তোমার জগতে যাহা আছে, আমার জগতে তাহা নাই। তুমি যাহা দেখিতে পাইতেছ, আমি তাহা দেখিতে পাই না। তাহা বলিয়া তোমাকে মিথ্যাবাদী, অথবা প্রতারিত, অথবা বিকৃতমস্তিষ্ক, অথবা বিকৃতবুদ্ধি বলা আমার সাজে না। আমার পক্ষে আমার জগৎ যেমন সত্য, তোমার পক্ষে তোমার জগৎ তেমনি সত্য। জাগ্রতের পক্ষে জনসাধারণের অনুভূত জগৎ যেমন সত্য, সুপ্তের পক্ষে স্বপ্নদৃষ্ট জগৎ তেমনই সত্য। আমার নিকট আমার সুনিয়ত, সুব্যবস্থ, জীবনানুকূল, জগৎ যেমন সত্য; পাগলের পক্ষে তাহার অনিয়ত, অব্যবস্থ, জীবনীশক্তির প্রতিকূল জগৎ তেমনি সত্য। তবে পাগলকে অবজ্ঞা করি কেন? তাহার কারণ, আমি জীবনসমরে সমর্থ, আর সে অসমর্থ।

এখনও যে মনুষ্যজাতি অতিপ্রাকৃতের বিভীষিকা দেখে, সে বিভীষিকা অলীক নহে। যে দেখে সে মিথ্যাবাদী না হইতে পারে, কিন্তু সে অশক্ত। যে যে পরিমাণে দেখে সে সেই পরিমাণে অশক্ত। মনুষ্যজাতির শক্তিসঞ্চয়ের সহিত অতিপ্রাকৃতের সংখ্যা ও পরিমাণ কমিয়া যাইবে সন্দেহ নাই। তবে মানবজাতির পরিণতি কখন্ শেষ সীমা প্রাপ্ত হইবে, মানব কোন্ সময়ে সৃষ্টিশক্তি হইতে বঞ্চিত হইবে তাহা বলিতে পারি না। যে পর্যন্ত সেই শেষ দিন না আসিবে, সে পর্যন্ত প্রাকৃতের সহিত অতিপ্রাকৃত বর্ত্তমান থাকিবে, সন্দেহ নাই।

## [illegible]

কলিকাতার ইংরাজী ভারতবর্ষ; কাশীতে ব্রাহ্মণের ভারতবর্ষ; আগ্রায় মোগলের ভারতবর্ষ; এখানে রাজাদের [illegible] উপন্যাসের ভারতবর্ষ, গীতি-নাট্যের ভারতবর্ষ। ...... এ রাজপুতানাকে কেহই জয় করিতে পারে নাই। কত বিদেশী জাতি ভারতবর্ষের প্রভু হইল, কিন্তু সকলেরই বিরুদ্ধে রাজপুতেরা আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। [illegible] পৌরাণিক যুগে ইহারা যে যোদ্ধা জাতি ছিল, এখনও ইহারা সেই যোদ্ধাজাতিই আছে। এখানকার মহারাজা [illegible] ১৪২ পুরুষ ভেদ করিয়া সূর্য্যবংশে সমুত্থিত—যে সূর্য্যবংশ হইতে মহাপুরুষ রামচন্দ্রের উৎপত্তি। ইনি এখনও, সেই পুরাতন হিন্দু রাজাদের প্রথা-অনুসারে, মনুর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া রাজ্য শাসন করিয়া থাকেন। যাহার অধীনে হিন্দুদেরও [illegible] হইতে প্রসূত—ইহাদের বংশাবলী [illegible] মিলাইয়া গিয়াছে। এখানকার নাগরিক লোকেরা গৌরবর্ণ আর্য্যজাতি হইতে প্রসূত—ইহারা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী [illegible] বিভক্ত। রাজপুতেরাই জাতিতে ক্ষত্রিয়। এই লোক, জাতিতে ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কাহাকেও আপনাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে না। এই নিমিত্ত, এখানকার [illegible] মুখেও আপনাকে ব্রাহ্মণ সমকক্ষ বলিয়া মনে করে; [illegible] রাজপুত্র বলিয়া আপনার পরিচয় দেয়। ইহাদের [illegible] পূর্ব্বপুরুষোচিত আত্ম-মর্য্যাদার [illegible] একটি [illegible]

ইহারা নিজ-নিজ গোত্র-পতির অধীনে যুদ্ধে অগ্রসর হয়; আপনাদের নগর ও দেবতাকে রক্ষা করিবার জন্য পিতৃস্বরূপ রাজার পতাকাতলে আসিয়া সম্মিলিত হয়।

হোটেল হইতে জয়পুরের যাহা কিছু দেখিতে পাই তাহাতে মনে হয় যেন একটি নূতন জগতে আসিয়াছি। সাদা সাদা ছোট ছোট দুর্গভূষিত পাহাড় এবং দুর্গের বুরুজ দিগন্তে বিস্তৃত। য়ুরোপীয় মধ্যযুগের সরঞ্জাম এই উষ্ণ প্রাচ্যদেশে দেখিব আশা করি নাই। রাস্তায় ছোট ছোট গাধার পাল, তাহার মধ্যে দলে দলে স্ত্রীলোকেরা গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে। [illegible]

[illegible] দুর্গ [illegible]

[illegible] একটি তোরণের নিকট [illegible] যায়। [illegible] একটি দুর্গ-তোরণ পার হইতে হয়, [illegible] সেই প্রাঙ্গণে উটেরা [illegible] মাড়িয়া [illegible] [illegible]

এখানে, সুশাসিত, বর্ণনাতীত দৃশ্য নেত্রসমক্ষে উপস্থিত হয়।

গোলাপি রঙের দৃশ্য সর্ব্বপ্রথমেই নেত্রসমক্ষে উপস্থিত। এখানে সকলই গোলাপী। পাঠক যেন কল্পনা করেন, এখানকার যে কোন ছবি তাঁর সম্মুখে ধরিব, সকলই গোলাপী রঙে চিত্রিত। সুপ্রশস্ত রাজপথের দুই ধারে গোলাপী বাড়ি, গোলাপী দেবমন্দির, গোলাপী প্রাসাদ, গোলাপী সৌধ-চূড়া এবং গোলাপী তাম্বু-আকারের গৃহ। এই গোলাপী রং একটু ফিকে, কোমল ও সুকুমার ধরণের; এই রংটি রাস্তার এক সীমা হইতে আর এক সীমা পর্য্যন্ত বরাবর সিধা চলিয়াছে। গোলাপী বাড়ি, দোকান, সব ঘেঁষাঘেঁষি পাশাপাশি সিধাভাবে চলিয়াছে, ক্রমে সমস্তই যেন অপূর্ব্ব গোলাবী রঙের বাষ্পে মিলাইয়া গিয়াছে। এই রঙীন বাষ্পের মধ্যে একটিও কালো দাগ নাই, একটিও বিলাতী গাড়ি নাই; রাস্তার অলঙ্কার মধ্যেও বিচিত্র বর্ণের ছটা ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। রাস্তার দুই ধারের বাঁধানো পদপথের উপর খোলা বাজার বসিয়াছে, দোকানদারেরা হাঁটু গাড়িয়া সারি সারি বসিয়া আছে এবং সেই পদপথের উপর বিছানো নানা নীল সবুজ শতরঞ্জির উপর নানা-প্রকার চাকচিক্যময় দ্রব্য সাজানো রহিয়াছে। রঙিন চটি জুতা রাশীকৃত কলা ও নারিঙ্গি নেবু, রংকরা মূর্ত্তি, সোনালি রং-কারের কাপড়, কি বামে কি ডাহিনে যে দিকে চাই, সকলই চক্চক্ করিতেছে, ঝক্ঝক্ করিতেছে। একটু সমস্ত দিন ধরিয়া জয়পুরে ঘুরিয়া বেড়াইতে ইচ্ছা করে—সমস্ত দিন সেই ছবিগুলি মনে করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করে। এখানে চক্ষু ক্লান্ত পীড়িত হইবার সম্ভব নাই। জাতি

[illegible] সেখানে আছে—[illegible] সে গাড়ি [illegible] কহিলে। [illegible] কি [illegible], গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িলাম — এবং আপনার ইচ্ছামত [illegible] চলিতে লাগিলাম।

[illegible] সাধুরা ও কর্মচারীগণ, [illegible] [illegible] নানা [illegible] পোষাক-পরিহিত এবং [illegible] [illegible] রাজ-পথের আকারে [illegible] [illegible] [illegible] অশ্বারোহী—[illegible] [illegible] [illegible] দোলনের ছাত্র, [illegible] [illegible], [illegible] অশ্বারোহী স্ত্রীলোক—এই সমস্ত [illegible] [illegible] সারি সারি চলিয়াছে। দোকানদারেরা তাহাদিগের দোকান হইতে হাত বাড়াইয়া [illegible] নানাপ্রকার [illegible] পাথরের দেবমূর্তি প্রদর্শন করিতেছে, [illegible] [illegible] নানাপ্রকার ছবি আঁকা। [illegible] [illegible], [illegible] —[illegible] বড় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পূর্ণবয়স্ক লোকেরা ঘুড়ি উড়াইতেছে [illegible] রাস্তায় ছুটাছুটি করিতেছে। এই [illegible] লোকেরা [illegible] [illegible]—ইহাদিগকে দেখিয়া [illegible] [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] [illegible] বলিয়াছেন সেখানে [illegible] [illegible] হাওয়া [illegible]—সেখানে [illegible] [illegible], [illegible] কুৎসিত [illegible] নাই। [illegible] লোকেরা [illegible] [illegible] [illegible] ইহারা [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

দাঁড়াইয়া তাহারা আপনাদিগের উদ্ধত কণ্ঠ ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়াছে, দেবের ছাদে কত কত বানরেরা বসিয়া আছে; ঐ দেখ বড় বড় শ্বেত গরু, উহাদের বড় বড় হরিদ্বর্ণ শিং—উহাদের দেহ সমস্ত সাদা—মনে হয় যেন মার্ব্বেল পাথরে খুদিয়া গঠিত।

কতকগুলি কুকুর দেখিলাম, তাহাদের গা রং দিয়া নীল ও লাল রঙে রঞ্জিত। আর একটু দূরে একটা চত্বরের মধ্যে শিকলে বাঁধা দেখিতে পাইলাম, বৃহৎকায় হস্তীরা যাইবামাত্র তাহারা উঠিয়া অন্যত্র বসিতেছে। এই সকল জীবন্ত পশুপক্ষীর মধ্যে, দেবতাদের বৃষ, হস্তী, বানর প্রভৃতির ক্ষুদ্র মূর্ত্তিসকলও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত। একটা বৃহৎ চৌমাথা রাস্তা—এই চৌমাথা দিয়া আর একটা রাস্তা ধরা গেল। এ রাস্তাটাও পূর্ব্বের ন্যায় বৃহৎ, নীল ও গোলাপী রঙে রঞ্জিত। এখানেও কতকগুলি মন্দির দেখিলাম, হস্তীর প্রস্তরমূর্ত্তিসকল মন্দিরের পাদদেশে প্রতিষ্ঠিত। এই লোকসমাগমের সীমা নাই—পথিকের দল, ফুলের সাজি, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, রাস্তায় ঘোড়সওয়ার, দোকানদার প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ। পায়রার ঝাঁক মাটিতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাইতেছে, তাহার মধ্যে শত শত পবিত্র নির্ব্বোধ গাভী শয়ান—লোকজনের গোলমালে তাহাদের ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই। কতকগুলি বালক লম্বা কচি কচি বাঁশের ডাল লইয়া দণ্ডায়মান—ভক্তেরা সেই সকল ডাল ক্রয় করিয়া গাভীদের পদতলে উপহার দিতেছে; গাভীরা খাদ্যরূপ উহা গ্রহণ করিয়া প্রশান্তভাবে চর্ব্বণ করিতেছে। বৃক্ষশাখা হইতে শেওলা-পড়া মাটির ভাঁড়সকল ঝুলিতেছে, তাহার উপর ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়াপাখি আসিয়া বসিতেছে—তাহাদের গোলগোল সবুজ মাথার চারিধারে লোহিত রেখার বেড়।......হঠাৎ ঘোড়ার খুরের শব্দ—একটা সজ্জিত অশ্বারোহীদল, না গাড়ি কারা! [illegible]

[illegible] গাঁ [illegible]—হ্র [illegible] [illegible] অঙ্গে [illegible] [illegible] নহে। ইনি রাজার মাঠা—ইঁহার [illegible] নাম [illegible] ঠাকুর। [illegible] জ্ঞান-গোচীরের [illegible] কৌতি- [illegible]। ইঁহার মাথায় [illegible] পাগ্‌ড়ি [illegible] মুকুলভের [illegible] চাপকান, নিজ অঙ্গকে সম্পূর্ণ আবৃত করিয়া আচাইয়া আচাইয়া চলিয়াছেন। [illegible] জন্য ইঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিলাম। ইঁহার উদার সাত্ত্বিক মুখশ্রীতে উচ্চবংশ, কুলীন শোণিত, চিরাভ্যস্ত প্রভুত্বের ভাব যেন স্পষ্ট অনুভব করা যায়। ইনি একজন প্রকৃত ক্ষত্রিয়, [illegible] আদিম নিবাসীগণের সাক্ষাৎ বংশধর।

হস্তিগুলি [illegible] আসিয়া প্রবেশ করিল। ঐ দেখ, সাতটা হস্তী—কৃষ্ণবর্ণ প্রকাণ্ড স্তূপ, গম্ভীর "কিমজকর", ধীরগতি, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উপর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মৃত্তিকা নিবদ্ধ হইল, প্রকাণ্ড [illegible] উপর [illegible] করিয়া ইহারা একে একে [illegible] [illegible] হইল। [illegible] পা [illegible], কোমল [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া, [illegible] চলিতে থাকে—ছাগল [illegible] একেবারে নিস্তব্ধ। ইহাদের প্রকাণ্ড বিরাট [illegible] [illegible] না জানি কি [illegible] [illegible] হইতেছে, ইহাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বাহিতেছে [illegible] [illegible] [illegible] নাই। ইহাদিগকে দেখিলে বুঝা যায় যেন [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছেন। ... .. . ..

[illegible] [illegible] চিত্র পরিবর্তিত হইতেছে। [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] চেষ্টা করিতেছি। [illegible] একটি [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] ভাবের একটা লোহিত [illegible] সমুখে [illegible] ঘুরিতেছে, চাঁদবদন [illegible] এবং [illegible] ভূমি [illegible] হইতে [illegible] হইতেছে!

[illegible] চতুর্দিকে, মন্দির, [illegible] নিবাস, প্রাসাদ [illegible]। ইহার মধ্যে একটি [illegible] সোনালী বর্ণ, [illegible] সমুখিত। ইহার [illegible] চূড়া এবং ইহার চৌষট্টি বহিষ্কাত গবাক্ষ [illegible] শ্রেণী এবং প্রস্তর-শোভিত শত শত পুষ্পের [illegible]। সমস্ত [illegible] বাসগৃহ, [illegible] ও [illegible]। ইহা [illegible]-প্রাসাদ। এই বাসাটি অতি সুন্দর। এই [illegible], নগরের চারিধারের ছোট ছোট পাহাড়ের উপর [illegible] ও [illegible] দেখিতে পাওয়া যায়। [illegible] সোনালীদের [illegible] তাহার [illegible] আমরা যেন [illegible] উপাখ্যানের মধ্যে [illegible] পড়িয়াছি!

[illegible] যাইতেছি। [illegible] এরূপ [illegible] থাকিতে হয়। [illegible] এক [illegible] ক্রতপদে চলিয়াছে—[illegible] বাঁধিয়া [illegible] যাইতেছে। [illegible] বাজাইতে [illegible] এবং [illegible] মধ্যে [illegible] উপস্থিত হইল। একণে [illegible] বিদেশী [illegible]—[illegible]

শিকারী যোড়ে বাঘ, সুনম্য অশ্বদেহ অদ্ভুত জীব, দেখিতে উহারা লোকটি— ইহাদের তীক্ষ্ণচক্ষে যেন বিদ্যুৎ খেলিতেছে—ইহাদের রক্ষকেরা লুটো বাড়াইয়া দিতেছে, আর ইহারা কণ্টকিত জিহ্বার দ্বারা তাহা চাটিতেছে। অন্যত্র, একটা বিবাহ-ব্যাপার। চল্লিশ জন গায়িকা স্ত্রীলোক, জরদ রঙের রেশমি কাপড়ে সজ্জিত হইয়া ভূমিতলে বসিয়া আছে। কন্যার বয়স দশ বৎসর, সে কেমন গায়িকাদিগের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। রাস্তার শেষভাগে পথ-পথের উপর একটা গবাক্ষের পিছনে, দশটা নরহারী ম্যাজনাজ মস্তক নত করিয়া তাহাদের কারাগৃহের মধ্যে ধীরে ধীরে পায়চারি করিতেছে। লোকেরা উহাদিগকে "সাহেব" অর্থাৎ প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিতেছে—"সাহেব" নামের উপযুক্ত বটে। উহাদের মধ্যে যাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা দেখিতে ভাল, সে ষোলটা স্ত্রীলোককে বধ করিয়াছে। … …

এই বিচিত্র দৃশ্যের মধ্যে, একটি দৃশ্য প্রায়ই দেখা যায়—সে দৃশ্যটি বড়ই সুন্দর। ছোট ছোট ছেলেদের নগ্নদেহের কি ননী-মৃতা, কি লাবণ্য! যত দেখি ততই ভাল লাগে—দেখিয়া ক্লান্ত হই না। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদিগের সুগোল ট্যাবাটোবা ক্ষীণদেহ দেখিতে অতি চমৎকার। দীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ কেশগুচ্ছ তাহাদের উজ্জ্বল চিক্কণ স্কন্ধের উপর এবং সুকুমার-গঠন সুন্দর বক্ষের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সেই নবীন পেশীরাশি ও শোণিতের বল ও স্বাস্থ্য যেন স্পষ্ট অনুভব করা যায়। সে অতি চমৎকার। তাহাদের শরীরের দেহচর্ম্ম, আলোক ও বিশুদ্ধ বায়ুতে আচ্ছন্ন—তাহাতে আলোক ও ছায়া কেমন সুন্দরভাবে মিশিতেছে। দরিদ্র স্ত্রীলোকদিগের বক্ষের নিম্নদেশ হইতে উদরের মধ্যদেশ পর্য্যন্ত অনাবৃত—তাহারা যেরূপ পরিচ্ছন্ন, সবে তাহা অতি সুন্দর।

তাহাদের পরিহিত কোমল পরিচ্ছদ যেরূপ দেখিতে মধুর, নয়ন-তৃপ্তিকর, সাদাসিধা ও শান্তিময় এমন আর কোথাও নাই; যে সকল বালিকারা অপেক্ষাকৃত কৃশ, তাহাদের বস্ত্রাভ্যন্তরে দেহপঞ্জরের আন্দোলন স্পষ্ট যেন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

একটা মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম, তাহার প্রকাণ্ড সোপান রাস্তা পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছে। নিম্নদেশে, উষ্ট্রেরা হাঁটু গাড়িয়া ঘুমাইতেছে এবং সোপানের ধাপের উপর কুকুরেরা রৌদ্রে শুইয়া আছে। সোপান দিয়া উঠিয়া একটা প্রাঙ্গণের সম্মুখে আসিলাম, সেই মার্বেল-আচ্ছাদিত প্রাঙ্গণে গাভীগুলি মুক্তভাবে বিচরণ করিতেছে। ইহার এক কোণে দুইটি পবিত্র বৃক্ষ প্রতিষ্ঠিত—একটি পুরুষ-বৃক্ষ বট এবং আর একটি স্ত্রী-বৃক্ষ, তাহার নাম পিপ্পল। একজন বৃদ্ধা প্রথম বৃক্ষটির চারিদিকে নতভাবে প্রদক্ষিণ করিতেছে, আর একটি বৃদ্ধা দ্বিতীয় বৃক্ষটির পাতায় জল ঢালিতেছে। ইহার ধারে আর একটি দ্বিতীয় প্রাঙ্গণ, ইহা স্তম্ভ-পরিশ্রুত বারাণ্ডার দ্বারা বেষ্টিত—এইখানে, ছায়াতলে বসিয়া লোহিতবসনাবৃত কতকগুলি স্ত্রীলোক পুরোহিতের মুখ হইতে নাকীসুরে উচ্চারিত রামায়ণ-গান শান্তভাবে শুনিতেছে। ঘোমটার নীচে যে সুন্দর মুখগুলি দেখা যাইতেছে, তাহারা যে খুব ধ্যানে মগ্ন এরূপ বোধ হয় না। এখানে সকলে এক পরিবারের মত অবস্থিত। পুরোহিতের গলায় মালা, তিনি আসনে উপবিষ্ট, রামায়ণ পড়িবার সময় কখন সুর উচ্চে উঠিতেছে, কখন বা নীচে নামিতেছে—এবং সেই ছন্দানুসারে তাহার দেহ আন্দোলিত হইতেছে। অনেকগুলি চড়াইপাখী এই ভক্তবৃন্দের মধ্যে নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে, এবং বড় বড় কাক, নিশ্চিন্ত গরুদের কাঁধের উপর লাফাইয়া লাফাইয়া বসিতেছে। হিন্দু-

ইহা ভাষ্য এইরূপ —

[illegible] আবার [illegible]

[illegible] হইতে [illegible]

[illegible] এবং [illegible] ও [illegible]

[illegible] হইয়াছে। [illegible] কাৰ্য্যকর [illegible]

না [illegible] অধিকার [illegible] বলিয়াছেন —

[illegible]

[illegible]

[illegible] এই শব্দের ব্যবহার [illegible]

[illegible] বৈশেষিক বা ন্যায়মতে [illegible] গুণ বলিয়া [illegible]

সাংখ্য [illegible] যাহাকে "গুণ" বলে তাহা বাস্তবিক [illegible]

[illegible] দ্রব্যের [illegible] কেন না, এই সকল "গুণ" [illegible]

সংযুক্ত [illegible], ইহাদের "গুরুত্ব" "লঘুত্ব" আদি বৈশেষিক [illegible]

[illegible] গুণ আছে। পুরুষের উপকরণ হেতু বা [illegible]

[illegible] বলিয়া [illegible] বলা হয়। [illegible]

[illegible] "গুণ" শব্দের যে অর্থ দিয়াছেন তাহা [illegible]

[illegible] গুণ [illegible] এই অর্থ বুঝিয়াছি। [illegible]

[illegible] নির্দেশ করিয়াছেন [illegible]

[illegible] অর্থ [illegible]

[illegible] নাই। [illegible] অর্থে "গুণ" [illegible] বিপরীত "প্রধান" [illegible]

তাহার [illegible];—

[illegible] ॥ ২-৩২

[illegible]

[illegible]

... প্রকৃতি বলিলে উক্ত তিন পদার্থেরই অবস্থাবিশেষ ... প্রকৃতি নামক প্রধান শ্রেণীর অন্তর্গত গৌণ শ্রেণীর পদার্থ—সত্ত্ব রজস্ তমস্ ইতি। ফলতঃ বড় বড় পণ্ডিতেও সাংখ্যদর্শনের "গুণ" ও ন্যায়দর্শনের "গুণ"কে যে এক বলিয়া ভ্রান্ত হয়েন- ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ইহাতে এইমাত্র প্রকাশ পায় যে, আজকাল এ প্রদেশে সাংখ্যদর্শন যত্নের সহিত অধীত বা উপদিষ্ট হয় না॥—ডাক্তার ব্যালাণ্টাইনের The Sankhya Aphorisms of Kapila গ্রন্থে উপরোক্ত ভাব উদ্ধৃত হইলেও তিনি গুণকে quality বলিয়া অনুবাদ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইউরোপীয় পণ্ডিতদের হস্তেও সংস্কৃত শাস্ত্রের মধ্যে মধ্যে এমনি দুর্দ্দশা ঘটে!

এই প্রসঙ্গে সংসৃষ্ট আর একটি ভ্রান্তি দেখা যায়; তদনুসারে প্রকৃতি জাতিবাচক শব্দ না বলিয়া ব্যক্তিবাচক শব্দ বলিয়া পরিগৃহীত। অনেকে ভাবেন প্রকৃতি "এক" অর্থাৎ একটি জিনিস। এ ভ্রম যে, কেবল আধুনিক পাঠকবর্গের তাহা নহে—অনেক প্রাচীন পণ্ডিতেও এই ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন।—শ্বেতাশ্বতরের তুরীয় প্রারম্ভেই প্রকৃতির বর্ণনা এইরূপ—

'অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং নমামি।'

—অসাবধান পাঠকে হঠাৎ ঈদৃশ ভাবাতে প্রকৃতিকে একটি দ্রব্য বলিয়া ভ্রষ্ট হয়। কিন্তু বলা বাহুল্য যে, সত্ত্ব রজস্ তমস্ যদি তিনটি দ্রব্য হয়—তবে প্রকৃতি কদাচ একটি মূল দ্রব্য হইতে পারে না।

'সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ'

—এই সূত্রে দেখা যায় যে, সত্ত্ব রজস্ ও তমস্ নামক দ্রব্যত্রয়ের অবস্থাবিশেষের নাম প্রকৃতি। এই অবস্থা "সাম্যাবস্থা" বলিয়া

হইল বটে। আমি এই "সাম্যাবস্থা" সম্বন্ধে পূর্ব্বে দুই এক কথা বলিয়াছি। উপরে যে ভাষ্য উদ্ধৃত হইয়াছে তদনুসারে সাম্যাবস্থা অর্থাৎ ন্যূনাতিরিক্তাবস্থা। ইহা বড় পরিষ্কার নহে। টীকাকার অর্থ পরিষ্কার করিতে গিয়া বলেন।—

"অকার্য্যাবস্থা ইত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ সত্ত্বাদি দ্রব্যত্রয় যখন কার্য্যে পরিণত না হয়—অর্থাৎ অন্য কোন পদার্থ উৎপাদন না করে—তখন তাহাদের যে অবস্থা তাহার নাম প্রকৃতি।—যদি জিজ্ঞাসা কর সে অবস্থা কি?—উত্তর—"অব্যক্ত"—জানি না!!! সাম্যাবস্থা কি তাহা আমরা আজও পরিজ্ঞাত নহি। ইহা একটি দার্শনিক কল্পনা বা theory মাত্র। সত্ত্বাদি দ্রব্যত্রয় পুরুষের যে অবস্থান্তর সাধন করে—তাহা তাহাদের কার্য্য। তদবস্থায় তাহারা পরিজ্ঞাত। এবং সেই অবস্থা ন্যূনাতিরিক্ত অবস্থা। ন্যূন=কেন না কার্য্যটি ঠিক স্বরূপ নহে। উত্তাপ একপ্রকার জ্ঞান বা আত্মার অবস্থান্তর; উহা কার্য্য;—যাহা উহার ভৌতিক কারণ মনে কর তাহার নাম সত্ত্ব। সত্ত্বের সহিত উত্তাপের কোন সাদৃশ্য নাই। সত্ত্বকে উত্তাপ বলিয়া বলিলে ন্যূনতা ঘটে। অতিরিক্ত—কেন না উত্তাপ—"সত্ত্ব" হইতে বিভিন্ন পুরুষের ভাবান্তর মাত্র। ইহাতে অতিরিক্ত পুরুষ নামক দ্রব্যের আভোগ আছে। অতএব সত্ত্বের কার্য্য যে উত্তাপ তাহা সত্ত্বের ন্যূনাতিরিক্ত অবস্থা। মনে কর সত্ত্ব কোনও কার্য্য করিতেছে না, তৎকালে সত্ত্বের যে অবস্থা তাহারই নাম প্রকৃতি। রজস্ তমসেরও তাদৃশ অবস্থার নাম প্রকৃতি।

ইহাতে মূলমর্ম্ম এই দেখা যায়। জড়জগতে যাহা নিত্য পদার্থ তাহা তিন প্রকার সত্ত্ব রজস্ তমস্। অথবা "[illegible]—[illegible]"। ইহাও "[illegible] আত্মার-দমন-মিশ্রপ্রকৃতি"।

[illegible] ভিত্তি [illegible] [illegible]

[illegible] (...mation) [illegible] (...munication)। [illegible]

[illegible]), আমাদের মনে মিশ্রপ্রয়োগ উৎপত্তি [illegible] কার্য্য। এদিকে [illegible] নিয়োগ [illegible] বিদ্যমান। [illegible] মনে হয় [illegible] "=কুকুর; "[illegible]" [illegible];

[illegible] "[illegible]"এর উপর "[illegible]"এর ক্রিয়াতে কুকুর [illegible] উপর "[illegible]"এর ক্রিয়াতে [illegible]; [illegible] এর ক্রিয়াতে [illegible] সূর্য্যদর্শন। [illegible] উপর বিবিধ ক্রিয়া [illegible] এই প্রকার [illegible]।

[illegible] যে [illegible] [illegible] উপর ও [illegible] [illegible]

[illegible] এবং তাঁহাদের অন্যোন্যাশ্রিত [illegible] প্রকরণের [illegible] হয় তখনই [illegible] [illegible] বা [illegible] [illegible] অন্যোন্য [illegible] ব্যবহার [illegible]

[illegible]

—ইহা কেবল কথার কথা কি বাস্তব অবস্থা তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে বিজ্ঞানশাস্ত্রে ঐরূপ একটা কথা থাকা অত্যাবশ্যক।—

---

# জয়দেব।

সকল জিনিষেরই এমন এক একটি কেন্দ্রস্থল আছে যেখান হইতে না দেখিলে তাহাকে কিছুতেই সম্পূর্ণরূপে ও সমগ্রভাবে দেখা হয় না। এবং তাহার ভিন্ন ভিন্ন একদেশ মাত্র দেখিয়া বিভিন্ন ব্যক্তির মনে তৎসম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা জন্মিয়া থাকে।

ন্যায়শাস্ত্রের একটি উদাহরণে এই তত্ত্বটি অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। কতকগুলি অন্ধ স্পর্শদ্বারা একবার হস্তীর আকার নির্ণয় করিয়াছিল। যে অন্ধ হস্তীর পাদস্পর্শ করিল, সে হস্তীকে স্তম্ভাকার বলিয়া বর্ণনা করিল। যে শুণ্ড স্পর্শ করিল, সে বলিল, না, এ ত স্তম্ভ নয়, এ যে সর্পাকার দেখিতেছি। যে ব্যক্তি দৈবক্রমে হস্তীর কর্ণ স্পর্শ করিয়াছিল, সে উভয়কেই মিথ্যাবাদী ঠাহরাইয়া হস্তীকে কুলার মত বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিল। এইরূপে হস্তীর আকার লইয়া অন্ধে অন্ধে যখন তুমুল কলহ বাধিয়াছে, এক চক্ষুষ্মান্ ব্রাহ্মণ আসিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, বাপুসকল, তোমরা কেহই মিথ্যা বল নাই, কিন্তু হস্তীর এক এক অঙ্গমাত্র স্পর্শ করিয়া তাহাকে তদনুরূপ বর্ণনা করিয়াছ। তোমাদের সকলের বর্ণনা মিলাইয়া লইলে একটি সমগ্র হস্তীর বর্ণনা করা হয়।

হস্তী সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ যে কথা বলিয়াছিলেন, প্রেম সম্বন্ধেও সে

কথা খাটে। প্রেমের স্বরূপ সমগ্রভাবে না দেখিয়া অনেকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখেন। সেই জন্য কেহ বা বলেন, শারীরিক সম্ভোগেই প্রেমের পর্য্যবসান। কেহ বলেন, ইহা সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার এবং যোগীজনসুলভ ধ্যানমাত্রাবলম্বী। কেহ বলেন, ইহা ইন্দ্রিয়জ প্রবৃত্তিমাত্র। কেহ বলেন, ইহা এক অতীন্দ্রিয় মনোজ ভাব। কিন্তু যে কেন্দ্রভূমি হইতে দৃষ্টিপাত করিলে এই শরীর মন, সম্ভোগ এবং প্রীতি, আলিঙ্গন এবং ধ্যান একটি সমগ্র সত্তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে প্রতিভাত হয়, সে কেন্দ্রভূমিতে এই সকল ভিন্নমতাবলম্বী বিরোধীবর্গের কেহই উপনীত হয়েন নাই।

সেখান হইতে যেরূপ প্রতিভাত হয়, একজন ইংরাজ কবি—শ্রীমতী এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং—"Inclusions" নামক একটি ক্ষুদ্র কবিতায় তাহা অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন।

"Oh, wilt thou have my hand, Dear, to lie along in thine ?
As a little stone in a runing stream, it seems to lie and pine.
Now drop the poor pale hand, Dear, unfit to plight with thine.

Oh, wilt thou have my cheek, Dear, drawn closer to thine own ?
My cheek is white, my cheek is worn, by many a tear run down.
Now leave a little space, Dear, lest it should wet thine own.

Oh, must thou have my soul, Dear, commingled with thy soul?
Red grows the cheek, and warm the hand; the part is in the whole:
Nor hands nor cheeks keep separate, when soul is joined to soul." *

যখন হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন হয়, তখন শরীর দূরে পড়িয়া রহে না; তখন স্বতই বাহু বাহুর নিকটে আকৃষ্ট হয়, কপোল কপোলে আসিয়া সংলগ্ন হইতে চাহে। দেহ মন আত্মা একত্র হইয়া জগাট্ বাঁধিয়া গিয়াছে। ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রত্যেককে স্বতন্ত্রভাবে সম্ভোগ করিতে গেলে প্রেমকে সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না। প্রেমের মধ্যে এই সকলই অত্যন্ত অবিচ্ছেদ্য ভাবে একীকৃত হইয়াছে।

এখন, যে কবি তাঁহার কাব্যে প্রেমকে তাহার এই স্বাভাবিক অখণ্ড মহিমায় যেরূপ ফুটাইয়া তুলিতে পারেন, সেই অনুসারে তাঁহার কাব্যের গৌরব। যিনি প্রেমকে কেবলমাত্র শারীরিক

* হে প্রিয়তম, আমার এই হাতখানি কি তোমার ঐ হাতের উপরে ফেলিয়া রাখিতে চাও? এই দেখ, স্রোতের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র উপলখণ্ডের মত আমার এই করতল মুহ্যমানভাবে পড়িয়া আছে, এই ক্ষীণ পাণ্ডুবর্ণ হস্ত তুমি পরিত্যাগ কর প্রিয়তম, এ তোমার সহিত সম্মিলিত হইবার যোগ্য নহে।

হে প্রিয়তম, আমার এই কপোল কি তোমার কপোলের নিকটে আকর্ষণ করিতে চাও? দেখ, আমার বিবর্ণ কপোল অশ্রুজলধারায় ক্ষীয়মান—মধ্যে ব্যবধান রাখিয়া দাও প্রিয়তম, নহিলে অশ্রুজলে তোমার কপোলও সিক্ত করিয়া দিবে।

হে প্রিয়তম, আমার এই হৃদয় কি তোমার হৃদয়ের সহিত এক করিতে চাও? আমার বিবর্ণ কপোল রক্তিম হইয়া উঠিল, আমার অসাড় হস্তে জীবনের উত্তাপ সঞ্চারিত হইল। সমগ্রের মধ্যেই অংশ আছে, করতলের সহিত করতল, এবং কপোলের সহিত কপোল বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে না, যখন হৃদয়ের সহিত হৃদয় সংযুক্ত হয়।

শৃঙ্গারসম্ভোগে অভিব্যক্ত করেন, তাহার সহিত অন্তরের কোন-প্রকার সম্বন্ধ রাখেন না, তাঁহার মহত্ত্ব নাই—তিনি এমন একটি সীমাবদ্ধ ব্যাপারের মধ্যে তাঁহার কাব্যকে স্থাপন করেন যেখানে অক্লান্ত আনন্দ সম্ভোগের স্থান নাই, যেখানে মানবহৃদয়ের তৃপ্তি অতি শীঘ্রই নিঃশেষ হইয়া যায়। যে কবি শরীরের উপরে প্রেমের প্রতিষ্ঠা না করিয়া তাহাকে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করেন, তাঁহারই কাব্যে সম্ভোগের প্রসর অনন্ত বিস্তৃত। কান টানিলে যেরূপ মাথা আসিয়া পড়ে, অন্তরের প্রেম সেইরূপ মনের সহিত সমস্ত শরীরকেও টানিয়া আনে, এবং সেই সঙ্গে শরীর মনের অতীত এক অপরিসীম আনন্দলোকের অপরূপ সৌন্দর্য্যজ্যোতি দীপ্যমান হইয়া উঠে। কিন্তু যাঁহারা শরীরকে হেয়জ্ঞানপূর্ব্বক পূর্ব্ব হইতেই মনকে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া প্রেমকে ধ্যানমাত্রে অভিব্যক্ত করিতে চাহেন, তাঁহাদের সে প্রেম আকার-বিহীন নিষ্ফল। কারণ, প্রেমের ধর্ম্মই এই যে, সে প্রিয়জনকে দর্শন করিতে চাহে, স্পর্শ করিতে চাহে, তাহার কাছাকাছি থাকিতে পারিলে সুখানুভব করে। বাস্তবিক, ভাবিয়া দেখিতে গেলে, শরীরমাত্রগত সম্ভোগ ও দর্শনস্পর্শনাকাঙ্ক্ষাহীন অতিসূক্ষ্ম ধ্যানমাত্রগত সম্ভোগ—মৃতদেহ ও প্রেতাত্মা—উভয়ই স্বতন্ত্রভাবে মনুষ্যত্বকে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত করিতে অক্ষম। জীবন্ত মানবই—আত্মাধিষ্ঠিত দেহই—মানবের শরীর মন আত্মাকে সমগ্রভাবে আকর্ষণ করিয়া মনুষ্যত্বকে সফল করিতে পারে।

এই সর্ব্বাঙ্গীন পরিপূর্ণ প্রেমের বিস্তৃতি ও প্রগাঢ়তানুসারেই আমরা প্রেমসাহিত্যে গীতগোবিন্দের স্থান নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিব। এইটুকু দেখিলেই হইবে যে, গীতগোবিন্দে অঙ্গে অঙ্গে যে মদনতরঙ্গ উঠিয়াছে তাহার পরিতৃপ্তি কোথায়।

অঙ্গের সম্বন্ধ আছে বলিয়া পাঠকেরা বিচলিত হইবেন না। মনের সহিত এই দেহও দেবতারই দান। এবং প্রেমের পুণ্য হোমাগ্নিতে মন ও বাক্যের সহিত শরীরও চিরদিন আহুতি প্রদত্ত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু ইন্ধনে যেমন হোমাগ্নি সংরক্ষিত হইলেও সেই অগ্নিশিখা দেবতার উদ্দেশে উত্থিত হয় বলিয়াই তাহার গৌরব, প্রেমাগ্নিও সেইরূপ অঙ্গে অঙ্গে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়া যে অন্তরতম গভীরতম পুণ্য আকাঙ্ক্ষার দিকে নির্দ্দেশ করে তাহাতেই তাহার এত মাহাত্ম্য।

দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে বিদ্যাপতির কবিতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিদ্যাপতির কবিতা নব্য রুচি অনুসারে সর্ব্বত্র যে খুব শ্লীল তাহা বলা যায় না। এবং তাঁহার কাব্যে শরীরের প্রতি শরীরের আকর্ষণ যথেষ্ট সূচিত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিদ্যাপতির কবিতার স্থান বহু উচ্চে। কারণ এই যে, তাঁহার কবিতায় শরীর শরীরের সহিত মিলিত হইয়া সেই প্রেম-কেই চরিতার্থ করিবার প্রয়াস পাইয়াছে, যে প্রেম যতই প্রগাঢ় হয় ততই অপরিতৃপ্ত এবং ততই তাহার সম্ভোগানন্দ।

"সখিরে, কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়।
জনম অবধি হম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুননু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল।
কত মধু-যামিনী রভসে গোয়ায়নু,
না বুঝনু কৈছন কেল।

সাধ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।
যত যত রসিক জন রস অনুগমন,
অনুভব কহে, না পেখে,
বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল একে।"

এখানে কেবলমাত্র প্রেমের শীতল ইন্ধন সংগৃহীত হয় নাই, কিন্তু সেই দীপ্ত অগ্নিশিখা বহু উর্দ্ধে উঠিয়া চতুর্দ্দিকে আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। শুদ্ধ শরীরমাত্র সম্ভোগ হইলে অনুরাগ তিলে তিলে এমন নূতন হইয়া উঠিত না, প্রতি মুহূর্ত্তে ম্লান ও জীর্ণ হইয়া পড়িত। রূপ দেখিতে দেখিতে নয়ন তৃপ্ত হইয়া আসিত, কথা শুনিতে শুনিতে শ্রবণ অসাড় হইয়া পড়িত, হৃদয় হৃদয়ের উপরে ভার বোধ হইত, এবং কেলি ক্লান্তিতে পরিণত হইতে বিলম্ব হইত না। শ্রান্তি শরীরের ধর্ম্ম। কিন্তু অন্তরের প্রেম এ ক্ষণিক সম্ভোগমাত্র নহে। অন্তরও রূপ দেখে, কিন্তু দেখিতে দেখিতে অবসন্ন হইয়া পড়ে না। লক্ষ লক্ষ যুগ ধরিয়া প্রিয়জনকে হৃদয়ে রাখিয়াও তাহার পরিতৃপ্তি নাই। সে প্রগাঢ় প্রেম কেলিকলামাত্রে চরিতার্থ হয় না; সে যতই পায় ততই চায় এবং প্রিয়জনকে প্রাণপণে যতই বক্ষে চাপিয়া ধরে কিছুতেই মনের মত করিয়া পায় না।

জয়দেবে এই চির-অতৃপ্ত প্রগাঢ়তা কোথাও চোখে পড়ে না। গীতগোবিন্দ পাঠান্তে মনে হয়, ন্যায়শাস্ত্রবর্ণিত অন্ধের ন্যায় প্রেমের বিপুল বহুল বহিরঙ্গেই জয়দেব হাত বুলাইয়া গিয়াছেন; তিনি খণ্ড খণ্ড সম্ভোগে প্রেমকে বিক্ষিপ্তভাবে দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন, অন্তরের অসীমতার দ্বারে ধূলি-

স্তূপ উচ্চ করিয়া দ্বাররোধ করিয়াছেন, সে ধূলি পুষ্পরেণুর ন্যায় সুগন্ধ হইতে পারে, স্বর্ণরেণুর ন্যায় সুন্দর হইতে পারে তথাপি তাহা উচ্চতর সৌন্দর্য্যরাজ্যের পথে বাধাস্বরূপ।

এই সহজপরিতৃপ্ত সঙ্কীর্ণ সম্ভোগবিলাস কতকগুলি চির-প্রচলিত শরীরসম্বন্ধীয় উপমাসন্নদ্ধ হইয়া এক মেরুদণ্ডবিহীন ললিত গলিত ছন্দের উপর ভর করিয়া নিতান্ত পিচ্ছিল কোমল পদাবলীর উপর দিয়া স্খলিত ও লুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

ছন্দও যেমন পিচ্ছিল, জয়দেবের সুন্দরীগণের যৌবনসন্নদ্ধ অঙ্গসমূহ তদপেক্ষা অধিক পিচ্ছিল, এবং এই সুদীর্ঘ শৃঙ্গারকলুষ বর্ণনায় পাঠকের মনে সে সৌন্দর্য্যও সামান্যমাত্রও বসে না। শ্লোকের পর শ্লোক ধারাবাহিক সমভাবাপন্ন শৃঙ্গার-প্রতিধ্বনি মাত্র; এবং এই শ্লোকশ্রেণীর মধ্য দিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতে পাঠকের মনে শ্রান্তি ও তদানুষঙ্গিক বিরক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়।

কিন্তু এই শৃঙ্গারসম্ভোগই গীতগোবিন্দের দেহ অথবা প্রাণ যাহা বল। এবং সমালোচকেরা ইহাতেই জয়দেবের গৌরব প্রতিষ্ঠা করেন। কারণ, ইহা জীবাত্মা ও পরমাত্মার অনির্ব্বচনীয় আধ্যাত্মিক মিলনেরই শরীরী রূপক। এবং জয়দেব নিজেই বলিয়াছেন যে, যদি হরিস্মরণে মন সরস হয় তবে এই জয়দেব-সরস্বতী শ্রবণ কর।

সুতরাং শারীরিক সম্ভোগেরই বর্ণনা বলিয়া গীতগোবিন্দকে নিকৃষ্ট শ্রেণীর কাব্য বলা যায় না। কবি যদি সেই ঈশ্বরের ভাবে তন্ময় হইয়া সাধারণ সম্ভোগের ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাতে এমনই কি দোষ হইয়াছে? হাফেজ ত বারবার মদিরা-পানের কথা বলিয়াছেন এবং মর্ত্ত্য বিরহের ভাষাতেই প্রিয়জনের

জন্য বিলাপ করিয়াছেন। তাঁহাকে ত কেহ সে জন্য অপরাধী করে না।

বাস্তবিক, ভাবুকের অন্তরে এমন একটি স্থান আছে যেখানে আসিয়া মনুষ্যত্বের সহিত দেবত্বের মিলন সংঘটিত হয়। এবং সেই সঙ্গমক্ষেত্রের ভাষা মানবকবির রচনায় কতকটা এই মর্ত্ত্য প্রেম ও সম্ভোগের ভাষারই অনুরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে কোনরূপ কলঙ্ক স্পর্শ করে না—কেবল হৃদয়ের একটি নিবিড় প্রগাঢ়তা ব্যক্ত হয়, যে তন্ময়ী প্রগাঢ়তা এই মর্ত্ত্যধামে দম্পতির শরীর মনের ব্যবধান ঘুচাইয়া দেয় এবং হৃদয় হৃদয়ে ও সর্ব্বাঙ্গ সর্ব্বাঙ্গের আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করে।

কেবলি যে,দাম্পত্য প্রেমেই জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ ব্যক্ত হয় এমনও নহে। সকল প্রেমই যাঁহা হইতে নিঃসৃত সেই প্রেম-স্বরূপকে প্রেমের যে কোন ভাবে উপলব্ধি কর তিনি তাহাতেই প্রকাশমান। রামপ্রসাদ ঈশ্বরকে মাতৃভাবে দেখিয়া তাঁহার সহিত পুত্রের ন্যায় আচরণ করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গীতে এই মাতাপুত্রভাব মর্ত্ত্য মাতাপুত্রেরই ভাবে ব্যক্ত হইযাছে। বৈষ্ণব ধর্ম্ম ঈশ্বরকে নানা ভাবে দেখিয়াছে। এবং বৈষ্ণব সঙ্গীতে মানব ভাবই প্রগাঢ় হইয়া সেই সেই ভাব ব্যক্ত করিয়াছে। এই যে রাধাকৃষ্ণের রূপক ইহা ত সেই বৈষ্ণব ধর্ম্মেরই অঙ্গ। বৈষ্ণব জয়দেব গোস্বামী যদি ইহা লইয়া কাব্য রচনা করেন, তাহাতে ঈশ্বরতন্ময়তার পরিবর্ত্তে শরীরতন্ময়তাই প্রকাশ পাইবে কেন ?

কারণ এই যে, জয়দেব ঈশ্বরে তন্ময় হইযা গীতগোবিন্দ রচনা করেন নাই। হরিকে স্মরণ করাইযা দেওয়া হয়ত তাঁহার লক্ষ্য ছিল কিন্তু বিলাসকলায় কুতূহল উদ্রেক করিয়া দেওয়া

তদপেক্ষা গৌণ উদ্দেশ্য ছিল না। আধ্যাত্মিক সমালোচকেরা স্বপক্ষে যে শ্লোকের কিয়দংশমাত্র উদ্ধৃত করিয়া থাকেন, সেই শ্লোকটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া দিলেই পাঠকেরা ইহার প্রমাণ পাইবেন।

"যদি হরিস্মরণে সরসং মনো যদি বিলাসকলাসু কুতূহলং।
মধুরকোমলকান্তপদাবলীং শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীং।'

সুতরাং জয়দেব যে, হরিস্মরণ এবং বিলাসকলা উভয় দিকেই দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দুর্ব্বল মানবহৃদয় এরূপ সঙ্কটস্থলে হরিস্মরণ অপেক্ষা বিলাসকলার দিকেই সাধরণতঃ কিছু আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। এবং গীতগোবিন্দের কবিও এই মানবস্বভাবসুলভ দুর্ব্বলতা অতিক্রম করিতে পারেন নাই বলিয়া আশঙ্কা হয়।

তিনি রাধাকৃষ্ণের সঙ্গে সেই যে কুঞ্জপ্রবেশ করিয়াছেন তদবধি এই বিলাসকলাই রচনা করিতেছেন। এবং তাঁহার কাব্যে আদিরসের সমস্ত বাহ্য উপকরণই সংগৃহীত হইয়াছে, কেবল কবির যে আত্মবিস্মৃতিটুকু থাকিলে এই সমস্ত বিলাসকলাও সরল ভাবে নিষ্কলঙ্ক হইয়া উঠিত তাহাই নাই।

এই অতি সচেতন বিলাসিতাই জয়দেবের শ্রীহানি করিয়াছে। শৃঙ্গার রসও নহে, সম্ভোগবর্ণনাও নহে, মদনতরঙ্গও নহে, মানবদেহও নহে।—প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে নব্য রুচির বিরুদ্ধ ভাষায় এমন অনেক কথা স্পষ্ট করিয়াই উল্লেখ আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ঋগ্বেদের পুরুরবা ও উর্ব্বশী উপাখ্যানের উল্লেখ করা যাইতে পারে। + ঋগ্বেদের এই নগ্ন বর্ণনায় শ্লীলতা অশ্লীলতা রুচি অরুচি শরীর মন এ সমস্ত অতিসূক্ষ্ম ভেদাভেদ লুপ্ত হইয়া গিয়া হৃদয়ের সহজ

+ ৮ অষ্টক, ৫ অধ্যায়, ১০ মণ্ডল, ৯৫ সূক্ত।

স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসে এম
সমস্ত পাপ, সমস্ত অবি

জয়দেবে এই সহ
তাঁহার হৃদয় হইতে সহ
উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে না
নানা ছলে তিনি সমস্ত
করিয়া দিয়াছেন।
জঘন্য।

নহিলে, মানবের শ
উলঙ্গ যোগীকে দেখিয়
সেই নগ্ন দেহই পুণ্যদর্শ
চক্ষে অপবিত্র নহে।
বর্ণিয়া গণ্য হয় না।
কোনরূপ ঠার নাই, ই

গ্রীসীয় নগ্ন প্রস্ত
প্রকৃতির অন্তর হইতে
হইয়াছে। তাহার
সেখানে মনেই আসে

কিন্তু এই গ্রীসীয়
খানি নগ্নদেহ চিত্র স্থা
গৌরব নাই। ফরাসী
স্খলিত করিয়া দিয়া
করিয়া এমন কিছু রা
বসনভূষণের একটি ভাব
মধ্যে একটা সচেতন উ

বৈদিক পুরুরবা ও উর্ব্বশী চিত্রের পার্শ্বে জয়দেবের সম্ভোগ-চিত্রাবলী এইরূপ। এবং হরিস্মরণ ত দূরের কথা, মনুষ্যত্বেরও বিকাশ এখানে অত্যন্ত সঙ্কুচিত। এই গীতগোবিন্দে গীত থাকিতে পারে, কিন্তু গোবিন্দ আছেন কিনা আমাদের সম্পূর্ণ সন্দেহ আছে।

---

# স্বরলিপি।

রাগিণী হাম্বীর-কেদারা—তাল কাওয়ালি।

সখি, আমারি দুয়ারে কেন আসিল,
নিশিভোরে, যোগী ভিখারী
কেন করুণস্বরে বীণা বাজিল।
আমি আসি যাই যতবার, চোখে পড়ে মুখ তার
তারে ডাকিব কি ফিরাইব তাই ভাবি লো।
শ্রাবণে আঁধার দিশি, শরতে বিমল নিশি
বসন্তে দখিন বায়, বিকশিত উপবন
কত ভাবে কত গীতি গাহিতেছে নিতি নিতি,
মন নাহি লাগে কাজে আঁখি জলে ভাসি লো।

০ ১ ২ ৩
সনা ॥ নর্সা না । নধা পঃ -ক্ষপঃ । পধা -া । -া পমা ।
স খি ॥ আ মা । রি দু — । য়া — । — — ।

১ ০ ২ ৩
। নী -া । -ধণা ধপা । মা পমগা । পধপমা -া ।
। রে — । — কেন । আ সি । ল — ।

[illegible] সা [illegible] মা । -গমা পমা । মা -মা [illegible] । [illegible] ।
[illegible] । [illegible] — [illegible] । গা — [illegible] ।

[illegible] । নসা মা । [illegible] পা । [illegible] মা । [illegible] ।
[illegible] ন । কান্ [illegible] । দ বে । বী ণা । — — ।

[illegible] । র্সনা ধনা ॥ [illegible] ধা । [illegible] পা । [illegible] ।
[illegible] । ল বধি ॥ [illegible] মি । [illegible] ই

[illegible] । নর্সা -র্সা । -া -া । র্সা র্সা । নর্সা [illegible] ।
[illegible] । বা — । — -া । চো খে । [illegible] ঢে ।

[illegible] । র্সা -ধা । -পক্ষা -া । -া পপা । [illegible] ।
[illegible] । তা — । — — । [illegible] গতে । তা কি [illegible]

[illegible] । [illegible] । সা সা । -া -া । [illegible] মা ।
[illegible] কি । কি রা । ই দ । — — । তা [illegible] ।

[illegible] । -া -া । [illegible] । র্সনা [illegible] ॥ [illegible] র্সা ।
[illegible] — । — ই । তা বি । নো [illegible] ॥ [illegible]

[illegible] । [illegible] । [illegible] মা । [illegible] পা । [illegible] র্সা ।
[illegible] । [illegible] র । নি [illegible] । শ ব । তে [illegible] ।

[illegible] । [illegible] । [illegible] । [illegible] । [illegible] ।
[illegible] । নি [illegible] । [illegible] ন । [illegible] । বি ন [illegible]

| রা সা | সা মা | ^ম^গা পা | পহ্মা ধা | পহ্মা পা |
| বা য়ু | বি ক | শি ত | উ প | ব ন |

| পা ধা | ^ধ^পা র্সা | র্সনা র্রা | র্সনা র্সা | র্সা নর্সর্গা |
| ক ত | ভা বে | ক ত | গী তি | গা হি |

| র্রা র্সনা | ধনা র্সা | নধা পা | পহ্মা পা | হ্মপধা পা |
| তে ছে | নি তি | নি তি | ম ন | না হি |

| মগা ^গ^মা | রা সা | -া -া | সা মা | ^ম^গা পা |
| লা গে | কা জে | — — | আঁ খি | জ লে |

| -া -া | ধনা র্সনর্রা | ^র্স^র্সনা ধনা ‖ ‖
| — — | ভা সি | লো সখি ‖ ‖

## ব্যাখ্যা।

১। এই গানটি ফাঁক হইতে আরম্ভ হয়। কাওয়ালী তালে দ্বিতীয় তালে সম পড়ে। সম বুঝাইবার জন্য ২ সংখ্যার মাথায় বেক্‌ দেওয়া হইয়াছে। অন্তরা আভোগ প্রভৃতি সম হইতে আরম্ভ হয়। আস্থায়ীর কয়েক পদে ও অন্তরা প্রভৃতির আরম্ভে তাল চিহ্নিত করা হইয়াছে। বাকী তাল এই অনুসারে বুঝিয়া লইতে হইবে।

২। ঃ বিসর্গ অর্দ্ধমাত্রার চিহ্ন।

৩। যে স্বর ঈষৎ ছুঁইয়া যায় তাহাকে স্পর্শ-মাত্রা কহে—এই স্পর্শমাত্রা বুঝাইবার জন্য সেই স্বরাক্ষর ক্ষুদ্র অক্ষরে শিরোভাগে লিখিত হয়।

৪। হ্ম=কড়ি মা; ঞ=কোমল নি।

৫। অন্তরা প্রভৃতির শেষে যেখানে যুগল ছেদ দেখিবে সেখান হইতে ফিরিয়া আস্থায়ীতে যাইতে হইবে। আস্থায়ীর যেখানে যুগল ছেদ আছে সেই-

খান হইতে ধরিবে। যেখা
যুগল ছেদ বসে।

৬। "যোগী" এই কথ
স্থায়ী। যথা, সাঃ গঃ,

গী —

অর্দ্ধমাত্রা বাবধার ব্যবহ
যথা, গা—মগা।

গী —

গাহিবার সময় দ্বিতীয় '
টানিয়া রাখিতে হইবে।

চ

বড় তরফের আমল
আবের কর্ত্তৃত্বাধীনে থ
নাবালক ছেলে দীনে
কুণ্ডলার বৃহৎ বাটীতে
রূপে পাঁচ বছর কাটিয়া
ত্রুটি নাই—নাবালকের
য়াছিল। কিন্তু সবেম
দীনেন্দ্রনাথ যখন কালে
তখন দেখা গেল যে, 
করিতে শেখে নাই।
এবং নর্ম্যাল স্কুলের শেব

নং। সেক্রেটারি পড়িয়া এল। সাহেবকে ঘোড়ায় চড়ে [illegible] দেখে নাই কলেক্টর ইনাম তৌজির তলব করিলে ম্যানেজার সাফ জবাব দিলেন যে, কর্ত্রী ঠাকুরাণী তাহাকে কোন [illegible]-জের কাছে যাইতে দেন না। কলেক্টর রিপোর্ট ইহাতে রাগে চটিয়া গেলেন এবং নায়েবের পণ্ডিতকে ডাকাইয়া ছেলের উপযুক্ত ছাত্রদিগের জন্য এক বৎসরের "নহবৎ" দিলেন। কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাহার অতিরিক্ত আদরে ছেলেটা মাটি হইতে বসিয়াছে। অতঃপর সেরূপ করিলে তিনি বালককে অন্তঃপুরের সংস্পর্শশূন্য করিবার জন্য কলিকাতার "ওয়ার্ডইনষ্টিটিউটে" পাঠাইতে বাধ্য হইবেন।

সাহেবের এই ধমকানি খাইয়া আর কেহ হইলে কি করিত বলা যায় না, কিন্তু কর্ত্রী শ্রীমতী হরিপ্রিয়া স্বহস্তে বিবিধ ক্ষীর-পুলি এবং চন্দ্রপুলি তৈয়ার করিয়া রাখিলেন। যথাকালে [illegible] রোপ্য থালে বহুমূল্য কারুকার্য্যখচিত বস্ত্রমণ্ডিত হইয়া সেই পিঠাগুলি আসাসোটাধারী চোপদারদ্বয়ের বাহকগণের স্কন্ধে সাহেব-শিবিরে উপস্থিত হইল। কলেক্টর সাহেব এই "ভেট" [illegible] দেখিয়া কিছু হাসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আসলা চোপদার ফিরিয়া গিয়া কর্ত্রীকে জানাইয়া দিল, নিজহস্তে তিনি যে সকল জিনিস তৈয়ার করিয়াছেন শুনিয়া কলেক্টর বড় খুশী হইয়াছেন, [illegible] কি, মেম সাহেব দেখিতে দেখিতে একথালা সাফ করিয়া দিলেন ইত্যাদি। এই সকল সত্য গল্প শুনিয়া হরিপ্রিয়া [illegible] সরস্বতী বাবুর পাঁচালি-গাথা "[illegible]" [illegible] দিলেন যে, সাহেবেরা রাক্ষসের জাতি।

মিঠাইগুলি পাইয়া সাহেব খুশী আর না হউন, কর্ত্রী ঠাকুরাণী উপহার পাঠাইয়া নিজে ভারি খুসী হইলেন, এবং [illegible]

করিলেন, এইরূপে এবং শিবস্বস্ত্যয়ন ও পঞ্চ দেবতার পূজা দিয়া তিনি ছেলের কলিকাতা-যাত্রার ব্যবস্থা ব্যর্থ করিবেন। অতএব সাহেবের তাঁবু উঠিতে না উঠিতে অন্দরে বাহিরে ধুম পড়িয়া গেল। এ সকল খরচপত্র কর্ত্রীর নিজ "জায়গীরে"র তহবিল হইতে সরবরাহ হইত, কাজেই উপবিওয়ালাদের মঞ্জুরির লাঞ্ছনার ভয় ছিল না।

মিষ্টান্ন এবং পূজায় মর্ত্ত্যের এবং স্বর্গের দেবতাদের তুষ্টি সাধন হইলেও হইতে পারে, কিন্তু যারা দিন আনে দিন খায় তাদের চাকরী তাহাতে বজায় থাকা সচরাচর সংশয়স্থল। মাষ্টার মহাশয় এবং পণ্ডিত মহাশয় অতঃপর কাজে কাজেই আপনাদের বিদ্যার বোঝা নবছরের নাবালকটীর উপর চাপাইতে লাগিলেন। শীতকালের প্রভাতে নবীন সূর্য্যের হিরণ-কিরণ-হিল্লোলে যখন হরিপ্রিয়ার সোণার গোপাল দুলিতে থাকে এবং সদাব্রত বুলবুলিগুলির লড়াই সুরু হইয়াছে মাত্র, তখন কিনা চল্লিশ টাকার বিধু মাষ্টার যাষ্ট বুকের পাতা খুলিয়া তার উপর চোক গরম করে! দুপুর বেলায় সোণার যাদু গ্রহবাজ কবুতরগুলিকে উড়াইয়া দিয়া যখন একমনে ছাদে দাঁড়াইয়া নীল আকাশে তাহাদের "উল্টা বাজি" দেখিতে দেখিতে উল্লাসে করতালি দিতেছে, কোথা হইতে হরিশ পণ্ডিত আসিয়া তখন জুড়িয়া বসিল এবং "কোকার" সকলের সেরা কবুতর জোড়াটী সেই অবসরে বাজপক্ষীর নখবিদ্ধ হইয়া দীঘির জলে পড়িয়া গেল। এ সকল "জুলুম" ক্রমে কর্ত্রী ঠাকুরাণীর সহিষ্ণুতা ছাড়াইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু কলেক্টর সাহেবের ভয়ে প্রথম প্রথম তিনি কিছু বলিতে পারিতেন না। রোজ "কোকন" মাষ্টার পণ্ডিতের হাত হইতে উদ্ধার পাইবাই মার কাছে তাঁহাদের শা-

নের অাঁটাঅাঁটির নানা নালিশ রুজু করে এবং কোন প্রতীকার হয় না দেখিয়া বিস্তর জিনিস ভাঙ্গিয়া চুরিয়া প্রতিশোধ লয়। কর্ত্রী কেবল কাঁদেন আর শিক্ষকদ্বয়কে মিষ্টান্ন এবং বস্ত্রাদি উপহার দিয়া বশীভূত করিবার চেষ্টা করেন। এইরূপে বৎসর ঘুরিয়া আসিল। দীনেন্দ্র অনেকগুলি নূতন রকমের খেলা এবং দুষ্টুমিতে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিলেও মাষ্টার পণ্ডিতের চাকরী বজায় রাখিবার দিকে আদৌ মনঃসংযোগ করে নাই। অতএব বছরের শেষাশেষি দুজনেই হরিপ্রিয়াদুলালের কর্ণ এবং গণ্ড প্রায় ইজারামহল করিয়া তুলিলেন। হরা খানসামা একদিন মুখভার করিয়া কর্ত্রীকে জানাইল "কত্তা, কত দুক্ষের কোকন, দুদিকে দুটো মাষ্টার পণ্ডিতে তাকে ছেঁড়াছিঁড়ি করে, রোজ রোজ ত চখে দেখা যায় না।" হরার সেদিন দুইটাকা মাহিনা বাড়িয়া গেল। দেখিয়া চাকরাণী বিনোদা তার দুদিন পরে কাঁদিয়া বলিল, "মা, বলি কোকনকে অত করে' মানুষ করেছিলাম, সে কি এই শাস্তির জন্যে? আমাকে দেখাবার জন্যেই যেন মাষ্টার পোড়ারমুখো বাছার গাল টিপে দিলে! আহা টুকটুকে গাল থেকে কত রক্তই বেরুল!"

এইরূপে কর্ত্রীর অপত্যস্নেহ ক্রমে সদ্যপ্রসূতা গাভীর মত অসংযত হইয়া উঠিল। কলেক্টর সাহেবের খাতির ভুলিয়া তিনি মাষ্টার পণ্ডিতকে ডাকাইলেন এবং বলিয়া দিলেন যে, তাঁর কোকনের গায়ে হাত তুলিলে তাঁহাদের ভাল হইবে না। তাঁর ছেলে কিছু দুঃখীর সন্তান নয়, যে, লেখাপড়া না শিখিলে তার সংসার চলিবে না।

কিন্তু কর্ত্রীর রাগ অভিমানের ভয় অপেক্ষা ষ্টুয়ার্ট সাহেবের লালমুখখানার আতঙ্ক শিক্ষকযুগলের হৃদয় অধিকতর অধিকার

করিয়াছিল,—ক্রমে উ
তাহার ফলে তাঁহারা
সময় প্রায় প্রত্যহ দেখি
নানা রঙের নানা ছাপে
সন্ধ্যার পর বাসায় ভূতে
তাহাতেও চাকরীর মারা
দিন সন্ধ্যাকালে তাঁহাদে
অনেক লোক আসিয়া প
বটে, কিন্তু "উপাধি" এব
অতঃপর বলা বাহুল্য আ
কীর্ত্তি বজায় রাখিবার জ
ছিলেন।

প

বড় তরফের "কে
এবং সারাদিনই খেলা।
খেলিবার ঘর সকল ভরি
বাসার উপরে তাহার ছ
হইল।

মাষ্টার পণ্ডিতের হা
প্রিয়া দেবী অতঃপর ঘন
স্বস্ত্যয়ন এবং পঞ্চদেবত
মানের বেগ সংযত হইয়
বিকা তাঁহাকে অস্থির
তিনি যদি বড়মানুষের ঘ

..তে তা হলে নিজের দেশের উপর তাহার ... একবার মনে হইত নিজের অলঙ্কারগুলি লইয়া ... করিয়া সেখান এমন দেশে চলিয়া যাইবেন যেখানে তার ... দের উপর কলেক্টর সাহেবের কোন জোর খাটিবে না। ... আবার মনে হইত, নৌকায় উঠিলে তাঁর গা বমি বমি করে, ... বড় টানে তার "কোরাণ" ... উঠিতে যায়।

ক্রমে এমন হইল যে, কলেক্টর সাহেব মীরেমুরকে ... লইয়া যাইতে না পারেন এই উদ্দেশ্যে কর্ত্রী তাহাকে ... বাহিরে যাইতে দেন না। সেই মাষ্টার এবং পণ্ডিতের ... দিন তিনি মন হইতে দূর করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু ... দিন মনে হইল তাহাদের খোঁজ করিয়া কিছু টাকা ... তাদের মুখবন্ধ করিবেন। নহিলে তারা যদি কলেক্টর সাহেবের কাছে "চুকলি" করে, তবে আর কোরাণের কোন ... নাই। অতএব জাবদীরের আমলা একজন টাকার তোড়া ... মাষ্টার পণ্ডিতের অনুসন্ধানে চলিয়া গেল।

এদিকে বি, এ, মাষ্টার বিধূভূষণ বাবু বাঁদী ... পশ্চাতে চাহিয়া দেখিয়া অবকাশ পান নাই বটে, ... গিয়া উত্তেজিত হৃদয় কতক শান্ত হইলে বিবেচনা করিলেন, ... দের মৌত নির্ম্মাণ ... পর্য্যন্ত বই নয় ... তিনি একটা "... সেই", ... লোকের মত অপমান সহিয়া থাকা ... অতএব তিনি চিঠিপত্র ... সাহেবকে ... দিয়াছিলেন।

... এদিকে ... প্রথম ... দিকে ...

কোন দেশের রাজাসুলভ "জুলুন" হইয়াছে শুনিয়া ক্রোধে তিনি দিশাহারা হইলেন। ম্যানেজারকে ডাকিয়া বিস্তর তিরস্কার করিলেন এবং আদেশ দিলেন "কেনকোর" নাবালককে সদরে আনিতে হইবে।

সে সহজ কথা নহে। ম্যানেজার কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে চিনিতেন। বুঝিলেন কিছু কল কৌশল না করিয়া সহসা এই হুকুম তামিল করিতে গেলে তিনি একটা খুনোখুনির হাঙ্গামায় পড়িবেন। কিন্তু সাহেব তাহা বুঝিলেন না। ম্যানেজারের রিপোর্ট পাইয়া তাঁহার মনে সন্দেহ রহিল না, হয় হরিপ্রিয়া অর্থবলে তাহাকে বশ করিয়াছে, না সে ব্যক্তি অকর্ম্মণ্য এবং ভীরু। শেষে সাহেবের আদেশে পুলিস-ইনস্পেক্টর সিপাহী-শান্ত্রী-ঘেরা পাল্‌কীতে দীনেন্দ্রনাথকে সদরে হাজির করিলেন।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

হরিপ্রিয়া ঠাকুরাণী ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন, শেষে যদি সত্য সত্যই কলেক্টর সাহেব তাহার খোকনকে ধরিয়া লইয়া যায়, তবে তিনি আত্মহত্যা করিয়া এ জীবনজ্বালা জুড়াইবেন। নহিলে কিসের জন্য প্রাণ? কিন্তু হিন্দুর মেয়ে মরাটা যত সহজ মনে করে, আসলে মৃত্যু কিছু ততটা সহজ নহে। স্বামীর অন্তিম কালে শোকের অধীরতায় একবার তাহাই ভাবিয়া তিনি স্থির বসিয়াছিলেন, কিন্তু তার পর সকল ফুরাইয়া গেলে মধুর স্বরে ছেলে যখন মা বলিয়া ডাকিল এবং কচি কচি হাত দুখানি দিয়া চারি বছরের যে অঞ্চলে নিধি তাঁহার চোখের জল মুছাইয়া আধ আধ কথায় বলিল—"ছি কেঁদো না" তখন

তাহার মুখ চাহিয়া আবার তাঁর বাঁচিয়া ... রহিয়াছিল। পুলিশের কৌশলে ঘটনার দিন বহির্বাটীতে তালুকদারি সুরু হইলে দীনেন্দ্রকে বাহিরে পাঠাইয়া স্বয়ং কর্ত্রী ঠাকুরাণী চীনের ঘরের খড়খড়ি ঈষৎ মুক্ত করিয়া তামাসা দেখিতেছিলেন। এমন সময়ে অকস্মাৎ নীলপোসাক-আঁটা শ্মশ্রু-গুম্ফ-পরিপূর্ণ পুলিসের বড় দারোগা মহাশয় ঘোড়া ছুটাইয়া সেখানে আসিলেন। দেখিতে দেখিতে বাহকস্কন্ধে একখানা পালকী আনিয়া উপস্থিত হইল, এবং একটা গোলমাল হইয়া উঠিতে না উঠিতে রোরুদ্যমান বালককে তাহাতে পূরিয়া দারোগা সাহেব তাঁহার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছদ্মবেশী কনষ্টেবলের দলকে সটান রাস্তার আদেশ দিলেন। চকিতে পাল্‌কী দৃষ্টির বাহির হইয়া গেল। পরিচারিকারা গিয়া দেখিল, পাষাণমূর্ত্তিবৎ কর্ত্রী সেই পাল্‌কীর পথ চাহিয়া আছেন! তখন তাঁহার মনে হইতেছিল, সেই চীলের জানালা গলিয়া লাফাইয়া পড়িলে এ অপমান এবং ক্লেশের অবসান হইতে পারে, কিন্তু পাল্‌কী হইতে বালকের যে উচ্চ রোদনধ্বনি তাঁহার কর্ণে এবং মর্ম্মে পশিয়াছিল, তাহাতে তাঁহার নড়িবার যো ছিল না।

ঘণ্টা দুই পরে নীচে আসিয়া কর্ত্রী ঠিক্ করিলেন, তিনিও ছেলের সঙ্গে সঙ্গে কলেক্টর সাহেবের কাছে যাইবেন, এবং দুঃখিনীর মত খোকনকে ভিক্ষা করিয়া লইবেন, বলিলেন, যে, বিষয় আশয় তিনি কিছু চান না, কিন্তু তাঁর বুকচেরা ধন ছাড়িয়া তিনি বাঁচিতে পারিবেন না। প্রতিবেশী এবং আমলারা মেয়েলী বুদ্ধি বলিয়া ত পরামর্শটা উড়াইয়া দিলেন এবং পরে যুক্তি করিয়া টাকার তোড়া সঙ্গে পালকীর উদ্দেশে লোকজনের রওনা করিলেন। তাহা ও ... চরিতার্থ ... ... তখন।

নবোদ্ভিন্ন লোকজনকে বশ করিয়া ফেলিলেন এবং তাহার ফলে কোকনের বাল্যসখারা প্রায় প্রত্যহ কুন্তলা হইতে সদরে আনা-গোনা সুরু করিল। দীনেন্দ্রের পরমপ্রিয় পাখী এবং ছাগমেষ-পালও ক্রমে আসিয়া জুটিল। টাকার জোরে এ সকলের কিছুই ষ্টুয়ার্ট সাহেবের কানে উঠিত না। বাসায় গিয়া "ওয়ার্ড"কে দেখিয়া আসা কোন আইনে কর্ত্তব্য কাজ বলিয়া নির্দ্দেশ করে না, সুতরাং নাবালক মাঝে মাঝে দেখা করিয়া আসাতেই কলেক্টর বুঝিতে পারিতেন যে, ক্রমে সে বেশ শায়েস্তা হইতেছে। বিশেষতঃ অশ্ববিদ্যাপারদর্শী ষ্টুয়ার্ট সাহেবের আদেশমত ম্যানেজার নাবালকের জন্য ঘোড়া কিনিয়া দেওয়ায় এবং তাহাকে দুএকদিন তাহাতে চড়িতে দেখায়, কলেক্টর নিজের হুকুম তামিলের আত্মপ্রসাদটুকু উপভোগ করিতে করিতে বদলী হইলেন। তার পর ও পাঁচ ছয় মাসের মধ্যে দুই জন কলেক্টর আসিলেন এবং গেলেন। কাজেই দীনেন্দ্রনাথের উপর যে তীক্ষ্ণদৃষ্টি ষ্টুয়ার্টের ছিল, তাহার তীব্রতা এবং বাঁধাবাঁধি কমিয়া আসিল। ইংরেজ রাজ্যে যতগুলি অসম্পূর্ণতা আছে, এই দুর্ব্বোধ্য "পবলিক সার্ব্বিসের" প্রয়োজনবশতঃ যখন তখন আফিসার বদলের দস্তুরটা তার অন্যতর। ষ্টুয়ার্ট সাহেবের পর বছরে গড়ে দুটো করিয়া কলেক্টর বদলী হওয়ায় দীনেন্দ্রের অধঃপাতের পথটা বেশ সুগম হইয়া উঠিল। শেষে সদাশিব শ্রীমান্ গোবিন সাহেব আসিলেন, দীনেন্দ্র তখন সহরবাসী বড়মানুষের ছেলেদের নিকট চালাকি শিখিয়া ফেলিয়াছে. অতএব সাহেবটিকে ফাঁকি দেওয়ার পাইয়া নানা অছিলায় তাহার মাতৃদর্শন ঘটিত এবং দুদিনের স্থলে মোটে দুই সপ্তাহ বাড়ীতে কাটাইয়া গেলেও কোন কথা উঠিত না। এইরূপে নাবালক চতুর্দ্দশ বর্ষ পূর্ণ করিল।

দাঁড়াইল। দাদা তখন অনেক তদ্বির করাইয়া বোর্ড হইতে তাহার বিরুদ্ধে মঞ্জুরি জানাইলেন। যথাকালে পুত্র সেখানে দীনেন্দ্র ভর্তি হইয়া গেল।

এই সময়ে কলিকাতার সুনামখ্যাত ওয়ার্ড ইনষ্টিটিউটের সৃষ্টি হইয়াছিল। পরলোকের পথে যাইতে বুড়ারা যেমন সকল তীর্থ শেষ করিয়া কাশীধাম লাভ করেন, তখনকার দিনে তেমনি বড়লোকের বখাটে ছেলেরা এইখানে আসিয়া জুটিতেন। এই ওয়ার্ড ইনষ্টিটিউট নাবালকির নিশীথে বিস্তর বালজমীদারকে আশ্রয় দিয়া তাহাদের জ্ঞানের এবং যৌবনের অভাবে তাহাদিগকে দেশের নানাদিকে ছাড়িয়া দিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার একটা দিক্ দেখাইয়া দিয়াছে। বিবাহের পরে দীনেন্দ্রকে সেখানে রহিতে হইয়াছিল।

সেনাব সদরে থাকিয়া দীনেন্দ্রনাথ দুই বছরে নেকটাই ইংরেজী বলিতে কহিতে, ঘোড়ায় চড়িতে, চুরুট এবং সোডালেমনেড খাইতে শিখিয়াছিলেন। কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ তাহার নিজের খরচপত্রের খাতা বাঁধিয়া দিলেও দাদার "অভিভাবক" তহবিলের উপর কাহারও হাত ছিল না, অতএব হরিপ্রিয়া দুলাল কাঁচা বয়সেই বেশ "সাহেবটো" হইয়া উঠিলেন। হরিপ্রিয়া নিজের জপতপ আহ্নিক এবং তাঁহার খোকনের চিন্তা লইয়া থাকিতেন, কখন ঘোড়া লেমনেডের মর্ম বুঝিতেন না। অতএব সে বারে অভাগে দীনেন্দ্র প্রথমবার বাটী গিয়া বোতল খুলিয়া সেই ফ্লেক্সের জল মাতৃসমীপে পান করায় তাহার বড় নিন্দা হইল, এবং কলেজটা দিয়ে তাঁহার অবোধ সন্তান ও তাঁহার পিতৃপুরুষের উচ্ছৃঙ্খল মুকাল নাশ করিতে বসায় শ্রীযুক্তা হরিপ্রিয়া দেবীর সাক্ষে আন্তরিক যাতি বাহিলেন। অতএব অতঃপর দেখি

লোকে কাজের দরকার হইলে বাড়ী আসিয়া দীনেন্দ্রনাথ মাত্র যে প্রাণপণে সোডার বোতল খুলিয়া একবার লাগাইত এবং খাওয়াইত, তাহাতে নিতান্ত ভালছেলেটীর মত সন্ধ্যা-আহ্নিকে মন দিয়া কার্য্যোদ্ধার করিয়া যাইত। প্রকৃতির আইনানুসারে এই সকল গুণ ক্রমে আরো বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। মফঃস্বলের "বনলতা" কি করিয়া রাজধানীর "উদ্যানলতা" হইয়া যায়, পরে তাহা দেখা যাইবে।

---

# রৌপ্যমুদ্রা।

ভারতবর্ষে আজকাল টাকা লইয়া বড় আন্দোলন চলিতেছে। সকলেই জানেন যে, আমাদের দেশে ক্রয় বিক্রয় সমুদয় টাকা লইয়া হয় এবং এই টাকা রৌপ্যনির্ম্মিত। কিন্তু বিলাতে যে মুদ্রা প্রচলিত তাহা স্বর্ণমুদ্রিত। এখন এই স্বর্ণ এবং রৌপ্য লইয়া মহা বিবাদ ঘটিয়াছে। এতদিন এই দুই মুদ্রা একপ্রকার সদ্ভাবে অবস্থিতি করিতেছিল। দশটাকায় এক পৌণ্ড অর্থাৎ সভেরেন পাওয়া যাইত এবং এক টাকা দুই শিলিংএর সমতুল্য ছিল। দরের মূল্য স্থির থাকাতে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও একটা স্থিরতা ছিল এবং এদেশ হইতে টাকা পাঠান অনেকটা সহজ হইত। কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্য পদে পদে ঘটে। নানা কারণে সোণার দর বাড়িয়াছে এবং এখনও বাড়িতেছে। এখন দুই শিলিংএ এক টাকা হয় না এবং এক পাউণ্ডে দশ টাকা হয় না। টাকার দর এক শিলিং তিন পেন্স কিম্বা দুই পেন্স পর্য্যন্ত পড়িয়া [illegible] দশ আনা কম হইয়াছে। ইহাতে

মুদ্রা দাঁড়াইয়াছে যে, আমরা যদি বিলাত হইতে দ্রব্য ক্রয় করি তাহা হইলে আমাদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক টাকা দিতে হইবে, এবং বিলাতের লোকেরা যদি আমাদিগের কোন দ্রব্য ক্রয় করে তাহা হইলে তাহাদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা অল্পমূল্য দিলেও চলিবে। ইহাতে বিলাতের যথেষ্ট লাভ, কিন্তু আমাদিগের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। সর্ব্বনাশটা অনেক প্রকারে লক্ষিত হয়। প্রথমতঃ দেখিতে হইবে যে, যদি আমি এখান হইতে এক টাকা মূল্যের গম সেখানে প্রেরণ করি, বিলাতের লোকেরা তাহার জন্য দশ আনা পয়সা দিবে। ইহাতে আমি যেমন পূর্ব্বে এক টাকা পাইতেছিলাম এখনও তাহাই পাইব, কিন্তু বিলাতের লোকেরা ছয় আনা দিয়া জিতিয়া যাইবে। ইংরাজেরা রুটি খান, তাহা প্রস্তুত করিবার জন্য গমের প্রয়োজন। এই গম তাহারা ভারতবর্ষ হইতে লইয়া যাইতেছে। যদি আমরা বলি—"তোমরা এত কম দাম দিতেছ, তোমাদেরই লাভ", বিলাতের লোকেরা বলিতেছে—"তোমরা আরও অধিক গম পাঠাও, তাহা হইলে তোমাদিগেরও লাভ হইবে"।

সুতরাং ভারত হইতে আজকাল অসাধারণ পরিমাণে গমের রপ্তানি চলিতেছে। বিদেশীয়েরা এইপ্রকার এদেশকে শুষিয়া খাইতেছে; অথচ ভারতের লোকদিগের যেমন অন্নকষ্ট তেমনি আছে। দ্বিতীয়তঃ আমাদিগের জন্য অনেক টাকা বিলাতে খরচ করিতে হয়। অনেক ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারীরা এখানকার কর্ম্ম ছাড়িয়া স্বদেশে পেন্সান ভোগ করিতেছেন। তাহাদিগের দুঃখে সমদুঃখী হইয়া গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগেরই জন্য টাকার দর কিঞ্চিৎ বাড়াইয়া দিয়াছেন। তাহার পর এখানে বিলাতী সৈন্য আছে। তাহাদিগকে পাঠাইবার শিক্ষা দিবার ব্যয় বিলাতে স্বর্ণমূল্যে

দিতে হয়। আবার যুদ্ধের আয়োজন পদার্থ এবং গবর্ণমেণ্টের ব্যবহারার্থ দ্রব্যসকল বিলাতেই ক্রয় করিতে হয়। আবার দেখ, ভারতবর্ষকে মধ্যে মধ্যে অনেক লক্ষ পাউণ্ড বিলাতে ঋণ করিতে হয়। তাহার সুদ পাউণ্ডেই দিতে হইতেছে। এই সকল একত্রিত করিলে দেখিতে পাই যে, ভারতবর্ষ ১৭।১৮ মিলিয়ান ষ্টার্লিং পাউণ্ড বিলাতকে বর্ষে বর্ষে দিতেছে। ইহাতেই ভাবিয়া দেখ যে, বিলাতকে পোষণ করিবার জন্য আমাদিগের কত রক্ত দিতে হয়। ইহার উপর আবার আর একটি কথা আছে। এদেশে যে সকল মহামহোপাধ্যায় সিভিলিয়ান ও অন্যান্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন তাহাদিগের পুত্র-পরিবার প্রতিপালনার্থ বিলাতে টাকা পাঠাইতে হয়। টাকার দর কমিয়াছে বলিয়া তাহাদিগের ব্যয় বাড়িয়াছে। গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের উপর দয়া না করিয়া থাকিতে পারেন না। সুতরাং তাহাদিগের সকলকার একপ্রকার বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহার জন্য ভারতের আরও প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয় বাড়িয়াছে। নানা কারণে দেশ ডুবিতেছে। একদিকে সাহেব কর্ম্মচারীদিগের অসম্ভব বেতন, অন্য দিকে রুষদিগের ভয়ে দুর্গনির্ম্মাণ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধের ব্যয়, এবং আর এক দিকে ব্রহ্মদেশে শান্তি স্থাপনের ব্যয়। এত অধিক ব্যয় চারিদিকে হইতেছে যে, শীঘ্রই বা গবর্ণমেণ্টকে দেউলে পড়িতে হয়। বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার গবর্ণমেণ্ট একটি বিশেষ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। তাহারা টাকার দর এক শিলিং চারি পেন্স করিয়াছেন এবং ট্যাকশালে টাকা মুদ্রাঙ্কন বন্দ করিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, দেশে টাকা কমিলে রৌপ্যের দর আর কমিবে না, অগত্যা বাড়িবে। যেমন একটি পদার্থ প্রচুর হইলে তাহার মূল্য কমিয়া যায়, কিন্তু কোন

# প্রেমের অভিষেক।

কি হবে শুনিয়া, সখি, বাহিরের কথা,
অপমান অনাদর ক্ষুদ্রতা দীনতা
যত কিছু! লোকাকীর্ণ বৃহৎ সংসার,
কোথা আমি যুঝে মরি একপার্শ্বে তার
এক কণা অন্ন লাগি! প্রাণপণ করি'
আপনার স্থানটুকু রেখেছি আঁকড়ি'
জনস্রোত হতে। সেথা আমি কেহ নহি,
সহস্রের মাঝে একজন; সদা বহি
সংসারের ক্ষুদ্রভার; কভু অনুগ্রহ
কভু অবহেলা সহিতেছি অহরহ;—
সেই শত-সহস্রের পরিচয়হীন
প্রবাহ হইতে, এই তুচ্ছ কর্ম্মাধীন
মোরে তুমি লয়েছ তুলিয়া—নাহি জানি
কোন্ ভাগ্যগুণে! অয়ি মহীয়সী রাণী,
তুমি মোরে করিয়াছ মহীয়ান্! কেন
সখি, নত কর মুখ, কেন লজ্জা হেন
অকারণে? নহে ইহা মিথ্যা চাটু! আজি
এই যে আমারে ঠেলি চলে জনরাজি
না তাকায়ে মোর মুখে, তাহারা কি জানে,
নিশিদিন তোমার সোহাগ-সুধাপানে
অঙ্গ মোর হয়েছে অমর? ক্ষুদ্র আমি
কর্ম্মচারী, বিদেশী ইংরাজ মোর স্বামী,

কণ্ঠের কটাক্ষপাতে উচ্চে বসি' হাসে
সংক্ষেপ আদেশ, মোর ভাষা নাহি জানে,
মোর দুঃখ নাহি মানে,—রাজপথে যবে
রথে চড়ি' ছুটে চলে সৌভাগ্যগরবে
অবজ্ঞা উড়ায়ে ধূলি,—মোর গৃহ কভু
চিনিতে না পারে! মনে মনে বলি, প্রভু,
যাও ছুটে যাও, খেল গিয়ে খেলাঘরে,
যাও নৃত্য দীপালোকে প্রমোদসাগরে
মত্ত তূর্য্যবেগে, তপ্তদেহে অর্দ্ধরাত্রে
সঙ্গিনীরে লয়ে, উচ্ছ্বসিত সুরাপাত্রে
তৃষার গলায়ে কর পান, থাক সুখে
নিত্য-মত্তভাব!—এত বলি' হাসামুখে
ফিরে আসি আপনার সন্ধ্যাদীপ-জ্বালা
আনন্দমন্দির মাঝে, নিভৃত নিরালা
শান্তিময়!—প্রভু, হেথা কেহ নহ তুমি
জানি যেথা বাঞ্ছা! আমার নন্দনভূমি
একান্ত আমার! দুর্লভ পরশখানি
দুর্ম্মূল্য দুকূল, সর্ব্বাঙ্গে দিয়েছি টানি'
সগৌরবে; আলিঙ্গন কুঙ্কুম চন্দন
সুগন্ধ করেছে বক্ষ;—অমৃত চুম্বন
অধরে রয়েছে লাগি;—স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাতে
সুধাস্নাত দেহ! প্রভু, হেথা তব সাথে
নাহি মোর কোন পরিচয়!

অয়ি প্রিয়ে,
ধন্য আমি, আপনাতে রেখেছি ভরিয়ে

তব প্রেম ; রেখেছে যেমন সুধাকর
দেবতার গুপ্ত সুধা যুগ যুগান্তর
আপনারে সুধাপাত্র করি' ; বিধাতার
পুণ্য অগ্নি জ্বালায়ে রেখেছে অনিবার
সবিতা যেমন সযতনে ; কমলার
চরণ-কিরণে যথা পরিয়াছে হার
সুনির্মল গগনের অনন্ত ললাট!
হে মহিমাময়ী, মোরে করেছ সম্রাট্!
কি দেখিছ মুখে মোর পরমবিস্মিত,
ডাগর নয়ন মেলি ? হে আত্ম-বিস্মৃত,
আপনারে নাহি জান তুমি, মোর কথা
নারিবে বুঝিতে! বড় পেয়েছিনু ব্যথা
আজি, বড় বেজেছিল অপমান, যবে
অপোগণ্ড সাহেবশাবক, রূঢ়রবে
করিল লাঞ্ছনা! হায়, এ কি প্রহসন
এ সংসার! ক্ষুদ্র ব্যক্তি বড় সিংহাসন
তার পরিহাসবশে করে অধিকার,
কোন্ অভিনয়চ্ছলে নিখিল সংসার
বড় বলি মান্য করে তারে! মিথ্যা আজ
যত চেষ্টা করি আমি, সমস্ত সমাজ
এক হয়ে, নত করে' রাখিবে আমারে
তার কাছে, যথা আমি নাহি করি যারে
সমকক্ষ, একাকী যে যোগ্য নহে মোর!
জেনো প্রিয়ে বাহিরের প্রকাণ্ড কঠোর

[illegible] অপূর্ব [illegible],
[illegible] পড়িয়াছে, [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] হীন, [illegible]
[illegible] নড়িছে [illegible]; [illegible]
[illegible] চালাকে [illegible]
[illegible]
[illegible] লিখিত [illegible]
[illegible]
[illegible] নাহি কভু,
[illegible] তবু;
[illegible] তুমি মোরে
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

প্রেমের আহ্বানে আজি আমার সভায়
এসেছে বিশ্বের কবি, তারা গান গায়
মোদের দোঁহারে ঘিরি ;—অমরবীণায়
উঠিয়াছে কি ঝঙ্কার ! নিত্য শুনা যায়
দূর দূরান্তর হতে দেশবিদেশের
ভাষা, যুগযুগান্তের কথা, দিবসের
নিশীথের গান, মিলনের বিরহের
গাথা, তৃপ্তিহীন শ্রান্তিহীন আগ্রহের
উৎকণ্ঠিত তান !—আধুনিক রাজধানী,
আমি জানি আধুনিক ছেলে, ঘরে আনি
চাকুরীর কড়ি, ফিরে আসি দিনশেষে
কর্ম্ম হতে ; জন্মিয়াছি যে কালে যে দেশে
না হেরি মাহাত্ম্য কিছু, কোন কীর্ত্তি নাই,
তব খ্যাতিহীন আমি কত নদী পাই
কত গৌরবের ! তব প্রেমমন্ত্রবলে
ইতর জনতা হতে কোথা যাই চলে'
নব দেহ ধরি ! প্রেমের অমরাবতী,
প্রদোষ-আলোকে যেথা দময়ন্তী সতী
বিচরে নলের সনে, দীর্ঘ-নিঃশ্বসিত
অরণ্যের বিষাদ-মর্ম্মরে ; বিকশিত
পুষ্পবীথিতলে, শকুন্তলা আছে বসি
করপদ্মতললীন ম্লান মুখশশী
ধ্যানরতা ; পুরূরবা ফিরে অহরহ
বনে বনে, গীতস্বরে দুঃসহ বিরহ

বিস্তারিয়া দিগ্মাঝে; মহারণ্যে দেবী
বীণা হস্তে লয়ে, তপস্বিনী মহাশ্বেতা
শিবের মন্দিরতলে বসি একাকিনী
অন্তরবেদনা দিয়ে গড়িছে রাগিণী
সান্ত্বনা-সিঞ্চিত; গিরিতটে শিলাতলে
কানে কানে প্রেমবার্ত্তা কহিবার ছলে
সুভদ্রার লজ্জারুণ কুসুমকপোল
চুম্বিছে ফাল্গুনী; ভিখারী শিবের কোল
সদা আগলিয়া আছে প্রিয়া পার্ব্বতীরে
অনন্ত ব্যগ্রতাপাশে; সুখদুঃখনীরে
বহে অশ্রু-মন্দাকিনী, মিনতির স্বরে
কুহুনিত বনানীরে ম্লানমুখী করে
করুণার; বাঁশরীর ব্যথাহত তান
কুঞ্জে কুঞ্জে তরুচ্ছায়ে করিছে সন্ধান
হৃদয়সাথীরে,—হাত ধরে' মোরে তুমি
লয়ে গেছ সৌন্দর্য্যের সে নন্দনভূমি
অমৃত-আলয়ে! সেথা আমি জ্যোতিষ্মান্
অক্ষয় যৌবনময় দেবতাসমান,
সেথা মোর লাবণ্যের নাহি পরিসীমা,
সেথা মোরে অর্পিয়াছে আপন মহিমা
নিখিল প্রণয়ী; সেথা মোর সভাসদ্
রবিচন্দ্রতারা, পরি' নব পরিচ্ছদ
শুনায় আমারে তারা নব নব গান
নব অর্থভরা; চির-সুহৃদ্‌সমান
সর্ব্ব চরাচর!

হেন সখি গৃহছাদে
জ্যোৎস্নার বিকাশ! এত জ্যোৎস্না এত সাধে
আর কোথা আছে! প্রভুত্বের সিংহাসন
রুদ্ধদ্বার অন্ধকারে করিছে যাপন
কর্ম্মশালে কর্ম্মহীন নিশি! এ কৌমুদী
আমাদের দুজনের! দুটি আঁখি মুদি'
বারেক শ্রবণ কর—সুগম্ভীর গান
ধ্বনিতেছে বিশ্বান্তর হতে, দুটি প্রাণ
বাঁধিছে একটি সুরে! রুদ্ধ রাজধানী
দাঁড়াইয়া নতশিরে, মুখে নাহি বাণী!

---

# গরিলা ও শিম্পাঞ্জী সম্বন্ধে গার্ণার সাহেবের অভিজ্ঞতা।

গার্ণার সাহেব বানরের ভাষা শিখিবার জন্য আফ্রিকার দুর্গম অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছেন, এ সংবাদ বোধ হয় আমাদের পাঠকেরা অনেকেই জানেন। তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধি সম্বন্ধে আজও তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, কিন্তু এই বানরজাতির আহার বিহার সম্বন্ধে তিনি যে সকল কথা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিশেষ কৌতূহলজনক। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহার কিয়দংশ উল্লেখ করিব।

এন্‌কামী নামক এক সুবিস্তীর্ণ অরণ্য প্রদেশে গার্ণার তাঁহার বাসের জন্য এক সুদৃঢ় খাঁচা প্রস্তুত করিয়াছেন. সাহেব উহার

এই পাড়ার নাম দিয়াছেন "গরিলা-দুর্গ।" দুর্গের চারিদিকে কদলী [illegible], এই জন্য গরিলার একাধিপত্য। পাঠক মনে করিবেন না, গরিলারা দুর্ব্বল, [illegible] কদলীগুলি সর্ব্বাপেক্ষা সুমধুর খাদ্য বলিয়া গ্রহণ করে। সুপক্ব কদলী অপেক্ষা কদলীর থোড়ই ইহারা অধিক রুচিপূর্ব্বক আহার করে।

গার্নার সাহেব একদিন দেখিলেন একটি মধ্যবয়স্ক গরিলা তাঁহার খাঁচার নিকট আসিয়া কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহাকে দর্শন করিতেছে। গহন অরণ্যে এই শ্বেতকায় মানবসন্তান [illegible] দেখিয়া তাহার মনে নিবিড় বিস্ময় ভিন্ন কিছুমাত্র ভয় বা [illegible] উদ্রেক হইয়াছিল, তাহার মুখে এমন কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। যতক্ষণ সে সাহেবের দিকে তাকাইয়া ছিল, সাহেব ততক্ষণ ছবির ন্যায় নিস্পন্দ ভাবে বসিয়া ছিলেন; কিয়ৎক্ষণ পরে গরিলাটি নিকটবর্ত্তী এক ঝোপের ভিতর প্রবেশ করিল। সে কোনপ্রকার শব্দ করে কি না জানিবার জন্য সাহেব উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন, এবং তিনি শুনিতে পাইলেন গরিলাটি [illegible] একটি বিস্ময়বাচক শব্দ উচ্চারণ করিল।

[illegible] গরিলার মধ্যে, এমন কতকগুলি শব্দ শুনিতে [illegible] যা। [illegible] অনেক জাতির মধ্যেও [illegible] [illegible] জাতির "হাঁ" এবং শিম্পাঞ্জী ও গরিলার "হাঁ" [illegible] একপ্রকারেই উচ্চারিত হয়।

গার্নার সাহেবের সঙ্গে একটি বৃহৎ কুকুর আছে, একদিন [illegible] বাহিরে [illegible] দাঁড়াইল [illegible] ছিল [illegible] সময়ে [illegible] জিশ ফিট দূরে [illegible] [illegible] হইয়া [illegible] হইতে হয়;

যখন সে কুকুরটির অত্যন্ত নিকটে আসিল তখন পর্য্যন্ত কুকুর তাহার বিপদ বুঝিতে পারে নাই, সুতরাং নিবিষ্টচিত্তে হাড়ই চিবাইতেছিল। কিন্তু কুকুরকে আক্রমণোদ্যত দেখিয়া সাহেব আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, স্ত্রী-গরিলাটিকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুকের ঘোড়া উঠাইলেন। গরিলা এতক্ষণ পরে হঠাৎ সাহেবকে দেখিতে পাইল, মুহূর্ত্তের জন্য সে মাটীর উপর স্থির হইয়া বসিল, তাহার পর সাহেবের প্রতি অত্যন্ত অবজ্ঞাভরে বিকট দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক গহন বনে প্রবেশ করিল। শাবকটিকে হস্তগত করিবার জন্য সাহেবের অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু খাঁচার এত নিকটে গরিলা হত্যা করিলে পাছে অন্যান্য গরিলা আর সেদিকে অগ্রসর না হয় এই আশঙ্কায় তিনি ইতস্তত করিতে লাগিলেন, ইত্যবসরে স্ত্রী-গরিলাটি তাঁহার দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইল।

অনেকের বিশ্বাস গরিলারা কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে, কিন্তু গার্ণার সাহেব এ পর্য্যন্ত তাহার কোন দৃষ্টান্ত দেখিতে পান নাই। ইহারা সর্ব্বদা একস্থানে বাস করে না, এমন কি ইহাদিগকে দুইরাত্রি একাদিক্রমে একস্থানে থাকিতে দেখা যায় না। দিনের বেলা ইহারা আহারান্বেষণে জঙ্গল হইতে জঙ্গলান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়। এইরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে যেখানে রাত্রি হয় সেখানেই রাত্রির মত থাকিয়া যায়। একদিন প্রত্যূষে খাঁচাটির নিকট একপ্রকার বিকট চীৎকার শব্দে গার্ণার সাহেবের নিদ্রাভঙ্গ হয়; সাহেব উঠিয়া, বন্দুক ধরিয়া খাঁচার মধ্যে বসিয়া রহিলেন, এই চীৎকারের অর্থ বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেক চিন্তার পর তিনি স্থির করিলেন, গরিলা-সর্দার এই শব্দে বিভিন্ন বৃক্ষবাসী গরিলা প্রজাদিগকে স্থানত্যাগের অনুমতি প্রদান করিতেছে। গার্ণার সাহেব বলেন, এই শব্দ ভয়, ক্রোধ কিম্বা দুঃ

এবং শব্দ নহে, কার্য্যে প্রবৃত্ত করিবার জন্য [illegible] শব্দ।

গরিলাগণ চলিয়া ফিরিবার সময় প্রথমে দক্ষিণ হস্ত ও বাম পদ এবং তৎপরে বামহস্ত ও দক্ষিণ পদ যুগপৎ প্রসারিত করিয়া থাকে; শিম্পাঞ্জীরা চলিবার সময় হাতের পাতা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া চলে। অনেকের বিশ্বাস গরিলারা সমস্ত রাত্রি ধরিয়া চীৎকার করে। কিন্তু গার্ণার সাহেব বলেন, ইহারা রাত্রে সচরাচর চীৎকার কিম্বা কোনপ্রকার শব্দ করে না, এই দেশের অরণ্যে একজাতীয় বৃহৎ পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায় তাহারাই সমস্ত রাত্রি ধরিয়া বিকট চীৎকার করে। ইহাদের কণ্ঠস্বর গরিলার স্বরের অনুরূপ; সুতরাং এই পক্ষীর শব্দকেই গরিলার চীৎকার বলিয়া সাধারণের মনে হয়।

গরিলা রাত্রিকালে বৃক্ষের উপর বাস করে। কিন্তু সর্দার-গরিলা সর্ব্বদাই আপনার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখে। রাত্রিযাপনের জন্য সে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ স্থান বাছিয়া লয়।

গার্ণার সাহেব গরিলা সম্বন্ধে নানা রোমাঞ্চকর অদ্ভুত গল্প শুনিয়াছেন। গল্পগুলি বিভিন্ন প্রকারের হইলেও তাহাতে গরিলার অসাধারণ বল, অসীম সাহস এবং ভীষণ ক্রোধের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু গরিলাকে আক্রমণ কি তাহাদের কোন ক্ষতি না করিলে প্রায়ই তাহারা কাহারো প্রতি অত্যাচার করে না।

অসভ্য গাবোনাই জাতির মধ্যে মনুষ্য ও গরিলার উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। গল্পটি এই,—

"এনিয়াহি (সৃষ্টিকর্ত্তা) চারি পুত্রের সহিত আকাশে বাস করিতেন। কালক্রমে তাঁহার তিন পুত্র পৃথিবীতে নামিয়া আসিল এবং মর্ত্ত্যলোকে কিরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা যায় সে সম্বন্ধে প্রবল তর্ক উপস্থিত করিল। এই তিন ভ্রাতার মধ্যে

[illegible] সেবা [illegible] প্রজ্বলিত করিতে হইবে। কিন্তু [illegible] এই প্রস্তাব [illegible] হইল [illegible] অবশ্যম্ভাবী [illegible] প্রথম [illegible] জীবনযাপন করা [illegible] [illegible] জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা [illegible] গৃহ নির্মাণ করি[illegible] [illegible] ছোট দুই ভাই [illegible] [illegible], তাহারা [illegible] ও [illegible] করিল। [illegible] নিবৃত্তি হইতে [illegible] হইল [illegible] তাহার [illegible] তাহাদের [illegible] [illegible] নিরাশ্রয় দেখিয়া তাহাদের একজন, [illegible] উৎপাটিত [illegible] করিয়া [illegible] জুড়াইয়া সেই অগ্নি প্রজ্বলিত রাখিল। কিন্তু [illegible] প্রবল বর্ষায় তাহাদের [illegible] নিভিয়া গেল, [illegible] উঠি[illegible] সেই [illegible] ভ্রাতাদের মধ্যে যে জ্যেষ্ঠ [illegible] ভ্রাতা [illegible] নিকট হইতে অগ্নি আনিতে [illegible] প্রস্তাব করিল। কিন্তু তাহার [illegible] আসিয়া দেখিল তাহার [illegible] নিদ্রা যাইতেছে, [illegible] হয় নাই। [illegible] বাঁধিল, অবশেষে [illegible] ছোট [illegible] চলিয়া গেল, এবং ভ্রাতৃগণের [illegible] নিতান্ত [illegible] করিল। [illegible] হইয়া তাহার [illegible] তাহার [illegible] এবং [illegible] এই [illegible] পূর্ব্ব[illegible]

[illegible] নারদের নিকটে [illegible]

সে তাহার জীবিকার প্রধান সহায় হইলেও সে সময়ে সময়ে তাহার নগরবাসী ভ্রাতার নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণপূর্ব্বক জীবন কর্ত্তন করিতে লাগিল। এই ব্যক্তি 'বুসম্যান' বা 'বন্যজাতির' পূর্ব্বপুরুষ। আর নগরবাসী ভ্রাতা পৃথিবীর সভ্যজাতির আদি পুরুষ।

গার্ণিয়র সাহেব বলেন, এই সৃষ্টিবিবরণ কৌতূহলজনক সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার একটি ত্রুটী অসংশোধিত অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ পণ্ডিতগণ এই গল্পে রমণীর অবতারণা করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় এই ভ্রমের জন্য গল্পের আর একটি গুরুতর দোষ বাহির হইয়াছে, স্ত্রী যখন নাই, তখন ভ্রাতায় ভ্রাতায় মনান্তরের জন্য পৃথক্ হইবার কারণ কে ?

অসভ্যজাতিগণ গরিলার মাংস ভক্ষণ করে না। গার্ণিয়র সাহেব বলেন স্বজাতি ভাবিয়া শ্রদ্ধাবশতঃ যে ইহারা গরিলার মাংস আহার করে না এরূপ নহে; কি শারীরিক বল, কি সাহস, কোন বিষয়েই গরিলা এই সকল অসভ্যজাতি অপেক্ষা ন্যূন নহে, সুতরাং সম্ভ্রম অপেক্ষা ভয়ই ইহাদের গরিলা-মাংস ভক্ষণের প্রধান অন্তরায়। তিনি একথাও বলেন, যে, কোন কোন নরমাংসভোজী জাতিবিশেষ—'পাংয়ুই' নামক এক অসভ্য জাতি—বিশেষ তৃপ্তির সহিত গরিলামাংস ভোজন করে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সমুদ্রোপকূলে এই জাতির অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল না, কিন্তু অতি অল্প দিনের মধ্যেই ইহারা পঙ্গপালের ন্যায় 'ওগোয়ুই' পর্ব্বতের উপত্যকা হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে ও পশ্চিমে অনেক দূর পর্য্যন্ত ছাইয়া ফেলিয়াছে; গার্ণিয়র সাহেব ইহাদিগকে পশ্চিম আফ্রিকার ইহুদী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আফ্রিকার এই অংশে বাণিজ্যে ইহারা প্রধান

সহায়। কারণ ইহারা গভীর অরণ্য হইতে গজদন্ত, মৃগচর্ম্ম, আবলুস প্রভৃতি নানাপ্রকার কাষ্ঠ এবং পর্ব্বত হইতে বিবিধ মূল্যবান প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বণিকদিগের নিকট অতি অল্প মূল্যে বিক্রয় করে।

গার্ণার সাহেবের বিশ্বাস শিম্পাঞ্জী জাতীয় বনমানুষ গরিলা অপেক্ষা সামাজিক ও মনোবৃত্তিসম্পন্ন। যদিও এ সম্বন্ধে অনেক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বিভিন্ন মত ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি শিম্পাঞ্জী ও গরিলার মস্তিষ্ক পরীক্ষা করায় তাঁহার বিশ্বাস দৃঢ়-তরই হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে ইহা বলা বোধ হয় বাহুল্য নহে যে, অন্য যে কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের সহিত তাঁহার মতভেদ হউক না কেন, সুবিখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিৎ ডারুইন সাহেবের সহিত তাঁহার মতভেদ লক্ষিত হয় না। কারণ ডারুইন সাহেবের মতেও "গরিলা প্রভৃতি অসামাজিক বানরবংশ অপেক্ষা শিম্পাঞ্জী জাতীয় অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল এবং সামাজিক বানরবংশই মানব জাতির পূর্ব্বপুরুষ হইবার অধিক উপযোগী হইয়াছিল"। *

গার্ণার সাহেব ইহাও লিখিয়াছেন যে, গরিলার মনোবৃত্তি মানবপ্রকৃতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধভাবাপন্ন। অরণ্যের সর্ব্বাপেক্ষা গভীর ও নির্জ্জন অংশেই ইহারা বাস করিতে ভালবাসে। প্রতি-পালকের প্রতি অনুরক্ত হওয়া দূরের কথা, বিশেষ চেষ্টা ও যত্নে ইহাদিগকে বাধ্য করা যাইতে পারে। গার্ণার সাহেব তাঁহার অভি-জ্ঞতায় এ সম্বন্ধে একটি ভিন্ন দৃষ্টান্ত অবগত নহেন, কেবল একটি-মাত্র গরিলাশিশুকে অনেক যত্নে পোষ মানান গিয়াছিল। এক-বার কতকগুলি গরিলাকে ধরিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত পরীক্ষা

---

* Descent of Man Chapter 2nd pp. 63. 64.

করা হয়, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। তাহারা বিশেষ যত্নের সহিত প্রতিপালিত হইয়াও তাহাদের সহজাত উগ্রতা এবং অসহিষ্ণুতা ত্যাগ করে নাই। কিন্তু শিম্পাঞ্জী বনমানুষেরা মনুষ্যের সংসর্গে থাকিতে ভালবাসে এবং ইহাদিগের অনেক সৎগুণও দেখা যায়।

গার্ণার সাহেব নিজে একটি শিম্পাঞ্জীশিশু পুষিয়াছেন, তাঁহার মতে এটি শিম্পাঞ্জী বংশের কুলতিলকস্বরূপ। "ওগোবুই" পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী একটি আরণ্য প্রদেশের কোন জলাভূমিতে ইহাকে পাইয়াছেন বলিয়া সাহেব ইহার নাম রাখিয়াছেন "মোজেস্" বা "মুসা"। মুসা সাহেবের প্রতি যৎপরোনাস্তি অনুরক্ত; অনাথ শিশু যেমন দয়ার্দ্রচেতা ব্যক্তির নিকট আপনার দুঃখ ব্যক্ত করে, মুসাও সেইরূপ নানাপ্রকার ভাবভঙ্গী দ্বারা আপনার মনোভাব প্রকাশ করে এবং পালিত কুক্কুরের ন্যায় সর্ব্বদা তাঁহার অনুসরণ করিয়া বেড়ায়। সাহেব তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় রাখেন না, প্রয়োজন হইলেই সে জঙ্গলে প্রবেশপূর্ব্বক নানাপ্রকার ফল মূল খাইয়া তাঁহার নিকট ফিরিয়া আসে। মুসা তাঁহার নির্জ্জন প্রবাসের প্রিয়তম সঙ্গী; কত প্রফুল্ল, অরুণকিরণরঞ্জিত উষায় কিম্বা নিস্তব্ধ সন্ধ্যাকালে এই জনমানবশূন্য বনস্থলীতে বসিয়া যখন তাঁহার বহু দূরবর্ত্তী গৃহে স্নেহময় পুত্রকন্যার সুকোমল মুখ মনে পড়ে তখন এই ক্ষুদ্র বানরশিশুকে আদর ও যত্ন করিয়া তিনি অনেক শান্তি লাভ করেন। কিন্তু তাহার অতিরিক্ত আবদারে সময়ে সময়ে তাঁহাকে বিরক্ত হইতে হয়, এমন কি, কখন কখন সে তাহার কাজেরও ব্যাঘাত জন্মায়। বেলা দশটার সময় সাহেব তাহাকে কাপড় পরাইয়া তাহার ঘরে শুয়াইয়া রাখেন,

সেখানে সে দুপুর পর্য্যন্ত নিদ্রা যায়, তাহার পর উঠিয়া আসিয়া তাঁহার ক্রোড়ে বসে। অনেক সময় তাহাকে কোলে লইয়াই সাহেব লেখাপড়ার কাজ করেন। রাত্রেও সে তাহার ঘরে ঘুমাইয়া থাকে, সকালে উঠিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া খাবার চাহে। সাহেবের নিকট অন্য কাহাকেও আসিতে দেখিলে মুসার বড়ই অসহ্য বোধ হয়। একদিন তিনি দেখিলেন, একটি শিম্পাঞ্জীশিশু তাঁহার খাঁচার নিকট দিয়া চলিয়া যাইতেছে, তিনি মুসাকে তাহার সহিত আলাপ করিতে পাঠাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না।

সাহেব মুসাকে ইংরাজী শিখাইবার চেষ্টা করিতেছেন। যদিও তিনি এখন পর্য্যন্ত কোন ফল লাভ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। অতি অল্পদিন তাহার শিক্ষা কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু ইতিমধ্যেই সে কথা কহিবার চেষ্টায় মুখ নাড়িয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন সাহেব তাহাকে নানা প্রকার সঙ্কেত শিখাইতেছেন। নূতন কিছু দেখিলে বা শুনিলে মুসা সে কথা তাহার প্রভুর নিকট অস্পষ্ট স্বরে ব্যক্ত করে এবং সাহেব যদি সে সময় কোন কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন, তাহা হইলে সে তাঁহার হাত পা টানিয়া তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করে।

গার্ণার সাহেব শিম্পাঞ্জী বনমানুষের আর এক অদ্ভুত আচরণের উল্লেখ করিয়াছেন। শিম্পাঞ্জীকে স্থানীয় অসভ্য 'এন্‌কামী' জাতি 'এন্‌চিগো' বলে। পৃথিবীর প্রায় সকল অসভ্যজাতিই অতিরিক্ত মাত্রায় নৃত্যগীতপ্রিয়, 'এন্‌কামী'গণও সর্ব্বদা নৃত্যগীতে মত্ত থাকে। ইহারা নৃত্যকালে যে বাজনা বাজায় সেই

বাদ্যযন্ত্রকে 'এন্‌গামা' বলে এবং ইহাদের নৃত্যের নাম 'কনেস্নো'। এই প্রদেশের শিম্পাঞ্জীগণকেও এই অসভ্য জাতির নৃত্যের অনুকরণে নৃত্য করিতে ও বাজনা বাজাইতে দেখা যায়। অরণ্যের মধ্যে অনেক শিম্পাঞ্জী একত্রিত হইয়া একপ্রকার অদ্ভুত বাজনা বাজাইয়া নৃত্য করে, স্থানীয় অসভ্যগণ শিম্পাঞ্জীদিগের এই বাজনাকে "এন্‌গামা এন্‌চিগো" অর্থাৎ "বনমানুষের বাজনা" এবং ইহাদিগের নৃত্যকে "কান্‌স্নো এন্‌চিগো" বা "বনমানুষের নাচ" এই আখ্যা প্রদান করিয়াছে। বাদ্যকর বনমানুষ অত্যন্ত উৎসাহের সহিত তাহার বাদ্যযন্ত্র বাজায় এবং সঙ্গে সঙ্গে একপ্রকার মৌখিক শব্দ করে, আর কতকগুলি বনমানুষ সারি বাঁধিয়া সেই বাজনার তালে তালে নাচিতে থাকে। বাজনা থামিলেই নৃত্য বন্ধ হয় এবং সকলে মিলিয়া এক সঙ্গে উচ্চ ধ্বনি করিয়া উঠে, অল্পক্ষণ পরে আবার নৃত্য আরম্ভ হয়, এইরূপে ইহাদের নৃত্য দুই তিন ঘণ্টা ধরিয়া চলে। বাদ্যকর বাজনা বাজাইতে বাজাইতে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে অন্য একটি শিম্পাঞ্জী আসিয়া তাহার কার্য্যভার গ্রহণ করে, কখন কখন একজনের পরিবর্ত্তে দুইজনও বাজাইতে থাকে।

"এন্‌গামা এন্‌চিগো" অর্থাৎ "শিম্পাঞ্জীর বাদ্যযন্ত্র" কোন্ উপাদানে নির্ম্মিত ইহা স্থির করিবার জন্য গার্ণার সাহেব অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। এসম্বন্ধে স্থানীয় অসভ্য জাতির নানা মত শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ বলে ইহা শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড কিম্বা বৃক্ষবল্কল মাত্র, কেহ কেহ বলে শিম্পাঞ্জীরা হস্তদ্বারা তাহাদের বক্ষস্থল তাড়নাপূর্ব্বক বাদ্যধ্বনি করে। কিন্তু এ সমস্ত কথা গার্ণার সাহেবের বিশ্বাস না হওয়ায় তিনি অনেক অনুসন্ধানে দুই একটি "এন্‌গামা এন্‌চিগো" আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়া-

ছেন। তিনি জানিতে পারিয়াছেন, এগুলি একপ্রকার অনির্দ্দিষ্ট আকৃতিবিশিষ্ট মৃত্তিকাখণ্ড মাত্র; ইহাব ব্যাস সাধারণতঃ দুইফিট, এগুলি কর্দ্দম নির্ম্মিত। কিন্তু কৃত্রিম কি না তাহা গার্ণাব সাহেব আজও নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু বিশেষ পরীক্ষাব পর তিনি ইহাকে কৃত্রিম বলিয়াই অনুমান করিয়াছেন। যাহাই হউক, ইহা যে, "এন্‌গামার" সুন্দর অনুকৃতি তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ নাই।

গার্ণার সাহেব তাঁহার "গরিলা দুর্গে" অর্থাৎ খাঁচায় বসিয়া অধিক সংখ্যক শিম্পাঞ্জীর সাক্ষাৎ লাভে সক্ষম হন নাই। কিন্তু তিনি আশা করেন তাঁহার দুর্গ স্থানান্তরিত করিবার পূর্ব্বেই তিনি অনেক শিম্পাঞ্জীব নিকট পরিচিত হইবেন, এমন কি, তাহাদের সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাহাদেব সুখদুঃখের কথাও কতক পরিমাণে অবগত হইবেন এরূপ সম্ভাবনা আছে।

---

# ভারতের দারিদ্র্য ও সাক্ষাৎ বাণিজ্য।

ভারতের দারিদ্র্য যে ক্রমশই বাড়িতেছে, ইহা কে না স্বীকার করিবে? এ দারিদ্র্য হইতে দেশকে উদ্ধার করা কঠিন; সকল শ্রেণীব লোকেরাই ঋণে আকণ্ঠ মগ্ন। কাহারই প্রায় স্বচ্ছল অবস্থা নহে। বিভিন্ন লোকে ইহার বিভিন্ন কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ইহার কারণ একটি নহে। অদৃষ্টবাদ, বৈরাগ্য, উপেক্ষা, আলস্য, বাল্য-বিবাহ, সাধারণ শিক্ষার অভাব, শিল্প-

শিক্ষার অভাব, সৎসাহসের অভাব প্রভৃতি করিয়া আমাদের দারিদ্র্যের অনেকগুলি কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কেহ কেহ বলেন, বৈদেশিক শাসনভারে প্রপীড়িত হইয়া আমাদের স্বাধীনভাব, আমাদের উন্নতি-স্পৃহা, আমাদের মনুষ্যত্ব, উদ্যম উৎসাহ সমস্তই তিরোহিত হইয়াছে। কাজেই আমরা দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছি। কেহ কেহ বলেন, ইংরাজদিগের কর আদায় করিবার প্রণালীটাই দূষণীয়। স্বদেশীয় রাজাদিগের আমলে, উৎপন্ন শস্যের কিয়দংশ করস্বরূপে লওয়া হইত, অর্থ লওয়া হইত না। সুখা হাজা অজন্মা হইলে প্রজাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইত না। এখন শস্যের অবস্থা যাহাই হোক না কেন, একটা নির্দ্দিষ্ট অর্থ করস্বরূপ প্রজাকে দিতেই হইবে। বিস্তীর্ণ দুর্ভিক্ষ না হইলে, বর্ত্তমান রাজসরকার কখনই প্রজাদিগকে ছাড় দেন না। তা ছাড়া, ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেতে অজন্মা হইলে সরকারী কর্ম্মচারীদিগের ছাড় দিবার কোনও এক্তিয়ার নাই। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। কৃষকদিগের অবস্থা মন্দ হইলে, সমস্ত দেশের অবস্থাই মন্দ হইয়া পড়ে। কৃষি ও বাণিজ্য দুই যদি আমাদের দেশে প্রবল থাকিত, তাহা হইলে আমাদের এরূপ দুর্দ্দশা হইত না। একের অভাব, সময়বিশেষে অপরের দ্বারা পূরণ হইতে পারিত। তা ছাড়া, অর্থশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, উৎকৃষ্ট ভূমিতে গড়ে প্রতি বর্গমাইলে ১০০ কিম্বা ১২০ জনের মত আহার যোগান্ হইতে পারে—সেই ভূমির উপর যদি ১৫০, কিম্বা ২০০ লোক নির্ভর করিয়া থাকে তবে নিশ্চয়ই অন্নকষ্ট ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। ভারতবর্ষের জঙ্গল, বন, মরু-স্থান প্রভৃতি বাদ দিয়া যদি কেবল কৃষিযোগ্য ভূমি ধরা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে প্রতি বর্গমাইলে

২০০ হইতে ৩০০ লোক অবস্থিত। সমস্ত লোকসংখ্যার মধ্যে শতকরা ৮৬ জনের কৃষিই একমাত্র নির্ভর স্থল। অতএব আমাদের দারিদ্র্যের কারণ এইখানেই তো হাতে-হাতে দেখা পাইতেছে। অবশ্য, বিজ্ঞান-সঙ্গত আধুনিক উপায়সকল অবলম্বন করিলে, কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধিত হইয়া দেশের অপেক্ষাকৃত শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে; সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ করিতে হইলে, কৃষি ও বাণিজ্য উভয়েরই উৎকর্ষ সাধন করা চাই। কিন্তু এই বাণিজ্যের কতকগুলি অন্তরায় আছে। কেহ কেহ মনে করেন, ব্যবসা-বাণিজ্যমাত্রই নীচ কাজ। কেহ বা দ্রব্যবিশেষের ব্যবসায়ে আপত্তি করেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকের আপত্তি সমুদ্রযাত্রা। এই সমুদ্রযাত্রার বাধা খণ্ডন না হইলে, আমাদের বৈষয়িক উন্নতির বিশেষ কোন সম্ভাবনা নাই। আমাদের গোঁড়া লোকেরাও হয়তো বাণিজ্যের কথা শুনিবামাত্রই "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" এই প্রচলিত বচনটি আওড়াইবেন এবং আর্য্যমহিমা কীর্ত্তনকালে সভাস্থলে বলিবেন, পূরাকালে আমাদের পোতসকল মার্কিনদেশ পর্য্যন্ত যাতায়াত করিত। কিন্তু তাঁহাদের কোন আত্মীয় স্বজন "কালাপাণি" পার হইয়া বাণিজ্যার্থে বিলাতে গিয়া বাস করুন দেখি, অমনি তখন তাঁহারা তাহাকে জাত্যন্তর করিবার জন্য ঘোঁট করিতে থাকিবেন। আর একদল এইরূপ চীৎকার করেন, আমাদের দেশের টাকা ইংরাজেরা লুটিয়া লইয়া যাইতেছে, বিলাতের কল কারখানায় আমাদের দেশের শিল্পসকল লুপ্ত করিতেছে। এ কথাগুলি সত্য, কিন্তু ইহা নিবারণের জন্য তোমরা কি উপায় করিতেছ? শুধু কাঁদুনি গাহিয়া কি ফল? যদি কেবলমাত্র যোগ সাধন করিয়া, বৈরাগ্য অভ্যাস করিয়া

পারত্রিক ধ্যান ধারণায় জীবন কাটাইতে চাহ—তাই কর। কিন্তু তাহা হইলে আপনাদিগের ঐহিক অবস্থা লইয়া আক্ষেপ করিয়ো না কিম্বা বৈদেশিকদিগের পৌরুষে কটাক্ষপাত করিয়ো না। আজকাল যোগবলের কাল গিয়াছে, কর্ম্মবল অর্জ্জন করা এক্ষণে নিতান্তই আবশ্যক। ইংরাজের যদি সমকক্ষ হইতে চাও, দেশের দুঃখ দারিদ্র্য যদি মোচন করিতে চাও, তবে ভগ্নাবশিষ্ট মৃত অতীতকে ভস্মের মধ্যে রাখিয়া, জীবন্ত বর্ত্তমানে জীবন্তভাবে কাজ করিতে থাক।

এ বিষয়ে বোম্বাইবাসীরা আমাদের অপেক্ষা দূরদর্শী ও কাজের লোক। তাঁহারা দেশের প্রকৃত অবস্থা ও অভাব বুঝিতে পারিয়া আধুনিক পদ্ধতি অনুসারে কতকগুলি তুলার কারখানা খুলিলেন; পূর্ব্বে যে তুলা বিদেশে চলিয়া যাইত তাহা দেশেই রহিয়া গেল এবং তাহাতে বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইয়া দেশের ধনবৃদ্ধি হইতে লাগিল। এবং এই দৃষ্টান্তে অন্যান্য দ্রব্যের কারখানাও ক্রমশঃ ইতস্তত দেখা দিতেছে। ইহা আমাদের সৌভাগ্যের প্রথম সূত্রপাত। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে। শুধু গৃহ-বাণিজ্য হস্তগত করিলে চলিবে না, বহির্বাণিজ্যের দিকেও আমাদের হস্ত প্রসারণ করিতে হইবে।

এক্ষণে আমাদের দেশের বহির্বাণিজ্য সমস্তই প্রায় য়ুরোপীয়দিগের হস্তগত। আমাদের যাহা বেচিবার আছে তৎসমস্ত তাঁহারা এখানে ক্রয় করেন এবং আমাদের যাহা ক্রয় করা প্রয়োজন তৎসমস্ত তাঁহারা বিলাত হইতে এদেশে লইয়া আইসেন; শুধু লইয়া আইসেন নহে, সেই সমস্ত দ্রব্যজাত ভারতবর্ষের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে বণ্টন করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। এরূপ দৃশ্য আর কোথাও দেখা

যায় না ; একটি বৃহৎ দেশের কোটি কোটি অধিবাসী হাত গুটাইয়া এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান—আর কতিপয় বৈদেশিক আসিয়া তাহাদের সমস্ত কাজ করিয়া দিতেছে। এইপ্রকার হীন অধীনতা হইতে যদি মুক্ত হইতে চাও, তো অব্যবহিত বাণিজ্যের আশ্রয় গ্রহণ কর।

অব্যবহিত বাণিজ্যের মূল মন্ত্রটি এই :—যে বাজার সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা সেই বাজারে মাল খরিদ কর, এবং যে বাজার সর্ব্বাপেক্ষা মহার্ঘ্য সেই বাজারে গিয়া ঐ মাল বিক্রয় কর। যেখানে কোন দ্রব্য গোড়ায় প্রস্তুত হয়, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা বাজার, এবং যে ব্যক্তি নিজ হস্তে সেই দ্রব্য প্রস্তুত করে এবং যে ব্যক্তি উহা ব্যবহার করে, ইহাদের মধ্যে যদি সাক্ষাৎ ভাবে আদান প্রদান চলে, তাহা হইলে উভয়েরই অপেক্ষাকৃত অধিক লাভ হয়। কিন্তু আজকালের দিনে, ইহা প্রায়ই কার্য্যত ঘটিয়া উঠে না। বড় একটা কোন কাজ করিতে গেলেই দশজনে মিলিয়া করিতে হয় এবং অধিক মূল্যের যন্ত্রাদি খরিদ না করিলে তাহা সহজে সম্পন্ন হয় না। অতএব এক্ষণে কারখানার অধ্যক্ষেরাই দ্রব্য প্রস্তুতকারীর স্থলাভিষিক্ত এবং সওদাগরেরাই ব্যবহারকারীর স্থলাভিষিক্ত। যাহাতে এই উভয় দলের মধ্যে সাক্ষাৎভাবে কাজ চলিতে পারে তাহাই বিলাতের বণিকদের বিশেষ চেষ্টা।

কিন্তু আমাদের দেশে এই লভ্যজনক বাণিজ্যনিয়মটির মর্ম্ম কেহই বুঝে না। এ দেশের সহিত যে নিয়মে বাণিজ্যকার্য্য হইয়া থাকে তাহা এইরূপ :—বিলাতের কারখানা-ওয়ালা কোনও দ্রব্যবিশেষ প্রস্তুত করিয়া সেখানকার কোনও বড় সওদাগরকে প্রথম বিক্রয় করেন ; তৎপরে ভারতবর্ষের কোনও

য়ুরোপীয় বণিকের কোন য়ুরোপীয় প্রতিনিধি সেই দ্রব্য তাঁহার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া ভারতে চালান করেন। সেই দ্রব্য ভারতে পৌঁছিলে, হাউসওয়ালা তাঁহার অধীনে যে সকল ছোট ছোট কার্য্যস্থান ও আড়ৎ আছে, সেই সকল স্থানে উহা চালান করিয়া দেন; এই প্রকারে ঐ দ্রব্য ভারতবর্ষে সর্ব্বস্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়া বিভিন্ন খরিদ্দারের আয়ত্তের মধ্যে আইসে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এই কারবারে যতগুলি মধ্যবর্ত্তী থাকেন সকলেরই কিছু না কিছু লাভ হয় এবং ইহার আদানপ্রদানে যতই হাতফের হয় ততই দ্রব্যটির মূল্য মহার্ঘ্য হইয়া উঠে। ভারতবর্ষীয় পণ্যেরও এই নিয়মে মূল্য স্থির হয়। ভারতবর্ষে কোন দ্রব্য খরিদ করিয়া বিলাতে চালান করিতে হইলে, এরূপ মূল্যে সেখানে বিক্রয় করিতে হয়, যাহাতে সর্ব্বপ্রকার মধ্যবর্ত্তী-দিগের লভ্য দিয়াও নিজের কিছু লভ্য অবশিষ্ট থাকে।

এইরূপ নিয়মে যখন বাণিজ্য-কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, য়ুরোপীয় ব্যবসাদার য়ুরোপীয় দ্রব্যজাতের মূল্য যতদূর পারেন বাড়াইবার চেষ্টা করিবেন এবং ভারত-বর্ষীয় দ্রব্যজাত যতদূর পারেন সুলভ মূল্যে খরিদ করিতে চেষ্টা করিবেন। এই উভয় স্থলেই ভারতবর্ষের খরিদ্দার ক্ষতি-গ্রস্ত হইয়া থাকে এবং এইরূপ কারবারে ভারতবর্ষ ধনী হওয়া দূরে থাক্, দরিদ্র হইয়া পড়ে। এস্থলে আর একটি কথা মনে করা আবশ্যক। য়ুরোপীয় বণিকের দেশে স্বর্ণ-মুদ্রা প্রচলিত, সুতরাং য়ুরোপীয় বণিক আমাদের টাকার বিনিময়-মূল্য অনু-সারে তাঁহার লভ্যের হিসাব করিয়া থাকেন। বিলাতি জিনিস বিক্রয় করিয়া যে মূল্য প্রাপ্ত হন তাহা স্বর্ণমুদ্রায় পরিণত করিতে হয়—কেন না স্বর্ণমুদ্রাই তাঁহার দেশের প্রচলিত মুদ্রা।

কিন্তু তিনি যখন এ দেশের দ্রব্য খরিদ করেন তখন টাকার মূল্যে খরিদ করিয়া থাকেন। এই প্রকার মুদ্রা-বিনিময়ে ইংরাজ বণিকেরই লাভ। তবে যে টাকার ঘাট্‌তি সম্বন্ধে এতাধিক চীৎকার শুনা যাইতেছে তাহার কারণ—যতদিন এই অব্যবহিত ঘাট্‌তি অনতিরিক্ত পরিমাণে ছিল ততদিন ইংরাজ বণিকের ইহাতে লাভ ভিন্ন ক্ষতি ছিল না। কিন্তু যখন টাকার মূল্য এতটা কমিয়া গেল, যে, দ্রব্যের মূল্য বাড়াইয়াও সে ঘাট্‌তি পূরণ করা অসাধ্য হইয়া উঠিল, তখনই এই চীৎকারধ্বনি সমুত্থিত হইল। যে সকল য়ুরোপীয়েরা ভারতবর্ষে কোন নির্দ্দিষ্ট বেতন ভোগ করে তাহারাও টাকার ঘাট্‌তিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। টাকার ঘাট্‌তির দরুণ যা কিছু ক্ষতি সমস্তই বৈদেশিকদিগের। যদি বহির্বাণিজ্য আমাদের দেশীয় লোকদের হস্তে থাকিত, তাহা হইলে ভাবী মুদ্রাবিপ্লব সম্বন্ধে কোন আশঙ্কা থাকিত না।

পণ্য দ্রব্যের উপর কোন বাটা নাই। ভারতবাসীরা এ গুরুতর কথাটা ভাল করিয়া তলাইয়া দেখেন না। যে ভারতবর্ষীয় সওদাগর সাক্ষাৎভাবে বিলাতের সহিত কারবার করেন তাঁহাকে বাটার ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় না। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্:— মনে কর, কোন ভারতবর্ষীয় বণিক ১০০০৲ টাকায় একজন ইংরাজ বণিককে শস্য বিক্রয় করিল। এবং সেই টাকায় একটা বিলাতি কল খরিদ করিল। এক্ষণে, প্রতি টাকায় যদি ১শিলিং আড়াই পেন্স পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই বিলাতি কলের দাম হইল ৬০ পৌণ্ড ৮ শিলিং ৪ পেন্স মাত্র। যদি ঐ ভারতবর্ষীয় বণিক, ঐ শস্য এখানে বিক্রয় না করিয়া একেবারে বিলাতে চালান করেন, তাহা হইলে এখানকার অপেক্ষা তিনি সেখানে অধিক মূল্য পাইবেন তাহার সন্দেহ নাই। এবং

তিনি যদি ঐ শস্য বিক্রয় করিয়া ১০০০৲ টাকা কিম্বা ১০০০ ফ্লুরিন মুদ্রা পান তাহা হইলে তিনি ঐ টাকায় ১০০ পৌণ্ড মূল্যের কল খরিদ করিতে পারিবেন এবং ঐ কল ভারতবর্ষে চালান করিয়া বিক্রয় করিলে তিনি ১,৬৫৫ টাকা ॥০ আনা প্রাপ্ত হইবেন। কারণ প্রতি টাকার বিনিময়-মূল্য ১ শিলিং আড়াই পেন্স হইলে ঐ ১০০ পৌণ্ডের বিনিময় মূল্য, ১,৬৫৫॥০ টাকা হয়। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, সাক্ষাৎভাবে বিলাতের সহিত কারবার না করিলে ভারতবর্ষীয় বণিকের কতটা ক্ষতি হয়। শুধু ঐখানে ক্ষতির শেষ হয় না। সেখানে কোন ইংরাজ আড়ৎদারের ওখানে ভারতবর্ষ হইতে মাল পাঠাইলে, বিলাতের আড়ৎদারি দিতে হয়—তা ছাড়া সেখানে পৌঁছিবার পূর্ব্বে যত হাতফের হয় সকলকেই কিছু না কিছু সেই পরিমাণে লভ্য দিতে হয়। কিন্তু খরিদ বিক্রয় যদি বিলাতেই হয় তাহা হইলে অত খরচ পড়ে না—যাহা কিছু দিতে হয় তাহা একজন ব্যবসাদারকেই দিতে হয়। জাহাজভাড়া প্রভৃতি খরচ এ স্থলে ধরা গেল না। কেন না, সাক্ষাৎ ভাবেই চালান কর বা কোন বিলাতের আড়তে পাঠাও সে খরচ উভয়েতেই সমান। অতএব, এখন যে প্রণালীতে বিলাতের সহিত কারবার চলে তাহাতে সমস্ত লভ্য বৈদেশিকদের হস্তে যায়, এবং সাক্ষাৎভাবে কারবার করিলে যাহা কিছু লাভ হয় সমস্ত দেশীয়দের হস্তে আইসে।

সাক্ষাৎ বাণিজ্যের নৈতিক ফলও বিলক্ষণ আছে। ভারতবর্ষীয়েরা বিলাতে বাণিজ্যার্থে কিছু দিন বাস করিলে জানিতে পারেন আমাদের কত প্রকার প্রাকৃতিক সম্বল ধনাগমের কত অসংখ্য পথ। বিদেশীয় লোকদিগের কি কি দ্রব্য প্রয়োজন তাহা

যারনানই উহা সেখানে বিক্রয় হয়। কিন্তু সেখানকার তৈয়ারী মাল কিরূপে খরিদ করিতে হয় সে বিষয়ে একটু ভাল করিয়া জানা আবশ্যক। ইংলণ্ডে সওদাগরের প্রতিনিধি কর্ম্মাধ্যক্ষ যেই থাকুক, তিনি য়ুরোপীয়ই হউন বা ভারতবর্ষীয়ই হউন সেখানকার কোন ব্যাঙ্কে তাঁহার নগদ টাকার খাতা থাকা চাই। কোন কারখানাওয়ালা ভারতবর্ষে চালানের জন্য কোন মালটাকে ছাড়িয়া দিবেন না যদি কারখানাওয়ালার এই বিশ্বাসটা না থাকে যে, তাঁহার প্রাপ্য টাকা কোন মাতব্বর জমিদারের নিকট আদায় হইবে। এই সম্বন্ধে প্রচলিত ব্যবহার এই, জাহাজে মাল উঠাইবার পূর্ব্বেই মালের দাম বুঝাইয়া দেওয়া হয়। যাহারা মাল বিক্রয় করে, তাহাদিগের দাম প্রভৃতি বুঝাইয়া দিবার কাজ সেখানে Messrs Hutchinson & Co. করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষীয় সওদাগরের প্রতিনিধি কর্ম্মাধ্যক্ষ যিনি লণ্ডনে থাকেন তাঁহার নিকট মালের চালান প্রথম আইসে, তিনি তাহা বিক্রয় করিয়া যে টাকা পান তাহা কোন লণ্ডন ব্যাঙ্কে জমা দিয়া থাকেন। সেই লণ্ডনের ব্যাঙ্কের শাখা ভারতবর্ষেও আছে বুঝিতে হইবে। সেই জমা টাকার মাতব্বরিতে ঐ প্রতিনিধি কর্ম্মাধ্যক্ষ আবশ্যকীয় মালের ফরমাইস করেন, কিন্তু তাঁহার ইহা বিশেষ করিয়া দেখিতে হয়, যাহাতে সকল সময়েই ব্যাঙ্কে কিছু অবশিষ্ট টাকা মজুদ থাকে। এবং কয়েকবার এইরূপ ক্রয়বিক্রয় হইবার পর ব্যাঙ্কের টাকা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া একটা মূলধন জমিয়া যায়—তখন আর কোন ভয় থাকে না। তখন সকল সময়েই ইচ্ছামত খরিদাদি করা যাইতে পারে।

হচিনসন কোম্পানীর নিকট যদি কেহ মাল চালান করে, সেই মাল যতদিন না বিক্রয় হয়, ততদিন পর্য্যন্ত মূল্যের জন্য

চালানকারীকে অপেক্ষা করিতে হয় না। উক্ত কোম্পানীর ভারতবর্ষীয় কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট চালানকারী বিলেডিং অর্পণ করিবামাত্র ঐ মালের মূল্যের শতকরা ৭৫ টাকা তখনই আদায় করিতে পারেন। ভারতবর্ষেও এই প্রণালীতে কাজ হইয়া থাকে; আড়ৎদারের মারফৎ বিলাত হইতে মাল না আনিয়া ভারতবর্ষীয় সওদাগর নিজ বন্দোবস্তে সেই মাল আনিতে পারেন। তাহা হইলে তাঁহার আড়ৎদারি খরচটা বাঁচিয়া যায়। এবং ইংলণ্ড হইতে সাক্ষাৎভাবে মাল খরিদপত্র করিলে সেই মাল কারখানা-মূল্যে পাওয়া যাইতে পারে—তাহাতে অনেক সস্তা পড়ে। ভারতবর্ষের মাল ইংলণ্ডে চালান করিয়া সেখানে সাক্ষাৎ ভাবে বিক্রয় করিলে তাহাতেও সওদাগরের অনেক সুবিধা হয়। আর কিছু না হউক, আড়ৎদারির খরচাটা তো বাঁচিয়া যায়। আর এক কথা এই, দেশের সমস্ত বাণিজ্য বৈদেশিকদিগের হস্তে থাকিলে, দেশীয় অর্থাগমের পথসকল উদ্ভাবন ও তাহার উৎকর্ষ সাধন করা অসম্ভব হইয়া উঠে। যেহেতু আমাদের অভাবের জন্য যদি বৈদেশিকদিগের উপর নির্ভর করা না হয় তবে আমাদের অভাব পূরণ করিয়া তাহারা লাভবান হইতে পারে না। সুতরাং তাহাদের স্বার্থ যে, আমাদের অভাব আমাদের দেশ হইতে পূরণ না হয়।

ভারতের যেরূপ ভৌগোলিক সংস্থান তাহাতে এসিয়ার সকল দেশ অপেক্ষা বাণিজ্যবিষয়ে ভারতের যে বিশেষ সুবিধা তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। ইহার তিনদিকে সমুদ্র—এবং তাহার উপকূলে প্রায় ৩০০ বন্দর অবস্থিত। ভারতকে এসিয়ার বাণিজ্য-বাসা বলা যাইতে পারে। অবাধ বাণিজ্যের এই একটি মূলমন্ত্র, যদি প্রত্যেক দেশ আপন আপন প্রাকৃতিক সুবিধা ও সম্বলসকলকে

যথোপযুক্তরূপে আপনার কাজে লাগায় তাহা হইলে তাহাতে সকল দেশেরই উপকার হয়। ইংরাজেরা মুখে বলেন এবং আমরাও বিশ্বাস করিয়া থাকি যে, আমাদের দেশে অবাধ বাণিজ্য চলিতেছে, কিন্তু আসলে আমাদের দেশের বাণিজ্য সংরক্ষিত বাণিজ্যেরই একপ্রকার রূপান্তর মাত্র। কারণ, আমাদের দেশের প্রাকৃতিক সম্বলসকলকে দমাইয়া রাখিয়াই এই বাণিজ্য মাথা তুলিতে পারিতেছে। কিন্তু বস্তুতঃ ভারতবাসী বণিক্‌দিগের উন্নতিতে য়ুরোপীয় বণিকদিগেরও উন্নতি। ভারতের বাণিজ্য যতই পরিপুষ্ট হইবে, ততই ভারতের ইংরাজি কলের অধিক চাহিদা হইবে এবং বাণিজ্যের দ্বারা ভারতবর্ষীয়েরা ধনবান হইলে যে সকল উৎকৃষ্ট প্রকারের কল ধনের অভাবে এক্ষণে তাহারা কিনিতে পারিতেছে না, তখন সেই সকল অধিক মূল্যের কল তাহারা কিনিতে পারিবে। গরিব জাতি কখনই ভাল খরিদ্দার হইতে পারে না। ধন বাড়িলেই আয়েশের বৃদ্ধি হয়। এবং ভারত ধনী হইলে বিলাতের বিলাসী দ্রব্য তখন এখানে অধিকতর কাট্‌তি হইবে। ইংরাজদিগের যদি দূরদৃষ্টি থাকে তবে আমাদিগের আর্থিক উন্নতিতে তাঁহারা যেন উপেক্ষা না করেন। ভারতহিতৈষী পিনকট্ সাহেব ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কোয়ার্টর্লি রিভিউতে যে সাক্ষাৎ বাণিজ্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহারই মর্ম্ম আমরা এই প্রবন্ধে ব্যক্ত করিলাম।

# শ্রীমৎ সনাতন ও শ্রীরূপ গোস্বামী।

বিগত মাঘ মাসের নব্যভারতে শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় শ্রীমৎ সনাতন ও রূপ গোস্বামীর জীবনী বিষয়ে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ভক্তিনিধি মহাশয় ইতিপূর্ব্বে নব্যভারতে বৈষ্ণব কবিদিগের জীবনচরিত সম্বন্ধে যে কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব গ্রন্থাদি বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া আমরা যার পর নাই আনন্দ লাভ করিয়াছি। কিন্তু সমালোচ্য প্রবন্ধটীতে কতকগুলি গুরুতর ভ্রমপ্রমাদ অবলোকন করিয়া আমরা তাহার প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমাদের বোধ হয়, লেখক মহাশয়, লোকপ্রবাদের উপর যতটা নির্ভর করিয়াছেন, প্রামাণ্যগ্রন্থ অবলম্বন ও ঐতিহাসিক অনুসন্ধান বিষয়ে ততটা মনোযোগ করেন নাই; এই কারণে নানারূপ ভ্রমপ্রমাদ ঘটিয়াছে।

ভক্তিনিধি মহাশয় লিখিতেছেন, "৪০০শত বৎসরের পূর্ব্বে অর্থাৎ যে সময়ে সম্রাট্ হুমায়ুন ও তৎপুত্র আকবর সাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া চতুর্দ্দিকে ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই সময়ে গৌড়নগরে* সুবুদ্ধি রায় নামে জনৈক হিন্দু রাজা এবং জনৈক সামরিক কর্ম্মচারী ছিলেন।" ইতিহাস পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন, সৈয়দহুসেন সাহ নামে কোন উচ্চ-

---

* গৌড় নগর কোথায় অবস্থিত, তৎসম্বন্ধেও লেখক মহাশয়ের সিদ্ধান্ত অতি চমৎকার; তিনি লিখিয়াছেন 'দিনাজপুরের উত্তরাংশে প্রসিদ্ধ গৌড় নামে' ইত্যাদি। (নব্যভারত মাঘ ৫১৪ পৃষ্ঠা) বিখ্যাত গৌড় যে মালদহ জেলার অন্তর্গত গঙ্গাতীরে অবস্থিত আছে, সে বিষয় লেখক মহাশয় ইহাও অবগত নহেন।

হুসেন সাহ মুসলমান ১৪৮৯ খৃঃঅব্দ হইতে ১৫১১ খৃঃঅব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের তৎকালিক রাজধানী গৌড়নগরে রাজাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি পূর্ব্বে গৌড়াধিপতি মজঃফর সাহার মন্ত্রী ছিলেন। পরে মজঃফরকে যুদ্ধে বন্দী ও নিহত করিয়া নিজে রাজা হইয়াছিলেন। সুবুদ্ধি রায় নামে কোন হিন্দুরাজার বিষয় ইতিহাসে উল্লেখ নাই। কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যখণ্ডে লিখিত আছে,

"পূর্ব্বে যবে সুবুদ্ধিরায় ছিল গৌড় অধিকারী।
হুসেন খাঁ সৈয়দ করে তাহার চাকরি॥
দীঘি খোদাইতে তারে মনসীব কৈল।
ছিদ্র পাঞা রায় তারে চাবুক মারিল॥
পাছে যবে হুসেন খাঁ গৌড়ে রাজা হৈল।
সুবুদ্ধিরায়ের তিঁহ বহু বাড়াইল"॥ ইত্যাদি।

বোধ হয় ইহা পাঠ করিয়া লেখক সুবুদ্ধি রায়কে হুসেন সাহার পূর্ব্ববর্ত্তী গৌড়াধিপতি বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু ইহা ইতিহাসবিরুদ্ধ। তবে সুবুদ্ধি রায় পূর্ব্বে গৌড়ের কোন ধনবান ভূম্যধিকারী ছিলেন এবং সেই সময়ে হুসেন সাহা তাঁহার কর্ম্মচারী ছিলেন এইরূপ অবধারণ করিলে চৈতন্যচরিতামৃতের সহিত প্রচলিত ইতিহাসের কোন বিরোধ হয় না।

লেখক অন্যত্র বলিতেছেন, "একখানি তুরকিনামা পারস্য ভাষায় গৌড় ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, সম্রাট আকবর দিল্লী হইতে গৌড়েশ্বরকে পারস্য ভাষায় যে সকল পত্রাদি লিখিতেন, এক এক সময় তাহার অর্থ বড়ই দুরূহ হইত। * * গৌড়েশ্বর সেই সকল পত্রাদির উত্তর লিখিবার কারণ, মূলপত্রাদি গুণরাজ খাঁনের হস্তে সমর্পণ করিতেন। গুণরাজ খাঁন আবার সেই সকল পত্রের উত্তর লিখিবার কারণ শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপের হস্তে দিতেন। পশ্চাৎ শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ কর্ত্তৃক লেখা প্রস্তুত

হইলে মন্ত্রীবর তাহা লইয়া রাজসমীপে উপস্থিত করণান্তর রাজার অনুমতিক্রমে তাহাই সম্রাটের নিকট দিল্লীর দরবারে পাঠাইতেন। সেই সকল পত্রের "এবারত" অর্থাৎ রচনা এতই মধুর ও শ্রবণতৃপ্তিকর হইত যে, পাঠ ও শ্রবণ করিবার কালে দিল্লীশ্বর বড়ই প্রীত এবং বিস্মিত হইতেন। এবং লেখ্য দর্শন করিয়া একমুখে লেখক ও রচকের শত শত প্রশংসা করিতেন।"

ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, সৈয়দ হুসেন সাহা ১৫৮৯ খৃঃ-অব্দ হইতে ১৫১৯ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত গৌড়ের রাজা ছিলেন। এই সময়ে লোদী বংশীয়েরা দিল্লীর সম্রাট ছিলেন। চৈতন্যদেব ১৪৮৫ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং চৈতন্যদেব হুসেন সাহার সমসাময়িক ছিলেন। আকবর এ সময় দিল্লীর সম্রাট থাকা দূরে থাকুক, তখন তিনি জন্মগ্রহণও করেন নাই। ১৫২৬ খৃঃ অব্দে বাবর সাহ কর্ত্তৃক ভারতে মোগলসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৫৪২ খৃঃ অব্দে আকবর জন্মগ্রহণ করেন, এবং ১৫৫৬ খৃঃ অব্দে ১৪ বৎসর বয়ঃক্রমে দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। লেখক বলিতেছেন যে, তাঁহার লিখিত বিবরণ "একখানি তুরকিনামা পারস্য ভাষার গৌড় ইতিহাসে বর্ণিত আছে" ইত্যাদি। এই তুরকিনামার সম্বন্ধে লেখক কোন প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই। ফলতঃ ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিতে হইলে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন পূর্ব্বক পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করিয়া লেখাই কর্ত্তব্য। কেবল জনশ্রুতি ও "আষাঢ়ে গল্প" অবলম্বন করা কর্ত্তব্য নহে। লেখক মহাশয় এই সকল বৃত্তান্ত কোন্ বৈষ্ণব-গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা লিখিলে ভাল হইত। আকবর সম্বন্ধে "ভক্তমাল" গ্রন্থে ‡ লিখিত আছে, সনাতন জীবনের

‡ ভক্তমাল—বিংশতিমালা দেখ।

শেষাবস্থায় বৃন্দাবনে বাস
সাহ সেই সময়ে আগরা
গোস্বামীর উৎকট বৈরাগ্য
হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষ
সনাতন বৃদ্ধাবস্থায় উপনী
বলিয়াছেন, সনাতন ১৪৮০
(নব্যভারত মাঘ ৫২৮ পৃষ্ঠা)
আকবরের সহিত তাঁহার
বোধ হয় না। আকবর
হয়েন, কিন্তু এই সময়ে
মাত্র। সুতরাং ১৪৮০
এত অল্প বয়সে তিনি
তাঁহার দর্শনার্থী হইবেন,
আমাদের বোধ হয় আরও
সর বয়সের সময় আকব
ছিলেন এবং সনাতনও
ছিলেন। ফলতঃ এ সম্বন্ধে
হাসের কোন বিরোধ প
হয়, লেখক মহাশয় ভক্তমাল
ও অমূলক জনপ্রবাদের
হইয়াছেন।

লেখক আবার বলিতে
উত্তরে মুগ্ধ হইয়া প্রথমে
অভিপ্রায়ে গৌড়েশ্বরকে
পাইয়া এবং অমাত্য গুণরা
লেখক শ্রীরূপ ও রচক শ্রীস
লিখিয়া দিল্লীশ্বরের নিকট প
পাইয়া, শ্রীরূপ ও সনাতনকে
দার সহিত তাঁহাদিগকে
মন্ত্রণানুসারে রাজকার্য্য স

অর্থাৎ নিজ আত্মার সহিত শ্রীরূপ ও সনাতনের পৃথক পৃথক নামকরণে এক একখানি "পাঞ্জাপাট্টা" অর্থাৎ নিজ করপল্লব-যুক্ত সনন্দ লিখিবা গৌড়েশ্বরের নিকট পাঠাইয়া দেন।" আকবর রূপসনাতনের লিপিচাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া উভয়কে তৎক্ষণাৎ গৌড়েশ্বরের মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করিবার অকাট্য কারণস্বরূপ লেখক উল্লেখ করিয়াছেন যে, "সম্রাট আকবর যথার্থ গুণী-লোকের আদর ও সম্মান করিতেন। লেখা ও রচনার ভাবে দিল্লীশ্বরের হৃদ্‌প্রত্যয় হইয়াছিল যে, লেখক ও রচক সামান্য ব্যক্তি নহেন। হয় দেব-অংশসম্ভূত, নয় ঈশ্বরের কৃপাভাজন পাত্র, অথবা সরস্বতীর বরপুত্র।" এ সম্বন্ধে আমাদের আর কোন বক্তব্য নাই।

লেখক আর একস্থানে লিখিয়াছেন, "শ্রীকুমার দেব নবহট্ট (নৈহট্ট) বাস পরিত্যাগে নিজপুত্র বহুবিদ্যাবিশারদ শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ শ্রীবল্লভ, এই পুত্রতনয় এবং অন্যান্য বন্ধু বান্ধব সহিত গৌড় রাজধানীর নিকটস্থ রামকেলী গ্রামে বাস করিয়াছিলেন।" কিন্তু ভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে, সনাতনের পিতা কুমার, জ্ঞাতিবর্গের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া নৈহাটীর বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক পূর্ব্ববঙ্গের বাক্‌লাচন্দ্রদ্বীপে (আধুনিক বাকরগঞ্জ) গিয়া বাস করেন। যাতায়াতের সুবিধার নিমিত্ত যশোহরের অন্তর্গত ফতোয়াবাদ গ্রামে দ্বিতীয় বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন।* এই ফতোয়াবাদ গ্রামেই রূপসনাতন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ফতোয়াবাদ এখন যশোর জেলার অন্তর্গত। এখানে রূপসনাতনের অট্টালিকা প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ চিহ্ন ও

---

* "জ্ঞাতিবর্গ হৈতে উদ্বেগ হৈল মনে।
ছাড়িলেন নবহট্ট গ্রাম সেই ক্ষণে॥
নিজগণ সহ বঙ্গদেশে শীঘ্র গেলা।
বাকলা চন্দ্রদ্বীপ গ্রামেতে বাস কৈলা॥
যশোরে ফতোয়াবাদ নামে গ্রাম হয়।
গতায়াত হেতু তথা করিল আলয়॥"

ভক্তিরত্নাকর।

তাঁহাদের উচ্চ কয়েকটী সুপ্রশস্ত দালান অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এই প্রদেশে রূপনারায়ণের সম্বন্ধে নানারূপ জনশ্রুতিও প্রচলিত আছে। সুতরাং ভক্তিরত্নাকরের বর্ণনাই যে সর্ব্বথা বিশ্বাসযোগ্য তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বঙ্গভাষার আদিকাব্য "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" প্রণেতা মালাধর বসুর সম্বন্ধে লেখক মহাশয় বলিয়াছেন, "কুলীন গ্রামনিবাসী শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রিয় পরিকর শ্রীবসু রামানন্দ ও শ্রীসত্যরাজ খাঁনের পিতা মহাত্মা মালাধর বসু, উপাধি গুণরাজ খাঁন, যাঁহার কৃত শ্রীকৃষ্ণবিজয় নামে গ্রন্থ বঙ্গের আদি গ্রন্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ * * * সেই মহাত্মা মালাধর বসু গৌড়েশ্বরের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন।" লেখক মালাধর বসুকে রামানন্দ ও সত্যরাজের পিতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু "সজ্জন-তোষণী" সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয়, কুলীন গ্রামের বসু মহাশয়দের বাটী হইতে যে কুলজী আনিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে, "ইহাঁর চৌদ্দটী পুত্র, তন্মধ্যে দ্বিতীয় লক্ষ্মীনাথ বসু উপাধি সত্যরাজ খাঁন। তস্যপুত্র শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীরামানন্দ বসু।" † সুতরাং রামানন্দ বসু মালাধরের পুত্র নহেন—পৌত্র।

মালাধর বসু গৌড়েশ্বরের মন্ত্রী ছিলেন কি না তৎপ্রণীত "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" পাঠে তাহা জানা যায় না। গৌড়েশ্বর কর্তৃক তিনি "গুণরাজ খাঁন" এই উপাধি পাইয়াছিলেন, তাহা এই গ্রন্থে লিখিত আছে। লেখক মহাশয় এবিষয়ে কোন প্রমাণ উল্লেখ করিলে আমাদের সন্দেহ নিরাকৃত হইত।

সমালোচ্য প্রবন্ধে আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভ্রমপ্রমাদ আছে। অনাবশ্যক বোধে তাহার আলোচনা পরিত্যক্ত হইল। ভক্তিনিধি মহাশয় যদি পুনর্ব্বার লেখনী ধারণ করতঃ আমাদের এই প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া আমাদের সন্দেহ দূরীকৃত করেন, তাহা হইলে আমরা পরম আপ্যায়িত হইব।

---

† শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থের উপক্রমণিকা ১০ পৃষ্ঠা।

[illegible]

## ভারতবর্ষে—জয়পুর।

জনপূর্ণ চৌমাথার পথের মাঝে, দক্ষিণ দিকে, মহারাজার বিদ্যালয় সমুত্থিত। বাহ্যমন্দিরের ন্যায় ইহারও অদ্ভুত গঠন ও এক পাশাপাশি; আমি দেখিয়া মনে মনে তারিফ করিতেছিলাম, এমন সময়ে বিদ্যালয়ের একজন ছাত্র আমাকে আহ্বান করিল। ভিতরে লইয়া গেল; কালেজের প্রধান অধ্যাপকের সহিত আমার পরিচয় করিয়া দেওয়া হইল; তিনি একটা অন্ধকেরে ছোট ঘরে, রাশীকৃত কেতাবের মধ্যে বসিয়াছিলেন। তাহার [illegible] অতি নম্র, অতি সুন্দর, একটু চিন্তান্বিত, সমস্ত মুখের গঠন [illegible] সুবক্র শুক্তির ন্যায় কৃশ ও উন্নতললাটসম্পন্ন, তাহার পরিচ্ছদ [illegible]; [illegible] একটি কাশ্মীরের শাল চাপকান মাত্র। [illegible] সংস্কৃত অঙ্গভঙ্গীর সহিত, খুব খাঁটি ইংরাজিতে দুইচারিটি [illegible] বাক্য বলিয়া আমাকে পাঠশালার মধ্যে লইয়া গেলেন; উচ্চশ্রেণী ছাত্রদিগের পরীক্ষা নিকটবর্তী হওয়ায় তাহারা বাড়িতেই পাঠ করিতেছে, কালেজে আইসে না—কেবল বালকদের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী ছাত্রদিগকে দেখিলাম। [illegible] বৃহৎ [illegible] এক দল ছাত্র, এক একটি শিক্ষককে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। টেবিল নাই, বেঞ্চ নাই, [illegible] প্রবেশ করিবামাত্র সকলে দাঁড়াইল। [illegible]

নত ভাবে আমাদিগকে সেলাম করিল। কিন্তু পাঠশালার আর একটি জায়গায় কতকগুলি ছাত্র দাঁড়াইল না—বসিয়া রহিল। প্রধানাধ্যক্ষ বলিলেন, "এই বিশেষ শ্রেণীটি কেবল সূর্য্যবংশীয় রাজপুত্র ও ওম্‌রাহদিগের পুত্রদিগের জন্য রক্ষিত। ইহারা বংশ-গর্ব্বে গর্ব্বিত, তাই আমাদিগকে সেলাম করিল না।"

এখানকার সমস্ত অধ্যাপনা-কার্য্য সরকারী ব্যয়ে দেশীয় অধ্যাপকগণ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয় এবং পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রেরা রাজ-সরকারে কাজকর্ম্ম পাইয়া থাকে। এখানে অঙ্কশাস্ত্র, ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্য, ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষা, পারস্যভাষা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা ব্যতীত, কালেজের প্রধানাধ্যক্ষ বলিলেন, উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদিগকে সংস্কৃত ও পালী ভাষা এবং ব্রাহ্মণ্য বৌদ্ধ পারস্য ও আধুনিক দর্শনশাস্ত্র বিষয়েও শিক্ষা দেওয়া হয়। ষ্টুবার্ট মিল এবং স্পেন্সর রীতিমত পঠিত হয়। কালেজের প্রধানাধ্যক্ষ বাঙ্গালী, তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার সঙ্গে বিবিধ বিষয়ে কথা-বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন; দেখিলাম, ইংলণ্ডে এমন কি সমস্ত য়ুরোপে আজ কাল যাহা কিছু হইতেছে তিনি তদ্বিষয়ে সম্যক্ অভিজ্ঞ। তিনি ফরাসী পণ্ডিত বুর্নুফ্, বার্থেলেমি স্যাঁৎ হিলেয়ার, বেরগেইন্ এবং ফরাসী দেশীয় সংস্কৃতপণ্ডিতদিগের উল্লেখ করিয়া প্রভূত প্রশংসা করিলেন। অবশেষে বলিলেন—"সোজা কথা, য়ুরোপের বিষয় আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই, তাহা ইংলণ্ডের ভিতর দিয়া। ছাত্র যুবকেরা উচ্চশিক্ষার শ্রেণীতে প্রবেশ করিয়া ইংরাজি প্রাচীন সাহিত্য পাঠ করিতে আরম্ভ করে। সেক্সপিয়ার, মিল্টন, (হিন্দু মস্তিষ্কের পক্ষে সুন্দর আরম্ভ) তৎপরে অ্যাডিসন, পোপ্—তাহার পর দর্শন ও বার্ত্তা-শাস্ত্রের প্রভাব লক্, হিউম, অ্যাডাম স্মিথ্, বর্ক, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশতি শতাব্দীর লেখকগণ, স্পেন্সর

পর্শী ও গ্রীকদেরই পণ্ডিত হয়। ইহাদের মধ্যে স্পেন্সারের প্রভাব সর্বাপেক্ষা অধিক। তবে, ফরাসী ও জর্ম্মান লেখকদের সম্বন্ধে যাহা কিছু আমরা জানিতে পারি, তাহা মূল হইতে না—ইংরাজি অনুবাদ হইতে। সাধারণতঃ ফরাসী ও জর্ম্মান ভাষা আমরা প্রায় কেহই জানি না। কিন্তু আজকাল ইংলণ্ড ছাড়া অন্যান্য দেশের প্রতিও আমাদের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। জর্ম্মান লেখকদিগের সহিত আমরা ঘনিষ্ঠরূপে পরিচিত নহি বটে, কিন্তু আমরা প্রাচীন দর্শন শাস্ত্র পাঠ করিয়া থাকি; বিশেষতঃ উপনিষদ ও প্রাচীন বেদান্ত শাস্ত্র—উহার মধ্যেই স্পিনোজা, কাণ্ট, হেগেল, স্পেন্সার প্রভৃতি সকলেই একাধারে পাওয়া যায়।”

একটু একটু করিয়া তিনি ক্রমশঃ মাতিয়া উঠিলেন—তাঁহার কথায় ফুটিয়া উঠিল তাঁহার স্বদেশীয় প্রাচীনশাস্ত্রের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি। তিনি বলিলেন “পাঁচ ছয় বৎসর হইতে, আমাদের স্বদেশীয় শাস্ত্রের অনুকূলে স্রোত ফিরিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে, ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে, কলিকাতার লেখকেরা হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্নিহিত দুর্নীতি ও অযৌক্তিকতার উল্লেখ করিয়া বিস্তর নিন্দা করিত। এখন আমরা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি, হিন্দুধর্ম্মের অতিরঞ্জিত উক্তিবাদের মধ্যেও একটা গভীর তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন আছে। এখন আমাদের চিন্তাশীল লেখকেরা হিন্দুধর্ম্ম সমর্থন করিয়া থাকেন। আমাদের এখন এই উচ্চ আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে যে, আমরা আপনাতে আপনি ফিরিয়া আসি—আমাদের নিজত্ব [illegible] না হারাই। দেখুন, মহারাজা এই ইংরাজী [illegible] এখানে তো প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, [illegible] কলেজ, মিউজিয়ম, [illegible] বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু তিনি হিন্দুধর্ম্মের [illegible] করেন না। তাঁহার ‘মহল’ প্রাসাদ [illegible] নারীজাতির [illegible] স্থাপ কৃত হয়। [illegible] ছিলেন না। [illegible]

্বের মধ্যে অর্থ দেখিতে পাই—যে সকল বাহ্য অনুষ্ঠান অজ্ঞ সাধারণের জন্য কল্পিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে গূঢ় অভিপ্রায় আছে। ভারতবর্ষের মধ্যে সেরা বুদ্ধিমান বাঙ্গালার নব্য সম্প্রদায় যে ইংরাজী একেশ্বরবাদ এত আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই একেশ্বরবাদের প্রতিকূলে আজকাল উল্টা স্রোত বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমরা এখন বুঝিতেছি, উহা অপেক্ষা একটা গভীরতর তত্ত্বের আমরা অধিকারী এবং সেই তত্ত্বটি আমাদের দেশের নিজস্ব ধন। স্পেন্‌সরের লেখা আমরা যে পড়িতে ভালবাসি, তাহার অর্থ যে স্পেন্‌সরও ঈশ্বরের ব্যক্তিগত অস্তিত্বের বিরোধী। তাঁহার মতে ঈশ্বরের সগুণ কল্পনা মানবীকরণের প্রকারান্তর মাত্র। তাঁহার মতে ঈশ্বরের স্বরূপ অজ্ঞেয়, অনির্ব্বচনীয়, এক, কিন্তু সেই এক হইতেই কল্পে কল্পে বিবিধ জীব ও সর্ব্বপ্রকার আকার ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইতেছে, তাই তাঁহার লেখা আমাদের বেদান্তের ব্রহ্মকে অনেকটা স্মরণ করিয়া দেয়।"

এই হিন্দু যাহা বলিলেন তাহা কি সত্য? ভারতবর্ষ আত্মচেতনা লাভ করিয়া সত্যসত্যই কি ইংলণ্ডীয় জ্ঞান বুদ্ধির অধীনতা-যুগ আপনার স্কন্ধ হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে? সত্যসত্যই কি ভারতবর্ষ জগৎ ও জীবন সম্বন্ধীয় স্বকীয় মতকে ইংরাজী জাতীয় মতের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিতেছে? মুসলমানের অত্যাচারে হিন্দুর মস্তিষ্ক অনেক দিন পর্য্যন্ত অসাড় হইয়াছিল, এখন কি ব্রিটানিয়ার শান্তি-ছায়ায় থাকিয়া সেই মস্তিষ্ক কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছে? কোথা হইতে এইরূপ হইল? যাহা হউক এ বড় আশ্চর্য্য দৃশ্য—দুইটি বিপরীত সীমায় মানবজাতি পরস্পর মুখামুখী করিয়া অবস্থিত। এক দিকে উদ্যম, কার্য্যকরী ইচ্ছাশক্তি, ইংরাজী তেজোভাব, আর এক দিকে হিন্দুর চিন্তা-কল্পনা

—সেই দার্শনিক স্বপ্নদর্শনের প্রবণতা, যাহার প্রভাবে চিন্তা বিবর্তিত হইয়া বাসনা ও মায়ার উপর প্রভুত্ব লাভ করে এবং মনের সমস্ত কার্য্যকরী প্রবৃত্তিকে ধ্বংস করিয়া ফেলে।

... .. .. .. ..

নেত্রের তৃপ্তি সাধন করিয়া, একাকী সেই আশ্চর্য্য গোলাপী রাস্তার মধ্যে আপনাকে হারাইয়া, বিচিত্রবর্ণের আনন্দে প্রাণকে পূর্ণ করিয়া, এই জয়পুরের অদ্ভুত কল্পনায় উন্মত্ত হইয়া আজিকার দিনটা অতিবাহিত করিলাম। পরে, নগরের বাহিরে গিয়া যে পথটি অম্বরের দিকে গিয়াছে সেই পথটি অনুসরণ করিলাম। শুভ্র সুন্দর একটা কটিবন্ধের ন্যায় এই পথটি, ক্ষুদ্রতরু-প্রনাল অদ্ভুত একপ্রকার হরিদ্বর্ণ ঘাসের মধ্যে দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে। এই কণ্টকাকীর্ণ গুল্ম সকল অনেকদূর পর্য্যন্ত ভূমিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। এই অদ্ভুত কঠিন উদ্ভিজ্জ যেন পৃথিবী ছাড়া অন্য কোন গ্রহের বলিয়া মনে হয়। এই ঘাসের অরণ্যের অপর প্রান্ত হইতে, পুরাকালের ইমারৎ-সকল—শত শত অট্টালিকা, শত শত মর্ম্মর-প্রস্তরের মন্দির উজ্জ্বল সূর্য্যরশ্মির মধ্যে ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে। লাল ও নীল পরিচ্ছদভূষিত নরনারীর দল আনন্দ-মনে চলিয়াছে। এত ময়ূরের ঝাঁক্ আমি কখনও দেখি নাই—আর, এমন সুন্দর ময়ূর। পথের মধ্যেই ময়ূরেরা বিচরণ করিতেছে এবং তাহাদের মণিময় পাখা সূর্য্যালোকে ঝিক্ মিক্ করিতেছে। এই ময়ূরেরা মুক্ত অথচ পোষা, ইহারা কাহারও সম্পত্তি নহে এবং বিশ্বস্ত ভাবে লোকের মধ্যে বাস করিতেছে: সকল প্রকার নিরীহ জীবজন্তু হিন্দুদিগের নিকট পবিত্র; ময়ূর এই কারণে হিন্দুদিগের সেব্য—তাহাদিগকে ছোলা খাইতে দেওয়া লোকে পুণ্য কার্য্য বলিয়া মনে করে। আমার ভৃত্য ছেদিলাল আমাকে গম্ভীর ভাবে বলিল, "এই ময়ূরেরা [illegible] কিন্তু

[illegible] হয় না, [illegible] ইংরাজেরা এমনি দুষ্ট, ইহারা [illegible] [illegible] মাকে।

[illegible], একটি পরিত্যক্ত প্রাসাদ, ঘন ঘাসে [illegible] হইয়া [illegible]—মনে হয় যেন উহা একটা প্রকাণ্ড নরমীর [illegible] [illegible]। [illegible] কালো বিবাক্ত জল অল্প অল্প ঝিক্ ঝিক্ করি[illegible]! ইহার তটদেশে কুম্ভীরেরা স্থির ভাবে নিদ্রা [illegible] রহিয়াছে। চারিদিকে [illegible] স্বর্ণোজ্জ্বল পর্ব্বত-শ্রেণী আলোকে পরিপূর্ণ এবং [illegible] [illegible] বেষ্টন করিয়া আছে। সূর্য্যের [illegible] উত্তাপ, [illegible] [illegible] সুখস্পর্শ এবং একটু মাদকতা-বিশিষ্ট। [illegible]

[illegible] আমরা মহারাজার প্রাসাদ দেখিতে গেলাম। [illegible] [illegible] শত [illegible] ঘোড়া পদাস্ফালন করিতেছে, কুক্কুর-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], হাতিশালায় হাতিরা [illegible], উ[illegible] [illegible] [illegible] রক্ষিত। এইখানে গোলাপী নগরের নিকট [illegible] [illegible] হইতেছে। ষ্টেসনের নিকটে, হিন্দুস্থানী পুস্তক-[illegible] [illegible] একটি [illegible] রাজপুত ছাত্র আমাকে [illegible] "[illegible]" বলিয়া অভিবাদন করিল।

[illegible] [illegible] বেষ্টিত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইল যেন এমন একটি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দৃশ্য দেখিয়া [illegible] হইতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যাইতে হয়। এই [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] রাজপুত ঠাকুরের। [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] প্রজা [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

পিতলের তীর; ঢালবল্লমধারী এই সকল যোদ্ধৃগণ, ইহাদের অদ্ভুত শরাসন, ইহাদের সৌখীন পরিচ্ছদ, রাস্তার হাস্যময় সুখী লোকজন, শিকারের কুকুর, শিকারী নেকড়ে বাঘ—এই সমস্তই গীতিনাট্যের জগৎ—স্বপ্নজগৎ। জল-মর্দ্দিত ষ্ট্রবেরিফলের রং, গোলাপী রঙের বাড়ীসকল যাহা পাথরের বলিয়া মনে হয় না, ছোট ছোট পাহাড়ের উপর বৃক্ষশোভিত দুর্গ-নিবাস, অদ্ভুত লঘু-ধরণের ইমারৎ-সকল, 'সূর্য্যের মন্দির' 'বায়ুর প্রাসাদ' 'মেঘের প্রাসাদ,' 'পান্নার হার,' "শোভার খাল," নানাবর্ণ লঘু পর্ণ-জাতীয় (Fern) উদ্ভিজ্জ-পরিপূর্ণ উদ্ভিজ্জ-মণ্ডপ, ঘাসে পরিপূর্ণ মাঠ, ঝোপ-বিলাসী নীলকণ্ঠ ময়ূর, কৃষ্ণসলিলা সরসীশোভিত পরিত্যক্ত প্রাসাদ-মন্দির—এই সমস্ত গীতিনাট্যের দৃশ্যাবলী। এখানকার জীবনযাত্রাও গীতিনাট্যের উপযুক্ত। এখানে কোনও দায়িত্বপূর্ণ গাম্ভীর্য্য নাই, কোনও গুরুতা নাই, দুঃখকষ্টের কোনও ভাব নাই—এই হাস্যময় শিশু-জাতির আর কোনও কাজ নাই—আর কোনও ভাবনা নাই; ইহারা কেবল মর্ম্মর-প্রস্তরের ছোট ছোট দেবমূর্ত্তি পশুমূর্ত্তি গড়িতেছে, জরির জুতা তৈয়ারি করিতেছে, গৃহ-প্রাচীর নীল রঙের ছবির দ্বারা চিত্রিত করিতেছে, সুন্দর আরব ঘোড়ায় সওয়ার হইতেছে, আকাশের পক্ষিদিগকে পোষণ করিতেছে, ঘুড়ি উড়াইতেছে এবং নিরুদ্বিগ্নচিত্তে মুক্ত আলোকে সুখস্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। হাঁ! ইহাদের জীবন সাদাসিধা, সুখী, শিশু-প্রায়—ইহাদের মধ্যে সঙ্গীতের বিরাম নাই—আনন্দের বিরাম নাই; আমাদের দুঃখময় মনোময় য়ুরোপে ফিরিয়া যাইবার সময় আমি এই নাট্যের কবিত্বময় স্বপ্নটিকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছি।

# স্বরলিপি।

ভৈরব—তাল কাওয়ালি।

কে এলো, কে এলো,
সে আর কে এলো।
ওই দেখ, পূর্ব্ব গগনে তরুণ অরুণ কিরণ ছায়,
বিহঙ্গম কুঞ্জে কুঞ্জে গায়,
চল, সখি চল।
একে একে সব তারা নিভিল,
ম্লান শশি অস্তে গেল,
কে সে এলো
কে সে এলো
সাধের মালা শুকালো, শুকালো॥

১ ২´ ৩ ০ ॥
গা॥ মা পমগা। গা দা। সা সঋ্া। সঋ্া দ্দ্া।
কে॥ এ লো। কে, এ। লো, সে। আর কে।

১ ২´ ৩ ০ ১
। সঋ্া সা সমা মসা। গা মা। পদা ঋদা। পপা দা।
। এ লো। ওই দেখ। পূ র্ব্ব। গগ নে। তরু ণ।

২´ ৩ ০ ১
। পমা মপগা। গমপা মমা। গমা -সা। -গা -া।
। অরু ণ। কি রণ। ছা —। — য়।

২´ ৩ ০ ১ ২´
। সা র্সা। -া ঋঋা। ঋদা পা। পদা ঋদপা। পদপা -মপমা।
। বি হ। - ঙ্গম। কু ঞ্জে। কু ঞ্জে। গা য়।

৩ ০ ১
: মগা গগা। গমঃনঃ গা ॥ দা দা। ঞা র্সা। র্সঞা র্সা।
। চল সখি। চল কৈ ॥ এ কে। এ কে। স ব।

। ঞা র্সঞা। র্সা ঞদা। দা -ঞদা। -পা -দপা। -মা -পমা।
। তা রা। নি ভি। ল —। — —। — —।

। -গা গা। মা -ঞদা। র্সঞা র্সা। র্সা র্গর্লা। র্স র্লর্সা।
। — ম্লা। ন —। শ শি। অ স্তে। গে ল।

। ঞদা পা। দপা মপা। গা মগা। লসা সা। সমা গমা।
। কৈ সে। এ লো। কৈ সে। এ লো। সা ধের।

। ঞদা -ঞা। -া র্সা। -া র্সা। র্লর্সা ঞদা। পমা মগা।
। মা —। — মা। — শু। কা লো। শু কা।

০
। মা গা ॥
। লো কৈ ॥

## ব্যাখ্যা।

১। ঞ=কোমল নি; দ=কোমল ধা; ল=কোমল রি।

২। বিসর্গ অর্দ্ধমাত্রার চিহ্ন।

## ভ্রম সংশোধন।

গত মাসের সাধনায় প্রকাশিত স্বর-লিপির মধ্যে প্রথম পংক্তিতে "নর্সা সা"
আ ন
না হইয়া "নর্সা র্সা" হইবে। ষষ্ঠ পংক্তিতে "ধনা সা" না হইয়া
আ মা গ ড়ে
"ধনা র্সা" হইবে। এবং নবম পংক্তিতে "সা র্সা" না হইয়া "সা গা"
গ ড়ে শ্রা ব শ্রা ব
হইবে।

# সাংখ্যদর্শন।

## ২২ ॥ সাংখ্যদর্শনের "ইন্দ্রিয়" ॥

এতদ্দেশীয় দার্শনিকেরা বলেন ইন্দ্রিয় একাদশ প্রকার। চক্ষু কর্ণাদি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্ পানি প্রভৃতি পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়; আর মন উভয়াত্মক মিশ্র ইন্দ্রিয়।

এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই ইন্দ্রিয় শব্দের অর্থ কি?

ভাষা কথার ইন্দ্রিয় ও সাংখ্যদর্শনের ইন্দ্রিয় এক নহে। মস্তক-নিহিত গোলকদ্বয়কে সাংখ্যেরা চক্ষুরিন্দ্রিয় বলেন না; বিধৃত-লেখনী অস্থিমাংসকে তাঁহারা "পানি" নামক ইন্দ্রিয় বলেন না; কিম্বা মস্তক-মধ্যস্থিত মজ্জাকে তাঁহারা মন বলেন না।

সাংখ্যেরা বলেন—

"অতীন্দ্রিয়ম্ ইন্দ্রিয়ং; ভ্রান্তানাম্ অধিষ্ঠানে" ॥ ২। ২৩ ॥

যাহা দর্শনশাস্ত্রসম্মত "ইন্দ্রিয়" তাহা প্রত্যক্ষযোগ্য নহে। যাহারা অক্ষিগোলকাদি ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানকে "ইন্দ্রিয়" বলে তাহারা ভ্রান্ত।

ইন্দ্রিয় শব্দের সাংখ্যদর্শনসম্মত অর্থ আত্মার শক্তি। যে শক্তি থাকাতে আত্মা দেখিতে পায়, শুনিতে পায়, তর্ক করিতে পারে, হস্ত পদাদি সঞ্চালনরূপ প্রকৃতির গতি উৎপাদন করিতে পারে তাহাই আত্মার "ইন্দ্রিয়"।

যদি তাহাই হয়, তবে একাদশ ইন্দ্রিয় স্বীকারের প্রয়োজন কি? একমাত্র "শক্তি" নামক পদার্থ স্বীকার করিলেই ত হয়? এস্থলে সাংখ্যেরা বলেন;—

"শক্তিভেদেঽপি ভেদসিদ্ধৌ ন একত্বম্" ॥ ২। ২৪ ॥

না; কেন না একমাত্র ইন্দ্রিয় অঙ্গীকার করিয়া তাহারই

ভেদ ব'লিল—ফলে ইন্দ্রিয়ের ভেদ অঙ্গীকার করা হইল—প্রকৃত ইন্দ্রিয়ের একত্ব প্রতিপন্ন হইল না। ভাষ্যকার এস্থলে বলেন—

"একস্য এব ইন্দ্রিয়স্য শক্তিভেদস্বীকারেঽপি ইন্দ্রিয়ভেদঃ সিধ্যতি। শক্তীনা মপি ইন্দ্রিয়ত্বাৎ। অতঃ ন একত্বম্ ইন্দ্রিয়স্য ইত্যর্থঃ"।

এস্থানে "শক্তীনামপি" না লিখিয়া "শক্তীনামেব" লেখা উচিত ছিল। সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে "শক্তির"ই নাম ইন্দ্রিয়। যদি শক্তির ভেদ স্বীকার কর তবে ইন্দ্রিয়েরই ভেদ স্বীকার করা হইল।

অতএব দেখা যায় সাংখ্য মতে আত্মার কতকগুলি অতীন্দ্রিয় শক্তি আছে, তাহার দ্বারা দর্শন শ্রবণ আদি জ্ঞান; স্মরণ চিন্তন ভালবাসা রাগকরা ইত্যাদি "মনন"; একস্থান হইতে অন্যস্থানে সঞ্চরণ আদি ক্রিয়া-করণ সংসাধিত হয়।

শক্তি=ইন্দ্রিয়, অতএব অতীন্দ্রিয় শক্তি=অতীন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়: কথাটা কেমন খাপছাড়া বোধ হয় না? "অতীন্দ্রিয়ম্ ইন্দ্রিয়ম্"—এ কেমন কথা? এস্থলে "অতীন্দ্রিয়" শব্দ প্রচলিত অর্থ "অপ্রত্যক্ষ" এই মাত্র বুঝিলে আর কোন গোলোযোগ নাই। যে পদার্থ নাক বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহার জ্ঞানকে "প্রত্যক্ষ" বলা যায়। পাঠকগণ মনে করিবেন না যে ইন্দ্রিয় "অপ্রত্যক্ষ" বলিলে ইন্দ্রিয় একবারে জ্ঞানের অগোচর। আমাদের যে দর্শনাদি শক্তি আছে—তাহা আমরা বিলক্ষণ জানি; কিন্তু যে অর্থে গোলাপ ফুলকে 'দেখা' যায় সে অর্থে তাদৃশ শক্তিকে "দেখা যায় না"।

অবিবেচক লোকে যাহাকে ইন্দ্রিয় বলে—সাংখ্যেরা তাহাকে কেবল 'ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান" বলেন। সাংখ্যেরা যাহাকে ইন্দ্রিয় বলেন সাধারণ লোকে তাহা বলে কি না সন্দেহ। ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানের সহিত ইন্দ্রিয়ের বিভাগ ইহা দর্শনশাস্ত্রের একটি [illegible]

[illegible] এক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], নাই [illegible] [illegible] প্রকারে জীবনের অনেক দুঃখও [illegible] করিয়াও [illegible] [illegible] দিতে পারি না। আমি [illegible] [illegible] তোমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। এই [illegible] [illegible] মাহাত্ম্য পাইবে।

> [illegible] তি [illegible]
> [illegible] [illegible] চানাঃ।
> [illegible] চৈতন্যাঃ [illegible]
> [illegible] কশ্চিৎ॥

ইহার [illegible] [illegible]। এবং পরিণামে আমাদের [illegible] [illegible]। এই সকলের [illegible] ভাগের [illegible] হইতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়। আমাদের [illegible] পাওয়া [illegible] [illegible] এই [illegible] প্রকটন করা অসাধ্য।

## । [illegible] । সাংখ্যদর্শনের কার্য্যকারণ তত্ত্ব ॥

[illegible]—

> [illegible] [illegible] । ৪ ।

অর্থাৎ [illegible] নরলোক শৃঙ্গ উঠে না—[illegible] ছিল না [illegible] [illegible] হয় না।

[illegible]—

> [illegible] [illegible] । [illegible] । [illegible] ।

[illegible] [illegible] বিনষ্ট হয়—তখন তাহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

একটা কলসীকে ভাঙিয়া ফেল তাহা পূর্ব্বে যে মৃত্তিকা ছিল সেই মৃত্তিকাতেই পরিণত হইবে। কামনার আবির্ভাব তিরোভাবের ন্যায় আমাদের এই সংসারের আবির্ভাব তিরোভাব হয়। যাহাকে আমরা কোনও পদার্থের কারণ বলি তাহা সেই পদার্থের পূর্ব্বতন অবস্থাবিশেষ মাত্র; যাহাকে আমরা কোনও পদার্থের কার্য্য বলি তাহা সেই পদার্থের পরবর্ত্তী অবস্থাবিশেষ মাত্র। সংসারে একটি কণাও হইতেছে না বা সংসার হইতে একটি কণাও যাইতেছে না। সংসারে নিত্যবস্তু অনেক হয় আর তাহাদের অন্যোন্যাভিভব ও অন্যোন্যাশ্রয় জন্য সর্ব্বদাই সংসারের আকার পরিবর্ত্তন হইতেছে; কিন্তু কোন বস্তুরই কণামাত্র বিলুপ্ত হইতেছে না।

সাংখ্যদর্শনের এইটি একটি বিশিষ্ট যুক্তি। তাঁহারা এই যুক্তি অবলম্বন করিয়াই ঘোষণা করেন প্রকৃতি আদ্যন্তবিহীনা—পুরুষও আদ্যন্তবিহীন। ইহারা যেমন সৃষ্টির অযোগ্য তেমনি বিনাশেরও অযোগ্য।

## ॥ ২৪ ॥ সাংখ্যেরা বিজ্ঞান শাস্ত্রের বিতণ্ডা স্থলে কি বলেন কি বা না বলেন ॥

অতঃপর বোধ হয় সাংখ্যদর্শনের কথায় সাধনার পাঠকবৃন্দ বিরক্ত হইয়া উঠিতেছেন—এক কথা আর কতদিন ভাল লাগে? আমার মনে হইতেছে যে এক্ষণে এই প্রবন্ধমালার উপসংহার করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে আর দুই একটি কথায় পাঠকবৃন্দের ধৈর্য্য ভিক্ষা করি।

এই নশ্বর সংসারে আমাদের কাহারো—জ্ঞানপিপাসা কি ভোগ-লালসা—মিটিতেছে না। আমরা সকলেই জানি দুই এক দিন বাদে মৃত্যু নামক এক ঘোরতর অবস্থাবিপর্য্যয় উপস্থিত হইবে। আমরা সেই অতৃপ্ত পিপাসা ও লালসা লইয়াই কি মরিব? মরিবার পর

কি আর আমাদের ভোগ নাই জ্ঞান নাই? আমরা সকলেই এই চিন্তার জর্জরিত। যাহাকে আমরা দেহ বলি—তাহাই যদি আমাদের ষোল আনা হয় তবে ত আমাদের মত হতভাগ্য জীব আর নাই! মনুষ্য এই চিন্তায় অধীর হইয়া দেহব্যতিরিক্ত আত্মা আছে কিনা ইহার তর্কে প্রবৃত্ত হব। আত্মা কি?—চেতনাময়-সুখময়-দুঃখময়-বাঞ্ছাময়-ইচ্ছাময় একটা জিনিষ। দেহ কি?—রূপরসগন্ধস্পর্শময় অচেতন একটা জিনিষ। আত্মা আছে—ইহার প্রমাণ কি?—জ্ঞান। দেহ আছে ইহার প্রমাণ কি? তাহাও জ্ঞান। বাঃ—এ ত বড় বিচিত্র কথা! জ্ঞানে কি প্রমাণ করে?—জ্ঞান কি জ্ঞান ভিন্ন অপর কোনও পদার্থেরই প্রমাণ হইতে পারে? যখন জ্ঞান হইতেছে—তখন অবশ্যই জ্ঞান আছে—কিন্তু জ্ঞান ভিন্ন আর কিছু আছে তাহার প্রমাণ কি?——

এইস্থানে পৌঁছিয়া কেহ কেহ বলিয়া বসেন—সংসারটা একটা বিচিত্র রঙ্গ তামাসার জায়গা—দেহও নাই—আত্মাও নাই; আছে কেবল জ্ঞান—জ্ঞান—জ্ঞান; অবিচ্ছিন্ন জ্ঞানের স্রোতের নাম সংসার।

সাংখ্য ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন—না না; জ্ঞানে যেমন জ্ঞান প্রমাণ হয় তেমনি ক্ষণিক ও ধারাবাহিক জ্ঞানরাশির আধারভূত "বিজ্ঞাতা" আত্মারও প্রমাণ হয়।

তবে জগৎসংসার আছে—না জগৎসংসার নাই?—এ প্রশ্ন স্থূলদৃষ্টি লোকের নিকট করিলে তাহাদের কেবল অবাক্ হইবারই কথা। কিন্তু জগৎসংসার আছে কিনা অনুধাবন করিয়া দেখিলে আমাদের বিজ্ঞান-জীবনের এক অবস্থায় তাহার প্রকৃত অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঘোরতর সংশয় আসিয়া উপস্থিত হয়।

এই অবস্থায় অনেক পণ্ডিতে জগৎসংসারই নাই বলিয়া বসেন।

মহামতি কপিল জগৎকে ব্যক্ত ও অব্যক্ত বলিয়া বিভিন্ন করিয়া বিজ্ঞানের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। তিনি বলেন, ব্যক্ত জগৎ স্থায়ী ভাবে নাই, অব্যক্ত জগৎ স্থায়ী ভাবে আছে। জ্ঞানের দুই কোটি —এক কোটিতে বিজ্ঞাতার স্বতঃপ্রামাণ্য, অপর কোটিতে বিজ্ঞাতের স্বতঃপ্রামাণ্য। "জড়প্রকাশযোগাৎ প্রকাশঃ"—জ্ঞানকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া দেখিলেও তাহার চরম বিশ্লেষণ এইরূপ। অতএব সাংখ্যদর্শনে বৈজ্ঞানিক নাস্তিবাদ নিরস্ত করে।

তাহার পর বৈজ্ঞানিকেরা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়েন। একদল মায়াবাদী—একদল জড়বাদী। কেহ বলেন জড় আত্মার কার্য্য, কেহ বলেন আত্মা জড়ের কার্য্য। সাংখ্যেরা এই দুই সম্প্রদায়কেই ভ্রান্ত বলেন। তাঁহারা বলেন জড়ও আত্মার কার্য্য নয় আত্মাও জড়ের কার্য্য নহে। আমাদের জ্ঞানের যতদূর সীমা—ততদূর আমরা উভয়কেই পৃথক্ দেখি। আমরা কৃত্রিম মনুষ্যও গড়িতে পারি না এবং কৃত্রিম মৃত্তিকাও গড়িতে পারি না।

দর্শন শাস্ত্রের যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর দেখা যায় জড়ও স্বাধীন আত্মাও স্বাধীন। উভয়ে জ্ঞ-জ্ঞেয় সম্বন্ধে আবদ্ধ মাত্র। কিন্তু সেই সম্বন্ধের বিশ্লেষণ ঘটিলেও তাহাদের বিনাশের সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানের ধ্বংস হইলেও আত্মার চৈতন্য বা জড়ের অন্যোন্যাভিভবাশ্রয়ত্বের ধ্বংসের সম্ভাবনা দেখা যায় না। কেন না, সাংখ্যদর্শন অনুসারে স্বাধীন নিত্য পদার্থ যে কদাচ বিনষ্ট হয় তাহার সম্পূর্ণ প্রমাণাভাব।

গত মাসের সাধনায় "অতিপ্রাকৃত" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় লিখিয়াছেন—

"বহিঃপ্রকৃতি অথবা জগৎ সর্ব্বতোভাবে মানব মনেরই সৃষ্ট—এ কথাটা আমরা যখন তখন ভুলিয়া যাই।" ইহা প্রাচীন যোগা-

চার নামক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিশুদ্ধ নাস্তিবাদ। কপিল ইহার খণ্ডন করিয়াছেন। কপিল অদ্য ত্রিবেদী মহাশয়ের স্থানীয় হইলে লিখিতেন :—

"ব্যক্ত জগৎ—সর্ব্বতোভাবে মানব মন ও জড় প্রকৃতির জ্ঞ-জ্ঞেয় সম্বন্ধবশাৎ সৃষ্ট এ কথাটা আমরা যখন তখন ভুলিয়া যাই।" *

ত্রিবেদী মহাশয় উক্ত প্রবন্ধে আরো লিখিয়াছেন—

"জগৎকে নিয়মানুযায়ী দেখিলে আমার জীবনযাত্রার যথেষ্ট সুবিধা ঘটে—অনিয়ত দেখিলে জীবনযাত্রা ভার হইয়া উঠে। সেই জন্য আমার জগৎকে আমি নিয়মানুযায়ী, নিয়মের অধীন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছি।" এই "সেই জন্য" নামক বুদ্ধিপূর্ব্বক ব্যাপারটা কপিলশিষ্যেরা জ্ঞানগম্য বলিয়া স্বীকার করেন না। অগ্নি দাহ করিলে আমরা জীবনযাত্রার যথেষ্ট সুবিধা ঘটে দেখিয়া অতঃপর অগ্নি নিত্য নিত্য দাহ করুক বলিয়া কি আমরা অগ্নিতে দাহিকা শক্তি অর্পণ করিয়াছি? সেই শক্তি অর্পিত হওয়ার পূর্ব্বে অগ্নি দাহ করিয়াছিল কিরূপে? ফলতঃ আমার মূল বক্তব্য এই যে, ত্রিবেদী মহাশয়ের ন্যায় পণ্ডিতদের দর্শন—সাংখ্যদর্শন নহে।—সাংখ্যদর্শন জড়ের অপলাপ করে না—আত্মারও অপলাপ করে না।

যাঁহারা আত্মার সম্ভাবিত বিনাশের বিভীষিকাগ্রস্ত তাহারা সাংখ্যদর্শন পাঠে কিঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিতে পারেন।

কিন্তু প্রধান কথা এই সাংখ্যদর্শন অনুসারে জীবনের লক্ষ্য কি? বাঁচিয়া আমাদের কি লাভ? সাংখ্যেরা বলেন—

অথ ত্রিবিধ দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ ॥ ১।১।

* ত্রিবেদী মহাশয় যখন আমার এই লেখা পড়িবেন তখন ভরসা করি স্বীকার করিবেন যে এই লেখারূপ বাহ্য জগৎটা সর্ব্বতোভাবে তাঁহার মনের সৃষ্ট নহে।

মনুষ্য নানাবিধ ক্লেশে

অবসানই জীবনের লক্ষ্য হ

ক্ষুধা পাইলে আহার কি

আরোগ্য লাভ করিলাম ;

কিরূপে একেবারে ক্ষুধা না

সাংখ্য ইহারই উপায় উদ্ভাব

সাংখ্য বলেন হাঁ; আমার

যে, প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্প

অস্বাভাবিক সংযোগে রূপর

সেই ব্যক্ত জগতে সুখ ও দু

তোমাদের যতকিছু দুঃখ সে

রূপরসাদিরই অনুভব না হ

অনুভবের সম্ভাবনা কি ?

ঘুচিয়া গেলেই দুঃখেরও অ

ইহার কি অর্থ এই

প্রকৃতিপুরুষের সংযোগ ঘুচি

এইখানেই গোল। সা

কিরূপে সংসাধিত হইল—

মরিলেও যে সেই সম্বন্ধ

বিনষ্ট হইলেও আত্মার একা

উপায় ?

সাংখ্যেরা বলেন আত্মা

নাম "বদ্ধভাব"। যে অবস্থ

"মুক্ত ভাব"—"মোক্ষ" বা

হব তবে মুক্তি অসম্ভব।

"ন স্বভাবতো বদ্ধস্য মোক্ষসাধনোপদেশবিধিঃ। স্বভাবস্য অনপায়িত্বাৎ অননুষ্ঠানলক্ষণম্ অপ্রামাণ্যং স্যাৎ।" ১।৭–৮।

মুক্তিবিষয় শাস্ত্রও তাহা হইলে অননুষ্ঠেয়তা দোষে দূষিত হইবে। কিন্তু আত্মা স্বভাবতঃ "বদ্ধ" নয়।

"ন নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবস্য তদ্যোগঃ তদ্যোগাৎ ঋতে।"—১।১৯

আত্মা স্বভাবতঃ নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ ও মুক্ত। দুঃখের সহিত যোগ কেবল প্রকৃতির সহিত যোগজন্য। অনেক বিচারের পর সাংখ্যেরা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন—যে, "অবিবেক" বা প্রকৃতি পুরুষ যে ভিন্ন এই জ্ঞানের অভাব বশতই আত্মা বদ্ধভাবাপন্ন হয়। দেহকে যতদিন মনুষ্য আত্মা বলিয়া ভ্রান্ত হয় ততদিন দুঃখ পায়।

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, দেহ ও আত্মা ভিন্ন বুঝিলেই কি আমাদের দুঃখের অবসান হইবে? তাহার উত্তরে সাংখ্যেরা বলেন, তা কিরূপে সম্ভব?

"যুক্তিতোঽপি ন বাধ্যতে দিঙ্‌মূঢবদ্ অপরোক্ষাদ্ ঋতে"। ১।৫৯।

যখন কাহারও একবার দিক্‌ভ্রম হয় সে উত্তরকে দক্ষিণ ভাবে—হাজার তাহাকে উত্তর বল—হাজার সে বুঝুক যে, ইহা উত্তর বটে, তবু তাহার দক্ষিণত্ব প্রতীয়মান যায় না। জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্য্যকে পৃথিবী অপেক্ষা বৃহৎ প্রতিপন্ন করিলেও তাহা সেই যেমন চিরকাল থালাখানার মত দেখা অভ্যাস তেমনিই দেখা যায়। তেমনি কেবল যুক্তির দ্বারা দেহ আত্মার ভেদ উপলব্ধি করিলেও দুঃখের অবসান নাই। কিন্তু তাহার পরেও তাহা পূর্ব্বের ন্যায় অভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকিবে।

অতএব মুক্তির জন্য বিবেক-সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন। দীর্ঘকালব্যাপী ক্লেশকর তপস্যার মধ্যে অবস্থিত হইয়া সমাধি বা ধ্যানের দ্বারায় বিবেকসাক্ষাৎকার হয়। যুক্তি দ্বারা উপলব্ধি এক প্রকার,

আর সাক্ষাৎকার দ্বারা উপলব্ধি আর এক প্রকার। কিন্তু শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা দক্ষিণকে দক্ষিণ বুঝিলেও—কিয়ৎকাল তাহাকে উত্তর বলিয়া পরিগ্রহ করিতে থাকে। অবশেষে হঠাৎ কোনও সময়ে তাহার ভ্রম ভাঙ্গিয়া গিয়া দক্ষিণকে দক্ষিণ বলিয়া সাক্ষাৎকার উপলব্ধি হয়। যখন দেহ আত্মা ভেদ সম্বন্ধে আমাদের এইরূপ "সাক্ষাৎকার" সংজ্ঞাভেদ জ্ঞান হয়—তখনই আমাদের দুঃখের অবসান সম্ভব। তপস্যাযুক্ত ধ্যানই এই অবসানের উপায়।* ইহা হইতেই তপস্যামূলক যোগাভ্যাসের উৎপত্তি।

দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে সাংখ্যদর্শন এস্থলে দর্শনের সীমা ছাড়াইয়া কল্পনার সীমায় গিয়া পড়িয়াছে। একশত বৎসর তপস্যা করিলেও আমাদের ক্ষুৎপিপাসা বা শীতাতপের ক্লেশের যে অবসান হইবে তাহার প্রমাণ নাই। কপিল অবিবেকী ব্যক্তিকে "অবুদ্ধ"—ও সাক্ষাৎকৃত-বিবেক ব্যক্তিকে "বুদ্ধ" এই সংজ্ঞা প্রদান করেন। আত্মা স্বভাবতঃ "বুদ্ধ" বলিয়া তিনি স্থাপন করেন। আত্মার এই স্বাভাবিক অবস্থা কোনও কারণে বিকৃত হওয়ায় আমরা "অবুদ্ধ" হইয়াছি। কিরূপে সেই স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া যায় তাঁহার মতে তাহাই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

তাহার উপদেশে মোহিত হইয়া অনেকে তপস্যা দ্বারা "বুদ্ধ" হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সংসারে ভণ্ডের অভাব নাই।—কিন্তু সিদ্ধার্থ গৌতম নামক এক নিরতিশয় সত্যপ্রিয় ক্ষত্রিয় মহাপুরুষ পরীক্ষা করিয়া সংসারে প্রচার করিলেন—যে, তপস্যাতে যাতনার ও ক্লেশের অবসান না হইয়া তাহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এক পক্ষে সিদ্ধার্থও কপিলের যুক্তির ঘোরে থাকিয়া গেলেন। আত্মা

* উত্তাপে থাকিয়াও যখন সন্তাপ বোধ হয় না—তখন [illegible] বিবেক [illegible] সাক্ষাৎকার হইয়াছে বলা যায়।

যে স্বভাবতঃ "বুদ্ধ" ও মুক্ত,—বুদ্ধ হইলেই যে মুক্ত হওয়া যায় এ সংস্কার তাঁহার থাকিয়া গেল।—তবে তাঁহার মনে হইল যে "তৃষ্ণার" নির্ব্বাণ হইলেই—অর্থাৎ সংসারে ভোগবাসনার বিলোপ হইলেই বুদ্ধ অর্থাৎ বিশুদ্ধ চৈতন্যময় হওয়া যায়—এবং মনুষ্য মুক্ত হয়। তিনি রাজপুত্র হইয়াও রাজ্যত্যাগ করিলে তাঁহার যে তৃষ্ণার নির্ব্বাণ হইয়াছে তাহাতে আর কাহারও সন্দেহ থাকিল না। অতএব তিনিই সংসারে প্রথম "বুদ্ধ" বলিয়া বিখ্যাত হইলেন; এবং কপিল যাহাকে মোক্ষ বলিয়াছিলেন তাহা এক্ষণে নির্ব্বাণ আখ্যা প্রাপ্ত হইল। অতঃপর কিরূপে সুখদুঃখের হাত এড়াইয়া বিশুদ্ধ চৈতন্যময় হওয়া যায়—কিরূপে "নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব" পুনর্লাভ করা যায়—তাহাই কিছুকাল মানবজীবনের লক্ষ্য হইল।

দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি সম্ভব কি না ইহা দর্শন-শাস্ত্রের অতীত কথা। ঋষিরা সোমযাগের দ্বারা দুঃখের অত্যন্ত বিনাশ সম্ভাবনার উপদেশ দিতেন—কপিল তাহার বিরোধী হইয়া তপস্যার পন্থা প্রচার করেন। তিনি বলিলেন "দীর্ঘকাল শীতাতপের মধ্যে, ক্ষুৎপিপাসার মধ্যে, আমার বিবেক-মার্গের অনুশীলন কর—আত্মা যে দুঃখের অতীত কঠোর দুঃখের কারণের মধ্যে থাকিয়া তাহার সাক্ষাৎকারের চেষ্টা কর—যাহা যুক্তি দ্বারা বুঝিলে তাহা অনুভব কর—তখন চিরকালের জন্য দুঃখের অবসান হইবে।" সিদ্ধার্থ দেখিলেন তাহা ঠিক নয়। তিনি বৈরাগ্যের উপদেশ দিলেন। কিন্তু অদ্য এপর্য্যন্ত কোনও মনুষ্যকেই দুঃখের পারগামী দেখিলেন না।

নব্য দর্শনশাস্ত্র হইতে "স্বর্গ" "মোক্ষ" বা "নির্ব্বাণ" শব্দকে দূরীভূত করিতে হইবে। দর্শনশাস্ত্রের সীমায় মনুষ্যকে সুখদুঃখের অধীন বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে। বুদ্ধ ও কপিল উভয়েই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন স্বীকার করিতে হইবে। দর্শন শাস্ত্রের সীমার

মধ্যে আশা ও আশ্বাসের সমাচার এই যে, প্রকৃতিপুরুষের যেরূপ সম্বন্ধ তাহাতে কেহই অন্যের দাস নহে। প্রকৃতির দাসত্বে আমাদের ক্ষুৎপিপাসা ও রোগ ও জরা ও মৃত্যু অপরিহার্য্য বটে—কিন্তু প্রকৃতি আমাদের এতটুকু আয়ত্তাধীন যে, আমরা যত্ন করিলে ক্ষুৎপিপাসা শান্তি করিতে পারি—বুঝিয়া চলিতে পারিলে রোগের হস্ত অনেক এড়াইতে পারি—অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যুও এড়াইতে পারি। জরা মৃত্যু অপরিহার্য্য বটে—কিন্তু জরার পূর্ব্বে জীবন নিতান্ত মন্দ নয়। প্রকৃতির রূপও মনোহর এবং অদ্ভুত সৌন্দর্য্যময়, সেইরূপ দর্শনের শক্তি যে আমাদের হইয়াছে ইহাও অল্প লাভের বিষয় নহে। কিসে দুঃখের অপচয় ও সুখের উপায় হইবে, দর্শনশাস্ত্র সেই দিকেই লক্ষ্য রাখিতে আমাদিগকে উপদেশ দেয়।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধক্ষেত্রে বলিয়াছিলেন—"মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয়!" অভ্রান্ত দর্শনশাস্ত্রও জীবনসংগ্রামের মধ্যে মনুষ্যকে বলে—"মা ক্লৈব্যং গচ্ছ মানব!" কপিলের দর্শন—সিদ্ধার্থ গৌতমের দর্শন এস্থলে উভয়েই ভ্রান্ত, উভয়েই মনুষ্যের বীরত্বের হানিজনক; ক্লীব ভাবের উৎপাদক।* কপিলের তপস্যা বা যোগপন্থা, বুদ্ধের বৈরাগ্যপন্থা, উভয়েই মনুষ্যকে বিপথগামী করে। তদপেক্ষা প্রাচীন ঋষিরা যে বলিতেন—

"জীবনং খলু সংগ্রামো দুরূহা তত্র বৈরিণঃ।
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্॥"

ইহাতেই বরং মনুষ্যের মনুষ্যত্ব রক্ষা পায়। জীবনের আততায়ী শীতাতপের বেশেই সমাগত হউক, ম্যালেরিয়া জ্বরের

---

* ব্রাহ্মণেরা সেই জন্যই কাপিল দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শন তুল্য হেয় বোধ করেন। তাঁহারা বলেন "[illegible] বৌদ্ধানাং ত[illegible]।"

[illegible] হউক, বিশ্ব আক্রমণকারী যবনের সৈন্যদলই হউক, তাহার সহিত যুদ্ধ করাই আমাদের কর্ত্তব্য। অশি-ক্ষিত কাপ্তেন ও সিপাহী [illegible] বুদ্ধির প্রভাবে এ বিষয়ে কাপ্তেন ও [illegible] অপেক্ষা সুপণ্ডিত সন্দেহ নাই। ইঁহারাই আমাদের যথার্থ [illegible] দেবতা।

---

# রাজসিংহ।

## (নূতন পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ)

চষা মাঠের মাঝখানে ভাঙ্গা পথ বাহিয়া পাল্কী চড়িয়া চলিতে চলিতে বঙ্কিম বাবুর নূতন সংস্করণ রাজসিংহ পড়িতেছিলাম। [illegible] বসন্তের আতপ্ত মধ্যাহ্নবায়ু উদাস কৌতূহলভরে মাঠের পরপ্রান্ত হইতে হুহুঃ শব্দে ছুটিয়া আসিয়া পাল্কীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই অকস্মাৎ এই অলক-অঞ্চল-বিরহিত চাপকান-বিহিত অধ্যয়নরত পুরুষমূর্ত্তি দেখিবামাত্র সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসে অবজ্ঞা ও নৈরাশ্য প্রকাশপূর্ব্বক পাল্কীর অপর দ্বার দিয়া ক্ষিপ্রবেগে নিষ্ক্রমণ করিতেছিল। মাঝে মাঝে যখন গ্রামের নিকটে আসিতে ছিলাম আমার গ্রন্থপাঠের সহিত বনের ছায়া, পাখীর গান এবং আম্রমুকুলের গন্ধ মিশ্রিত হইতেছিল। [illegible] অবসর ছিল—এবং আমাদের বাধা দিবার জন্য না ছিল [illegible], না ছিল অট্টালিকা, না ছিল অবরুদ্ধ রাজপথের ধূলিমিশ্রিত [illegible] কোলাহল।

[illegible] অথবা কোন সুন্দর [illegible] [illegible]। মানুষ যেটিকে হস্ত [illegible] কাহারো কিঞ্চিৎ দূরে পড়িয়া [illegible] হীনা [illegible]--

চোখের উপরে যেখানে শত সহস্র জিনিষ ভিড় করিয়া আসিতেছে সেখান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া মাঝখানে অনেকটা ব্যবধান রাখিয়া সেটিকে স্বতন্ত্র সমগ্রভাবে দেখিতে চাহে। সাহিত্যের সুন্দর জিনিষগুলিও তেমনি কিঞ্চিৎ দূরে রাখিয়া দেখিবার যোগ্য; নহিলে আমার মন এবং তাহার সৌন্দর্য্যের মধ্যে কল্পনাবৃত্তির যথেষ্ট আনাগোনা করিবার পথ থাকে না।

এই জন্য মাঠের মধ্যে আমার রাজসিংহ পড়িবার বড় সুযোগ ঘটিয়াছিল। বইখানি আমার হাতে ছিল বটে—কিন্তু আমার কল্পনা ঐ বাঁধানো গ্রন্থের কালো মলাটের কারাপ্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া সমস্ত মাঠ এবং সমস্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত করিতেছিল। বঙ্কিমবাবু যেন এই দিগন্তপ্রসারিত ধূসর মৃত্তিকাপটের উপর তাঁহার ছবিখানি ছাপাইয়া ঐ মধ্যাহ্ন-রৌদ্রের সোনার-জল-করা অনন্ত নীল আকাশের মলাটে বাঁধাইয়া রাখিয়াছেন।

কত দিনের ব্যবধান, কত দূরের কথা, ও মানুষেরাই বা কোথায়, এবং এই সকল ঘূর্ণাবর্ত্তসঙ্কুল বেগগামী প্রবল ঘটনা, কোথাই বা আমরা ম্যুনিসিপালিটির প্রতিপালিত বঙ্গসন্তান কোন্ খানে দেখিতে পাইব! কোথায় বা সেই মোগলের বিলাসতরঙ্গিত দিল্লি, কোথায় বা সেই রাজপুতানার অনুর্ব্বর মরুভূমি ও দুর্গম গিরিমালা, যাহার কঠিন স্তনের বিরল স্তন্যরসে রাজপুত সিংহশাবকেরা নির্জ্জনে লালিত হইতেছিল! সুবিশাল প্রান্তর এবং প্রসারিত আকাশ নহিলে কি ঘনহর্ম্ম্যপীড়িত অবকাশবিহীন ট্রাম-গাড়ীমুখরিত কলিকাতায় এ সমস্ত কল্পনা-পট প্রসারিত ভাবে ধারণ করিবার স্থান আছে?

সেই জন্যই মনে করিতেছি সৌভাগ্যক্রমে রাজসিংহ গ্রন্থখানি কলিকাতায় প্রথমে আমার হাতে পড়িবামাত্রই অপদস্থ হইত

যায়। চোরের উদ্দেশে গালি পাড়িবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সেটা পাছে আমার কোন নিকট আত্মীয় অথবা প্রিয় আত্মীয়ার গায়ে লাগে এই ভয়ে ধৈর্য্যবলম্বন পূর্ব্বক বিরত ছিলাম, আজ তাঁহাকে অন্তরের সহিত মার্জ্জনা করিলাম।

কলিকাতায় অঙ্গচালনার অনবসর এবং আহার্য্যসামগ্রীর প্রাচুর্য্যবশতঃ ক্ষুধামান্দ্য ঘটে এই জন্য পরিতৃপ্তির সহিত কোন খাদ্যের স্বাদগ্রহণ করা যায় না। কেবল শারীরিক নহে, সেখানে মানসিক অম্লরোগেরও বড় প্রাদুর্ভাব। এত খবর, এত কথা, এত বক্তৃতা মনের মধ্যে অবিরল বর্ষিত হইতেছে—মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ অবকাশ লইয়া স্থির শান্তভাবে কোন কথা পরিপাক করিবার অবসর এত অল্প, উদার কল্পনাক্ষেত্রের মধ্যে মানসিক অঙ্গচালনা করিবার উপলক্ষ্য এত দুর্লভ যে মনের ক্ষুধা নষ্ট হইয়া যায়, ঝাল টক চাটনি ভাল লাগে কিন্তু ভাল জিনিষের ভালরূপ রস-গ্রহণের ক্ষমতা থাকে না। পল্লিগ্রামের আকাশ এবং অবকাশের মধ্যে আসিলে ক্ষুধা সঞ্চয় হয়, প্রত্যেক জিনিষের পরিপূর্ণ স্বাদ পাওয়া যায় এবং ভুক্ত রস রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া স্বাস্থ্যস্ফূর্ত্তি সঞ্চার করে।

সেই জন্য মাঠের মধ্যে যখন রাজসিংহ পড়িলাম সমস্ত বইখানি এমন নিঃশেষ করিয়া উপভোগ করিতে পারিলাম। আমার মনে পড়িতে লাগিল, অল্প বয়সে এক রবিবারে স্কুলের ছুটির দিন অন্তঃপুরের নির্জ্জন ছাদে বসিয়া কপালকুণ্ডলা পড়িয়াছিলাম তখন কেমন লাগিয়াছিল—কোথাকার এক পথবিহীন বনচ্ছায়াঘন কল্পনা-লোক হইতে উদ্‌ভ্রান্ত সৌন্দর্য্যসমীরণ আসিয়া নগরবাসী বালকের বিস্মিত হৃদয়কে [illegible] ব্যাকুলতায় পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। মনে পড়িতে লাগিল, তখন মাসে মাসে বঙ্গদর্শনে খণ্ড খণ্ড করিয়া

বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্তের উইল বাহির হইতেছিল তখন মাসে মাসে আনন্দের আগ্রহে অন্তঃকরণ কিরূপ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিত। চারাগাছ যেরূপ প্রতি রাত্রি অবসানে নূতন ব্যগ্রতার সহিত সূর্য্যালোক পান করিতে থাকে, মাসান্তে বঙ্গদর্শনের অভ্যুদয়ে সেইরূপ উৎসুক্যের সহিত মুকুলিত অন্তরের প্রত্যেক উন্মুখ অগ্রভাগের দ্বারা আনন্দরশ্মি গ্রহণ করিতে থাকিতাম। তখন এত বই পড়ি নাই এবং সমালোচনা যাহা পড়িতাম তাহাও বঙ্গদর্শন হইতে। আজ তাহার ভবন বয়সে নির্জ্জনে রাজসিংহ পড়িয়া সাহিত্যের সহিত সেই আমার প্রথম কৈশোর প্রণয়ের কথা মনে পড়িয়া গেল।

মনে করিলাম এই গ্রন্থ সম্বন্ধে একটা কিছু লিখিয়া ফেলি। কিন্তু সমালোচনা লিখিতে হইবে মনে করিলেই ভয় হয়। একটা ত আগাগোড়া ফাঁদিয়া বসিতে হইবে—একটা ত নূতন কথার অবতারণা করিতে হইবে। গ্রন্থের মধ্য হইতে এমন একটা কিছু আবিষ্কার করিতে হইবে যাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে গ্রন্থকার এবং পাঠকবর্গ সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিলেন।

রাজসিংহের মধ্যে সে প্রকারের অপরূপ রহস্য অবশ্যই কিছু আছে, তাহার সন্ধানের ভার আমি বিজ্ঞ সমালোচকদের উপর রাখিয়া দিলাম। আমি কেবল এইটুকু বলিতে চাহি আমার হৃদয়ে যে সাহিত্যরস-পিপাসা আছে এ গ্রন্থ পাঠে তাহার কতটা পরিতৃপ্তি হইল।

এক হিসাবে সে কাজটা সহজ, এক হিসাবে শক্তও বটে। আলোচ্য গ্রন্থের কোন এক অনালোকিত গোপন প্রান্ত হইতে কোন একটা তত্ত্বকথা যদি সমূলে উৎপাটিত করিয়া আনা যায় তবে সেইটাকে অবলম্বন করিয়া সঙ্গত এবং অসঙ্গত অনেক কথা বলিয়া যাওয়া সহজ হয়।

কিন্তু ভাল লাগিল এ কথাটা যত শীঘ্র শেষ হইয়া যায়, সেটাকে একটা রীতিমত প্রবন্ধাকারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তোলা সকল সময়ে সুসাধ্য বোধ হয় না।

আবার, যখন ভাল লাগে, তখন, কেন ভাল লাগে, কেমন করিয়া ভাল লাগে তাহার চেতনা থাকে না—উচ্ছ্বসিত সংক্ষিপ্ত হর্ষধ্বনি ছাড়া মুখ দিয়া আর কিছু বাহির হয় না। সমালোচনা করিতে হইলে সেই অচেতন আনন্দকে নিতান্তই খোঁচা দিয়া দিয়া সচেতন করিয়া তুলিতে হয়।

আমি নিজেকে জেরা করিয়া অবশেষে একটা নূতন উপমা প্রাপ্ত হইয়াছি। সেইটা দিয়া সমালোচনা আরম্ভ করিব মনে করিতেছি। লিখিতে লিখিতে যদি আরো কিছু মনে পড়ে ত পরে বলিব।

সাহিত্যরণরঙ্গভূমে কোন কোন [illegible] মত গদাযুদ্ধ করেন, তাঁহার কেহবা সব্যসাচী [illegible] মত [illegible] ক্ষিপ্রহস্ত। কেহ বা প্রকাণ্ড ভার লইয়া [illegible] উপর নিপাতিত করেন, কেহ বা মুহূর্তের মধ্যে পুচ্ছবান্ অসংখ্য [illegible] উক্ত নিরুপায় নিঃসহায় ব্যক্তির একেবারে সর্বাঙ্গ [illegible] করিয়া ফেলেন।

সাহিত্য-কুরুক্ষেত্রে বঙ্কিম বাবু সেই মহাবীর অর্জুন। তাঁহার [illegible] দশদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া ছুটিতেছে—তাহারা অত্যন্ত লঘু, কিন্তু লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে মুহূর্ত কাল বিলম্ব করে না।

রাজসিংহ প্রথম হইতে উল্টাইয়া দেখো এই কথাটি বারম্বার [illegible], যে, কোন ঘটনা কোন পরিচ্ছেদ কোথাও বসিয়া কালক্ষেপ করিতেছে না। সকলেই অবিশ্রাম চলিয়াছে। এবং সেই অগ্রসরগতিতে পাঠকের মন সবলে আকৃষ্ট হইয়া প্রত্যেক [illegible] দিকে বিনা আয়াসে ছুটিয়া চলিয়াছে।

এই অনিবার্য্য অগ্রসর-গতি সঞ্চার করিবার জন্য বঙ্কিম বাবু তাঁহার প্রত্যেক পরিচ্ছেদ হইতে সমস্ত অনাবশ্যক ভার দূরে ফেলিয়া দিয়াছেন। অনাবশ্যক কেন, অনেক আবশ্যক ভারও বর্জ্জন করিয়াছেন, কেবল অত্যাবশ্যকটুকু রাখিয়াছেন মাত্র।

কোন ভীরু লেখকের হাতে পড়িলে ইহার মধ্যে অনেকগুলি পরিচ্ছেদে বড় বড় কৈফিয়ৎ বসিত। জবাবদিহির ভয়ে তাঁহাকে অনেক কথা বাড়াইয়া লিখিতে হইত। সম্রাটের অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাদসাহজাদীর সহিত মোবারকের প্রণয়ব্যাপার, তাহাই লইয়া দুঃসাহসিকা আতরওয়ালী দরিয়ার প্রগল্‌ভতা, চঞ্চলকুমারীর নিকট আপন পরামর্শ ও পাঞ্জাসমেত যোধপুরী বেগমের দূতীপ্রেরণ, সেনাপতির নিকট নৃত্যকৌশল দেখাইয়া দরিয়ার পুরুষবেশী অশ্বারোহী সৈনিক সাজিবার সম্মতি গ্রহণ—এসমস্ত যে একেবারেই সম্ভবাতীত তাহা না হইতে পারে—কিন্তু ইহাদের সত্যতার বিশিষ্ট প্রমাণ আবশ্যক। বঙ্কিম বাবু এক একটি ছোট ছোট পরিচ্ছেদে ইহাদিগকে এমন অবলীলাক্রমে অসঙ্কোচে ব্যক্ত করিয়া গেছেন যে কেহ তাঁহাকে সন্দেহ করিতে সাহস করে না। ভীরু লেখকের কলম এই সকল জায়গায় ইতস্তত করিত, অনেক কথা বলিত এবং অনেক কথা বলিতে গিয়াই পাঠকের সন্দেহ আরো বেশি করিয়া আকর্ষণ করিত।

বঙ্কিম বাবু একে ত কোথাও কোনরূপ জবাবদিহি করেন নাই, তাহার উপরে আবার মাঝে মাঝে নির্দ্দোষী পাঠকদিগকেও ধমক দিতে ছাড়েন নাই। মাণিকলাল যখন পথের মধ্যে হঠাৎ অপরিচিতা নির্ম্মলকুমারীকে তাহার সহিত এক ঘোড়ায় উঠিয়া বসিতে বলিল এবং নির্ম্মল যখন তাহার নিকট বিবাহের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে মাণিকলালের অনুরোধ রক্ষা করিল, তখন লেখক কোন

তাঁহার স্বরচিত পাত্রগুলির এইরূপ অপূর্ব্ব ব্যবহারে কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইবেন তাহা না হইয়া উল্টিয়া তিনি বিস্মিত পাঠকবর্গের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া বলিয়াছেন—

“বোধ হয় কোর্টশিপ্‌টা পাঠকের বড় ভাল লাগিল না। আমি কি করিব? ভালবাসাবাসির কথা একটাও নাই—বহুকালসঞ্চিত প্রণয়ের কথা কিছু নাই—“হে প্রাণ!” “হে প্রাণাধিকা!” সে সব কিছুই নাই—ছিছি!”

এই গ্রন্থবর্ণিত পাত্রগণের চরিত্রের, বিশেষতঃ স্ত্রীচরিত্রের মধ্যে একটা ক্রততা আছে। তাহারা বড় বড় সাহসের এবং নৈপুণ্যের কাজ করে অথচ তৎপূর্ব্বে যথেষ্ট ইতস্তত অথবা চিন্তা করে না। সুন্দরী বিদ্যুৎরেখার মত এক নিমেষে মেঘাবরোধ ছিন্ন করিয়া লক্ষ্যের উপর গিয়া পড়ে, কোন প্রস্তরভিত্তি সেই প্রলয়গতিকে বাধা দিতে পারে না।

স্ত্রীলোক যখন কাজ করে তখন এমনি করিয়াই কাজ করে। তাহার সমগ্র মনপ্রাণ লইয়া বিবেচনা চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়া একেবারে অব্যবহিত ভাবে উদ্দেশ্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু যে হৃদয়বৃত্তি প্রবল হইয়া তাহার প্রাত্যহিক গৃহকর্ম্মসীমার বাহিরে তাহাকে অনিবার্য্য বেগে আকর্ষণ করিয়া আনে, পাঠকের পূর্ব্ব হইতে তাহার একটা পরিচয় একটু সংবাদ দেওয়া আবশ্যক। বঙ্কিম বাবু তাহা পূরাপূরি দেন নাই।

সেই জন্য রাজসিংহ প্রথম পড়িতে পড়িতে মনে হয় সহসা এই উপন্যাস-জগৎ হইতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব যেন অনেকটা হ্রাস হইয়া গিয়াছে। আমাদিগকে যেখানে কষ্টে চলিতে হয় এই উপন্যাসের লোকেরা সেখানে লাফাইয়া চলিতে পারে। সংসারে আমরা চিন্তা শঙ্কা সংশয়ভারে ভারাক্রান্ত, কার্য্যক্ষেত্রে সর্ব্বদাই দ্বিধাপরায়ণ

মনের বোঝাটা বহিয়া বেড়াইতে হয়—কিন্তু রাজসিংহ-জগতে অধিকাংশ লোকের যেন আপনার ভার নাই।

যাহারা আজকালকার ইংরাজি নভেল বেশি পড়ে তাহাদের কাছে এই লঘুতা বড় বিস্ময়জনক। আধুনিক ইংরাজি নভেলে পদে পদে বিশ্লেষণ—একটা সামান্যতম কার্য্যের সহিত তাহার দূরতম কারণপরম্পরা গাঁথিয়া দিয়া সেটাকে বৃহদাকার করিয়া তোলা হয়—ব্যাপারটা হয়ত ছোট কিন্তু তাহার নথীটা বড় বিপর্য্যয়। আজকালকার নভেলিষ্টরা কিছুই বাদ দিতে চান না, তাহাদের কাছে সকলই গুরুতর। এই জন্য উপন্যাসে সংসারের ওজন ভয়ঙ্কর বাড়িয়া উঠিয়াছে। ইংরাজের কথা জানি না, কিন্তু আমাদের মত পাঠককে তাহাতে অত্যন্ত ক্লিষ্ট করে।

এই জন্য আধুনিক উপন্যাস আরম্ভ করিতে ভয় হয়। মনে হয় কর্ম্মক্লান্ত মানবহৃদয়ের পক্ষে বাস্তব জগতের চিন্তাভার অনেক সময় যথেষ্টর অপেক্ষা বেশী হইয়া পড়ে, আবার যদি সাহিত্যও নির্দয় হয় তবে আর পলায়নের পথ থাকে না। সাহিত্যে আমরা জগতের সত্য চাই কিন্তু জগতের ভার চাহি না।

কিন্তু সত্যকে সম্যক্ প্রতীয়মান করিয়া তুলিবার জন্য কিয়ৎ পরিমাণে ভারের আবশ্যক, সেটুকু ভারে কেবল সত্য ভালরূপ অনুভবগম্য হইয়া হৃদয়ের আনন্দ উৎপাদন করে, কল্পনাজগৎ প্রত্যক্ষবৎ দৃঢ় ও স্পর্শযোগ্য ও চিরস্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত বোধ হয়।

বঙ্কিম বাবু রাজসিংহে সেই আবশ্যক ভারেরও কিয়দংশ যেন বাদ দিয়াছেন বোধ হয়। ভারে যেটুকু কম পড়িয়াছে গতির দ্বারায় তাহা পূরণ করিয়াছেন। উপন্যাসের প্রত্যেক অংশ অসন্দিগ্ধরূপে সম্ভবপর ও প্রমাণসহ করিয়া তুলেন নাই, কিন্তু সমস্তটার উপর দিয়া এমন দ্রুত অবলীলাভঙ্গীতে চলিয়া গিয়াছেন যে প্রশ্ন করিবার অব-

[illegible] নাই। [illegible] যাহা [illegible] কোথাও [illegible] বোধ হয় না—[illegible] উপর দিয়া এমন [illegible] লইয়া চলে যে, [illegible] পাওয়া যায় না।

এমন [illegible] লাগাও [illegible] পড়িয়া রহিয়াছে। [illegible] করিতে [illegible] তখন তাহারা সমস্ত [illegible] কাঁধে [illegible] চলিতে [illegible] না। [illegible] কাজ করিতে হয়। চলৎশক্তির বাধা [illegible] উপকরণের প্রাচুর্য্য এবং [illegible]।

[illegible] চলিয়াছে। এই [illegible] তাঁহারাও [illegible] চলিয়াছেন, [illegible] পারিতেছেন না।

[illegible] কাজ। [illegible] যেমন [illegible] উঠি [illegible] পাঠি [illegible] থাকেন। [illegible] এই [illegible] এবং [illegible] করিতে পারিতেন।

[illegible] ছিল না। [illegible] এবার [illegible] চলিতেছিল— [illegible] উপর দিয়া [illegible]। [illegible] চলিয়া [illegible] সমস্ত [illegible]।

[illegible]

সে বসন্তরাত্রের সুখশয্যার বাসন্তী প্রেম নহে—ঘন বর্ষার কাল-রাত্রে মৃত্যু হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে আসিয়া দোলা দিয়াছে—মান অভিমান লাজলজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া ত্রস্ত নায়িকা চকিত বাহুপাশে নায়ককে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। এখন সুদীর্ঘ সুমধুর ভূমিকার সময় নাই।

এই অকস্মাৎ মৃত্যুর দোলায় সকলেই সজাগ হইয়া উঠিয়াছে এবং আপনার অন্তরবাসী মহাপ্রাণীর আলিঙ্গন অনুভব করিতেছে। কোথায় ছিল ক্ষুদ্র রূপনগরের অন্তঃপুরপ্রান্তে একটি বালিকা,—কালক্রমে সে কোন্ ক্ষুদ্র রাজপুত নৃপতির শত রাজ্ঞীর মধ্যে অন্যতম হইয়া অসম্ভব-চিত্রিত লতার উপরে অসম্ভব-চিত্রিত পক্ষীখচিত শ্বেতপ্রস্তররচিত কক্ষপ্রাচীর মধ্যে পুরু গালিচায় বসিয়া রঙ্গ-সঙ্গিনীগণের হাসিটিট্কারী পরিবৃত হইয়া আলবোলায় তামাকু টানিত, সেই পুষ্পপ্রতিমা সুকুমার সুন্দর বালিকাটুকুর মধ্যে কি এক দুর্ব্বার দুর্দ্ধর্ষ প্রাণশক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিল সে আজ বাহিরে বন্যার একটি গর্ব্বোন্নত প্রবল তরঙ্গের ন্যায় দিল্লির সিংহাসনে গিয়া আঘাত করিল। কোথায় ছিল মোগল রাজপ্রাসাদের রত্নখচিত রঙমহালে সুন্দরী জেব্উন্নিসা—সে সুখের উপর সুখ, বিলাসের উপর বিলাস বিকীর্ণ করিয়া আপনার অন্তরাত্মাকে আলোকের পুষ্প-রাশির মধ্যে আচ্ছন্ন অচেতন করিয়া রাখিয়াছিল, সে দিনের সেই মৃত্যুদোলায় হঠাৎ তাহার অন্তরশয্যা হইতে জাগ্রত হইয়া তাহাকে কোন্ মহাপ্রাণী এমন নিষ্ঠুর কঠিন বাহুবেষ্টনে পীড়ন করিয়া ধরিল, সম্রাট্-দুহিতাকে কে সেই সর্ব্বত্রগামী দুঃখের হস্তে সমর্পণ করিল যে দুঃখ প্রাসাদের রাজরাজেশ্বরীকেও কুটিরবাসিনী কৃষককন্যার সহিত এক বেদনাশয্যায় শয়ান করাইয়া দেয়। দস্যু মাণিকলাল হইল বীর, করুণমুখ মোবারক মৃত্যুপথের আত্মবিসর্জ্জন করিল.

[illegible] নির্ম্মলকুমারী বিপ্লবের [illegible] উঁকি মারিল এবং নৃত্যকুশলা পতঙ্গচপলা দরিয়া সহসা অট্টহাস্যে মুক্তবেণী কালনৃত্যে আসিয়া যোগ দিল!

অন্ধরাত্রির এই বিশ্বব্যাপী ভয়ঙ্কর [illegible] মধ্যে কি মধ্যাহ্ন কুঞ্জবনবাসী প্রণয়ের করুণ কপোতকূজন প্রত্যাশা করা যায়?

রাজসিংহ দ্বিতীয় বিষবৃক্ষ হয় নাই বলিয়া আক্ষেপ করা যাইতে [illegible] না। বিষবৃক্ষের সুতীব্র সুখদুঃখের পাকগুলা প্রথম হইতেই পাঠকের মনে কাটিয়া কাটিয়া বসিতেছে। অবশেষে শেষ [illegible]টা পাকে হতভাগ্য পাঠকের একেবারে কণ্ঠরোধ [illegible] আসে। রাজসিংহের প্রধান [illegible] পরিচ্ছেদগুলি [illegible] সেরূপ রক্তবর্ণ সুগভীর চিহ্ন দিয়া যায় না। তাহার কারণ রাজসিংহ স্বতন্ত্র জাতির উপন্যাস।

প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি বলিয়াই [illegible] [illegible] দেখি না। কাল্পনিক পাঠক খাড়া করিয়া তাহাদের প্রতি দোষারোপ করা আমার উচিত হয় না। আসল কথা এই যে, রাজসিংহ পড়া আরম্ভ করিয়া আমারই মনে প্রথম [illegible] খট্‌কা লাগিয়াছিল। আমি ভাবিতেছিলাম, বড়ই বেশি তাড়াতাড়ি [illegible]—তাহাতে যেন মিষ্ট মুখে দুটো ভদ্রতার কথা [illegible] নাই। মনের ভিতর এমন আঁচড় দিয়া যায় না [illegible] একটু [illegible] [illegible] দেখে ভাল হইত।—যখন এই সকল কথা ভাবিতেছিলাম তখন রাজসিংহ [illegible] [illegible] বলিতে [illegible]।

পর্ব্বত হইতে প্রথম বাহির হইয়া যখন নির্ঝরগুলা [illegible] ছুটিতে আরম্ভ [illegible] তখন মনে হয় তাহারা খেলা করিতে বাহির হইয়াছে—[illegible] [illegible] কোন কাজের। ছুটিতেও তাহারা গভীর চিহ্ন [illegible] দিতে পারে না। কিন্তু [illegible] অগ্রসর করিয়া [illegible] যখন নির্ঝরগুলা নদী হইয়া [illegible]

[illegible] স্ফীত হইয়া ক্রমেই প্রশস্ততর হইয়া পর্বত [illegible] যায়। জলধ্বনি দ্বিগুণ উচ্ছ্বাসে অগ্রসর হইতে থাকে—নদী [illegible] [illegible] শান্তি প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে তাহার আর বিশ্রাম নাই।

রাজসিংহেও তাই। তাহার এক একটি খণ্ড এক একটি নির্ঝরের মত ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা চলিয়াছে। প্রথম প্রথম তাহাতে কেবল [illegible] ঝিকিমিকি এবং চঞ্চল লহরীর তরল কলধ্বনি—তাহার [illegible] [illegible] ধ্বনি গম্ভীর, স্রোতের পথ গভীর এবং জলের বর্ণ [illegible] হইয়া আসিতেছে, তাহার পর সপ্তম খণ্ডে দেখি [illegible] [illegible] কতক বা সমুদ্রের তরঙ্গ কতক বা অমোঘ [illegible] [illegible] গর্জ্জন, কতক বা তীব্র করুণাশ্রুনির্ঝর [illegible] [illegible] [illegible]োচ্ছ্বাস, কতক বা কালপুরুষলিখিত ইতিহাসের [illegible] [illegible] বিস্তার, কতক বা ব্যক্তিবিশেষের মজ্জমান তরণীর [illegible] [illegible]। সেখানে নৃত্য অতিশয় রুদ্র, ক্রন্দন [illegible] [illegible] এবং ঘটনাবলী ভারত ইতিহাসের একটি যুগাবসান হইতে [illegible] [illegible] ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

রাজসিংহ ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইহার নায়ক কে কে? [illegible] [illegible] অংশের নায়ক ঔরংজেব, রাজসিংহ এবং [illegible] [illegible] অংশের নায়ক আছে কি না জানি না, নায়িকা [illegible]।

রাজসিংহ, চঞ্চলকুমারী, নির্ম্মলকুমারী, [illegible] [illegible] ছোটবড় অনেকে মিলিয়া সেই দেবদুর্লভ রথযাত্রার দিন [illegible]দের রথরজ্জু আকর্ষণ করিয়া দুর্গম [illegible] [illegible] তাহাদের মধ্যে অনেকে লেখকের কল্পনাপ্রসূত হইতে পারে [illegible] [illegible] এই ঐতিহাসিক উপন্যাসের ঐতিহাসিক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জীবন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এ গ্রন্থে প্রকাশ পায় নাই।

জেবউন্নিসার সহিত ইতিহাসের যোগ আছে বটে কিন্তু সে যোগ সামান্য। সে যোগটুকু না থাকিলে এ গ্রন্থের মধ্যে তাহার কোন অধিকার থাকিত না। যোগ আছে কিন্তু বিপুল ইতিহাস তাহাকে গ্রাস করিয়া আপনার অঙ্গীভূত করিয়া লয় নাই, সে আপনার জীবনকাহিনী লইয়া স্বতন্ত্রভাবে দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে।

সাধারণ ইতিহাসের একটা গৌরব আছে। কিন্তু স্বতন্ত্র মানবজীবনের মহিমাও তদপেক্ষা ন্যূন নহে। ইতিহাসের উচ্চচূড় রথ চলিয়াছে, বিস্মিত হইয়া দেখ সমবেত হইয়া মাতিয়া উঠ, কিন্তু সেই রথচক্রতলে যদি একটি মানবহৃদয় পিষ্ট হইয়া ক্রন্দন করিয়া মরিয়া যায় তবে তাহার সেই মর্ম্মান্তিক আর্ত্তধ্বনিও—রথের চূড়া যে গগনতল স্পর্শ করিতে স্পর্দ্ধা করিতেছে—সেই গগনপথে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, হয় ত সেই রথচূড়া ছাড়াইয়া চলিয়া যায়।

বঙ্কিম বাবু সেই ইতিহাস এবং মানব উভয়কেই একত্র করিয়া এই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করিয়াছেন।

তিনি এই বৃহৎ জাতীয় ইতিহাসের এবং তীব্র মানব ইতিহাসের পরস্পরের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে ভাবেরও যোগ রাখিয়াছেন।

মোগল সাম্রাজ্য যখন সম্পদে এবং ক্ষমতায় স্ফীত হইয়া একান্ত স্বার্থপর হইয়া উঠিল, যখন সে, সম্রাটের পক্ষে ন্যায়পরতা অনাবশ্যক বোধ করিয়া, প্রজার সুখদুঃখে একেবারে অন্ধ হইয়া পড়িল, তখন তাহার অধঃপাতের দিন উপস্থিত হইল।

বিলাসিনী জেবউন্নিসাও মনে করিয়াছিল সম্রাটদুহিতার পক্ষে প্রেমের আবশ্যক নাই, সুখই একমাত্র শরণ্য। সেই সুখে অন্ধ হইয়া যখন সে দরিদ্র মবারককে অনায়াসে কাঞ্চন-মুক্তাখচিত সুকুমারকান্তি সুন্দর বামচরণখানি দিয়া পদাঘাত করিল তখন কোন্ অজ্ঞাত গুহাতল হইতে সুপ্ত প্রেম জাগ্রত হইয়া তাহাকে

বক্ষঃস্থলে দংশন করিল, শিরায় শিরায় সুখসঞ্চরণশীল রক্তপ্রবাহের মধ্যে একেবারে আগুন বহিতে লাগিল, আরামের পুষ্পশয্যা চিতাশয্যার মত তাহাকে দগ্ধ করিল—তখন সে ছুটিয়া বাহির হইয়া উপেক্ষিত প্রেমের কণ্ঠে বিনীত দীনভাবে সমস্ত সুখসম্পদের বরমালা সমর্পণ করিল—দুঃখকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া হৃদয়াসনে অভিষেক করিল। তাহার পরে আর সুখ পাইল না কিন্তু আপন সচেতন অন্তরাত্মাকে ফিরিয়া পাইল। জেব্‌উন্নিসা সম্রাট্‌প্রাসাদের অবরুদ্ধ অচেতন আরামগর্ভ হইতে তীব্র যন্ত্রণার পর ধূলায় ভূমিষ্ঠ হইয়া উদার জগতীতলে জন্মগ্রহণ করিল। এখন হইতে অনন্ত জগৎবাসিনী নারী।

ইতিহাসের মহা কোলাহলের মধ্যে এই নবজাগ্রত হতভাগিনী নারীর বিদীর্ণপ্রাণের মাঝে মাঝে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া রাজসিংহের পরিণাম অংশে বড় একটা রোমাঞ্চকর সুগভীর করুণা ও ব্যাকুলতা বিস্তার করিয়া দিয়াছে। দুর্যোগের সময় একদিকে মোগলের অভ্রভেদী পাষাণপ্রাসাদ ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে আর এক দিকে সর্ব্বত্যাগিনী রমণীর অব্যক্ত ক্রন্দন ফাটিয়া ফাটিয়া উঠিতেছে; সেই বৃহৎ ব্যাপারের মধ্যে কে তাহার প্রতি দৃক্‌পাত করিবে—কেবল যিনি অন্ধকার রাত্রে অতন্দ্র থাকিয়া সমস্ত ইতিহাসপর্য্যায়কে নীরবে নিয়মিত করিতেছেন তিনি এই ধূলিলুণ্ঠমান ক্ষুদ্র মানবীকেও অনিমেষ লোচনে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।

এই ইতিহাস এবং উপন্যাসকে এক সঙ্গে চালাইতে গিয়া উভয়কেই এক রাশের দ্বারা বাঁধিয়া সংযত করিতে হইয়াছে। ইতিহাসের ঘটনাবহুলতা এবং উপন্যাসের হৃদয়বিশ্লেষণ উভয়কেই কিছু খর্ব্ব করিতে হইয়াছে—কেহ কাহারও অগ্রবর্ত্তী না হয় এ বিষয়ে

বিশেষ ... । কেবল এটি উপন্যাসের ... এবং ... বিস্তারিত করিয়া দেখা- ... ইতিহাসের ... হইয়া পড়িত। তিনি ... প্রবল স্রোতস্বিনীর ... নৌকা ভাসাইয়া দিয়া ... নৌকা ... দেখাইতে চলি- ... এই ... চিত্রে নৌকার ... অপেক্ষাকৃত ... হই- ... তাহার ... হইতেছে না। ... যদি নৌকার ভিতরের ... দেখাইতে ... নদীর অধিকাংশ ... অস্পষ্ট হইয়া যায় ... হইতে পারে কোন ... অজানা ভাগ ... এবং ... কিন্তু ... কর্তব্য ... বিশে ... এবং ... হইয়াছেন। ... বলিয়া ... বিবেচনা ... পাঠাইতে ... করিবার উপক্রম ... বলিতে ...

... উপন্যাসখানি ... আমার ... হইয়াছে আমি তাহাই ... করিলাম। ... বিশ্লেষণ করিয়া ইহার ... গুণানুপুঙ্খ ... তাহে লেখা আবশ্যক ... নাই এবং ... এইখানেই ...

# কৃতজ্ঞতা।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ।

গোবিন সাহেবের পর ডোনাল্ড সাহেব জেলার পাকা কালেক্টর হইয়া আসিলেন। দীনেন্দ্রনাথ তখন কলিকাতার ওয়ার্ড ইনষ্টিটিউটে এবং তাঁহার মাতা ও পত্নী কুণ্ডলার বাটীতে। ম্যানেজার বরকটী পরলোক গমন করায় পুরাতন নায়েব সিদ্ধেশ্বর রায় সম্প্রতি সে পদে উন্নীত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার চেষ্টা ও তদ্বিরে কাছারী কেব কুণ্ডলায় উঠিয়া আসিয়াছিল।

অকালী সিংএর প্রত্যাগমনের পরদিন ম্যানেজার মোক্তার হরানন্দ তালুকদারের চিঠি পাইলেন। মোক্তার মহাশয় তাহাতে পূর্ব্বদিনের ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন যে, অদ্য কালেক্টর সাহেব কুণ্ডলা যাত্রার আদেশ দিয়াছিলেন কিন্তু পেস্কার মহাশয়ের সহায়তায় তিনি হাকিমের সে রায় ফিরাইয়াছেন। অতঃপর ডোনাল্ড সাহেবের কবে শুভাগমন হইবে, তালুকদার-প্রবর সে কথাটা তেমন নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু কৃতোপকারের জন্য পেসকার যে পুরস্কারের যোগ্য তাহার ইঙ্গিত করিয়া যথাসময়ে সকল কথার এত্তালা দিবেন প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। সিদ্ধেশ্বর রায় নায়েবির খোলস ছাড়িয়া-বধি নিজ নূতন পদগৌরবের উপযোগী কোন একটা কৃতিত্ব দেখাইবার দাঁও খুঁজিতেছিলেন, অতএব এই খবরটায় একটু একটু উদ্বিগ্ন হইলেও নিতান্ত অপ্রসন্ন হইলেন না।

সংসারে যাহাকে ভালো লোক বলে মৃত ম্যানেজার ঠিক তাহা ছিলেন না। তাঁহার চরিত্র [illegible] এবং [illegible]

দুইটা উপসর্গ বিদ্যমান থাকায় পত্নী সত্ত্বেও ছিল। ছোট তরফের বিষয়টাকে দেনার দায়ে একেবারে জাহান্নমে দিতে চাহিতেন না। কিন্তু সিদ্ধেশ্বর রায় বহুদিন হইতে ছোটতরফে মুহুরিগিরি করার পর বড় তরফের নায়েব হইয়াছিলেন, ম্যানেজার হওয়া। সহজেই ভাবিলেন মনিব নাবালক হইয়া দেওয়ানীতে তাঁহাকেই দিবেন, অতএব নূতন মনিবের হানাহানি করিতে যদি পুরাতন মনিবকে হয়রানি ঘটে তাহাতে তিনি পশ্চাৎপদ ছিলেন না। ইহার দুই একটা উত্তেজক কারণও ঘটিয়াছিল। মুহুরী সিদ্ধেশ্বর ম্যানেজার সিদ্ধেশ্বর বাবু হইলা আমার খবর উঠিলে অকালী সিং একদিন আহ্লাদ করিয়া তাঁহাকে দেখিতে যায় বটে, কিন্তু সে সেই আগেকার ধরণে কখন "আপ্" এবং কখন 'তোম' বলিয়া কথাবার্ত্তা কহিয়াছিল। কথায় কথায় ছোট তরফের সঙ্গে পূর্ব্ব সম্বন্ধ স্মরণ করাইয়া দিয়া অকালী সিং যখন বলিল যে, তাহার নিমক প্রভুকন্যার তিনি সর্ব্বনাশ হইতে দিবেন না, সিদ্ধেশ্বর রায় তখন রাগে গরগর করিতেছিলেন।

কাজেই নূতন ম্যানেজারের আমল পড়িতে না পড়িতে ছোট তরফের প্রজারা শুনিল, অতঃপর তাহাদিগকে বড় তরফে খাজানা দিতে হইবে। মফঃস্বলের থানা পাইক বরকন্দাজ পর্য্যন্ত ক্রমে বড় তরফের টান টানিতে লাগিল। অকালী সিং মহালে গিয়া আর বড় আমল পায় না। সর্ব্বত্র যায় দেখিয়া সে বুদ্ধি খরচ করিয়া কালেক্টার সাহেবের শরণ লইয়াছিল।

অতি সুক্ষ্মবুদ্ধি সিদ্ধেশ্বর বুঝিলেন কালেক্টার সাহেব দেখিতে বসিয়াছেন যে, ছোট তরফের অধিকারিণী নাবালিকা কি না। তাহাকে এখন নাবালিকা প্রমাণ করিতে পারিলেই বড় তরফের [illegible] নীলামে চড়িবে। অতএব [illegible] মহাশয় [illegible] ভঙ্গিতে উদ্যোগী হইলেন।

## নবম পরিচ্ছেদ।

[illegible] রায় কর্ত্রী ঠাকুরাণীর হুজুরে হাজিরি দিলেন। [illegible] সংক্রান্ত সলা-পরামর্শের কথা উঠিলে হরিপ্রিয়া [illegible] [illegible] হইত, কিন্তু কৌশলী [illegible] বাবু কোন না কোন [illegible] মাঝে মাঝে তাঁহাকে দরবারে বসিতে অনুরোধ করিতে-ছিলেন। [illegible] মনে বাবুদের এবং শারীরিক অসুস্থতার [illegible] করিয়া কর্ত্রী ঠাকুরাণী পাঁচ দিনের মধ্যে সাধনার কম [illegible] হাজিরি গ্রহণ করিতেন না, কিন্তু একান্তে অনুরুদ্ধ হইয়া [illegible] দাসী তাহাকে জানাইয়া দিল, অতিশয় জরুরি এবং গোপনীয় পরামর্শ আছে, না শুনিলে কোবন বাবুর অনিষ্ট ঘটিতে পারে। [illegible] কর্ত্রী ঠাকুরাণী দরবারে বসিতে সম্মত হইলেন—[illegible] [illegible] বিনোদা দাসী তাঁর কাছে রহিল। বাহিরের লোকের [illegible] বিশ্বস্ত খানসামা হরা ম্যানেজার বাবুর সম্মুখে [illegible] পর্দ্দান্তরবর্ত্তিনী কর্ত্রী দাসী বিনোদার জবানি [illegible] "মা বলিতেছেন" ইতি ভূমিকা করিয়া [illegible] তাহাই উক্ত বলিতেছিল। তাহার কথার কোন অস্পষ্টতা [illegible] [illegible] অভ্যাসবশতঃ হরা খানসামা মুৎসুদ্দিয়ানা [illegible] [illegible] তাহাতে টীকা টিপ্পনি করিতেছিল। ইহাতে ম্যানেজার মহাশয়ের বিরক্তির কারণ হইলেও তিনি ঘাড় নাড়িয়া [illegible] [illegible] দিতেছিলেন

[illegible] কর্ত্রীর উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন, [illegible] [illegible] দেখিয়া খুসী হইলে ভবিষ্যতে ইষ্টেট দেওয়া [illegible] [illegible] কিন্তু [illegible] কিছু অতিরিক্ত মাটা [illegible] [illegible] [illegible]

হৃদ… …ণামে জানাইল বটে কিন্তু তাহাতে কোন বিশেষণ যোগ … না। বিনোদা বলি… "মা পুছ্‌তিছেন, রাবজীব শরীর ভ… আছে?"

"ভালই আছে" বলিয়া সিদ্ধেশ্বর একেবারে কাজের কথায় গিয়া পড়িবার জন্য ব্যস্ত হইলেন কেননা তাঁহার জানা ছিল, অতঃপর কর্ত্রী তাঁর পুত্রকলত্রাদির কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া গঙ্গাস্নান কি ব্রাহ্মণভোজনের প্রসঙ্গ তুলিলে কাজের কথা চাপা পড়িয়া যাইবে। রায় মহাশয় তাই এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিলেন যে, শরীর তাঁর ভালই আছে বটে কিন্তু মনটা ভাল নাই। এবং তার পর কর্ত্রীর প্রশ্নমতে মোক্তারের চিঠির মর্ম্ম বিবৃত করিলেন।

শুনিয়া কর্ত্রী কিন্তু রায় মহাশয়ের মত বৈষয়িক …চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন না। …বিক ছোট তরফের-জন্য তাঁর …প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। কালেক্টর সাহেবের আদেশে যেদিন তাঁর খোকনকে দারোগা ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল, সেদিন মনে পড়িয়া গেল। বলিলেন "মৈত্র গোষ্ঠীর যা কিছু ইজ্জৎ আবরু ছিল, তা আর থাকে না দেখ্‌চি। খোকনকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, সে যাহোক্ ব্যাটাছেলে তাতে ইজ্জতের উপর হাত পড়ে নি। ছোটতরফের কুসীকে যদি নিয়ে যায়, তবে কি সর্ব্বনাশ হবে! তার না হয় মা বাপ নেই, কিন্তু আমরা ত এখনও বেঁচে আছি। রাবজী, টাকা খরচ করলে কি কালেক্টর সাহেবকে নিরস্ত করা যায় না?"

কর্ত্রী ঠাকুরাণীর হালকা বুদ্ধিতে রাবজীর সর্ব্বাঙ্গ জলিয়া গেল, কিন্তু একে মনিব, তায় কৌশল করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে হইবে। কাজেই মনের সে ভাব গোপন করিয়া ঊর্ণনাভের মত তিনি জাল বিস্তারে মন দিলেন।

"হুজুরে… …না মায়া শরীর, সকলের মান ইজ্জতের দিকেই

দৃষ্টি। কিন্তু ছোট তরকের বাবু এ তরফকে এক চোটে পেলে দুচোটের অপেক্ষা রাখ্‌তেন না। আমি তখন ও তরফে কাজ করি, আমার আর কিছু জান্‌তে বাকী নেই। তা কালেক্টর সাহেব যা ইচ্ছে করুক, তাতে আমাদের কি বয়ে গেল? তবে এই সুযোগে আমি ভাব্‌চি কি যে, ছোট তরফের বিষয়গুলো কোকন বাবুর করে দিই। মাঠাকুরাণীর এতে কি মত?"

বিষয় আশয়ের কথা শুনিয়া কিন্তু মাঠাকুরাণীর মাথা ঘুরিতেছিল, বিশেষ এ প্রহেলিকার ছন্দাংশও তাঁর বোধগম্য হয় নাই। ম্যানেজার আপন প্রশ্নের উত্তর না পাইবা দুইবার তাহা পুনরুক্ত করিলেন। কাজেই কলের পুত্তলির মত কর্ত্রী বলিলেন, "যা ভাল বিবেচনা হয় করুন।"

সাহস পাইয়া রায়জী বলিয়া বসিলেন "কালেক্টর সাহেব আসবেন তদারক করতে যে ছোট তারফের কুকী নাবালিকা কি সাবালিকা? নাবালিকা প্রমাণ হলে বিষয় কোর্ট অব ওয়ার্ডে যাবে, তাহলে পাঁচ সাত বছরের ভেতর ডিক্রীর দেনা সব শোধ হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা যদি প্রমাণ করতে পারি যে তিনি সাবালিকা, ষোল বছরের কম বয়স নয়, তা হলে কালেক্টর সাহেব বিষয় আশয়ে হাত দেবেন না, দেনার দায়ে অনায়াসে আমরা সর্ব্বস্ব বেচে নিতে পারবো।"

এতক্ষণে হরিপ্রিয়া ম্যানেজারের কথা বুঝিলেন এবং আতঙ্কে জিহ্বা দংশন করিলেন। বিনোদা তাহা দেখিয়া আপনা হইতে বলিল "সে চেষ্টা পাওয়া হবে না রায়জী!"

সিদ্ধেশ্বর। কেন?

কর্ত্রীর শিক্ষামতে বিনোদা বলিল "মা বল্‌তিছেন, পরের মন্দ কর্‌তে গেলে আপনার মন্দ আগে হয়। আমার কোকনের যা আছে তাই খায় কে? অধর্ম্ম করে' বিষয় করলে কি ভোগ হয়

রায়জী ? আজও ত চন্দ্র সূর্ি
এখনও আসে নি।"

সিদ্ধেশ্বর রায় এ কথার উ
তরফের বিষয়টুকু যদি হাত ক
লক্ষ টাকার মুনাফা হবে সে
সবই নির্ভর করচে কর্ত্তামার
জিজ্ঞাসা করলে তাঁকে বল্‌তে
কিছুতে নয়। আর তাতে
এখনও তাঁর সাবালক হতে
খুব কম হয় ত তিনটে বছর এ

হরিপ্রিয়া। তা আমি
একটী ছাওয়াল, আর জন্মে
তামা তুলসী নিয়ে গিছে বলে"

বিনোদা বলিল "মা তামা
জানালা গলিয়ে ফেলে দেব।

হরা বলিল, "সত্যি সত্যি
তুলসী দিয়ে জিজ্ঞেস করবে ন
অন্নপূর্ণা।"

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন "বিষয়
গতি নেই। তামা তুলসী!
তামা বেশী! তার পর টাক
পাপক্ষয় হয়।"

কর্ত্রী ঠাকুরাণী কিছুতে
"আমার ছাওয়ালের অকল্যাণ
কাজেই সিদ্ধেশ্বর পরামর্শ

[illegible] [illegible] বলিল হয়ত তার পরে সাক্ষাৎ [illegible] [illegible] থাকিলে। স্বামীজী [illegible] [illegible] বিদায়ও হবেক [illegible] করিয়া দিলেন, কথাটা যেন প্রকাশ না হয়। কিন্তু [illegible] [illegible] মনের মধ্যে [illegible] দেখা [illegible] তাহার [illegible] [illegible] বলিয়াছিল, তখন তার [illegible] [illegible] নহে। [illegible] ছিল।

## দশম পরিচ্ছেদ

[illegible] কখন [illegible] কথায় থাকে না। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] বোন, সে কখনো একটা কথা [illegible] [illegible] তাহাকে না শুনাইয়া থাকিত না। অন্য কোন [illegible] [illegible] তখনই ভুলিয়া যাইত, নয় [illegible] বলিয়া ফেলিত। [illegible] [illegible] একটা খবর [illegible] [illegible] না শুনাইয়া সে থাকিতে পারিল না। [illegible] [illegible] অগ্নিগর্ভ ভূধরের মত [illegible] হইয়া বসিল। [illegible] [illegible] উঠা প্রাবল্য হওয়ার [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] পড়ার নিত্যকর্ম [illegible] [illegible] এবং [illegible] চেষ্টা সত্ত্বেও উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে গালি না দেওয়া তাহার [illegible] [illegible] হইয়া উঠিল। ক্রমে তাহার [illegible] [illegible] [illegible] হইতে দৈনিক নিয়মবৎ যে [illegible] [illegible] [illegible] বাঙ্গালী শ্রোতারা তাহার ভিতর [illegible] ও [illegible] [illegible] বড় কিছু বুঝিতে পারিত না। [illegible] তখন [illegible] [illegible] ঘরে বসিয়া [illegible] কাপড় [illegible] [illegible] [illegible] উচ্চকণ্ঠে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাহার [illegible] [illegible]

বা শ্বশুরকে নাগরাপেটা করিয়া দুরস্ত করিয়া দিবে এইরূপ "কসম" লইতেছিল। কিন্তু সুরোদিদিকে দেখিবামাত্র তাহার সব রাগ জল হইয়া গেল। সুরবালা বিস্ফারিতনেত্রে ভয়ে কৌতূহলে যখন জিজ্ঞাসা করিল "কাকে অত গাল দিচ্চ জমাদার?" জমাদার তখন হাসিয়া বলিল "দুনিয়ামে বড়াসব নেমকহারাম আছে দিদি!"

কিন্তু স্নানান্তে খড়ম পায়ে দিয়া দীর্ঘশিখা ঝাড়িতে ঝাড়িতে অকালী সিং যখন "চৌকার" দিকে যাইতেছিল, তখন অকস্মাৎ তাহার মনে হইল, অত রাগ না করিয়া ম্যানেজার বাবুকে নিজে গিয়া দুটো মিষ্ট কথা বলিয়া আসিলে ক্ষতি কি? সত্য সত্যই কি সংসার এত স্বার্থপর হইয়া উঠিয়াছে যে, লোকে নিমকের খাতির একেবারে ভুলিয়া যাইবে; অতএব "রোটী বানাইতে বানাইতে" অকালী সিং মনস্থির করিল রাত্রে সিদ্ধেশ্বর রায়ের বাসায় গিয়া গোপনে তাঁহার সহিত মোলাকাৎ করিবে।

এদিকে রায়জী কর্ত্রীঠাকুরাণীকে রাগাইতে না পারিয়া সাক্ষীর যোগাড় দেখিতেছিলেন এবং জনকতক পেসাদার সাক্ষীকে শিখাইতে পড়াইতে সেদিন গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহাকে কাছারীর মন্ত্রণাগৃহে থাকিতে হইয়াছিল। বাসায় ফিরিয়া গিয়া দেখিলেন ছোট তরফের জমাদার অকালী সিং তাঁহার অপেক্ষায় তাঁহার বৈঠকখানায় দিব্য সপ্রতিভ ভাবে বসিয়া আছে। তাঁহাকে দেখিয়া একটা ছোট্ট রকমের সেলাম করিল বটে, কিন্তু এমন সেলাম তিনি ছোট তরফে থাকার সময়ও করিত। তাঁহার পদবৃদ্ধির অনুপাতে সেলাম-ও যে দীর্ঘতায় বাড়িতে বাধ্য, অকালী সিংহের মোটা বুদ্ধিতে ইহা প্রতিভাত না হওয়ায় রায় মহাশয় আজ তাহা ফিরাইয়া দিলেন না এবং নিজে শয্যায় উপবেশন করিয়া তাকিয়া হেলান দিয়া আলবোলা টানিতে টানিতে অকালী সিং ছাড়া গৃহস্থিত আর সকল

জিনিসের প্রতিই দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছিলেন। অকালী সিং ইহাতে প্রথমতঃ ভাবিল যে, রায়জী বুঝি তাহাকে দেখিতে পান নাই, আর এত রাত্রে পরিশ্রান্ত হইয়া আসিয়া অন্যমনস্ক হওয়াও মানুষের পক্ষে কিছু বিচিত্র নহে। অতএব পূর্ব্ব আনুগত্য স্মরণ করিয়া অকালী সিং বাবুর বিছানার দিকে ঘেঁসিয়া বসিল।

বাবু ইহাতে মহা গরম হইয়া উঠিলেন। অর্দ্ধশয়ানাবস্থায় ছিলেন, উঠিয়া বসিলেন এবং বলিলেন "তুমিত দেখ্‌চি বড় বেয়াদব হে?"

অকালী সিং বুঝিল, সে মুহুরী সিদ্ধেশ্বর আর নাই। হাসিয়া বলিল 'বাবু, আমি গঁওয়ার, লেখা পড়া জানিনে বেয়াদবি করে' থাকি মাফ্ করবেন। একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে আমার আসা। একথা কি সত্য যে আপনি ছোট তরফের নিমক ভুলে তার অনিষ্ট চেষ্টা করচেন?"

সিদ্ধেশ্বর রায় একবার একটু দমিলেন বটে, কিন্তু ধমক চমক করিয়া কথাটা উড়াইয়া দিবার ভরসায় বলিলেন "এমন বড়কথা বরকন্দাজের সঙ্গে হতে পারে না।"

অকালী সিং হাসিল। "বাবু মনে পড়ে কি দশ বছর আগে এই বরকন্দাজ কোসিস্ না করলে আপনার চাকরী থাকা ভার হত? মনিব গোসা করে' আপনাকে জবাব দিলে এই বরকন্দাজ অকালী সিং আপনাকে রক্ষা করেছিল!"

এ অপমান ম্যানেজার বাবুর অসহনীয় হইয়া উঠিল। "কোই হ্যায় রে" বলিয়া তিনি একটা হাঁক দিলেন বটে, কিন্তু ততরাত্রে পেয়াদারা কেহ হাজির ছিল না। খানসামা তামাক সাজিতে গিয়াছিল। অপমানের তীব্র জ্বালায় অধীর হইয়া সিদ্ধেশ্বর রায় নিজের জুতা কুড়াইয়া লইয়া অকালী সিংহের দিকে নিক্ষেপ করিলেন। তখন অকালী সিং সিংহের মত গর্জ্জন করিয়া তাঁহার দিকে ধাবিত

হইল এবং "নেমকহারামির
ক্ষুদ্র দেহটাকে অবলীলাক্র
ফেলিল।

অকালী সিং শূন্য হস্তে
কিন্তু তাতে কিছু এসে য
দেখিয়া ধীরে ধীরে দেউড়ী

## এবার

সংসারে সবাই যবে
তুই শুধু ছিন্নবাধা প
মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে
দূর-বনগন্ধবহ মন্দগা
সারাদিন বাজাইলি
আগুন লেগেছে কো
জাগাতে জগৎ-জনে
শূন্যতল ? কোন্ অন্ধ
অনাথিনী মাগিছে স
অক্ষমের বক্ষ হতে র
লক্ষমুখ দিয়া ! বেদন
স্বার্থোদ্ধত অবিচার !
লুকাইছে ছদ্মবেশে !
মূক সবে,—ম্লানমুখে

বেদনার করুণ কাহিনী; স্কন্ধে যত চাপে ভার—
বহি চলে মন্দগতি, যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার,—
তার পরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি';
নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি,
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোন মতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,
নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে,
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে। এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা; ডাকিয়া বলিতে হবে—
মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে!
যার ভয়ে তুমি ভীত, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে;
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার,—তখনি সে
পথ-কুক্কুরের মত সঙ্কোচে সত্রাসে যাবে মিশে;
দেবতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার,
মুখে করে আস্ফালন, জানে সে হীনতা আপনার
মনে মনে!—

কবি, তবে উঠে এস,—যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহ সাথে,—তবে তাই কর আজি দান!
বড় দুঃখ, বড় ব্যথা,—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়ই দরিদ্র শূন্য, বড় ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার।

অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট ! এ দৈন্য মাঝারে, কবি,
একবার নিয়ে এস স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি !

এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে, রঙ্গময়ি ! দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর ! ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায় !
বিজন বিষাদঘন অন্তরের-নিকুঞ্জচ্ছায়ায়
রেখো না বসায়ে আর ! দিন যায়, সন্ধ্যা হয়ে আসে !
অন্ধকারে ঢাকে দিশি, নিরাশ্বাস উদাস বাতাসে
নিশ্বসিয়া কেঁদে ওঠে বন ! বাহিরিনু হেথা হতে
উন্মুক্ত অম্বরতলে, ধূসরপ্রসর রাজপথে,
জনতার মাঝখানে ! কোথা যাও, পান্থ, কোথা যাও,
আমি নহি পরিচিত, মোর পানে ফিরিয়া তাকাও !
বল মোরে নাম তব আমারে কোরো না অবিশ্বাস !
সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টিমাঝে বহুকাল করিয়াছি বাস
সঙ্গীহীন রাত্রিদিন ; তাই মোর অপরূপ বেশ,
আচার নূতনতর ; তাই মোর চক্ষে স্বপ্নাবেশ,
বক্ষে জ্বলে ক্ষুধানল ।—যে দিন জগতে চলে আসি,
কোন্ মা আমারে দিলি শুধু এই খেলাবার বাঁশি !
বাজাতে বাজাতে তাই মুগ্ধ হয়ে আপনার সুরে
দীর্ঘ দিন দীর্ঘ রাত্রি চলে গেনু একান্ত সুদূরে
ছাড়ায়ে সংসারসীমা ;—সে বাঁশিতে শিখেছি যে সুর
তাহারি উল্লাসে যদি গীতশূন্য অবসাদপুর

স্ফুলিঙ্গ তুলিতে পারি, মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সঙ্গীতে
কর্ম্মহীন জীবনের একপ্রান্ত পারি তরঙ্গিতে
শুধু মুহূর্ত্তের তরে, দুঃখ যদি পায় তার ভাষা,
সুপ্তি হতে জেগে ওঠে অন্তরের গভীর পিপাসা
স্বর্গের অমৃত লাগি,—তবে ধন্য হবে মোর গান,
শত শত অসন্তোষ মহাগীতে লভিবে নির্ব্বাণ।

কি গাহিবে, কি শুনাবে!—বল, মিথ্যা আপনার সুখ,
মিথ্যা আপনার দুঃখ! স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ
বৃহৎ জগত হতে, সে কখনো শেখে নি বাঁচিতে।
মহা বিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা।
মৃত্যুরে করি না শঙ্কা! দুর্দ্দিনের অশ্রুজলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি—তারি মাঝে যাব অভিসারে
তার কাছে,—জীবনসর্ব্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি! কে সে? জানি না কে! চিনি নাই তারে—
শুধু এইটুকু জানি—তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে, জ্বালাবে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর প্রদীপখানি! শুধু জানি—সে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বানগীতি—ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সঙ্কট আবর্ত্তমাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জ্জন,
নির্য্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি, মৃত্যুর গর্জ্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মত। দহিয়াছে অগ্নি তারে,
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে,

সর্ব প্রিয়বস্তু তাঁর অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি জ্বেলেছে সে হোম-হুতাশন,—
হৃৎপিণ্ড করিয়া ছিন্ন রক্তপদ্ম অর্ঘ্য উপহারে
ভক্তিভরে জন্মশোধ শেষ পূজা পূজিয়াছে তারে
মরণে কৃতার্থ করি প্রাণ। শুনিয়াছি, তারি লাগি
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক। মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে
সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন, বিঁধিয়াছে পদতলে
প্রত্যহের কুশাঙ্কুর, করিয়াছে তারে অবিশ্বাস
মূঢ় বিজ্ঞজনে, প্রিয়জন করিয়াছে পরিহাস
অতি পরিচিত অবজ্ঞায়, গেছে সে করিয়া ক্ষমা
নীরবে করুণনেত্রে—অন্তরে বহিয়া নিরুপমা
সৌন্দর্যপ্রতিমা! তারি পদে, মানী সঁপিয়াছে মান,
ধনী সঁপিয়াছে ধন, বীর সঁপিয়াছে আত্মপ্রাণ,
তাহারি উদ্দেশে কবি বিরচিয়া লক্ষ লক্ষ গান
ছড়াইছে দেশে দেশে!—শুধু জানি তাহারি মহান্
গম্ভীর মঙ্গলধ্বনি শুনা যায় সমুদ্রে সমীরে,
তাহারি অঞ্চলপ্রান্ত লুটাইছে নীলাম্বর ঘিরে,
তারি বিশ্ববিজয়িনী পরিপূর্ণা প্রেমমূর্তিখানি
বিকাশে পরমক্ষণে প্রিয়জনমুখে। শুধু জানি
সে বিশ্বপ্রিয়ার প্রেমে ক্ষুদ্রতারে দিয়া বলিদান
বর্জিতে হইবে দূরে জীবনের সর্ব অসম্মান,
সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নতমস্তক উচ্চে তুলি
যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি

লিখিয়াছেন। এখানেই তিনি এই কথা বলিয়াছেন যে, "মুসলমানেরা কতকগুলি নৈতিক বিষয়ে আমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" তাহাদিগের মধ্যে মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা "স্বাধীন অথচ পানদোষ বিবর্জ্জিত।" "যদি আমার তুর্কি বন্ধুদিগের কথায় বিশ্বাস করা যায়, তাহা হইলে তাঁহারা তো বলেন, কোন মুসলমান স্ত্রীলোক প্রকাশ্যভাবে দুর্নীতিপরায়ণ হয় না।" যে ধর্ম্ম পানদোষ ও দুর্নীতি এই দুই বিষম রোগ আরাম করিতে পারে সে ধর্ম্ম আমাদের শ্রদ্ধার যোগ্য সন্দেহ নাই।

অধ্যাপক মহাশয় আরও বলেন "অনেক তর্ক বিতর্কের পর শেষে সাধারণতঃ আমাদিগের স্বীকার করিতে হইল, প্রধান প্রধান বিষয়ে এই উভয় ধর্ম্মের মধ্যে অতি অল্পই প্রভেদ, পূর্ব্বে একটা বিবাদ ও মনান্তর না ঘটিলে এই উভয় ধর্ম্ম এক হইয়া যাইতে পারিত। তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিলেন যে, কোরাণ-সম্মত তাঁহাদের ছয়টি প্রধান মত ও বিশ্বাস——ঈশ্বরের একত্ব, এঞ্জেলের অস্তিত্ব, কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ঈশ্বর-অনুপ্রাণিত পুস্তকের অস্তিত্ব, বিচারের দিন, এবং ঈশ্বরের অদৃষ্ট নিয়মাবলী—— এইগুলি যদি মুসলমান ধর্ম্মের প্রধান মত ও বিশ্বাস হয়, তাহা হইলে খৃষ্টানধর্ম্মের সহিত বিবাদ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। খৃষ্টীয়ান মাত্রেই এই প্রত্যেক মতগুলিতে সায় দিবেন সন্দেহ নাই। গোল বাধে যখন অনির্দ্দেশ্য বিষয়গুলিকে নির্দ্দিষ্ট ভাবে বিশেষ করিয়া বর্ণনা করা হয়।" মুসলমানের স্বর্গ সম্বন্ধে অধ্যাপক এইরূপ বলেন—"প্রত্যেক ধর্ম্মের মানবীকরণমূলক উপমাগুলিকে কর্ত্তব্যের মধ্যে আনা উচিত নহে; তা ছাড়া, স্বর্গের সুখ বর্ণনা করিতে হইলে পার্থিব সুখের অনুরূপে বর্ণনা না করিলে চলে না। অতএব পার্থিব সুখের চরম সুখ সেই যে স্ত্রীপুরুষের বন্ধুত্ব (যদি স্বর্গে স্ত্রী-

মুসলমানের পারলৌকিক [illegible] সেই কল্পনা [illegible] তবে কেন [illegible] বহিষ্কৃত করা হয়? যদি মহম্মদ [illegible] কাঞ্চন [illegible] স্ত্রীলোকে সৌন্দর্য্যের উচ্চতর মনে করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহাকে কেন দোষ দেওয়া হয়? লোকে মনে করে, যেন মহম্মদ স্বর্গের ভাব কোনও সুখের কথা জানিতেন না, তাই সুন্দরীদিগের অবতারণা করিয়া স্বর্গকে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা ভ্রম আর কি [illegible] হইতে পারে না। অনেক স্থলে, যেখানে তিনি স্বর্গের কথা বলিয়াছেন, স্ত্রীলোকের বিষয় উল্লেখমাত্র করেন নাই। আর যে যে স্থলে স্ত্রীলোকের উল্লেখ আছে, সেখানে স্ত্রীলোকেরা পত্নী বা বধূ [illegible] বর্ণিত হইয়াছে। যদি বা কোন কোন স্থলে পত্নী ছাড়া সুন্দরী সুনারীদিগের উল্লেখ থাকে [illegible] এত রাগ কেন? এ কথা সত্য বিশ্বাসীরা পরলোকে যে সুখসম্ভোগে সম্মতি দেন, তাহার ন্যায় এই সুখের কল্পনাটি ততটা আধ্যাত্মিক নহে, কিন্তু তাই বলিয়া বড়ই ছেলেমানুষি হোক্ না কেন, হুরিদের বর্ণনায় কোন প্রকার [illegible] অপবিত্র ভাব নাই।" বহুবিবাহ ও দাসত্ব সম্বন্ধে [illegible] এইরূপ বলেন—"এমন অনেক সুশিক্ষিত মুসলমান আছেন [illegible] বহুবিবাহ ও দাসপ্রথাকে ভাল বলেন না। বহুবিবাহ ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। মহম্মদ বহুবিবাহের আদেশ দেন নাই, তবে তৎকালে এই প্রথাটি রহিত করিবার পক্ষে যেরূপ উদ্যম আবশ্যক ছিল তিনিও সেইরূপ কেবল উপদেশ করিয়াছিলেন [illegible]। এই [illegible] কথাগুলি তিনি পশ্চাতে বলিয়া গিয়াছেন, 'আমি মানব বৈ আর কিছুই নহি। আমি ধর্ম [illegible] যখন যাহা তোমাদিগকে আদেশ করি, সে আদেশ তোমরা গ্রহণ কর। [illegible] আমি পার্থিব বিষয়ে তোমাদিগকে আদেশ [illegible]

বিষয় সম্বন্ধে তোমাদিগকে আদেশ করি তখনও আমি মানুষ। অধিক আর কিছুই নহি।”

অধ্যাপক তাঁহার তুর্কি বন্ধুদের সহিত তর্কবিতর্ক করিয়া দেখিয়াছেন “একটি বিষয় তাঁহারা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না যে, খৃষ্ট যেমন আপনাতে মানবজীবনের উচ্চ আদর্শ প্রকটিত করিয়াছিলেন এমন আর কোন ধর্ম্ম-গুরু করিতে পারেন নাই।” তবে ম্যাক্স্মূলর একথাও স্বীকার করেন যে, “মহম্মদ সত্য ও ন্যায়ের উদ্দেশে এবং লোকের হিতার্থে আপনার জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি যে সত্যের মধ্যেই ঈশ্বরের ভাব ধরিতে পারিয়াছিলেন ইহাতেই বুঝা যাইতেছে তিনি একজন প্রকৃত ধর্ম্মগুরু। তবে তিনি যে স্বীয় অন্তরাত্মার নীরব বাণীকে আর্কেঞ্জেল গেব্রিএলের বাক্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাহাতে ইহাই প্রকাশ পায়, যে, তাঁহার ভাষা আমরা বুঝি না।”

---

## হিন্দু-বিজ্ঞান কিরূপে বিনষ্ট হইল?

গত জানুয়ারি মাসের “কলিকাতা রিভিউ” পত্রিকায় ‘বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের সহিত হিন্দু-মনের সম্বন্ধ” নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক বলেন, ভারতবর্ষে বিজ্ঞান দ্রুতবেগে উন্নতি লাভ করিয়া হঠাৎ এক সময়ে থামিয়া গেল এবং তাহার সহিত কাল্পনিক উপন্যাস ও ঔপধর্ম্মিক বাতুলতা সংমিশ্রিত হইয়া ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান অধোগতি প্রাপ্ত হইল। উন্নতির অবস্থায় দর্শনের যে সূক্ষ্মতা, পর্য্যবেক্ষণের যে যথাযথতা এবং যুক্তির যে তীক্ষ্ণতা দেখা গিয়াছিল তাহা একেবারেই তিরোহিত হইল। লেখক বলেন, সম্ভবতঃ দর্শনশাস্ত্র, বিশেষতঃ বেদান্তদর্শনের অভ্যুদয়ই এই পতনের

প্রধান কারণ। বেদান্তদর্শনই এ দেশের ভৌতিক উন্নতির পথে কণ্টকস্বরূপ—অভিশাপস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। বেদান্তদর্শন পার্থিব পদার্থের প্রতি ঘোর ঔদাস্য ও তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিতে শিক্ষা দিয়া বিজ্ঞানের মূলে কুঠারাঘাত করিল। বেদান্ত বলিলেন, আত্মার অভ্যন্তরে মনোনিবেশ কর, অবাস্তব বাহ্য প্রকৃতির অনুসরণ করিতে গিয়া আসল সত্যকে ভুলিয়ো না। নিরাধার মূল সত্যই যোগীর ধ্যানের বিষয়।

আর এক কথা, প্রকৃতি হিন্দুর প্রতি নিতান্ত সদয় হইয়াই নির্দ্দয় হইয়াছেন; তাঁহার অতিমাত্র স্নেহই হিন্দুকে নির্ব্বীর্য্য করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার উপর আবার এই বেদান্তের শিক্ষা। কেবল জীবনরক্ষার জন্য যে সকল দ্রব্য আবশ্যক তাহা বিনাক্লেশে প্রকৃতির নিকট হইতে হিন্দুরা পাইয়াছে—তাহার উপর আবার বেদান্ত এই শিক্ষা দিতেছেন, জীবনরক্ষার জন্য নিতান্ত যাহা প্রয়োজনীয় তাহা পাইয়াই সন্তুষ্ট থাক, তাহার অধিক অর্জ্জন করিতে যাওয়া পণ্ডশ্রম ও বৃথা কালহরণ মাত্র। শুধু তাহাই নহে, বেদান্ত আরও বলিলেন, আত্ম-ত্যাগ আত্ম-নির্য্যাতন অভ্যাস কর, জীবনের সমস্ত সুখ বিসর্জ্জন কর এবং সর্ব্বপ্রকার দৈহিক পার্থিব আরাম সম্ভোগে বীতরাগ হও। এই শিক্ষার পর বিজ্ঞানের উন্নতি আর কি করিয়া হইবে?

---

## সাধারণ বিদ্যালয়ে কলাবিদ্যার শিক্ষা।

পার্ট্রিজ সাহেব "আরেনা" পত্রিকার জানুয়ারি মাসের সংখ্যায় "সত্য ও মিথ্যা শিক্ষাপ্রণালী" নামক একটি প্রবন্ধে এইরূপ বলেন, বিদ্যালয়ের প্রাত্যহিক শিক্ষার বিষয় হইতে চিত্রবিদ্যা সঙ্গীত

ব্যায়াম প্রভৃতি উঠাইয়া দিবা
কি কি উপায়ে আরও প্র
প্রবর্ত্তিত করা যাইতে পারে
বলেন, প্রত্যেক শিশুর অভ্য
বলিয়া মনে করা উচিত।
তাহাদের সৌন্দর্য্যবোধকে প্র
দের জীবনের উপর সমস্ত কা
কলাবিদ্যার মধ্যে সঙ্গীতকে
মিলিয়া গান করা নহে—উৎ
প্রচলিত কন্সার্টের সুর শুনি
সঙ্গীত বিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত
বাদকেরা যখন নগরে নগরে
তাঁহাদিগকে বিদ্যালয়ে আনা
যে ছেলেকে অতিশয় গ্যাদা ব
প্রতিভা জাগ্রত হইয়া উঠি
তৃষ্ণাতুর জগৎকে সঙ্গীতসুধ
বড় বড় গুণী লোকদিগকে অ
গুণী লোকেরা মহানুভব লো
যত না সন্তুষ্ট হইবেন—শিশুদে
তাঁহারা তাহাতে অধিক তৃ
কল্পনা যতটা উত্তেজিত হই
মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে
শুনাইতে লইয়া যাওয়া উচিত
পূর্ণ কর।

তা ছাড়া, বিদ্যালয়ের ঘ

তাহাদের চোখের সামনে কেতাব রাখা যতটা দরকার, পাঠশালা-ঘরের দেয়ালে বড় বড় চিত্রকরের চিত্রের অনুকৃতি রাখাও তেমনি প্রয়োজনীয়।

এমন এক সময় আসিবে যখন পাঠ-গৃহে ছবি ও মূর্ত্তি রাখা শিক্ষকের সাজসজ্জার একটি নিতান্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলিয়া লোকে মনে করিবে।

ছেলেদিগের কানের সুমধুর সঙ্গীতে পূর্ণ কর, কবিদের উচ্চ চিন্তাগুলি তাহাদিগকে শুনাও।

কিন্তু এই সকল বিষয় শিখাইবার জন্য উচ্চদরের শিক্ষক আবশ্যক।

এইরূপ ধরণের শিক্ষক আবশ্যক যাহারা সংকীর্ণমনা নহেন—যাহাদের মনের গতি সার্বভৌমিক, যাহাদের সহানুভূতিক্ষেত্র সুবিস্তৃত এবং যাহাদের অন্তর দাক্ষিণ্যে পূর্ণ।

---

## য়ুরোপের যুদ্ধসজ্জার ব্যয়।

চার্লস রবর্ট সাহেব 'ইকনমিক রিভিউ' পত্রিকায় য়ুরোপীয় যুদ্ধসজ্জার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, সম্প্রতি ইংলণ্ডে নৌ-যুদ্ধসজ্জার বৃদ্ধিসাধনের জন্য যে চীৎকার উঠিয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে যুদ্ধসজ্জার প্রতিযোগিতায় ইংলণ্ডও য়ুরোপের সহিত যোগ দিতে বসিয়াছেন। অনিবার্য্য বেগে সেই দিকে ছুটিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে যে দেশের কত ক্ষতি তাহা য়ুরোপের যুদ্ধসজ্জার ব্যয় হিসাব করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়।

১৮৬৯ হইতে [illegible] পর্য্যন্ত এই কয়েক বৎসরের মধ্যে সমস্ত য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যে (ইংলণ্ডকে ছাড়িয়া) সামরিক [illegible]

হইতে ৩,২৪০,০০০ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৮৬৯ অব্দে ২০টি য়ুরোপীয় রাজ্যের ৬,৯৫৮,০০০ সুশিক্ষিত সৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল। ১৮৯২ অব্দে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া এক কোটী পঁচিশ লক্ষ চৌষট্টি হাজারে দাঁড়াইয়াছে। য়ুরোপে সৈন্যবৃদ্ধি সংক্রান্ত যে আইন জারি হইয়াছে তাহা যখন কালসহকারে সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত হইবে তখন য়ুরোপে স্থায়ী-সৈন্যসংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ২২,৬২১,৮০০ হইবে।

১৮৬৯ অব্দে ১৯ রাজ্যের যুদ্ধসজ্জার ব্যয়ের হিসাব ১১২,০০০,০০০ পৌণ্ড ধরা হইয়াছিল। ১৮৯২ অব্দে তাহা প্রায় দ্বিগুণ হইয়া গিয়াছে—১৯৮,০০০,০০০ পৌণ্ড হইয়াছে। ঐ সকল লোক শ্রমশিল্পে নিযুক্ত থাকিলে গড়ে তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকে বার্ষিক ৪০ পৌণ্ড উপার্জ্জন করিত। অতএব সর্ব্বশুদ্ধ য়ুরোপীয় যুদ্ধসজ্জার ব্যয় ন্যূনকল্পে ৩২৮,৫০০,০০০ পৌণ্ড দাঁড়াইতেছে। গিফেন সাহেব বলেন, ফরাসী-জর্ম্মান যুদ্ধের সময় দশ মাসে যে খরচ হইয়াছিল, শান্তিকালে য়ুরোপে ২০ মাসে সেই খরচ হইতেছে। য়ুরোপের জাতীয় ঋণ এখন ৫০ কোটী পৌণ্ডে দাঁড়াইয়াছে।

---

## অধ্যাপক টিণ্ড্যাল সম্বন্ধে হর্বর্ট স্পেন্সরের উক্তি।

"ফর্টনাইট্‌লি রিভিউ" পত্রিকায় হর্বর্ট স্পেন্সর তাঁহার মৃত বন্ধু টিণ্ড্যালের যশ কীর্ত্তন করিয়া যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাতে টিণ্ড্যালের কল্পনাশক্তি সম্বন্ধে এই কথা বলেন; "এই গঠনকারিণী কল্পনা (অভিমূলক কল্পনার কথা এখানে বলিতেছি না) যাহা একদিকে কবির রচনায় এবং অন্যদিকে বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কারে প্রকাশ পায়, এই কল্পনাশক্তি সমস্ত মানবীয় বৃত্তির মধ্যে উচ্চতম। অধ্যাপক টিণ্ড্যালের এই শক্তিটি প্রচুর পরিমাণে ছিল"। তত্ত্বনিষ্ঠা সম্বন্ধে

[illegible] তাঁহার কিরূপ মতামত ছিল তাহা স্পেন্সার একস্থলে এইরূপ বলেন। "মনোবিজ্ঞান ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে করিতে তিনি তত্ত্বজ্ঞান-ক্ষেত্রের অনির্দ্দেশ্য সীমার মধ্যেও গিয়া পড়িয়াছিলেন। তত্ত্ববিদ্যাকে বিজ্ঞান বলা যায় কি না সন্দেহ—কারণ তত্ত্ববিদ্যা হইতে পরিণামে অজ্ঞেয়তা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। সচরাচর বৈজ্ঞানিকেরা যাহা আদৌ বুঝে না, তিনি তবু এ কথা বলিতেন যে, প্রত্যেক ভৌতিক পদার্থ শেষ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিতে গেলে অতিভৌতিকে গিয়া উপনীত হইতে হয় এবং এমন একটি সমস্যা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় যাহা পূরণ করা আমাদের বুদ্ধির অসাধ্য। তিনি যে সকল বিষয় বলিয়া গিয়াছেন ও লিখিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে এই কথাটি প্রমাণ হয়, তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, জ্ঞাত পদার্থ অজ্ঞাত পদার্থের দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং এই অজ্ঞাত পদার্থ নাস্তি অপেক্ষা অধিক। বৈজ্ঞানিকদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, এক শ্রেণী যাহারা ফ্যারাডে প্রভৃতির ন্যায় বিজ্ঞান ও ধর্ম্মবিশ্বাসের সম্পূর্ণ তফাৎ করিয়া রাখেন—বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের মধ্যে যে সকল অসঙ্গতি আছে তাহা লইয়া তাঁহারা আপনাদের মস্তিষ্ক আলোড়িত করেন না। আর এক শ্রেণী যাহারা একমাত্র বিজ্ঞানের বিষয় লইয়াই ব্যাপৃত থাকেন, তাঁহাদের কখনই মনে হয় না যে উহাদের অন্তর্নিহিত আর কোন তত্ত্ব থাকিতে পারে। এই দুই শ্রেণীর কোন শ্রেণীর মধ্যেই টিণ্ড্যাল ভুক্ত ছিলেন না। এই শেষ শ্রেণীর লোকদিগের সম্বন্ধে যখন যাহা তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি তাহার মধ্যে গূঢ় অবজ্ঞাই প্রকাশ পাইত"।

# রাজনীতির দ্বিধা।

"ভেলা মাথায় তেল ঢালা" সংসারের নিয়ম আর শুষ্ক মাথার তেল ঢালা চুলায় যাক্ দুই চার গুচ্ছ চুল উৎপাটন করিয়া আনিতে কাহারও বিশেষ আপত্তি বোধ হয় না। যে আপনাকে রক্ষা করিতে পারে অন্যেরাও তাহাকে যত্নসহকারে রক্ষা করে। যে আপনাকে সাহায্য করিতে সক্ষম অন্যেরা তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকে।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহার একটা কারণ এই পাওয়া যায়, যে, যাহার আছে তাহাকে কিছু দিলে সেও আমাকে কিছু দিতে পারে, যে আপনাকে রক্ষা করিতে পারে তাহার সহিত যোগ দিলে কালে সে আমাকেও রক্ষা করিতে পারে আর কিছু না হোক্, আমার অনিষ্ট না করিতেও পারে।

এই কারণে সাধারণতঃ ন্যায়পরতা দয়া প্রভৃতি অনেক বড় বড় গুণ আপন সমকক্ষ লোকদের মধ্যে যতটা স্ফূর্ত্তি পায় অসমকক্ষ লোকদের মধ্যে ততটা স্ফূর্ত্তি পায় না। এমন অনেক দেখা যায় যাহারা আপনার সমশ্রেণীর লোকের মধ্যে গৃহপালিত মৃগশিশুর মত মৃদুস্বভাব তাঁহারাই নিম্নশ্রেণীয়দের নিকট ডাঙ্গার বাঘ, জলের কুম্ভীর এবং আকাশের শ্যেনপক্ষী বিশেষ।

যেমন ব্যক্তিবিশেষ তেমনি সম্প্রদায়বিশেষ এবং জাতিবিশেষ সম্বন্ধেও খাটে। য়ুরোপীয় জাতি য়ুরোপে যত সভ্য যত সদয় যত ন্যায়পর বাহিরে ততটা নহে এ পর্য্যন্ত ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। যাহারা খৃষ্টানদের নিকট খৃষ্টান অর্থাৎ গালে চড় খাইলে [illegible] অন্য গালটাও ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হয় তাহারাই অনায়াসে গায়ে পড়িয়া অখৃষ্টানের এক গালে চড় মারিয়া

তাহাকে অন্য গাল ফিরাইতে বলে এবং অখৃষ্টান যদি দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ উক্ত অনুরোধ পালনে ইতস্ততঃ করে তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে কান ধরিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিয়া তাহার ঘরের মধ্যে নিজের চৌকি টেবিল ও ক্যাম্প্‌খাট আনিয়া হাজির করে, তাহার শস্যক্ষেত্র হইতে শস্য কাটিয়া লয়, তাহার স্বর্ণখনি হইতে স্বর্ণ উত্তোলন করে, তাহার গাভীগুলা হইতে দুগ্ধ দোহন করে এবং তাহার বাছুরগুলা কাটিয়া বাবর্চ্চিখানার বোঝাই করিতে থাকে।

সভ্য খৃষ্টান আমেরিকায় কিরূপ প্রলয়ব্যাপার এবং অষ্ট্রেলিয়ায় কিরূপ নিদারুণ লোকসংহার উপস্থিত করিয়াছিল সেই অপেক্ষাকৃত পুরাতন কথা পাড়িবার আবশ্যক দেখি না। দক্ষিণ আফ্রিকায় ম্যাটাবিলি যুদ্ধের বৃত্তান্ত ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই, অখৃষ্টানের গালে খৃষ্টানী চড় যাহাকে বলে কতবড়টা বুঝিতে পারা যায়।

সমস্ত সংবাদ পুরাপুরি পাওয়া যায় না, এবং যাহা পাওয়া যায় তাহা যে সমস্তই সত্য তাহাতেও সন্দেহ আছে, কারণ, যুদ্ধসংবাদের টেলিগ্রাম রচনার ভার উক্ত খৃষ্টানের হাতে। ট্রুথ্‌ নামক বিখ্যাত ইংরাজি সাপ্তাহিক পত্রে এই যুদ্ধ সম্বন্ধে যে কয়েকটি পত্র ও প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহা পাঠকদিগকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

পাঠ করিয়া যে কেহ বিশেষ আশ্বস্ত হইবেন বা আনন্দ লাভ করিবেন এরূপ আশা দিতে পারি না, তবে এইটুকু বুঝিতে পারিবেন সভ্য জাতি যাহাকে আপনার অপেক্ষা অল্প সভ্য জ্ঞান করে তাহার নিকট আপন সভ্যতাকে এবং সেই সঙ্গে সেই অসভ্যটাকে বলিদান দিতে কুণ্ঠিত বোধ করে না। উনিশ শত বৎসরের চিরসঞ্চিত সভ্যনীতি, য়ুরোপীয় আলোকিত নাট্যমঞ্চের বাহিরে অন্ধকার নেপথ্যদেশে ক্ষণপরিহিত ছদ্মবেশের মত খসিয়া পড়ে এবং

যে স্থানে যে আদিম উলঙ্গ মানুষ বাহির হইয়া পড়ে উলঙ্গ ম্যাটাবিলি তাহার অপেক্ষা নিকৃষ্টতর নহে।

কিন্তু সংক্ষেপে বলিলাম নিকৃষ্টতর নহে, নির্ভয়ে সত্য বলিতে গেলে অনেক অংশে শ্রেষ্ঠতর। বর্ব্বর লবেঙ্গুলা ইংরাজদের প্রতি ব্যবহারে যে উদারতা এবং উন্নত বীরহৃদয়ের পরিচয় দিয়াছে ইংরাজদের ক্রূর ব্যবহার তাহার নিকট লজ্জায় ম্লান হইয়া রহিয়াছে ইংরাজের পত্রেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।

কোন ইংরাজ যে সে কথা স্বীকার করে ইহাই অনেকে ইংরাজের গৌরব বলিয়া মনে করিবেন এবং আমিও তাহা করি। কিন্তু আজকাল ইংরাজের মধ্যে অনেকে সেটাকে গৌরব বলিয়া জ্ঞান করে না।

তাহারা মনে করে ধর্ম্মনীতি আজকাল বড় বেশি সূক্ষ্ম হইয়া আসিতেছে। পদে পদে এত খুঁৎখুঁৎ করিলে কাজ চলে না। ইংরাজের যখন গৌরবের মধ্যাহ্নকাল ছিল তখন সে নীতির সূক্ষ্ম গণ্ডিগুলা এক লম্ফে সে উল্লঙ্ঘন করিতে পারিত। যখন আবশ্যক তখন অন্যায় করিতে হইলে। অসভ্য লোককে ঠেলা মারিয়া সরাইয়া দিয়া ইংরাজ যদি খানিকটা চরিয়া খাইবার জায়গা পায় তবে কুণ্ঠিত হইতে চাহিত না। নর্ম্মাণ দস্যু যখন সমুদ্রে সমুদ্রে দস্যুবৃত্তি করিয়া বেড়াইত তখন তাহারা সুস্থ সবল ছিল, এখন তাহার যে ইংরাজ বংশধর ভিন্ন জাতির প্রতি অবলুণ্ঠন করিতে কুণ্ঠিত হয় সে দুর্ব্বল রুগ্নপ্রকৃতি। কোথাকার মাটাবিলি, কেই বা লবেঙ্গুলা, আমি ইংরাজ আমি তোমার সোনার খনি, তোমার গরুর পাল লুটিতে ইচ্ছা করি ইহার জন্যে এত ছুতা এত ছল কেন, মিথ্যা সংবাদই বা কেন বানাই [illegible] ছুতা কেটা ছুরহালনা এবা পড়িতেছে, এত উচ্চে স্বরে [illegible] নিতে যদি কেন!

কিন্তু বালককালে যাহা শোভা পায় বয়ঃকালে তাহা শোভা পায় না। একটা দুরন্ত লুব্ধ বালক নিজের অপেক্ষা ছোট এবং দুর্ব্বলতর বালকের হাতে মোওয়া দেখিলে কাড়িয়া ছিঁড়িয়া দুটো টুকরা করিয়া লইয়া এক মুহূর্ত্তে মুখের মধ্যে পুরিয়া ফেলে, হতভাগ্য দুর্ব্বল শিশুর ক্রন্দন দেখিয়াও কিছুমাত্র অনুতপ্ত হয় না। এমন কি হয়ত ঠাস্ করিয়া তাহার গালে একটা চড় বসাইয়া সবলে তাহার ক্রন্দন থামাইয়া দিতে চেষ্টা করে এবং অন্যান্য বালকেরাও সাধারণে তাহার বাহুবল ও দৃঢ় সংকল্পের প্রশংসা করিতে থাকে!

বয়ঃকালেও সেই সকল বালকের যদি অসংযত লোভ থাকে তবে সে আর চড় মারিয়া মোওয়া লয় না, ছল করিয়া লয় এবং ধরা পড়িলে কিছু অপ্রতিভ হয়। তখন সে আর পরিচিত প্রতিবেশীর ঘরে হাত বাড়াইতে সাহস করে না, দূরে কোন দরিদ্র-পল্লীর অসভ্য মাতার উলঙ্গ শীর্ণ সন্তানের হস্তে যখন তাহার একমাত্র উপজীব্য খাদ্যটুকু দেখে চারিদিকে চাহিয়া সেখানে ছোঁ মারিয়া লয় এবং যখন তাহার ক্রন্দনে গগনতল বিদীর্ণ হইতে থাকে তখন সমাগত স্বজাতীয় পাঁচজনের প্রতি চোখ টিপিয়া বলে, এই অসভ্য কালো ছোঁড়াটাকে আচ্ছা শাসন করিয়া দিয়াছি! কিন্তু স্বীকার করে না যে ক্ষুধা পাইয়াছিল তাই কাড়িয়া খাইয়াছি।

পুরাকালের দস্যুবৃত্তির সহিত এই অধুনাতনকালের চৌর্য্যবৃত্তির অনেক প্রভেদ আছে। এখনকার অপহরণব্যাপারের মধ্যে পূর্ব্বকালের সেই নির্লজ্জ অসঙ্কোচ বলদর্প থাকিতেই পারে না। এখন নিজের কাজের উপর নিজের চেতনা জন্মিয়াছে; সুতরাং এখন প্রত্যেক কাজের জন্য বিচারের দায়িক হইতে হয়। তা হাত বাড়াইয়া পূর্ব্বের মত যেমন [illegible] করা [illegible]

হইয়া পড়ে। পুরাতন দস্যু যদি চর্তা... উপরি ... ভিতরে ... তবে তাহার আবির্ভাব নিতান্ত অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে।

আবার এরূপ অসামাজিক আবির্ভাব সর্বদা ঘটনা থাকে। দস্যু নিজের জন্যে কিন্তু সহসা তাহাদিগকে চেনা যায় না—অনেকে অজ্ঞাতে বলিয়া তাহারা অনেক সময় আপনাদিগকেও চেনে না। এদিকে ... গাড়ি চড়িয়া বেড়ায়, সংবাদপত্র পড়ে, হুইষ্ট খেলে, স্ত্রীগণের সঙ্গে আলাপ করে, কেহ সন্দেহ মাত্র করে না যে, এই ... কামিজ ... ভিতরে ... ছুরি ... ফিরিয়া বেড়াইতেছে।

যুরোপের বাহিরে গিয়া ইহারা সহসা পূর্ণশক্তিতে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ধর্মনীতির আবরণমুক্ত সেই উৎকট কার্যের ... সকলেই দেখিয়াছি। কিন্তু যুরোপের সমাজমধ্যেই যে সমস্ত ... ভদ্রাবরণে আচ্ছন্ন তাহাদেরও উত্তাপ বড় অল্প নহে।

ইহারাই আজকাল বলিতেছে, ধর্মনীতির সহিত প্রেমনীতিকে ত্যাগ করিলে ... নীতির বাড়িতে পারে কিন্তু বলের ... করিয়া ...। শোনা এমন কথা শুনিতে বেশ—কিন্তু যেখানে আমরা ... আপন প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি সেখানে যে ... দুর্বল নব শতাব্দীর সুকুমারহৃদয় শিশু সেন্টিমেন্টের ... করিতে আসে তাহাকে আমরা অত্যন্ত ... বলি। এখানে ... নিষ্ঠুরতা এবং শিষ্টাচার, সেখানে উদার ... এবং ... একাধিপত্য।

এই জন্য আমাদের ... মধ্য হইতে ... দুই সুরের গলা শুনা যায়। একদল প্রবলভাবে পক্ষপাতী, আর একদল ... এবং ... বিদ্বেষ করিতে ...।

জাতির হৃদয় এইরূপে বিভক্ত হইয়া গেলে বলের সর্ব্বতা [illegible] আপনি আপনাকে বাধা দিতে থাকে। আজকাল ভারতবর্ষীয় ইংরাজ সম্প্রদায় ইহাই লইয়া সুতীব্র আক্ষেপ করে। তাহারা বলে, আমরা কিছু জোরের সহিত যে কাজটা করিতে চাই ইংলণ্ডীয় ভ্রাতারা তাহাতে বাধা দিয়া বসে। সকল কথাতেই নৈতিক কৈফিয়ৎ দিতে হয়। যখন দস্যু ড্রেক্ সমুদ্রদিগ্বিজয় করিয়া বেড়াইত, যখন ক্লাইভ ভারতভূমিতে ব্রিটিশ ধ্বজা খাড়া করিয়া দাঁড়াইল তখন নীতির কৈফিয়ৎ দিতে হইলে বলের বাহিরে ইংরাজের ছেলের এক ছটাক জমি মিলিত না।

কিন্তু এমন করিয়া যতই বিলাপ কর কিছুতেই আর সেই অখণ্ড লৌকিক বলের যুগে ফিরিয়া যাইতে পারিবে না। এখন কোন জুলুমের কাজ করিতে বসিলেই সমস্ত দেশ ব্যাপিয়া একটা দ্বিধা উপস্থিত হইবে। এখন যদি কোন নিপীড়িত ব্যক্তি ন্যায়বিচার প্রার্থনা করে তবে স্বার্থহানির সম্ভাবনা থাকিলেও, নিজের, [illegible] লোকও তাহার সদ্বিচার করিতে উদ্যত হইবে। এখন একজন ব্যক্তিও যদি ন্যায়ের দোহাই দিয়া উঠিয়া দাঁড়ায় তবে প্রবল স্বার্থপরতা হয় লজ্জায় কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, নয়, ন্যায়ের ছদ্মবেশ ধারণ করিতে চেষ্টা করে। অন্যায় অনীতি যখন বলের সহিত আপনাকে অসঙ্কোচে প্রকাশ করিত তখন বল ব্যতীত তাহার আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না, কিন্তু যখনি সে আপনাকে আপনি গোপন করিতে চেষ্টা করে এবং বলের সহিত আপন ত্রুটি [illegible] অস্বীকার করিয়া ন্যায়কে আপন পক্ষে টানিয়া বলী হইতে চায় তখনি সে আপনি আপনার শত্রুতা সাধন করে। এই জন্য বিদেশী ইংরাজ আজকাল কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল এবং সেজন্য সে সর্ব্বদা অসন্তোষ প্রকাশ করে।

আমরাও সেই জন্য ইংরাজের দোষ পাইলে তাহাকে দোষী করিতে সাহসী হই। সে জন্য ইংরাজ প্রভুরা কিছু রাগ করে। তাহারা বলে, নবাব যখন যথেচ্ছাচারী ছিল, বর্গী যখন লুটপাট করিত, ঠগী যখন গলায় ফাঁসি লাগাইত তখন তোমাদের কন্‌গ্রেসের সভাপতি এবং সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিল কোথায়। কোথাও ছিল না এবং থাকিলেও কোন ফল হইত না। তখন গোপন বিদ্রোহী ছিল, মহারাষ্ট্র এবং রাজপুত ছিল, তখন বলের বিরুদ্ধে বল ছাড়া গতি ছিল না। তখন চোরার নিকট ধর্ম্মের কাহিনী উত্থাপন করিবার কথা কাহারো মনেও উদয় হইত না।

আজ যে কন্‌গ্রেস এবং সংবাদপত্রের অভ্যুদয় হইয়াছে তাহার কারণই এই যে, ইংরাজের মধ্যে অখণ্ড বলের প্রাদুর্ভাব নাই। এখন চোরকে ধর্ম্মের কাহিনী বলিলে যদিবা সে না মানে তবু তার একটা ধর্ম্মসঙ্গত জবাব দিতে চেষ্টা করে এবং ভাল জবাবটি দিতে না পারিলে তেমন বলের সহিত কাজ করিতে পারে না। অতএব যে সকল ইংরাজ ভারতবর্ষীয় সভাসমিতি ও সংবাদপত্রের বাহুল্য বিস্তারে আক্ষেপ প্রকাশ করে, তাহারা যথার্থ পক্ষে স্বদেশীয়দের জাতীয় প্রকৃতিতে ধর্ম্মবুদ্ধির অস্তিত্ব লইয়া দুঃখ করে। তাহারা যে বলহীন হইয়াছে, তাহারা যে নিজের ত্রুটির জন্য নিজে লজ্জিত হইতে শিখিয়াছে ইহাই তাহাদের নিকট শোচনীয় বলিয়া বোধ হয়।

এবং হিসাব ইহার মধ্যে কতকটা শোচনীয়তা আছে। এদিকে পুরাণ আশাও নিবারণ হয় নি ওদিকে পরের অন্নও কাড়িতে পারিব না এ এক বিষম সঙ্কট! জাতির পক্ষে নিজের জীবন রক্ষা এবং ধর্ম্ম রক্ষা উভয়ই পরস্পরবিরুদ্ধ; পরের প্রতি অন্যায়াচরণ করিলে যে পাপের ক্ষতি হয় তাহা নহে নিজেদের ধর্ম্মের আদর্শ ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়ে। দুর্ব্বলের প্রতি যাহারা অত্যাচার করে

তাহারা নিজের চরিত্র ধ্বংস করে। ধর্ম্মকে সর্ব্বপ্রযত্নে বলবান্ না রাখিলে আপনাদের মধ্যে জাতীয় বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়িতে থাকে। অপর পক্ষে, পেট ভরিয়া খাইতেও হইবে। ক্রমে বংশ-বৃদ্ধি ও স্থানাভাব হইতেছে এবং সভ্যতার উন্নতি সহকারে জীবনের আবশ্যকীয় উপকরণ অতিরিক্ত বাড়িয়া চলিয়াছে।

অতএব পঁচিশ কোটি ভারতবাসীর অদৃষ্টে যাহাই থাক্ মোটা-বেতনের ইংরাজ কর্ম্মচারীকে এক্‌চেঞ্জের ক্ষতিপূরণস্বরূপ রাশি রাশি টাকা ধরিয়া দিতে হইবে। সে জন্য রাজকোষে যদি টাকার অনটন পড়ে তবে পণ্যদ্রব্যে মাশুল বসান আবশ্যক হইবে। কিন্তু তাহাতে যদি ল্যাঙ্কাশিয়ারের কিঞ্চিৎ অসুবিধা হয় তবে তুলার উপর মাশুল বসান যাইতে পারে না। তৎপরিবর্ত্তে বরঞ্চ পব্‌লিক্ ওয়ার্কস্ কিছু খাট করিয়া এবং দুর্ভিক্ষফণ্ড বাজেয়াপ্ত করিয়া কাজ চালাইয়া লইতে হইবে।

একদিকে ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগেরও কষ্ট চক্ষে দেখা যায় না অপর দিকে ল্যাঙ্কাশিয়রের ক্ষতিও প্রাণে সহ্য হয় না। এদিকে আবার পঞ্চবিংশতি কোটি হতভাগ্যের জন্য যে কিছুমাত্র দুঃখ হয় না তাহাও নহে। ধর্ম্মনীতি এমন সঙ্কটেও ফেলে!

অমনি খবরের কাগজে ঢাক বাজিয়া যায়, আহতনীড় পক্ষি-সমাজের ন্যায় সভাস্থলে কর্ণবধির কলকলধ্বনি উত্থিত হয়, ইংরাজ ভারি চটিয়া উঠে।

যখন কাজটা ন্যায়সঙ্গত হইতেছে না বলিয়া মন বলিতেছে অথচ না করিয়াও এড়াইবার যো নাই সেই সময়ে ধর্ম্মের দোহাই পাড়িতে থাকিলে বিষম রাগ হয়। তখন বিরুদ্ধে কোন যুক্তি-তর্ক না থাকাতে একেবারে ঘুষি মারিতে ইচ্ছা করে। কেবল মানুষটা নহে ধর্ম্মশাস্ত্রটার উপরেও দিক্ ধরিয়া যায়!

ভারত মন্ত্রীসভার সভাপতি এবং অনেক মাতব্বর সভ্য [illegible] ভাবে [illegible] বলিয়াছেন যে, কেবল ভারতবর্ষের নহে সমস্ত ইংরাজ সাম্রাজ্যের মুখ চাহিয়া যখন আইন করিতে হইবে তখন কেবল স্থানীয় ন্যায় অন্যায় বিচার করিলে চলিবে না এবং করিলে তাহা টিঁকিবেও না। ল্যাঙ্কাশিয়র স্বপ্ন নহে। ভারতবর্ষের দুঃখ যেমন সত্য ল্যাঙ্কাশিয়রের লাভও তেমনি সত্য, বরঞ্চ শেষোক্তটার বল কিছু বেশি। আমি যেন ভারত মন্ত্রী-সভায় ল্যাঙ্কাশিয়রকে ছাড়িয়া দিয়াই একটা আইন পাস্ করিয়া দিলাম, কিন্তু ল্যাঙ্কাশিয়র আমাকে ছাড়িবে কেন? কম্লি নেহি ছোড়্তা—বিশেষতঃ কম্লির গায়ে খুব জোর আছে।

চতুর্দিকের অবস্থাকে উপেক্ষা করিয়া তাড়াতাড়ি একটা আইন্ পাস্ করিয়া শেষকালে আবার দায়ে পড়িয়া তাহা হইতে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেও মান থাকে না, এদিকে আবার নিষ্ক্রিয়ত্বও তেমন সুবিধাজনক নাই। নবাবের মত বলিতে পারি না যে, আমার যে অভাব হইবে আমার যেমন ইচ্ছা তাহা পূরণ করিব, ওদিকে ন্যায়বুদ্ধিতে যাহা বলে তাহা সম্পন্ন করিবারও অলঙ্ঘ্য বিঘ্ন—অথচ এই সঙ্কটের অবস্থাটাও সাধারণের কাছে প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ হয়, ইহা বাস্তবিকই শোচনীয় বটে।

এইরূপ সময়টায় আমরা দেশী সভা এবং দেশী কাগজপত্রে যখন গোলমাল করিতে আরম্ভ করিয়া দিই তখন সাহেবেরা মাঝে মাঝে আমাদিগকে শাসান এবং গবর্ণমেণ্ট যদিও আমাদের গায়ে হাত তুলিতে সঙ্কোচ বোধ করে, ছোট ছোট কর্ত্তারা [illegible] একেবারে আমাদিগকে হাতে পাইলে ছাড়িতে চায় না এবং ভারতবর্ষীয় ইংরাজের বড় বড় খবরের কাগজগুলো শৃঙ্খলাবদ্ধ কুক্কুরের [illegible] জাহির করিয়া তাহাদের প্রতি অবিশ্বাস [illegible]

করিতে থাকে। ভাল, যেন আমরাই চুপ করিলাম কিন্তু তোমাদের আপনাদিগকে থামাও দেখি? তোমাদের মধ্যে যাঁহারা স্বার্থকে উপেক্ষা করিয়া ধর্ম্মের পতাকা ধরিয়া দণ্ডায়মান হন, তাঁহাদিগকে নির্ব্বাসিত কর, তোমাদের জাতীয় প্রকৃতিতে যে ন্যায়পরতার আদর্শ আছে তাহাকে পরিহাস করিয়া ম্লান করিয়া দাও।

কিন্তু সে কিছুতেই হইবে না। তোমাদের রাজনীতির মধ্যে ধর্ম্মবুদ্ধি একটা সত্য পদার্থ। কখনো বা তাহার জয় হয় কখনো বা তাহার পরাজয় হয় কিন্তু তাহাকে বাদ দিয়া চলিতে পারে না। আয়র্লণ্ড্ যখন ব্রিটানিয়ার নিকট কোন অধিকার প্রার্থনা করে তখন সে যেমন একদিকে খুনের ছুরিতে শান দিতে থাকে তেমনি অন্যদিকে ইংলণ্ডের ধর্ম্মবুদ্ধিকে আপন দলে লইতে চেষ্টা করে। ভারতবর্ষ যখন বিদেশী স্বামীর দ্বারে আপন দুঃখ নিবেদন করিতে সাহসী হয় তখন সেও ইংরাজের ধর্ম্মবুদ্ধিকে আপন সহায় করিবার জন্য ব্যগ্র হয়। মাঝে হইতে ইংরাজের রাজকার্য্যে ল্যাঠা বিস্তর বাড়িয়া যায়।

কিন্তু যত দিন ইংরাজপ্রকৃতির কোথাও এই সচেতন ধর্ম্মবুদ্ধির প্রভাব থাকিবে, যত দিন তাহার নিজের মধ্যেই তাহার নিজের সুকৃতি দুষ্কৃতির একটি বিচারক বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন আমাদের সভাসমিতি বাড়িয়া চলিবে, আমাদের সংবাদপত্র ব্যাপ্ত হইতে থাকিবে। ইহাতে আমাদের বলবান ইংরাজগণ বিফল গাত্রদাহে যতই অধীর হইয়া উঠিবে আমাদের উৎসাহ এবং উদ্যমের আবশ্যকতা ততই আরও বাড়াইয়া তুলিবে মাত্র।

---

# পশু

প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থে প্র
জীবজগতের প্রতি একটি প্রগা
চক্রবাক্‌মিথুন, কলহংস এবং মৃগ
সুবৃহৎ সামাজিকতার মধ্যে বে
আছে—মানুষের সুখদুঃখ এব
কেমন সহজে অবাধে বিচরণ
যেন পর নহে, ঘরের লোকের ম

পাশ্চাত্য সাহিত্যে পশু জাতি
বলিলে নিতান্তই অত্যুক্তি হইয়
কবি বার্ণ্‌সের যে করুণার্দ্র বা
তুলনা অন্য দেশের কোন কবিত
সংস্কৃত সাহিত্যে ত দেখা যায় না

কিন্তু আমার বিবেচনায় না
বার্ণ্‌সের যে কবিজন-সুলভ মনস্ত
নিপীড়নে কিছু সচেতন বেগে উ
জানেন এই অসহায় জীবকে ে
জানেন অকারণে খেলাচ্ছলে প
অঙ্গ হইয়া গেছে, সেই জন্য চতুদি
হইয়া তাঁহার দয়া এমন প্রবলভ
উঠিয়াছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে কবিহৃদয়ের
বেদনা প্রাপ্ত হয় নাই, এই জন্য
হইতে পারে নাই, তাহা কেবল

সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। প্রকৃতি, পশু এবং মানব [illegible] সহজ প্রেমে যেন এক [illegible] হইয়া বিরাজ করিতেছে।

[illegible] ভাহা নহে, কিন্তু [illegible] কেবল বাক্যের মধ্যে বদ্ধ ছিল—[illegible] কার্য্যের যেন একটা অনাবশ্যক ছিল। [illegible] —[illegible] দেশের কবি যেখানে অশ্বের হ্রেষারবে ও কুকুরগণের [illegible] কোলাহলে উৎসাহিত হইয়া শোণিতাক্তকলেবর [illegible] [illegible] জয়োল্লাসে ধাবমান হয়েন—সংস্কৃত কবির [illegible] [illegible] প্রাণভয়ে পলায়মান আর্ত্তের দুঃখে বিগলিত হইয়া [illegible] তাহার [illegible] উল্লাসের পরিবর্ত্তে করুণাই উদ্রেক [illegible]।

কাদম্বরীর প্রারম্ভেই ইহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। [illegible] বাণভট্ট যেখানে [illegible] অত্যাচার উপদ্রবের বর্ণনা [illegible] [illegible] তাহার এই [illegible], পশুজগতের প্রতি—[illegible] —আন্তরিক নিবিড় অনুরাগ বর্ণনার পদ [illegible] [illegible] তাঁহার [illegible] কেমন প্রগাঢ় হইয়া ফুটিয়াছে।

[illegible] নিষ্ঠুর [illegible] [illegible] ভীষণ সেনাপতি, প্রাণভয়ে [illegible] [illegible] গর্জ্জন ও চীৎকারে আলোড়িত বনস্থলী, [illegible] [illegible] নৃশংস [illegible] ও নিরীহ পক্ষীকুলের [illegible] [illegible], প্রতি বর্ণনার বাণভট্টের অন্তর হইতে [illegible] [illegible] একটি করুণ আর্ত্তনাদ [illegible] হইয়াছে, যে করুণ স্বরে ব্যাধগণের সমস্ত উন্মত্ত [illegible] [illegible]।

কাদম্বরীর [illegible] বর্ণনা করিয়াছেন [illegible] [illegible] উপস্থিত হইয়া [illegible]

নাই—উচ্ছ্বাসও প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু অত্যন্ত সহজভাবে মনের মধ্যে একটি করুণ সহানুভূতি সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন। শুকশাবকের পক্ষীবধ বর্ণনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলে বোধ করি ক্ষতি নাই।

“কিমিব হি দুষ্করম্ অকরুণানাং যতঃ স তমনেকতালতুঙ্গমভ্রংষশাখাশিখর-মপি সোপানৈরিবারুহ্যৈব পাদপমধিরুহ্য,তানপুষ্পজাতোৎপতনশক্তীন্, কাংশ্চি-দল্পদিবসজাতান্ গর্ভচ্ছবিপাটলান্ শাল্মলিকুসুমাশঙ্কামুপজনয়তঃ কাংশ্চিদুদ্ভিদ্য-মানপক্ষতয়া নলিনীসংবর্তিকানুকারিণঃ, কাংশ্চিদর্কফলসদৃশান্, কাংশ্চিল্লোহি-তায়মানচঞ্চুকোটীন্ ঈষদ্বিঘটিতদলপুটপাটলমুখানাং কমলমুকুলানাং শ্রিয়মুদ্বহতঃ, কাংশ্চিদনবরতশিরঃকম্পব্যাজেন নিবারয়ত ইব, প্রতীকারাসমর্থান্, একৈকশঃ ফলানীব তস্য বনস্পতেঃ শাখাসন্ধিভ্যঃ কোটরান্তরেভ্যশ্চ শুকশাবকানগ্রহীৎ, অপগতাসূংশ্চ কৃত্বা ক্ষিতাবপাতয়ৎ।”

এই পক্ষীশাবকগুলির বর্ণনাই কি সকরুণ! কেহ এখনও উড়িতে শিখে নাই, কেহ অতি অল্প দিন হইল জন্মিয়াছে সেই জন্য গর্ভচ্ছবিপাটলবর্ণ—যেন শাল্মলী কুসুমগুলির মত, কাহারও অল্প অল্প নূতন ডানা যেন পদ্মের নবদলের মত উঠিয়াছে, কাহারও লোহিতায়মান ক্ষুদ্র চঞ্চু যেন পদ্মকলির একটুখানি খোলা মুখটুকুর মত, কেহ বা অবিরত শিরঃকম্প দ্বারা এই নিষ্ঠুরকে যেন তাহার অকরুণ চেষ্টা নিবারণ করিতে চাহিতেছে। এই সমস্ত প্রতীকারে অসমর্থ পক্ষিশিশুগুলিকে যেন এক একটি ফলের মত বনস্পতির শাখাসন্ধি হইতে কোটরাভ্যন্তর হইতে বাহির করিয়া নিষ্ঠুর শবর যখন গ্রীবা মোটনপূর্ব্বক ক্ষিতিতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কবির হৃদয়ে তখন কি শেলই বিঁধিতেছিল!

সেই জীর্ণ শাল্মলী-তরুকোটরে বহু যুগ ধরিয়া বহু পক্ষীবংশ নির্বিঘ্নে বাস করিয়া আসিতেছে। প্রভাত হইলে তাহারা দিকে দিকে আহার অন্বেষণে বহির্গত হয় এবং অপরাহ্নসময়ে প্রত্যাগত হইয়া

কুল।বাবস্থিত শাবকদিগকে চঞ্চুপুটের দ্বারা শালিধান্যতণ্ডুল খাওয়াইয়া দেয় এবং শাবককে ক্রোড়ান্তে নিহিত করিয়া সেইরূপে দীর্ঘ নিশা যাপন করে।

একটি জীর্ণ কোটরে একটি বৃদ্ধ শুকদম্পতি নিবিবিলি বাস করিত। বৃদ্ধবয়সে তাহাদের একটি সন্তান হয়। প্রবল প্রসব বেদনায় অভিভূত হইয়া সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই তাহার জননী প্রাণত্যাগ করিল। বৃদ্ধ পত্নীবিয়োগে অতিমাত্র কাতর হইলেও সুতস্নেহবশতঃ শাবকের লালনপালন ও তৎসম্বর্দ্ধনে যত্নবান্ হইয়া একাকী কায়ক্লেশে দুর্ব্বহ জীবনভার বহন করিতে লাগিল। বয়সের আধিক্য-হেতু ও বহুদিনের অনভ্যাসবশতঃ তাহার আর উড়িবার শক্তি ছিল না। নবশেফালিকাকুসুমবৃন্তের ন্যায় পিঞ্জরবর্ণ চঞ্চুপুট দ্বারা পরনীড়নিপতিত শালিবল্লরী হইতে তণ্ডুলকণা গ্রহণ করিয়া এবং তরুমূলনিপতিত শুককুলাবদলিত ফলখণ্ড সংগ্রহ করিয়া শাবককে আহার করাইত এবং শাবকের ভুক্তাবশিষ্ট নিজে আহার করিত।

সেদিন প্রভাতে মৃগয়াকোলাহলে জাগিয়া উঠিয়া শবরকে তরু অভিমুখে আসিতে দেখিয়া বৃদ্ধের সর্ব্বশরীর ভয়ে দ্বিগুণতর কম্পিত হইতে লাগিল, তালু শুষ্ক হইয়া আসিল, এবং অশ্রুপরিপ্লুত ও বিহ্বল দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় সন্তানস্নেহপরবশ বৃদ্ধ, শাবককে পক্ষপুটে আচ্ছাদিত করিয়া প্রাণপণে বক্ষতলে চাপিয়া রহিল। শবর যখন তাহার কুলায়সমীপে আসিয়া কোটরের মধ্যে স্বীয় বিবিধবনবরাহবসাবিস্রগন্ধী অনবরত কোদণ্ডগুণাকর্ষণের ক্ষতচিহ্নাঙ্কিতপ্রকোষ্ঠ যমদণ্ডসদৃশ বাম বাহু প্রবেশ করাইয়া দিল, বৃদ্ধ চঞ্চুদ্বারা তাহাকে যথাশক্তি আঘাত করিল, কিন্তু তাহার বাহুপাশ ছাড়াইতে পারিল না। শবর তাহাকে বাহির করিয়া

বধ করিল এবং বৃক্ষতলে শিশুসহ বৃদ্ধ শুক ভূমিতলে নিক্ষিপ্ত হইল।

এই শিশু শুক কালক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজসন্নিধানে আপন পিতার অবস্থা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছে :—

“তাতস্তু তং মহান্তমপি প্রাণসমস্তবাসানুপলভ্যমানস্তমসোৎসোকা শিশুতরোপজাতাপত্যপ্রণয়, মরণভয়াদুদ্ভ্রান্তলোচনতারকাং বিষাদশূন্যামশ্রুজলপ্লুতাং দৃশমিতস্ততো দিক্ষু বিক্ষিপন্, উচ্ছুষ্কতালুরাত্মপ্রতীকারাসমর্থঃ, ত্রাসস্রস্তসন্ধি। শিথিলেন পক্ষপুটেনাচ্ছাদ্য মাং তৎকালোচিতপ্রতীকারং মন্যমানঃ, স্নেহপরবশো মৎপ্রত্যা-ণে নিশ্চেষ্টোহভূৎ ক্রোড়ভাগেন মামবষ্টভ্য তস্থৌ। অসাবপি পাপঃ ক্রমেণ শাখান্তরৈঃ সঞ্চরমাণঃ কোটরদ্বারমাগত্য জীর্ণাসিতভুজঙ্গভোগভীষণং প্রসার্য্য বিবিধবনবরাহবসাবিস্রগন্ধিকরতলং শুকশাবকশোণিতাদ্যরুণনখব্রণাঙ্কিতপ্র-কোষ্ঠমন্তর্দন্তাঙ্কুরাদিবাহুং নৃশংসো মুহুর্মুহুর্বক্রচঞ্চুপ্রহারান্ মুঞ্চন্তং তমা-কৃষ্য তাতমগতাসুমকরোৎ।”

এই দৃশ্যে কবির সহানুভূতি কোন্খানে তাহা আর ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার আবশ্যক করে না। বৃদ্ধ শুক তাহার পত্নীবিয়োগের পর যে কত কষ্ট এবং কত স্বার্থত্যাগ স্বীকারপূর্ব্বক আপন শাবকটিকে প্রাণপণে পালন করিয়া আসিয়াছে এবং সেই অনেক দুঃখের পালিত সন্তানটিকে রক্ষা করিবার জন্য সে কি যন্ত্রণা সহ্য করিয়া মরিল—এই বর্ণনাতেই কবিহৃদয় সম্যক্ ব্যক্ত হইয়াছে। পক্ষীকুলের অন্তরের মধ্যে তিনি কেমন প্রবেশ করিয়াছেন। কেমন দক্ষতার সহিত সুন্দররূপে তিনি দেখাইয়াছেন যে, আমাদের সন্তান আমাদের নিকট যেমন প্রাণাধিক প্রিয়, পাখীর সন্তানও পাখীর কাছে ঠিক সেইরূপ! ভিন্নজাতীয় জীবের প্রতি করুণা সঞ্চার করিবার ইহাই একমাত্র উপায়। আমরা কল্পনা অভাবে অন্য জীবের সুখদুঃখ অনুভব করিতে পারি না, কবি যখন দেখাইয়া দেন, অন্যান্য জাতীয় বাৎসল্য পিতৃস্নেহ আমাদেরই মতন ঐ

যখন দীন পাখীর নীড়ের মধ্যেও আছে, তখন সেই "Touch of nature makes the whole world kin." তখন আমাদের হৃদয় সমস্ত অনাথ জীবজন্তুর প্রতি আত্মীয়ভাবে ধাবিত হয়।

কেবলমাত্র কাদম্বরীতে নহে, জীবজগতের প্রতি এইরূপ সহানুভূতি সংস্কৃত কাব্যে প্রায়ই দেখা যায়। রঘুবংশের নবম সর্গে মৃগয়া। মধ্যস্থলে রাজা দশরথের লক্ষ্য হইতে রক্ষা করিবার জন্য সহচরী হরিণী প্রিয়তম হরিণকে আড়াল করিয়া দাঁড়ায়, এবং তদ্দর্শনে কঠিন রাজহৃদয়েও দাম্পত্যের নিবিড় অনুরাগ জাগাইল। আবার শিখিকুলের বর্হবৈচিত্র্যে মুগ্ধ হইয়া উদ্যত বাণ তূণীরে ফিরিয়া যায়, এবং এই মৃগয়ামত্ততার মধ্যেও মানবহৃদয়ের অন্তস্তল হইতে করুণ স্নেহ স্ফুরিত হইতে থাকে।

শকুন্তলার প্রথম দৃশ্যেও দুষ্মন্তের মৃগানুসরণে কালিদাসের এই গভীর সহানুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে। নহিলে, উদ্যতবাণ দুষ্মন্তের মুখ দিয়া তিনি সেই গ্রীবাভঙ্গাভিরাম সৌন্দর্য্য বর্ণনা করাইবেন কেন? এরূপ সহৃদয়তার সহিত যে প্রাণভয়ে ধাবমান পশুর সৌন্দর্য্য অনুভব করে, চতুরা মৃগয়া তাহাকে কঠিন করিয়া ভুলিতে পারে নাই।—ঋষি রাজাকে শরসন্ধানে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া যে শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছেন তাহা যেন পশুবৎসল ভারতবর্ষের ব্যথিত হৃদয়ের ভাষা। আহা, এই হরিণকের অতিলোল জীবনটি কোথায়ই বা, আর কোথায় তোমার বজ্রসার শর—পুষ্পরাশির মধ্যে কি আগুন ধরাইতে আছে। কবি বড় করুণার সহিত এই কথা বলিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে মৃগয়া আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গেই যেন একটা নিবারণের উদ্যত বাহু আছে—মনের সহিত সেই নিষ্ঠুর প্রমোদে কবি যোগ দিতে পারেন নাই।

কালিদাসের শকুন্তলার প্রতি [illegible]

ধেনু নন্দিনীর সেবার কথা পাঠ কর। সেই অনিন্দ্যতনু ধেনুর নবকিসলয়সদৃশ চিক্কণ পাটল বর্ণ ও ললাটতটে প্রদোষসময়ের নবোদিত শশিকলাসদৃশ ঈষৎ বক্র শ্বেত রেখা বর্ণনা করিয়া কবি কত আনন্দলাভ করিয়াছেন! রাজা যখন রথারোহণে গুরুগৃহে অথবা মৃগয়ায় বাহির হন, কালিদাস সমস্ত পথ তাঁহার অশ্বের নিভৃতোর্দ্ধকর্ণ নিষ্কম্পচামরশিখা গতিবেগসৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে চলেন; এবং কি বশিষ্ঠাশ্রমে, কি মালিনীনদীতীরে, রথ হইতে অবতরণকালে রাজমুখে অশ্বদিগকে বিশ্রাম করাইবার আদেশ দিতে কখনও ভুলেন না।

এই সহানুভূতি শকুন্তলার বিদায়দৃশ্যে—যেখানে হরিণশিশু বারবার অঞ্চল ধরিয়া টানিয়া গমনোদ্যতা শকুন্তলাকে ধরিয়া রাখিতে চাহে এবং হরিণশিশুর স্নেহে শকুন্তলার নয়ন ছলছল করিয়া আসে—সেইখানেই সম্যক্ মনোহারী হইয়া উঠিয়াছে। নিপুণ চিত্রকর কালিদাস এইরূপে চতুর্দ্দিকের সুন্দর প্রকৃতির মধ্যস্থলে মানবের সহিত মৃগহৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বাঁধিয়া দিয়া যে একখানি সুন্দর চিত্র উদ্ঘাটিত করিয়া দিলেন, তাহার মর্ম্মস্থলে কবিহৃদয়ের অনেকখানি বেদনা, পশুজগতের প্রতি অনেকখানি সহানুভূতি যেন আপনা হইতে নিঃশব্দে সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছে।

ভবভূতির নাটকেও এ দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। উত্তরচরিতের তৃতীয় অঙ্কে সীতার পালিত করিশিশু ও ময়ূরবর্ণনায় এই অনুরাগ অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। এবং সেই সঙ্গে প্রকৃতি, পশু এবং মানবের সম্মিলনে সংস্কৃত কবির হৃদয় কিরূপ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে তাহাও প্রকাশ পাইয়াছে।—শকুন্তলার চতুর্থ অঙ্কের সহিত উত্তরচরিতের তৃতীয় অঙ্ক, বিদায় এবং পুনর্মিলন দুই সম্পূর্ণ বিভিন্ন

বিষয়ক হইলেও, দৃশ্যাংশে নিতান্ত বিসদৃশ নহে। এবং ভাবের ঐক্যে উভয় নাটকের পাত্রপাত্রীগণও যেন এইখানে কতকটা ঘনিষ্ঠ হইয়া আসে।

পশুস্নেহ ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির যে এক প্রধান লক্ষণ তাহা একটি কাহিনীতে সুন্দর ব্যক্ত হইযাছে। ব্যাধ যখন ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্যে একটিকে বধ করিল তখনই বাল্মীকির মুখে ছন্দোবদ্ধ শ্লোক উচ্চারিত হইল। যুদ্ধ নহে, স্ত্রীপুরুষের প্রেম নহে, জীবে দয়াই ভারতবর্ষে প্রথম শ্লোক উৎপত্তির কারণ। কথাটা ঐতিহাসিক সত্য না হইতে পারে, বাল্মীকির পূর্ব্বেও দেবস্তুতি উপলক্ষ্যে অনুষ্টুপ ছন্দ রচিত হইতে পারে, কিন্তু গল্পটির মধ্যে একটি গভীর সত্য নিহিত আছে। সেটি এই যে, সর্ব্বভূতে দয়া ভারতীয় প্রকৃতির মূল উৎস। সামান্য একটি ক্রৌঞ্চপক্ষীহনন পবিত্র শ্লোকসৃষ্টির আদিকারণ বলিয়া যে দেশে প্রচলিত হইতে পারে, সে দেশের হৃদয়ের কথাটি কি তাহা আর বুঝিতে বাকি থাকে না। এই জন্য

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাঃ ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতঃ॥"

এ শ্লোকটি পবিত্র শ্লোক। না—ব্যাধ কখনই মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না, ভারতে সে চিরকাল অভিশপ্ত হইয়া রহিয়াছে। যে একটা পাখীর দুঃখ বুঝিতে পারে না, কামমোহিত বিহঙ্গকে যে অকাতরে হত্যা করিতে পারে, যাহার চিত্তবৃত্তি এতই অসাড় অচেতন, সে কখনই শাশ্বতী গতি প্রাপ্ত হইতে পারে না—ইহার মধ্যে বড় একটি গভীর কথা আছে।—দুর্ব্বলের প্রতি স্নেহ, অসহায়ের প্রতি সহানুভূতি পৃথিবীতে বড় কম। কিন্তু যেখানে ইহা দেখা যায় সেখানে মর্ত্ত্য স্বর্গ হইয়া উঠে, সেখান হইতে কুৎসিৎ অত্যাচার চিরদিনের মত নির্ব্বাসিত হয় এবং সেখানে

ভারতবর্ষের হৃদয়ে মনুষ্যের মনোরাজ্যে সেই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। তাহার কারণ বোধ হয় ভারতবর্ষের ধর্ম্ম। সে ধর্ম্ম সর্ব্বলোকে সর্ব্বজীবে, দেবতা হইতে কীটাণু এবং কীটাণু হইতে অচেতন পরমাণু পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র দেবতার অধিষ্ঠান উপলব্ধি করে। এবং সর্ব্বত্রই দেবতার অধিষ্ঠান জানিয়া সর্ব্ব বিশ্বকে প্রীতি করিয়া

---

whom he is too often the capricious and sanguinary tyrant. The legend of Saint Francis of Assisi is not so legendary as we think, and it is not so certain that it was the wild beasts who attacked man first. But to exaggerate nothing, let us leave on one side the beasts of prey, the carnivora, and those that live by rapine and slaughter. How many other species are there, by thousands and tens of thousands, who ask peace from us and with whom we persist in waging a brutal war? Our race is by far the most destructive, the most hurtful, and the most formidable, of all the species of the planet. It has even invented for its own use the right of the strongest,—a divine right which quiets its conscience in the face of the conquered and the oppressed; we have outlawed all that lives except ourselves. Revolting and manifest abuse, notorious and contemptible breach of the law of justice! The bad faith and hypocrisy of it are renewed on a small scale by all successful usurpers. We are always making God our accomplice, that so we may legalise our own iniquities. Every successful massacre is consecrated by a Te Deum, and the clergy have never been wanting in benedictions for our victorious enormities. So that what, in the beginning, was

...ই দেবতাদেরই প্রীতি করে। সুতরাং তাহারা জন্তুর হিংসা ও প্রীতি স্বভাবতই সঙ্কুচিত হইয়া আসে। এবং পশু পক্ষী সচেতন হইয়া মনুষ্যত্বের সহবাস লাভ করে। সেই জন্যই বৈষ্ণব কবির গান—

"আজু বনে আনন্দ বাধাই।
...তিয়া বিনোদ খেলা আনন্দে হইল ভোলা
দূর বনে গেল গান গাই।
ধেনু না দেখিয়া বনে চকিত রাখালগণে
শ্রীদাম সুদাম আদি সবে।

---

the relation of man to the animal becomes that of people to people and man to man.

If so, we have before us an expiation too seldom noticed but altogether just. All crime must be expiated, and slavery is the repitition among men of the sufferings brutally imposed by man upon other living beings; it is the theory bearing its fruits.—The right of man over the animals seems to me to cease with the need of defence and of subsistence. So that all unnecessary murder and torture are cowardice and even crime. The animal renders a service of utility: man in return owes it a need of protection and of kindness. In a word, the animal has claims on man, and the man has duties to the animal.—Buddhism, no doubt, exaggerates this truth, but the Westerns leave it out of count altogether. A day will come, however, when our standard will be higher, our humanity more exacting, than it is to-day. Homo homini lupus, said Hobbes: the time will come when man will be humane even for the wolf: Homo lupo homo.

ভারতবর্ষের হৃদয়ে মনুষ্যত্ব অনেকাংশে সেই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। তাহার কারণ বোধ হয় ভারতবর্ষের ধর্ম্ম। সে ধর্ম্ম সর্ব্বলোকে সর্ব্বজীবে, দেবতা হইতে কীটাণু এবং কীটাণু হইতে অচেতন পরমাণু পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র দেবতার অধিষ্ঠান উপলব্ধি করে। এবং সর্ব্বত্রই দেবতার অধিষ্ঠান জানিয়া সর্ব্ব বিশ্বকে প্রীতি করিতে

---

whom he is too often the capricious and sanguinary tyrant The legend of Saint Francis of Assisi is not so legendary as we think; and it is not so certain that it was the wild beasts who attacked man first. But to exaggerate nothing, let us leave on one side the beasts of prey, the carnivora, and those that live by rapine and slaughter. How many other species are there, by thousands and tens of thousands, who ask peace from us and with whom we persist in waging a brutal war? Our race is by far the most destructive, the most hurtful, and the most formidable, of all the species of the planet It has even invented for its own use the right of the strongest,—a divine right which quiets its conscience in the face of the conquered and the oppressed; we have outlawed all that lives except ourselves Revolting and manifest abuse; notorious and contemptible breach of the law of justice! The bad faith and hypocrisy of it are renewed on a small scale by all successful usurpers. We are always making God our accomplice, that so we may legalise our own iniquities. Every successful massacre is consecrated by a Te Deum, and the clergy have never been wanting in benedictions for any victorious enormity. So what, in the beginning, was

কানাই বলিছে ভাই খেলা আর হবে নাই
আনিব গোধন বেণুরবে।
সব ধেনু নাম কৈয়া অধরে মুরলী লৈয়া
ডাকিয়া পূরিল উচ্চস্বরে।
ধেনু সব সারি সারি হাম্বা হাম্বা রব করি
দাঁড়াইলা কৃষ্ণের নিকটে।
দুগ্ধ স্রবি পড়ে বাঁটে প্রেমের তরঙ্গ উঠে
স্নেহে গাবী শ্যাম অঙ্গ চাটে।
দেখি সব সখাগণ আবা আবা ঘনেঘন
কানুরে করিল আলিঙ্গন।
প্রেমদাস কহে বাণী কানাইর মুরলী শুনি
পশু পাখী পাইল চেতন।"

এবং সেইজন্যই এই চেতনালব্ধ সর্ব্বজীবের তৃপ্ত্যর্থে সর্ব্ব বিশ্বের উদ্দেশে ভারতবর্ষ প্রতিদিন তর্পণ করিয়া থাকে—

"দেবা যক্ষাস্তথা নাগাঃ গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ
ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জিহ্মগা খগাঃ
বিদ্যাধরা জলধরাস্তথৈবাকাশগামিনঃ
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে
তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া।"

## বৃত্তিনির্ব্বাচন।

"যার কর্ম্ম তাকেই সাজে, অন্যকে তা লাঠি বাজে" এই কথাটি খুব সত্য। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, যে কর্ম্ম যাকে সাজে সে কর্ম্ম সে পায় না বা করে না। যে ডাক্তার হইবার উপযুক্ত, সে হয় ত আইন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে—যে আইন ...

উপযুক্ত লোক হইতে ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করিতেছে। এইরূপ অনুপযোগী কাজে প্রবেশ করিয়া কেহই সফলতা লাভ করিতে পারে না—তাহার সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড হইয়া যায়। অনেক সময় ইহা অভিভাবকদিগের অবিবেচনার ফল। আমাদের দেশে কোন যুবক বি এ পাশ করিয়াছে কি অমনি আইন ব্যবসায় অবলম্বন করিবার জন্য তাহার অভিভাবক তাহাকে অনুরোধ করেন—সে তাহার উপযুক্ত কি না তাহা তিনি আদৌ বিবেচনা করেন না। অমুক লোক আইন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া ধনশালী হইয়াছে, তবে সেই বা কেন না হইবে—এই তাঁহার যুক্তি। তিনি এটা বুঝেন না,—সকলেই সব কাজের উপযুক্ত নহে। ব্যক্তিবিশেষের দৈহিক ও মানসিক অবস্থা অনুসারে প্রত্যেকের বৃত্তি নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। কেহ বা দৈহিক বলসাপেক্ষ কাজের উপযুক্ত, কেহ বা সুকুমার শিল্পকলার উপযুক্ত, কেহ বা দৌড়ঝাপের কাজ ভাল করিতে পারে। কেহ বা চুপ করিয়া একস্থানে বসিয়া লেখাপড়ার কাজ ভাল করিতে পারে। যে [illegible] কাজের উপযুক্ত তাহাকে পুলিসের কাজে নিযুক্ত করা যেমন বিড়ম্বনা—যে পুলিসের কাজের উপযুক্ত তাহাকে [illegible] কাজে নিযুক্ত করা তেমনি বিড়ম্বনা। কিন্তু এ কথা স্বীকার করি, এই বৃত্তিনির্ব্বাচন কাজটিও বড় সোজা নহে। তা ছাড়া আমাদের দেশে কাজকর্ম্মের নির্ব্বাচন-পরিসরও এত সংকীর্ণ যে, অনেককে দায়ে পড়িয়া অনুপযোগী ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হয়। আরও এক কথা আমাদের যেরূপ জাতীয় প্রকৃতি তাহাতে নূতন পথ উদ্ভাবন করিবার শক্তি অত্যন্ত কম। আমরা অনুকরণ করিতে খুব মজবুৎ। কোন নূতন ব্যবসায়ে যদি কাহারো সফলতা লাভ করিতে দেখি অমনি গড্ডালিকা-প্রবাহের ন্যায় আমরা সেইদিকে সবেগে অগ্রসর হই। উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত সে বিষয়ে বিবেচনার

বিবেচনা করি না। একজন যদি "বুক সপ্" খুলিয়া সফল হইয়া থাকে অমনি দেখিবে রাস্তায় রাস্তায় "বুক্ সপ্" খোলা হইয়াছে—একজন যদি ফুলের দোকান খুলিয়া ধনী হইয়া থাকে তবে দেখিবে রাস্তায় রাস্তায় ফুলের দোকান বসিয়াছে। কলিকাতার এক সময়ে ময়দা ও তৈলের কলকারখানার ছড়াছড়ি হইয়াছিল, এক্ষণে আবার দর্জ্জির দোকানেব বিস্তার দেখা যাইতেছে। ইহার ফল এই দাঁড়ায় কখন কখন এক একটা ব্যবসায় একেবারে মাটি হইয়া যায়। অনর্থক প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি হওয়ায়, অনেক সময়ে উপযুক্ত লোকেরাও স্বীয় যোগ্যতার অনুরূপ যথেষ্ট ফললাভ করিতে পারে না এবং যে ব্যবসাযের যে অনুপযুক্ত সেই ব্যবসায়ে সে নিযুক্ত হইলে তাহার সমস্ত উদ্যম বৃথা নষ্ট হয় এবং যে কাজে সে হয়তো জনসমাজকে উপকৃত করিতে পারিত সেই উপকার হইতে জনসমাজ বঞ্চিত হয়।

কে কোন্ কাজের উপযুক্ত এবং কি জন্য উপযুক্ত তাহার মোটামুটি কতকগুলি নিয়ম এই জন্য সকলেরই জানা উচিত। এ বিষয়ে ফ্রেনলজি কতকটা পথ নির্দ্দেশ করিয়াছে। প্রচলিত প্রধান প্রধান বৃত্তি ব্যবসায়েব পক্ষে কিরূপ দৈহিক ও মানসিক লক্ষণ উপযোগী তাহা আমরা এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতেছি।

চিকিৎসক। চিকিৎসকের দেহ সম্পূর্ণরূপে সুস্থ এবং তাঁহার দেহে প্রকৃতি-সামঞ্জস্য রক্ষিত হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ প্রাণ-প্রধান প্রকৃতি, বল-প্রধান প্রকৃতি ও মন-প্রধান প্রকৃতি তাঁহার দেহে সমান ভাবে সংমিশ্রিত হওয়া আবশ্যক। তাঁহার প্রাণ-প্রকৃতি যথেষ্ট থাকা চাই, কেন না, তাহা হইলে তাঁহাব দৈহিক ক্ষয় দ্রুতভাবেও অজস্রভাবে পূরণ করিতে তিনি সক্ষম হইবেন। তা ছাড়া, এই প্রকৃতি প্রবল থাকিলে, প্রফুল্লতা, উৎসাহ, হৃদ্যতা উৎপন্ন হয—রোগীব ঘবে প্রবেশ করিতে হইলে এই সকল গুণ থাকা

নিতান্ত আবশ্যক। এই প্র
হয়। বক্ষদেশ গভীর এবং
রক্ত-চলাচল দ্রুতভাবে ও
আগ্রহ, হৃদ্যতা বর্দ্ধিত হয়
আবশ্যক। মজবুৎ দেহের
সমুন্নত, শক্ত চুল এই সমস্ত ল
মন-প্রকৃতিও বিলক্ষণ থাকা চ
মনের ক্রিয়া সচেষ্ট ও বেগবান
স্পৃহা হয়,—সর্ব্বপ্রকার তথ
তীক্ষ্ন নেত্র, সুনির্দ্দিষ্ট সুকু
অপেক্ষাকৃত লঘু অস্থি ও মাংস
পটে ভাব—প্রচুর সূক্ষ্মমর্ম্মিতা
মন-প্রকৃতি সূচিত হয়।
হইলে দেহ-পঞ্জর যথেষ্ট সবল
যাহাতে পাশবতা বা পরুষত
থাকে কিন্তু স্থূল হয় না। স্থূ
আইসে না। অর্থাৎ তাঁহার
সপ্তক পর্দ্দার তারের ন্যায় সম
রের জীবন উদ্বেগ, চিন্তা, শ্রা
সমষ্টি বলিলেও অত্যুক্তি হয়
দেহ-প্রকৃতি হওয়া উচিত যাহ
তাঁহার দেহকে নষ্ট করিতে
তির আতিশয্য থাকে, তাহা
চটা-মেজাজ ও অসুখী হয়।
তাহার মুখাবয়ব কর্কশ ও চুল

উগ্রতা, স্বার্থপর ভাব ও কুরুচির সঞ্চার হইবে। [illegible] অধিক এরূপ [illegible] হইলে আহারদ্রব্যের [illegible] যাইবে—অতিরিক্ত পরিমাণে আহার [illegible] করিয়া [illegible] যাইবে—ব্যবহারেও অভদ্রতা বর্ব্বরতা ইত্যাদি আসিয়া [illegible] চিকিৎসকের শারীরিক প্রকৃতি কিরূপ হওয়া উচিত [illegible] —একণে [illegible] মানসিক লক্ষণ তাঁহার [illegible] বলা যাইতেছে।

প্রথমতঃ তিনি যে [illegible] অর্জ্জন করিবেন [illegible] হওয়া আবশ্যক। রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা, [illegible] বিজ্ঞান, রোগ বিদ্যা ইত্যাদি তাঁহার আলোচনার বিষয়। সকল বিজ্ঞান অনুশীলনের [illegible] অপালের অধোভাগ [illegible] হওয়া চাই—অর্থাৎ তাঁহার পর্য্যবেক্ষণী বুদ্ধি [illegible] কপালের উপরের দিক পরিপুষ্ট হইলে যে সকল [illegible] খাটা ও কবিয়া খাটানো দরকার সেই সকল [illegible] তবে কিন্তু ডাক্তার হইতে গেলে নীচের দিকের কপাল [illegible] হইলে আদৌ সফলতা লাভ করা যায় না। ডাক্তারের [illegible] স্মরণশক্তি প্রবল থাকা চাই। তাঁহার কপালের [illegible] পরিপুষ্ট হওয়া আবশ্যক। কেন না, তিনি [illegible] পড়িয়াছেন, দেখিয়া শুনিয়া যাহা কিছু তাঁহার [illegible] তাহা প্রতিপদে কাজে খাটাইতে হইবে। [illegible] থাকা চাই—বিশেষতঃ তুলনাশক্তি। [illegible] বুদ্ধিবৃত্তির [illegible]। তুলনাশক্তি প্রবল থাকিলে [illegible] রোগের মূল নির্ণয় করিতে সমর্থ হন। যাহার [illegible] বৃত্তিগুলিই [illegible] তিনি রোগের ইতিবৃত্ত [illegible] যাহা একবার [illegible] দেখিয়াছেন তাহা [illegible]

[illegible] হলে [illegible] করিবেন—অবস্থার পরিবর্ত্তনে যে প্রয়োজন [illegible] সময় তিনি বুঝিতে পারেন না। তাঁহার [illegible] বিচার করিতে সমর্থ হন না। যাদের [illegible] বার কেবল [illegible] দিকের কপাল পরিপুষ্ট তাহারা থিয়োরি [illegible] দিতে পারেন [illegible] তথ্য তাঁহারা ঠিক ধরিতে পারেন না। এমন অনেক স্থলে [illegible] দেখা গিয়াছে যাদের কেবল পরা-মর্শের জন্য ডাকা হয়—[illegible] ও লক্ষণ আনুপূর্ব্বিক তাঁহাদের বলিলে তাঁহারা তবে বিচার [illegible] ঠিক কারণ নির্ণয় করিতে [illegible]বেন। তাঁহারা কালেজে [illegible] দিতে পারিবেন কিন্তু ব্যবহারিক চিকিৎসায় হয়তো [illegible] বিস্তৃত খ্যাতি লাভ করিতে পারিবেন না।

চিকিৎসকের সামাজিক ভাবও [illegible] থাকা চাই। সেইজন্য [illegible] সহযোগ যথেষ্ট পরিপুষ্ট হওয়া আবশ্যক। তিনি যে পরিবারে চিকিৎসা করিবেন সেই পরিবারের আবালবৃদ্ধ সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিবে—তাঁহাকে বিশ্বাস করিবে—তাঁহাকে দেখিলে রোগী প্রফুল্ল হইয়া উঠিবে।

চিকিৎসকের দৃঢ়তা ও আত্মনির্ভর বিলক্ষণ থাকা চাই। এতটা আত্মাভিমান থাকা চাই যে নিজের স্কন্ধে [illegible] দায়িত্ব লইতে পারেন এবং যাহা রোগীর জন্য ব্যবস্থা দিবেন তাহার উপযোগিতা সম্বন্ধে নিজের দৃঢ় বিশ্বাস থাকা চাই।

চিকিৎসকের সাহস ও তেজ থাকা আবশ্যক। প্রতিবিধিৎসা ও জিগীষা বৃত্তি পরিপুষ্ট হওয়া চাই। তাহা না হইলে তিনি [illegible] কাজে সংকুচিত হইবেন। আসল কথা তাঁহার সিংহের মত [illegible] ও স্ত্রীলোকের মত কোমল হস্ত হওয়া আবশ্যক।

[illegible] কবিতা [illegible] থাকা চাই। [illegible]

সময়ে গোপন করিবার শক্তির অভাবে ডাক্তার রোগীর মুখের সামনেই হয় তো তাহাকে কোন অপ্রিয় কথা বলিয়া তাহাকে নিরাশা-সাগরে মগ্ন করিতে পারেন। তাহাতে রোগের উপসম হওয়া দূরে থাকুক্ তাহাতে তাহার অবস্থা আরও খারাপ হইয়া পড়ে।

ডাক্তারের আশা ও হাস্যপ্রিয়তা থাকাও আবশ্যক। যে সকল রোগী রোগের প্রভাবে বিমর্ষ ও অপ্রফুল্ল হইয়া পড়ে ডাক্তার তাহাদিগকে আশার কথা বলিয়া হাস্য পরিহাস করিয়া তাহাদিগকে একটু প্রফুল্ল করিতে পারেন। রোগীর ঘরে গিয়া ডাক্তারও যদি বিষণ্নভাব প্রদর্শন করেন তাহা হইলে রোগী আরও ভীত হইয়া পড়ে।

চিকিৎসকের হস্তপটুতাও বিলক্ষণ চাই—নহিলে কাটাকুটির কাজে কিম্বা পটিবাঁধার কাজে অদক্ষ হইবেন।

আইন ব্যবসায়ী। "আমি উকিল কিম্বা ব্যারিষ্টার হইব" এক জন হয় তো মনে মনে স্থির করিলেন। কিন্তু উকীল কিম্বা ব্যারিষ্টার হইতে গেলে কি কি গুণ থাকা আবশ্যক তাহা কি জানা আছে? আইন ব্যবসায়ে যে সকল জ্ঞান অর্জ্জন করা আবশ্যক তাহা কি আয়ত্ত করিতে তুমি সমর্থ হইবে? ঐ ব্যবসায়ে প্রতিপক্ষের নিকট হইতে যে বাধা পাওয়া যায় তাহার উপযুক্ত সাহস তো তোমার আছে—তাহাদের বাক্যবাণের সমক্ষে তুমি তো অক্ষতভাবে উন্নত দণ্ডায়মান থাকিতে পারিবে? তাহাদের সহিত তর্ক করিতে সমর্থ হইবে তো? আবশ্যকীয় মনে রাখিবার জন্য যথেষ্ট স্মরণশক্তি আছে তো? উপস্থিতমত চট করিয়া কোন কথা ধরিয়া আপনার কাজে লাগাইবার ক্ষমতা তোমার আছে তো?

আইনের মূলতত্ত্ব বুঝিবার মত তোমার দার্শনিক বুদ্ধি আছে তো? যথাযথরূপে তোমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার বাক্‌পটুতা

আছে তো? মানবচরিত্র জ্ঞান তোমার আছে তো?—সাক্ষী, উকীল, ও জুরির মনোভাব চট করিয়া ধরিতে পার তো? একটা কোন আইনের তর্ক মীমাংসা করিবার জন্য রাশি রাশি আইন গ্রন্থ ধৈর্য্য সহকারে হাৎড়াইতে পারিবে তো? তাড়াতাড়ি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে চলিবে না—কেন না তাহা হইলে তোমার মক্কেলের হানি হইতে পারে—তোমারও মন অবশ হইতে পারে। তোমার সমস্ত মানসিক বৃত্তির সামঞ্জস্য আছে তো? তুমি প্রতিপক্ষের সহিত তর্কে কিম্বা জুরি ও সাক্ষীকে বুঝাইবার সময় সামাজিক, নৈতিক সর্ব্বপ্রকার হৃদয়ভাবের দোহাই দিতে সমর্থ হইবে তো? তোমার কি সেরূপ বিদ্যার জোর আছে যে তুমি বিদ্বানদের মধ্যে সপ্রতিভ হইয়া থাকিতে পারিবে? তোমার কি এতটা স্বাস্থ্য বল আছে যে তুমি ক্রমাগত সাতদিন ধরিয়া অশ্রান্তভাবে বিপক্ষ উকীলের সহিত তর্কবিতর্ক করিতে সমর্থ হইবে?—যখন সকল চোখ্, সকল কান তোমার উপর ন্যস্ত তখন তুমি প্রশান্তচিত্তে অটলভাবে সুস্পষ্টরূপে আপনার বক্তব্য কি প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে? সকল প্রকার প্রলোভন অতিক্রম করিতে পার এরূপ প্রবল ধর্ম্মবুদ্ধি তোমার কি আছে?—যদি এই সমস্ত গুণ থাকে তবে তুমি এই কাজে অগ্রসর হও। সর্ব্বত্রই দেখা যায় আইনব্যবসায়ী শ্রেণী হইতেই উৎকৃষ্ট রাজনীতিকুশল পুরুষেরা সমুত্থিত হন। আমাদের সভা সমিতিতে রাজদরবারে আইন ব্যবসায়ীদেরই প্রাধান্য দেখা যায়। চৌকোশ লোক না হইলে আইন ব্যবসায়ে সফলতা লাভ করিতে দেখা যায় না।

ক্রমশঃ।

---

## ভ্রমসংশোধন।

৩৪৩ পৃষ্ঠায় "রৌপ্যমুদ্রা" [illegible] লাইনে "রৌপ্যের [illegible] বাড়িয়াছে এবং এখনও [illegible] "রৌপ্যের [illegible] যাছে এবং এখনও [illegible] "ভারতের দারিদ্র্য ও বাণিজ্য" প্রবন্ধের ৩১২ [illegible] "জমিদার" না হইয়া "জামিনদার" হইবে।

আজি চলে' গেলে' কাল কি হবে না হবে
নাহি জানে কেহ!
আজিকার প্রীতিসুখ রবে কি না রবে,
আজিকার স্নেহ!
যতটুকু আলো আছে
কাল নিবে যায় পাছে
অন্ধকারে ঢেকে যায় গেহ,
আজ এস নববর্ষদিনে
যতটুকু আছে তাই দেহ'।

বিস্তীর্ণ এ বিশ্বভূমি সীমা তার নাই,
কত দেশ আছে,
কোথা হতে কয়জনা হেথা এক ঠাঁই
কেন মিলিয়াছে?
কর সুখী, থাক সুখে,
প্রীতিভরে হাসিমুখে,
পুষ্পগুচ্ছ যেন এক গাছে!
তা' যদি না পার চিরদিন,
একদিন এস তবু কাছে!

সময় ফুরায়ে গেলে, কখন্ আবার
কে যাবে কোথায়!
অনন্তের মাঝখানে পরস্পরে আর
দেখা নাহি যায়!
বড় সুখ বড় ব্যথা
চি[illegible] না [illegible] কোথা,

মিলাইবে জলবিম্বপ্রায়,
আজি তবে সকলের মুখ
ভাল করে' দেখে' লই, আয়!

আপন সুখের লাগি সংসারের মাঝে
তুলি হাহাকার!
আত্ম-অভিমানে অন্ধ, জীবনের কাজে
আনি অবিচার!
আজি করি প্রাণপণ
করিলাম সমর্পণ
এ জীবনে যা আছে আমার!
তোমরা যা দিবে তাই লব
তার বেশি চাহিব না আর!

লইব আপন করি নিত্য ধৈর্য্যভরে
দুঃখভার যত!
চলিব কঠিন পথে অটল অন্তরে
সাধি মহাব্রত!
যদি ভেঙ্গে যায় পণ,
—দুর্ব্বল এ শ্রান্ত মন,—
সবিনয়ে করি শির নত
তুলি লব আপনার পরে
আপনার অপরাধ যত!

যদি ব্যর্থ হয় প্রাণ, যদি দুঃখ ঘটে,—
ক' দিনের কথা!

একদা মুছিয়া যাবে সংসারের পটে
শূন্য নিষ্ফলতা !
জগতে কি তুমি একা ?
চতুর্দ্দিকে যায় দেখা
সুদুর্ভর কত দুঃখ ব্যথা !
তুমি শুধু ক্ষুদ্র একজন,
এ সংসারে অনন্ত জনতা !

যত ক্ষণ আছ হেথা স্থিরদীপ্তি থাক,
তারার মতন।
সুখ যদি নাহি পাও, শান্তি মনে রাখ
করিয়া যতন !
যুদ্ধ করি নিরবধি
বাঁচিতে না পার যদি,
পরাভব করে আক্রমণ,
কেমনে মরিতে হয় তবে
শেখ তাই করি' প্রাণপণ !

জীবনের এই পথ, কে বলিতে পারে
বাকি আছে কত !
মাঝে কত বিঘ্ন শোক, কত ক্ষুরধারে
হৃদয়েব ক্ষত !
পুনর্ব্বার কালি হতে
চলিব সে তপ্ত পথে,
ক্ষমা কর আজিকার মত

পুরাতন বরষের সাথে
পুরাতন অপরাধ যত!

ওই যায়, চলে যায় কাল-পরপারে
মোর পুরাতন!
এই বেলা, ওরে মন, বল্ অশ্রুধারে
কৃতজ্ঞ বচন!
বল্ তারে—দুঃখ সুখ
দিয়েছ ভরিয়া বুক,
চিরকাল রহিবে স্মরণ!
যাহা কিছু লয়ে গেলে সাথে
তোমারে করিনু সমর্পণ!

ওই এল এ জীবনে নূতন প্রভাতে
নূতন বরষ!
মনে করি প্রীতিভরে বাঁধি হাতে হাতে
না পাই সাহস!
নব অতিথিরে তবু
ফিরাইতে নাই কভু,
এস এস, নূতন দিবস!
ভরিলাম পুণ্য অশ্রুজলে
আজিকার মঙ্গল কলস!

---

# ভারতবর্ষে।

## বারাণসী।

নাট্য দৃশ্যের হঠাৎ পরিবর্ত্তন হইল। ২৪ ঘণ্টা উত্তর বাঙ্গলার রেলপথে ও ২১ ঘণ্টা গ্রেট পেনিন্সুলার রেলপথে ভ্রমণ করিয়া কাল সন্ধ্যার সময় এখানে পৌছিলাম। পথে কিছুই বিশেষ দেখিবার নাই। মোঙ্গলীয় শীতল (দার্জিলিং) প্রদেশ হইতে নামিয়া একেবারে ভারতের পুণ্যভূমিতে—সনাতনী গঙ্গাদেবীর পুণ্য তটে আসিয়া উপস্থিত।

এইখানেই সেই প্রাচীন ভারতবর্ষ—হিন্দুর ভারতবর্ষ। এখানে য়ুরোপীয়েরা বাস করে না, এখান দিয়া কেবল যাতায়াত করে মাত্র। ইংরাজ ইহার কিছুই পরিবর্ত্তন করিতে পারে নাই; বণিক কিম্বা কারখানাওয়ালা হইয়া ইংরাজেরা এখানে রীতিমত আড্ডা গাড়ে নাই। এই নগরী—এই হিন্দুরা—এই সকল মন্দির দশ শতাব্দি পূর্ব্বে যাহা ছিল এখনও তাহাই আছে। ইহা হিন্দু-জগতের হৃদয়-দেশ—সেই অগ্নিস্থান যেখানে ব্রাহ্মণ্য অনল সর্ব্বদাই প্রজ্জলিত রহিয়াছে। সেই পুরাকালের ব্রাহ্মণেরা, যাঁহারা পুত্রের পুত্রমুখ দেখিবার পর ঘোর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া বিজনে বিশ্বের মূলতত্ত্ব ধ্যান করিতেন, তাঁহারা এই বারাণসী কিম্বা এই গাঙ্গেয় উপত্যকার নিকটবর্ত্তী প্রদেশের অধিবাসী। এই স্থানেই হিন্দু চিন্তার পরিণামস্বরূপ মহা মহা ছয়টা দর্শন বিরচিত হইয়াছিল। পঞ্চবিংশতি শতাব্দিতেও এই নগর বিখ্যাত ছিল। হাঁ, যখন নিনিভার সহিত ব্যাবিলনের দ্বন্দ্ব চলিতেছিল, যখন টায়ার মধ্যধরাশায়ী সাগরের উপকূলে উপনিবেশ স্থাপন করিতেছিল, যখন এথেন্স নগরের হাটবাজার নাগরীদিগের বাক্যোচ্ছাসে প্রতিধ্বনিত হইত

কাশী হিন্দুর নিকট তদপেক্ষা অধিক পবিত্র। উহার প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ড পবিত্র। কাশীতে যাহার মৃত্যু হয়, কোনও মলিনতা কোনও পাপই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। খৃষ্টিয়ান হউক, মুসলমান হউক, গোহত্যাই করুক, বা গোমাংসই আহার করুক, সে নিশ্চয়ই কৈলাসধামে—শিবলোকে গমন করে। অতএব সেই ব্যক্তি ভাগ্যবান্ জীবনের শেষ ভাগ যে কাশীতে কাটাইতে পারে। দুই লক্ষেরও অধিক যাত্রী ভারতের সকল দিক্ হইতে এই-খানে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহাদের মধ্যে অনেকে বৃদ্ধ ও মৃত-কল্প। দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি কাহারও কাশীপ্রাপ্তি না হয়, অন্ততঃ তাহার অস্তিম ভস্মরাশি কাশিধামে পরে পাঠান হয়। এই উদ্দেশে পাঠান হয় যে, গঙ্গাপুত্রেরা অন্ত্যেষ্টি মন্ত্র পাঠ করিয়া তাহার অন্তিম ভস্ম গঙ্গাদেবীকে সমর্পণ করিবে। হিন্দুরা বলে, 'কাশী—পুণ্যধাম কাশী—কাশীকে ধ্যান করিলেই শান্তিতে মৃত্যু হয়'।

বাস্তবিকই এই নগরটি অসাধারণ। অন্যত্র, ধর্ম্মাচরণ, প্রকাশ্য জীবনের এক অংশমাত্র, কিন্তু কাশীতে ধর্ম্ম ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। ধর্ম্ম এখানে সমস্ত গ্রাস করিয়া আছে—মানবজীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত পূর্ণ করিয়া আছে—নগরকে মন্দিরে মন্দিরে ছাইয়া ফেলিয়াছে। উনবিংশতি সহস্রেরও অধিক মন্দির, এতদ্ব্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবালয় অসংখ্য। মূর্ত্তির সংখ্যা যদি ধর তো সে কাশীর জনসংখ্যার দ্বিগুণ। প্রায় পাঁচ লক্ষ হইবে। কাল সন্ধ্যায় যখন পৌঁছিলাম, দিনের আলো তখনও ছিল, তাই বেড়াইতে বেড়াইতে নদীর ধার পর্য্যন্ত গেলাম। নগরের আঁকা-বাঁকা গলিসকল অর্দ্ধ-নগ্ন মানবকুলের গতিবিধিতে পরিপূর্ণ। দেবালয়ের দ্বারের সম্মুখে লোকের বেশি ভীড়। গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণেরা ঠেলাঠেলি করিয়া চলি-যাছে; সন্ন্যাসীরা আসন করিয়া উপবিষ্ট—ভস্মমাখা নগ্নদেহ—

স্থির দৃষ্টি—চারিদিকের চঞ্চল গতিবিধির মধ্যে প্রস্তরবৎ অচল।

হলদে ফুলের হার, মালা, প্রস্তরের শিবলিঙ্গ প্রভৃতি নানাবিধ ধর্ম্মোপকরণে এখানকার দোকান সকল পরিপূর্ণ। ঘরের দেয়ালে, দ্বারের উপরিভাগে, কুলঙ্গির উপর; নানাপ্রকার কদাকার দেবমূর্ত্তি—কাহারও বা গজমুণ্ড—কাহারও বা গায়ে সাপ জড়ানো। স্থানে স্থানে কূপ—তাহা হইতে পচা ফুলের দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে। সেই সকল কূপে দেবতার বাস—তাহার চারিদিকে লোকের অত্যন্ত ভীড়। প্রাচীরের গায়ে নীলরঙ্গে চিত্রিত হিন্দু দেবদেবীর পৌরাণিক কাহিনী। দেবদেবীর অশ্লীল মূর্ত্তিসকল মালার আকারে মন্দিরের চারিদিকে বেষ্টিত। এত দেবদেবীর মূর্ত্তি যে, বড় বড় মন্দিরেও যেন আর ধরে না—রাস্তার মধ্যে ছোট ছোট দেব-স্থানেও দেবতা-দিগকে আশ্রয় লইতে হইয়াছে—তাহাতে লম্বোদর গণেশ অথবা ভীষণ-মূর্ত্তি কালীদেবী অধিষ্ঠিত। মন্দির বেদীর উপর যে জুঁই ফুল থাকে তাহাতে গঙ্গাজলের ছিটা দেওয়া হয়। এই গঙ্গাজলে ভিজিয়া ভিজিয়া ফুলসকল পচিয়া উঠে—তৎপরে গোবর ও এই পচা ফুলে মিশিয়া একপ্রকার কর্দ্দম উৎপন্ন হয়। এই কর্দ্দমের উপর দিয়া পিছলিয়া পিছলিয়া চলিতেছি—আর দুর্গন্ধ ভোগ করিতেছি। এই মানব-জনতার মধ্যে আবার বানরেরা লাফালাফি করিতেছে—খেলি-তেছে—ঘরের ছাদে বসিয়া আছে; এবং বন্ধন-মুক্ত গাভীসকল ইত-স্তত বিচরণ করিয়া ফুল খাইতেছে। প্রাচীন হিন্দু মহাকাব্যে অসংখ্য যুগযুগান্তের কথা, অসংখ্য দেবদেবীর কথা, অসংখ্য জীবজন্তু উদ্ভি-জ্জের কথা পড়িয়া যেমন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িতে হয়, এইখানকার ব্যাপারসকল দর্শন করিয়া আমার কতকটা সেই রকম মনের ভাব হইয়াছে। আমাদের স্বাভাবিক মনের গতি ও অভ্যাস যেন একে-

বারে ওলটপালট হইয়া গিয়াছে। মনে হয় যেন এমন একটা দেশে আসিয়াছি যেখানে মানুষ পায়ে না হাঁটিয়া মাথায় হাঁটে। এই মানবজাতি যেরূপে চিন্তা করে, অনুভব করে, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে তাহা সম্পূর্ণ আমাদের বিপরীত—আমাদের ভাবের সঙ্গে আদৌ মিশ খায় না। কাশীতে আসিয়া মনে হয়, যেন খেয়াল দেখাই এখানকার স্বাভাবিক অবস্থা। ... ... ... ...

পাঁচটার সময় উঠিলাম, সাড়ে ছটার সময় নদীর ধারে উপনীত হইলাম। প্রভাতের তরুণ আলোকে দিগন্ত পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান তরল রজতবৎ শুভ্রকান্তি। বৃহৎ গঙ্গা নিজ শ্যামল বক্ষ উদ্‌ঘাটন করিয়া, কর্দ্দমময় ভাঙ্গা ভাঙ্গা তরঙ্গলহরী বিস্তার করিয়া দুই কূলের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। একদিকে বালুকাময় বিস্তীর্ণ মরু—আর একদিকে মন্দির প্রাসাদ মসজিদ, মর্ম্মর-প্রস্তরের প্রাচীর—যাহার রেখাসূত্র গোলাবী কুয়াশার গভীরতম দেশে ক্রমশ মিলাইযা গিয়াছে। ঘাটের প্রশস্ত ধাপসকল উদারভাবে নদী পর্য্যন্ত নামিয়াছে এবং সূর্য্যালোকে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। এইখানে হিন্দুদিগের ভীড়। যাত্রী, পুরোহিত, ভক্তের দল সবাই প্রাভাতিক অর্চ্চনা সমাধা করিবার জন্য—উদীয়মান সূর্য্যকে ও গঙ্গাদেবীকে পূজা দিবার জন্য এখানে সমাগত। সহস্র সহস্র লোক। গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণেরা—ত্রিবলীশোভিত লম্বোদর—দীপ্তিমান মুণ্ডিত মস্তক—বৃহৎ বৃহৎ তৃণাচ্ছাদিত ছত্র-তলে, প্রস্তর-ফলকের উপর উপবিষ্ট হইয়া পথিকদিগের নিকট শাস্ত্র হইতে শ্লোক পাঠ করিতেছে। শ্যামবর্ণ শূদ্রেরা মুণ্ডিতমস্তক, কেবলমাত্র অল্প এক গুচ্ছ কেশ ঘাড়ের দিকে লম্বমান—অর্দ্ধনগ্ন চটুল দেহ। স্ত্রীলোকেরা উজ্জ্বল রঙ্গের কাপড়ে আপাদমস্তক আচ্ছাদিত। তাহারা দাঁড়াইয়া সূর্য্যের দিকে বাহু উত্তোলন করিয়া করযোড়ে পূজা করিতেছে। যতই আমাদের নৌকা জলের উপর অগ্রসর হইতে

লাগিল ততই মন্দির ও লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। চারি শত ফুট প্রশস্ত বড় বড় সোপানশ্রেণী প্রকাণ্ড পিরামিডের ন্যায় ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, তাহাদের সহস্র সহস্র ধাপ—সেই ধাপসমূহের সমান রেখাপাত। গুরুভার অষ্টকোণ স্তম্ভসকল জলমধ্যে নিমগ্ন; হর্ম্ম্য-শ্রেণীর চৌকোনা সম্মুখভাগ—লালপাথরে ফুলকাটা বড় বড় চূড়া—মার্ব্বলের ভিতর খোদা কুলঙ্গি সকল একটার পর একটা দৃষ্টি-পথে আসিতেছে। পুরাতন মিসরের ন্যায়, আসিরিয়ার পৌরাণিক নগরের ন্যায় এখানে পাথরের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তূপ, জ্যামিতিক গঠন প্রণালী অনুসারে উপর্য্যুপরি স্তম্ভ। এই সকল অট্টালিকার নিম্নে বহুপুরাতন নদীর ধারে শতসহস্র হিন্দু গতিবিধি করিতেছে—ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছে।

চারি ঘণ্টা ধরিয়া আমি নদীর উপর নৌকা করিয়া যাতায়াত করিলাম—এই সকল অশেষ বিচিত্রতা—আকার ও ভঙ্গীর অনন্ত তরঙ্গ আমি কি করিয়া বর্ণনা করিব? আলোক-ধবল প্রশস্ত ধাপের উপর—বাঁধা পোস্তার ধারে—ভগ্নাবশিষ্ট মন্দিরের রাশীকৃত প্রস্তরের উপর—আরও উচ্চে গবাক্ষের উপর—প্রকাণ্ড প্রস্তরস্তূপের ছাদে—তৃণময় ছত্রারণ্যের তলে—শ্যামল দেহসকল পিল্‌পিল্ করিতেছে—বিচিত্র রঙ্গের বুদ্বুদ যেন ভাসিতেছে। পাঁচটি নগ্নদেহ একটা থামের উপর হইতে এক লম্ফে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল—জলকণার স্ফুলিঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

তাহাদের পশ্চাতে ব্রাহ্মণেরা বিড়্‌বিড়্ করিয়া মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে বৃক্ষশাখা আস্ফালন করিয়া জলে ক্রমাগত আঘাত করিতেছে। আরও নীচে, গম্ভীর ও উন্নতকায় স্ত্রীলোকেরা জল হইতে উঠিতেছে—সিক্ত নীল সাড়ী হইতে টস্‌টস্ করিয়া জল পড়িতেছে। জনতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, লোহিত পট্টবস্ত্রে আবৃত হইয়া, শাস্ত্রানু-

নোদিত আসন রচনা করিয়া, একটা প্রস্তরস্তূপের উপর উপবিষ্ট হইয়া এক ব্যক্তি একদৃষ্টে স্বর্য্যের পানে চাহিয়া আছে—কত অদ্ভুত ভঙ্গী ও মুদ্রা করিতেছে, দেখিলে মনে হয় উন্মাদগ্রস্ত; দুইজন স্ত্রীলোক এক হস্তে নাক টিপিয়া ধরিয়া আছে, অপর হস্তে বুক চাপ্‌ড়াইতেছে; একটি বৃদ্ধা একেবারে বক্রীভূত—সর্ব্বাঙ্গ কম্পমান—তাহার গাত্রলগ্ন সিক্ত সাড়ী হইতে তাহার শীর্ণতার রেখা বেশ স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে—বলীরেখাঙ্কিত হস্ত যোড় করিয়া সে ছয়বার পাক্ দিয়া ঘুরিতেছে। আর সকলে, ওষ্ঠাধরের দ্রুত স্পন্দন সহকারে, মধ্যে মধ্যে করপুটে জল উঠাইয়া সম্মুখে নিক্ষেপ করিতেছে।

... . ... .. ..

শিবের নিকট, গণেশের নিকট, স্বর্য্যের নিকট, অসংখ্য স্তুতি বন্দনা উত্থিত হইতেছে। একমুহূর্ত্তের জন্য এক একবার সেই গুরুভারাক্রান্ত অভিভূতভাব হৃদয়ে উপলব্ধি করা যায়, যে ভাব পুরুষানুক্রমে ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইয়া আর্য্য মস্তিষ্কের গঠন পরিবর্ত্তন করিয়া হিন্দুদর্শন ও হিন্দুকাব্যের আকারে পরিণত হইয়াছে। এইরূপ উপলব্ধি হয় যে, বিশেষ বিশেষ নশ্বর সত্তার পশ্চাতে একটা মহা শক্তি বিদ্যমান, যে শক্তি সর্ব্বপ্রকার পদার্থ ও সত্তা উৎপাদন করে, যাহা অবিনশ্বর, যাহা অনন্তকাল বর্ত্তমান, সহস্র সহস্র জন্মমৃত্যুর মধ্যে যাহার প্রকাশ এবং যাহার কদাচ ক্ষয় হয় না। এই শক্তিকেই হিন্দুরা পূজা করে—এই শক্তিপূজাই তাহাদের ধর্ম্মের ভিত্তিভূমি। এই কথাটা যদি একবার উপলব্ধি করা যায়, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রকার অসঙ্গতির ব্যাখ্যা আপনা আপনি হইয়া যায়। হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে অসভ্যজাতিসুলভ পৌত্তলিকতার সহিত অতি সূক্ষ্ম তত্ত্বচিন্তার সম্মিলন হইয়াছে। এই হিন্দুরা তেত্রিশ-

কোটি দেবতা মানে, তা ছাড়া পঞ্চভূত, পশুপক্ষী বৃক্ষ তারকা প্রস্তর সকলকেই পূজা করে। জগদ্ব্রহ্মবাদ—একেশ্বরবাদ—বহুদেববাদ সমস্তই ইহার মধ্যে একাধারে বর্ত্তমান। বিশ্বের সার্ব্বভৌমিক সত্তাকে কিম্বা তাহার বাহ্য প্রকাশকে এক করিয়া দেখ কি বহু করিয়া দেখ, জড়ভাবে দেখ কি আত্মাভাবে দেখ—যে ভাবে দেখো তাহারই উপর এই বিশেষ বিশেষ মতবাদ নির্ভর করে। একবার ইহা বুঝিতে পারিলে তাহাদের বাতুল কল্পনার অর্থ পাওয়া যায়, তাহাদের কাব্যগত অদ্ভুত স্বপ্নকাহিনীর ব্যাখ্যা হয়। হিন্দুরা প্রকৃতির মধ্যে মগ্ন হইয়া গিয়া, হস্তী বানর ভল্লুক কীট পতঙ্গ উদ্ভিজ্জ সকলকেই আপনাদের সমকক্ষ সঙ্গী করিয়া লইয়াছে। অধিকন্তু, তাহারা একটা মহাপ্রাণ উপলব্ধি করিয়াছে, যে প্রাণ তরল তরঙ্গময়, যাহা মরিতেছে, জন্মিতেছে, বৃদ্ধি পাইতেছে এবং যে প্রাণ বিচিত্র ও চিরপরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু যখন আমি এই লোকারণ্যের মধ্যে এই সকল মন্দিরের মধ্যে, মুসলমান মস্‌জিদের দুইটি সমুন্নত সৌধ-ধবল মিনার সুনীল গগনপটে অঙ্কিত দেখিলাম তখন আমার একটা খুব তফাৎ মনে হইল। এই মিনার দুটি গগন ভেদ করিয়া কেমন সিধা উঠিয়াছে। প্রার্থনার ঐকান্তিক আগ্রহ—অন্তরের একটি আকুল ধ্বনি যেন মূর্ত্তিমান হইয়া অপ্রতিহতবেগে ঊর্দ্ধে ছুটিয়াছে। এই মিনারের গঠনে এমন একটি জাতির হস্ত দেখিতে পাওয়া যায়, যে জাতি অনাড়ম্বরপ্রিয়, ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন, একেশ্বরবাদী এবং যাহার হৃদয় প্রবল আবেগে পূর্ণ।

---

# স্বরলিপি।

## মিশ্র ভৈরবী—কাওয়ালি লয়।

হেলাফেলা সারা বেলা
এ কি খেলা আপন সনে।
এই বাতাসে ফুলের বাসে
মুখখানি কার পড়ে মনে।
আঁখির কাছে বেড়ায় ভাসি
কে জানে গো কাহার হাসি।
দুটি ফোঁটা নয়নসলিল
রেখে যায় এই নয়নকোণে।
কোন্ ছায়াতে কোন্ উদাসী
দূরে বাজায় অলস বাঁশি,
মনে হয় কার মনের বেদন
কেঁদে বেড়ায় বাঁশির গানে।
সারা দিন গাঁথি গান
কারে চাহে গাহে প্রাণ,
তরুতলের ছায়ার মতন
বসে আছি ফুলবনে।

৩।২

॥ {গা মা পা ধা । ঋপা -গা গমপা মা । গা -া -া -া । ॥
॥ {হে লা ফে লা । সা — রা বে । লা — — — ।

। গমপা মগা রা ন্‌সা । রা রা পা ক্ষা । (পধপক্ষা -পা -মা -গা)-া}
। এ কি খে লা । আ প ন্ স । (নে — — —) ॥}

। পা -া -া -া । পধা ধা ধা ধণা । ধা ণা -ধণর্সা ণধা ।
। নে — — — । এই বা তা সে । ফু লে র্ বা ।

। পাঃ -ধঃ পা -া । সা সা ন্া -সা । রা রা -পা ক্ষা ।
। সে — য় থ্ । থা নি কা র্ । প ড়ে — ম ।

। পধপক্ষা -পা -মা -গা ॥ গা গা পা পা ।
। নে — — — ॥ আঁ খির্ কা ছে ।
। ॥ কোন্ ছা য়া তে ।
। ॥ সা রা দিন্ — ।

। {ধা ধণা- ধর্সা ণর্সণা । ধা -া ধণাঃ -ধঃ ।
। {বে ড়া য় ভা । সি — কে — ।
। {কো ন্ উ দা । সী দূরে — ।
। {গাঁ থি — গা । — ন্ কা — ।

। পা পধা -পধপা ক্ষা । ক্ষা পা -ক্ষপধা পক্ষা ।
। জা নে — গো । কা হা --র্ হা ।
। — বা জা য় । অ ল -স্ বাঁ ।
। রে চা — হে । কাঁ দে — প্রা ।

। পা -া -া -া । সা রা ক্ষা পা} । ক্ষা ক্ষা ক্ষগা ক্ষা ।
। সি — — — । (আঁ খির্ কা ছে)} । ফু টি কোঁ টা ।
। শী — — — । (কোন্ ছা যা তে)} । ম নে হব কাব্ ।
। — — — ণ্ । (সা রা দি ন্)} । ত রু ত লেব্ ।

। ক্ষা পা -া ক্ষা । পধপক্ষা -পা পা সা ।
। ন য় ন্ স । লি ল্ বে থে ।
। ম নে র্ বে । দ ন্ কেঁ দে ।
। ছা গা ব্ ম । ত ন্ স

। -ঃ-রসঃ ন্‌া -া সা । রা রা পা ক্ষা । পধপক্ষা -পা -মা -গা ॥
। — বা য় এই । ন য় ন্‌ কো । ণে — — — ॥
। — বে ড়া য় । বাঁ শী র্‌ গা । নে — — — ॥
। — আ ছি — । ফু ল — ব । নে — — — ॥

## ব্যাখ্যা।

১। এই গানটির তালাঙ্ক ৪।২ ; অর্থাৎ ছেদ-মধ্যবর্ত্তী প্রতি তাল বিভাগের মধ্যে চার চারটি করিয়া মাত্রা আছে ; তাই আকারের বাম দিকে ৪ সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এবং এক-দুই এক-দুই এক-দুই এইরূপ করিয়া ২ সংখ্যা পর্য্যন্ত না থামিয়া এক নিঃশ্বাসে আবৃত্তি করিতে যত সময় লাগে ততটা সময় প্রতিমাত্রার স্থায়িত্ব কাল। তাই আকারের ডাইন দিকে ২ সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

২। ক্ষ=কড়ি মা ; ঞ=কোমল নি।

৩। ।=একমাত্রা, ।ঃ=দেড় মাত্রা, ঃ=অর্দ্ধমাত্রা। দুইটি স্বরের অক্ষর একত্র যোগ করিয়া দ্বিতীয় অক্ষরটির গায়ে অর্দ্ধমাত্রার চিহ্ন থাকিলে বুঝিতে হইবে প্রত্যেক স্বরটি সিকি মাত্রা কাল স্থায়ী।

৪। ।-র পূর্ব্বে যখন হাইফেন চিহ্ন না থাকে তখন এক মাত্রা কাল বিরাম অর্থাৎ নীরবতা বুঝাইবে।

৫। সব অন্তরাগুলির একই সুর বলিয়া প্রত্যেকের স্বতন্ত্র স্বরলিপি দেওয়া গেল না। প্রথম অন্তরার স্বরলিপি অনুসারে অন্য অন্তরাগুলি পরে পরে গাহিতে হইবে।

---

# নূতন তাম্রশাসন।

মালদহ জেলার অন্তর্গত খালিমপুর নামক গ্রামে বিগত নবেম্বর মাসে আমি এই তাম্রশাসনখানি একটি বিধবা মুসলমান স্ত্রীলোকের নিকটে প্রাপ্ত হই। খালিমপুর গ্রাম প্রাচীন গৌড়নগরের পূর্ব্বদিকে

যে মৃণ্ময় বপ্রশ্রেণী আছে এবং তাহারই অব্যবহিত পূর্ব্বে ভাতিয়ার বিল নামক যে বিল আছে তাহারই পূর্ব্বাংশে অবস্থিত। গৌড় হইতে ইহার দূরত্ব ন্যূনাধিক ২॥ ক্রোশ হইবে। উপরোক্ত বিধবার মৃতস্বামী আলিম মণ্ডল প্রায় ২।৩ বৎসর হইল একটি ধান্যক্ষেত্রে হল-কর্ষণকালে উক্ত তাম্রশাসনখানি প্রাপ্ত হয়। ধান্যক্ষেত্রটি এক-সময়ে অপেক্ষাকৃত উচ্চতর একটি তূতক্ষেত্র ছিল—এবং ইহাতে এক্ষণেও খনন করিলে পুরাতন ইষ্টক পাওয়া যায়। গ্রাম্য লোকেরা অনুমান করে, ঐস্থানে পূর্ব্বে একটি ইষ্টকালয় ছিল। খালিমপুর গ্রামে কেবল মুসলমান কৃষক ও শ্রমজীবিগণের বাস। তাহারা কেহই লেখাপড়া জানে না। আলিম তাম্রশাসনখানি প্রাপ্ত হইয়া দুই একজন দেশীয় পণ্ডিতকে দেখাইয়াছিল—কিন্তু তাঁহারা কেহই পড়িতে পারেন নাই। তদবধি তাহর গৃহে শাসনখানি পড়িয়া ছিল।

তাম্রশাসনের আমি যেরূপ পাঠোদ্ধার করিয়াছি—তাহা শেষভাগে প্রদত্ত হইল।

সম্প্রতি তাম্রশাসনখানি পণ্ডিতগণের দর্শনজন্য এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরিত হইয়াছে। আমি যেরূপ পাঠ উদ্ধার করিয়াছি ইহার দুই এক স্থানে কিঞ্চিৎ ভ্রম থাকিতে পারে; কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, এই পাঠের অধিকাংশই ঠিক।

ইহাতে জানা যায়, রাজা ধর্ম্মপাল—"নারায়ণ ভট্টারক" নামক এক ব্যক্তিকে চারিখানি গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন। রাজা ধর্ম্মপাল খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর শেষভাগে বা ৯ম শতাব্দীর প্রথমভাগে গৌড়ের সম্রাট ছিলেন। পুণ্ড্রবর্দ্ধন তাঁহার রাজত্বের অন্তর্ব্বর্ত্তী ছিল জানা যায়, কেননা যে চারিখানি গ্রাম প্রদত্ত হইয়াছিল তাহারা পুণ্ড্রবর্দ্ধনের অন্তর্ব্বর্ত্তী। পাটলীপুত্র নগর হইতে শাসনখানি জারি হয়।

"নারায়ণ ভট্টারক" আমার বিবেচনায় অপর কেহ নহেন, রাঢ়ীয়

ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের মধ্যে—শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় ব্রাহ্মণদের পূর্ব্বপুরুষ ভট্টনারায়ণ। ভট্ট ও ভট্টারক একই শব্দ। ধর্ম্মপালের বংশে নারায়ণ পাল নামক রাজার প্রদত্ত তাম্রশাসনে—যাহার প্রতিলিপি ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের Indo-Aryans Vol 2nd গ্রন্থে ২৬৭-২৭০ পত্রে প্রদত্ত হইয়াছে—শিবভট্ট নামক ব্যক্তিও শিবভট্টারক বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন দেখা যায়। ভট্ট শব্দেরই গৌরবসূচক আকার ভট্টারক।—ভট্টনারায়ণ গৌরবের সহিত "নারায়ণ ভট্টারক" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

ভট্টনারায়ণ সম্বন্ধে অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতসমাজে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। প্রাচীন ঘটকদের মতে যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আদিশূর কর্ত্তৃক গৌড়ে আনীত হযেন তন্মধ্যে যিনি শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় তাঁহার নাম আদৌ ভট্টনারায়ণ নহে, তাঁহার নাম ক্ষিতীশ। ক্ষিতীশের সহিত ভট্টনারায়ণের সম্বন্ধ কি তাহা এ পর্য্যন্ত নির্ণয় হয় নাই।—ফলত ভট্টনারায়ণ যে আদিশূরের সময়ে এদেশে আইসেন নাই—তাহা প্রাচীন ঘটকদের গ্রন্থে স্পষ্ট প্রমাণ হয়।—তাহার পর "লাহিড়ী বংশাবলী" নামক একখানি গ্রন্থ বরেন্দ্র দেশে থাকা জানা যায়।—শ্রীযুক্ত বাবু মহিমচন্দ্র মজুমদার রচিত "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" নামক গ্রন্থে উক্ত পুস্তকের উল্লেখ আছে। এবং তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইয়াছে—তাহা এইরূপ—

গুম্ফোৎফুল্লাস্যপদ্মে স্ফুরতি সচকিতং বেদবেদাঙ্গবাণী—
মানী কোদণ্ডপাণিঃ পবনগতিহয়ঃ কৌঙ্কিকোষ্ণীষমৌলিঃ।
কণ্ঠে শ্রীশৈলচক্রং মলয়জতিলকৈরেতি কোলাঞ্চদেশাৎ
সাক্ষান্নারায়ণশ্রীঃ সনিজপরিকরৈর্ভট্টনারায়ণোহয়ং।
রাজা শ্রীধর্ম্মপালঃ সুখসুরধুনীতীরদেশে বিধাতুং
নান্নাদিগাঞী বিপ্রং গুণযুততনয়ং ভট্টনারায়ণস্য।

যজ্ঞান্তে দক্ষিণার্থং সকনকরজতৈর্দ্দীন সারাভিধানং
গ্রামং তস্মৈ বিচিত্রং সুরপুরসদৃশং প্রাদদৎ পুণ্যবানঃ ॥
শাণ্ডিল্যগোত্রজাতানাং বরেন্দ্রেহসৌ দ্বিজন্মনাং।
আদিত্যতোজ্জয়মনি র্ভট্টো জজ্ঞে তু নন্দনঃ ॥

তাহার পর এই বংশাবলীর বর্ণনায় জানা যায় ভট্টনারায়ণের অধস্তন ১৪শ পুরুষ পীতাম্বর লাহিড়ী। ইনি লাহিড়ীদের আদি পুরুষ। বল্লালসেনের সময়ে ইনি জীবিত ছিলেন।

পীতাম্বর লাহিড়ীকে ১১৫০ খৃঃ অব্দে জীবিত ধরিয়া এবং প্রত্যেক পুরুষ ২৫ বৎসর ধরিলে ১৪শ পুরুষে ৩৫০ বৎসর লব্ধ হয়। তাহা হইলে ন্যূনাধিক খৃষ্টীয় ৮০০ বৎসরে ভট্টনারায়ণ এ দেশে যে আইসেন তাহা এই গ্রন্থের দ্বারা প্রমাণ হয়।—

এই গ্রন্থ ও তাম্রশাসনের প্রমাণ ঐক্য করিলে জানা যায় রাজা ধর্ম্মপাল, ভট্টনারায়ণ ও তৎপুত্র আদিগাঞী ওঝা উভয়কেই ভূমিদান করিয়া এ দেশে বাস করাইয়াছিলেন।

আমি যতদূর বুঝিয়াছি তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন বলিয়া বোধ হয়। এক্ষণে পণ্ডিত সমাজে এই অতি বিচিত্র কথার আলোচনা ও মীমাংসা আবশ্যক।

বারান্তরে সবিস্তার এই কথার আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

## প্রতিলিপি।

## শ্রীমান্ ধর্ম্মপাল দেবঃ।

স্বস্তি।—

সর্ব্বজ্ঞতাং শ্রিয়মিব স্থিরমাস্থিতস্য
বজ্রাসনস্য বহুমারকুলোপলম্ভাঃ।

দেব্যা মহাকরুণয়া পরিপালিতানি
রক্ষন্তু বো দশবলানি দিশোজয়ন্তি ॥

শ্রিয়ইব সুভগাযাঃ সম্ভবোবারিরাশি-
শ্শধবইব ভাসো বিশ্বমাহ্লাদয়ন্ত্যাঃ।
প্রকৃতিববনিপানাং সম্মতে রুক্তমায়া
মজনি দয়িতবিষ্ণুঃ সর্ব্ববিদ্যাবদাতঃ ॥

আসীদাসাগরাস্তোর্ব্বীং
গুর্ব্বীভিঃ কীর্ত্তিভিঃ কৃতী।
মণ্ডয়ন্ শমিতারাতিঃ
শ্লাঘ্যঃ শ্রীবপ্যটস্ততঃ ॥

মাৎস্যন্যায়মপোহিতুং প্রকৃতিভির্লক্ষ্ম্যাঃ করগ্রাহিতঃ
শ্রীগোপাল ইতি ক্ষিতীশশিরসাং চূড়ামণিস্তৎসুতঃ।
যস্যানুক্রিয়তে সনাতনযশোরাশির্দিশামাশয়ে
শ্বেতিম্না যদি পৌর্ণমাসরজনী জ্যোৎস্নাতিভারশ্রিয়া ॥

শীতাংশোরিব রোহিণী হুতভুজঃ স্বাহেব তেজোনিধেঃ
শর্ব্বাণীব শিবস্য গুহ্যকপতের্ভদ্রেব ভদ্রাত্মজা।
পৌলোমীব পুরন্দরস্য দয়িতা শ্রীদেদ্দদেবীত্যভূদ্
দেবী তস্য বিনোদভূর্ম্মুরবিপোর্লক্ষ্মীরিব ক্ষ্মাপতেঃ ॥

তাভ্যাং শ্রীধর্ম্মপালঃ সমজনি সুজনস্তূপমানাবদানঃ
স্বামী ভূমীপতীনামখিলবসুমতীমণ্ডলং শাসদেকঃ।

চম্বারন্তীব মজ্জৎকরিগণচরণন্যস্তমুদ্রাঃ সমুদ্রা
যাত্রাং যস্য ক্ষমন্তে ন ভুবনপরিধা বিশ্বগাশাজিগীষোঃ ॥

যস্মিন্নুদ্দামলীলাচলিতবলভরে দিগ্‌জয়ায় প্রবৃত্তে
যান্ত্যাস্বিশ্রোধরায়াং চলিতগিরিতিরশ্চীনতাং তদ্বশেন।
ভারাভুগ্নাবমজ্জন্মণিবিধুরশিরশ্চক্রসাহায়কায়ং
শেষেণোদস্তদোষ্ণা ত্বরিততরমধোধস্তমেবান্বযাতম্‌ ॥

যৎপ্রস্থানে প্রচলিতবলাস্ফালনাদুল্ললন্তি
র্ধূলীপূরৈঃ পিহিতসকলব্যোমভির্ভূতধাত্র্যাঃ।
সম্প্রাপ্তায়াঃ পরগতনুতাং চক্রবালং ফণানাং।
মগ্নোন্মীলন্মণি ফণিপতে র্লাঘবাদুল্ললাস ॥

বিরুদ্ধবিষয়ক্ষোভাদ্‌
যস্য কোপাগ্নিরৌর্ব্ববৎ।
অনির্বৃতি প্রজজ্বাল
চতুরম্ভোধিবারিতঃ ॥

যেহভুবন্‌ পৃথুরামরাঘবনলপ্রায়াধরিত্রীভুজ
স্তানেকত্র দিদৃক্ষুণেব নিচিতান্‌ সর্ব্বান্‌ সমম্‌ বেধসা।
ধ্বস্তাশেষনরেন্দ্রমানমহিমা শ্রীধর্ম্মপালঃ কলৌ
লোলশ্রীকরিণীনিবন্ধনমহাস্তম্ভঃ সমুত্তম্ভিতঃ ॥

যাসাং নাসীরধূলীধবলদশদিশাং দ্রাগপশ্যন্নিয়ত্তাং
ধত্তেমান্ধাতৃ সৈন্য ব্যতিকরচকিতো ধ্যানতন্ত্রীং মহেন্দ্রঃ।

তাসামদ্যাহবেচ্ছাপুলকিতবপুষাম্ বাহিনীনাম্বিধাতুং
সাহায্যং যস্য বাহ্বো র্নিখিলবিপুকুলধ্বংসিনোর্নাবকাশঃ ॥

ভোজৈর্মৎস্যৈঃ সমদ্রৈঃ কুরুযদুযবনাবন্তিগন্ধারকীরৈ
র্ভূপৈর্ব্যালোলমৌলিপ্রণতিপরিণতৈঃ সাধুকদ্গীর্য্যমানঃ।
হৃষ্যৎপাঞ্চালবৃদ্ধোদ্ধৃতকনকময়স্বাভিষেকোদকুম্ভো
দত্তঃ শ্রীকন্যকুব্জ স্সললিত চলিত ভ্রূলতালক্ষ্ম যেন ॥

গোপৈঃ সীম্নিবনেচরৈর্ব্বনভুবি গ্রামোপকণ্ঠেজকৈঃ
ক্রীড়দ্ভিঃ প্রতিচত্বরং শিশুগণৈঃ প্রত্যাপন স্থানপৈঃ।
লীলাবেশ্মনি পঞ্জরোদরশুকৈরুদ্গীতমাত্মস্তবং
যস্যা কর্ণয়ত স্ত্রাপা বিচলিতা নম্রং সদৈবাননং ॥

সখলু ভাগীরথী পথপ্রবর্ত্তমান নানাবিধ নৌবাটক সম্পাদিত সেতু-বন্ধ-বিহিত-শৈলশিখরশ্রেণি-বিভ্রমাৎ-নিরতিশয়-ঘন-ঘনাঘন-ঘটা শ্যামায়মান-বাসর-লক্ষ্মীসমারব্ধসন্নতজলদ-সময়সন্দেহাৎ—উদীচীনানেকনরপতি-প্রাভৃতীকৃতাপ্রমেয়হয়বাহিনীখরখুরোৎখাত ধূলিধূসরিতদিগন্তরালাৎ—পরমেশ্বরসেবাসমায়াতসনস্তজম্বুদ্বীপভূপালানন্তপাদাতভরণমদবনেঃ—পাটলীপুত্রসমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ—

পরমসৌগতো মহারাজাধিরাজশ্রীগোপালদেব-পাদানুধ্যাতঃ পরমেশ্বরঃ পরম-ভট্টারকো মহারাজাধিরাজঃ শ্রীমান্ ধর্ম্মপাল-দেবঃ কুশলী ॥

শ্রীপুণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্ত্যন্তঃপাতি ব্যাঘ্রতটী-মণ্ডল সম্বদ্ধ মহন্তাপ্রকাশ বিষয়ে ক্রৌঞ্চশ্বভ্রোনাম গ্রামোহস্যচ সীমা পশ্চিমেন গহিনিকা।

উত্তরেণ কাদম্বরী দেব কুলিকা খর্জ্জুর বৃক্ষশ্চ। পূর্ব্বোত্তরেণ রাজপুত্রদেবট-কৃতালিঃ। বীজপূরকং গত্বা প্রবিষ্টা। পূর্ব্বেণ—বিটকালিঃ খাতকবানিকাং গত্বা প্রবিষ্টা। জম্বুবানিকামাক্রম্য জম্বুযানকং গতা। ততো নিসৃত্য নলচক্ষোত্তরান্তং গতা। নল • • ৬ টাং দক্ষিণেন নায়ুণ্ডিকায়িকে * * * * * * * * * * * খণ্ড মুখ্যাচ মরা বিল্বিকা বেদ বিল্বিকান্তা * রোহিত বাটিঃ পণ্ডার বিটি কোটিকা সীমা * * * জোটস্য দক্ষিণান্তঃ গ্রাম বিল্বস্যচ দক্ষিণান্তঃ। দেবিকা সীমা বিটি। ধর্ম্মজা যোটিকা এবম্মাঠা।

শাম্ব্রলীন্নাম গ্রামঃ অস্য চোত্তরেণ গহিনিকা সীমা ততঃ পূর্ব্বেণার্দ্ধনশ্রোতিকয়া আম্রবানকোলর্দ্ধবানিকং গতঃ ততোপি দক্ষিণেন কালিকাশ্বভ্রঃ অতো নিসৃত্য শ্রীবলভিপুকং যাবৎ পশ্চিমেন ততোপি বিল্বস্যোর্দ্ধ শ্রোতিকযা গহিনিকাং প্রবিষ্টা।

পলিতকে সীমা দক্ষিণেন কাণা দ্বীপিকা পূর্ব্বেণ বৌণ্ডিবা স্রোতঃ উত্তরেণ গহিনিকা। পশ্চিমেন জৈনন্থায়িকা। এতদগ্রাম সংপাবীণ পবকর্ম্ম * দ্বীপং।

স্থালীক্কট বিষব সম্বদ্ধ পূবণ্ডিকা মণ্ডলান্তঃপাতি গোপিপ্পলী গ্রামস্য সীমা। পূর্ব্বেণ উড্রগ্রাম মণ্ডল পশ্চিম সীমা। দক্ষিণেন জোলকঃ পশ্চিমেন বৈসানিকাখ্যা খাটিকা। উত্তরেণোড্রগ্রাম মণ্ডল সীমা ব্যবস্থিতো গোমার্গঃ। —

এষু চতুর্ষু গ্রামেষু সমুপাগতান্ সর্ব্বানেব রাজরাজনক রাজপুত্র রাজামাত্য সেনাপতি বিষয়পতি ভোগপতি ষষ্ঠাধিকৃত দণ্ডশক্তি দণ্ডপাশিক চৌরোদ্ধরণিক দোস্সাধ সাধনিক দূতখোল গমাগমিকাভিত্বর মানহস্ত্যশ্বগোমহিষ্যজাবিকাধ্যক্ষ নাকাধ্যক্ষ বলাধ্যক্ষ তরিক শৌল্কিক গৌল্মিক তদাযুক্তক বিনিযুক্তকাদি রাজপাদোপজীবিনাহন্যাংশ্চাকীর্ত্তিতান্ চাট ভট জাতীয়ান্ যথাকালাধ্যাসিনো জ্যেষ্ঠ কায়স্থ

মহামহত্তর মহাত্তব দাশগ্রামিকাদি বিষয় ব্যবহারিণঃ সকরণান্ প্রতিবাসিনঃ ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্মণমাননাপূর্ব্বকং যথার্হং মানয়তি-বোধয়তি-সমাজ্ঞাপয়তি চ।

মতমস্তু ভবতাং।

মহাসামন্তাধিপতি শ্রীনারায়ণ বর্ম্মণা দূতক যুবরাজ শ্রীত্রিভুবন পাল মুখেন বয়মেবম্ বিজ্ঞাপিতাঃ যথাঽস্মাভির্ম্মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যাভিবৃদ্ধয়ে শুভস্থল্যান্ দেবকুলং কারিতন্তত্র প্রতিষ্ঠাপিতভগবন্নু‌য়ঃ—

—নারায়ণ ভট্টারকায় তৎপ্রতিপালকলাট দ্বিজদেবার্চ্চকাদি পাদমূল সমেতায় পূজোপস্থানাদি কর্ম্মণে চতুরোগ্রামান্ অত্রত্য হট্টিকা তলবাটক সমেতান্ দদাতু দেব ইতি।

ততোঽস্মাভিস্তদীয় বিজ্ঞপ্ত্যা এতে উপরে লিখিতকাশ্চত্বারো গ্রামাস্তলবাটকহট্টিকা সমেতাঃ স্বসীমা পর্য্যন্তাঃ সোদ্দেশোঃ সদশাপচারাঃ অকিঞ্চিৎ প্রগ্রাহ্যাঃ। পরিহৃত সর্ব্বপীড়াঃ ভূমিচ্ছিদ্র-ন্যায়েন চন্দ্রার্কক্ষিতি-সমকালং তথৈব প্রতিষ্ঠাপিতাঃ।

যতোভবদ্ভি স্সর্ব্বৈরেব ভূমের্দানফল-গৌরবাদপহরণে চ মহানরক পাতাদিভয়াৎ দানমিদমনুমোদ্য পরিপালনীয়ং। প্রতিবাসিভিঃ ক্ষেত্রকরৈশ্চাজ্ঞাশ্রবণবিধেয়ৈ ভূর্ত্বা সমুচিত করপিণ্ডকাদি সর্ব্ব প্রত্যায়োপনয়ঃ কার্য্য ইতি।

বহুভির্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ।
যস্য যস্য যদাভূমিস্তস্য তস্য তদাফলং॥
ষষ্টির্বর্ষ সহস্রাণি স্বর্গে মোদতি ভূমিদঃ।
আক্ষেপ্তা চানুমন্তাচ তান্যেব নরকে বসেৎ॥
স্বদত্তাম্পরদত্তাম্বা যোহরেত বসুন্ধরাম্।
সবিষ্ঠায়াং ক্রিমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে॥

ইতিকমলদলাম্বুবিন্দুলোলাং
শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্যজীবিতঞ্চ।
সকলমিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধ্বা
নহিপুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়োবিলোপ্যাঃ॥

তড়িত্তুল্যালক্ষ্মী তনুরপি চ দীপানলসমা
ভবোতুঃখৈকান্তঃ পরকৃতিমকীর্ত্তিঃ ক্ষপয়তাং।
যশশ্চাচন্দ্রার্কং নিয়তমবতামত্র চ নৃপাঃ
করিষ্যন্তে বুদ্ধ্বা যদভিরুচিতং কিম্প্রবচনৈঃ॥

অভিবর্দ্ধমান বিজয় রাজ্যে সম্বৎ ৩২ মার্গ দ্রিনানি ১২॥
শ্রীভোগটস্য পৌত্রেণ শ্রীমৎ সুভটস্য সূনা।
শ্রীমতাতাতটেনেদং উৎকীর্ণং গুণশালিনা॥

---

# বৃত্তিনির্ব্বাচন।

আইন ব্যবসায়ীদিগের প্রবল স্মৃতিশক্তি থাকা চাই—কারণ, মোকদ্দমার সময় উপস্থিতমত তাহাদিগকে নজির দেখাইতে হয়। প্রবল তুলনা-শক্তি থাকা চাই, যাহাতে করিয়া তাহারা আইনের বিভিন্ন অংশ ও প্রমাণ তুলনা করিয়া দেখিতে পারে, বিচার করিতে পারে, জেরা করিতে পারে, দৃষ্টান্তের দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে পারে এবং সদৃশ মোকদ্দমার কথা উত্থাপন করিতে পারে; এবং বিপুল ভাবা-শক্তি থাকা চাই, যাহাতে করিয়া অনর্গল কথা যোগাইতে পারে।

৩। এঞ্জিনিয়ার। এঞ্জিনিয়ারের গণিত বিদ্যায় স্বাভাবিক

ক্ষমতা, নির্ম্মাণ-পটুতা, স্থাননির্ণয়শক্তি, বস্তুপার্থক্যবোধ, তুলনা-শক্তি, অর্জ্জন-স্পৃহা, সাবধানতা, একাগ্রতা থাকা আবশ্যক এবং তাহার দৈহিক প্রকৃতি প্রাণ-প্রধান অপেক্ষা বল-প্রধান হইলে ভাল হয়। অর্থাৎ মেদ মাংস অপেক্ষা তাহার দেহে অস্থি ও পেশীর প্রাবল্য থাকা আবশ্যক। কেন না, তাহার যে কাজ তাহাতে শ্রমসহিষ্ণুতা নিতান্ত প্রয়োজন।

আমাদের দেশে সুশিক্ষিত যুবকেরা উপরিউক্ত তিন কাজের মধ্যে একটা না একটা সচরাচর অবলম্বন করিয়া থাকেন। যদিও অনেকগুলি মানসিকবৃত্তি এই তিন কাজেরই উপযোগী, তথাপি দুই একটি মানসিক বৃত্তি এই প্রত্যেক কাজে অপেক্ষাকৃত অধিক প্রয়োজনীয়;—এমন কি, না থাকিলে চলে না। তিনজন বালক যদি কর্ম্ম নির্ব্বাচনের পরামর্শ গ্রহণ করিবার জন্য তোমার নিকট আইসে আর যদি তাহাদের মানসিক বৃত্তি সকলেরই প্রায় সমান হয়—তাহা হইলে যাহার কপালের উপরের অংশ অপেক্ষাকৃত পরিপুষ্ট তাহাকে আইনের ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দেওয়া যাইতে পারে, যাহার কপালের নিম্নস্থ দেশ অপেক্ষাকৃত পরিপুষ্ট তাহাকে ডাক্তারি কাজ শিক্ষা করিতে পরামর্শ দেওয়া যাইতে পারে এবং যাহার পাশের কপাল প্রশস্ত তাহাকে ইঞ্জিনিয়ার কাজে প্রবেশ করিতে পরামর্শ দেওয়া যাইতে পারে।

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের বিবিধ বিভাগ আছে—তন্মধ্যে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ও যান্ত্রিক ইঞ্জিনিয়ার প্রধান। রেলওএ খাল বাঁধ সুড়ঙ্গ পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতি স্থায়ী ব্যাপার সকল সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অন্তর্ভূত এবং কলকারখানা ও জাহাজ প্রভৃতির কল চালানো অথবা তাহার তত্ত্বাবধান করা যান্ত্রিক ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্য। এই বিশেষ বিশেষ ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের বিশেষত্ব অনুসারে ব্যক্তি-

অর্জ্জনস্পৃহা থাকা চাই। সাহসের কাজে প্রবৃত্ত করিবার জন্য প্রচুর আশাবৃত্তি থাকা চাই ; নিরাপদ হইবার জন্য সাবধানতা থাকা চাই। মাল সকল ঠিক্ করিয়া চিনিবার জন্য প্রচুর পর্য্যবেক্ষণী বৃত্তি থাকা চাই। যথাযথরূপে ও তাড়াতাড়ি হিসাব করিবার জন্য গননা শক্তি প্রবল থাকা চাই। লোকের নিকট ভদ্র ও বিনয়ী হইবার জন্য লোকাদরপ্রিয়তা থাকা চাই এবং খরিদ্দারদিগের সহিত বন্ধুতা করিবার জন্য আসঙ্গলিপ্সা থাকা চাই। একজন ভাল কেনাবেচা করিতে পারে, একজন পারে না কেন ? ইহার উত্তর উভয়ের প্রকৃতির অন্তরেই পাওয়া যায়।

মিস্ত্রী। যন্ত্র ব্যবহার করা যাহাদিগের কাজ তাহাদিগের দৈহিক প্রকৃতি খুব মজবুৎ হওয়া চাই—যাহাতে করিয়া তাহারা বল-সাপেক্ষ শ্রমসাধ্য কাজ অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারে ; হস্তপটুতা ও অনুকরণ-শক্তি বিলক্ষণ থাকা চাই, যাহাতে করিয়া দক্ষতার সহিত যন্ত্র ব্যবহার করিতে পারে—নমুনা দেখিয়া কাজ করিতে পারে। এবং প্রচুর পর্য্যবেক্ষণীশক্তি থাকা চাই যাহাতে করিয়া জিনিসের ভালমন্দ ও উপযোগিতা শীঘ্র বুঝিতে পারে।

চারুশিল্পী। কলাবিৎ চারুশিল্পীদিগের ভাবুকতা প্রবল থাকা চাই, যাহাতে করিয়া তাহারা সৌন্দর্য্যের নিয়ম ও সুরুচির নিয়ম সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারে। এবং মার্জ্জিত সূক্ষ্মভাব ও কাল্পনিক বিষয় সকল সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। হস্তপটুতা থাকা চাই যাহাতে করিয়া শিল্পবিশেষের উপযোগী যন্ত্র দক্ষতার সহিত ব্যবহার করিতে পারে। অনুকরণশক্তি থাকা চাই, যাহাতে করিয়া ভাল নকল তুলিতে পারে—এবং পর্য্যবেক্ষণীশক্তি প্রচুর থাকা চাই যাহাতে করিয়া দ্রব্যের ভাল মন্দ ও আকার প্রকার ঠিক্ বুঝিতে পারে।

শিক্ষক। শিক্ষকের সচেষ্ট মস্তিষ্ক হইবে—কপালের নিম্নভাগ

পরিপুষ্ট হইবে—বড় বড় চোখ হইবে—স্মৃতিশক্তি প্রবল থাকিবে—দয়া সাহস আত্মনির্ভর থাকিবে এবং শিশুদেব প্রতি বাৎসল্য থাকিবে।

কোন্ কোন্ মানসিক বৃত্তি, কোন্ কোন্ কাজেব উপযোগী উপরে সংক্ষেপে ব্যক্ত করা গেল। এই সকল বৃত্তি মস্তকের কোন্ কোন্ স্থানে অবস্থিত এবং ইহাদেব ফলাফল কি "লোকচেনা" প্রবন্ধে পাঠকেরা সময়ান্তরে অবগত হইতে পারিবেন।

আপাততঃ, বল-প্রকৃতি, প্রাণ-প্রকৃতি ও মন-প্রকৃতি এই প্রকৃতি-ত্রয়ের মধ্যে কোন্ প্রকৃতি কোন্ কোন্ কাজের উপযোগী তাহাই একটু বিস্তৃতভাবে বলা যাইতেছে।

প্রথমতঃ বল-প্রকৃতি যাহাকে ইংরাজি ফ্রেনলজির ভাষায় মোটিভ টেম্পারেমেণ্ট বলে। এই প্রকার প্রকৃতি হইলে দেহের অস্থি মোটা ও লম্বা হব, মাংসপেশী ঘন, শক্ত ও তাঁরের ন্যায় পাকানো হয়। ইহাতে দেহের বল, সহিষ্ণুতা ও শ্রমশীলতা উৎপন্ন হয়। যাহার বল-প্রকৃতি সে শ্রমসাধ্য কাজ করিতে ভালবাসে। কামার, ছুতার কৃষক, খনক, সৈনিক, নাবিক প্রভৃতি অধিকাংশ শ্রমজীবীরা এই প্রকৃতির লোক। এই প্রকৃতির লোকেরা নূতন দেশে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিবার উপযুক্ত। যেখানে কঠিন পরিশ্রমের দরকার, বড়বড় বাধা যেখানে অতিক্রম করিতে হইবে, যেখানে বিপদেব আশঙ্কা আছে—যেখানে সাহস উদ্যম অধ্যবসায়ের প্রযো-জন, সেইখানেই এই প্রকৃতির লোককে অগ্রসর হইতে দেখা যায়। অতএব যাহাদের বল-প্রকৃতি, তাহারা লৌহকাব, প্রস্তরকার, কর্ম্ম-কার, নৌগঠনকার, ছুতার প্রভৃতির কাজে প্রবৃত্ত হইলে তাহারা সফলতা লাভ করিতে পারে। আবার, এই প্রকৃতির লোকেরা যদি সুশিক্ষিত হয় তাহা হইলে শ্রমজীবী অপেক্ষা উচ্চতর কাজে নিযুক্ত

হইতে পারে। তাহারা শুধু যে দৈহিক শ্রম করিতে পারে তাহা নহে, মানসিক শ্রমেও তাহারা কাতর হয় না। তাহারা প্রভু হইয়া শ্রমজীবীদিগকে খাটাইতে পারে। তাহারা দেশ আবিষ্কারক, নবদেশানুসন্ধানী—জাহাজ পরিচালক নাবিক্—রেলপথের নির্ম্মাতা রেলপথের তত্ত্বাবধারক হইতে পারে। রাজনৈতিক বিপ্লবের সময়, অরাজকতার সময় ইহারাই অনেক সময়ে বিদ্রোহের প্রবর্ত্তক ও নেতা হইয়া উঠে।

আইন, ডাক্তারি পাদ্রিগিরি এই সকল বিদ্যা-ব্যবসায়েও কখন কখন এই প্রকৃতির লোকদিগকে সফল হইতে দেখা যায়—কিন্তু সাধারণতঃ আফিস আদালৎ বিদ্যালয় অপেক্ষা মাঠ ময়দান রাস্তা ঘাটই ইহাদের উপযোগী কর্ম্মক্ষেত্র। যে পাদ্রির বল-প্রকৃতি, তাহার দেশ বিদেশে প্রচারক হইয়া বেড়ান উচিত।

দ্বিতীয়ত প্রাণ-প্রকৃতি। ফ্রেণলজির ভাষায় ইংরাজিতে যাহাকে ভাইটাল টেম্পারেমেণ্ট বলে। বল-প্রকৃতিতে যেমন অস্থি, পেশী প্রভৃতির প্রাধান্য, প্রাণ-প্রকৃতিতে সেইরূপ মেদমাংসের প্রাধান্য। এক্ষণে দেখা যাক্, হৃষ্টপুষ্ট গোল-গাল মোটা-সোটা প্রাণ-প্রকৃতির লোকেরা কিরূপ কাজের উপযুক্ত। প্রাণ-প্রকৃতির লোকের জীবন উৎসাহ আবেগ উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ, তাহারা মুক্ত বায়ুতে বহির্দ্দেশে কাজকর্ম্ম করিতে ভালবাসে এবং কিসে আরামে থাকিতে পারে সর্ব্বদাই তাহার চেষ্টা করে; তাহাদের কেজো সহজ বুদ্ধি। মানুষ দেখিলেই তাহারা চিনিতে পারে ও দ্রব্যের ভাল মন্দ সহজে ধরিতে পারে। তাহারা খুব চতুর, দ্রুত-বুদ্ধি, উপায়জ্ঞ, প্রত্যুৎপন্নমতি ও চৌকোশ হইয়া থাকে; কিন্তু তাহাদের চিন্তার গভীরতা নাই—যথাযথরূপে, পুঙ্খানুপুঙ্খ করিয়া তাহারা জ্ঞানার্জ্জন করিতে পারে না, তাহাদের স্থৈর্য্য ও অধ্যবসায়ও কম; তাহারা

ঝোঁকের মাথায় কাজ করে ও তাহাদের মনের আবেগ অত্যন্ত প্রবল; কর্ত্তব্য অপেক্ষা আমোদের দিকে তাহাদের অধিক টান্ এবং শ্রমসাধ্য কাজ করিতে তাহাদের ভাল লাগে না।

এই প্রকৃতির লোক সেই সকল কাজ করিতে পারে যাহাতে বদ্ধভাব নাই, যাহাতে ক্রমাগত লাগিয়া থাকিতে হয় না, যাহাতে দৈহিক কিম্বা মানসিক শ্রমের আতিশয্য নাই। তাহাদের অর্জ্জন-স্পৃহা ও বিষয়-বুদ্ধি প্রবল; সুতরাং তাহারা ব্যবসা কাজের বেশ উপযুক্ত। তবে, এক জায়গায় বদ্ধ হইয়া নিছক্ খাটুনির কাজ তাহারা করিতে পারে না—কেরাণীর দ্বারা সে-সব কাজ তাহাদের করিয়া লইতে হয়। তাহারা জানে কি করিয়া হোটেলের কাজ চালাইতে হয়—তাহারা বিবিধ ব্যবসায়ে ও কাজকর্ম্মে কনট্রাক্টর, এজেণ্ট ও তত্ত্বাবধায়ক হইতে পারে—রাজনৈতিক ব্যাপারে কিম্বা আফিসের কাজেও তাহারা নারাজ নহে। এই সঙ্গে যদি তাহাদের বল-প্রকৃতিও কতকটা থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগের শ্রমশীলতা, অধ্যবসায়, কাজ করিবার শক্তি অপর্য্যাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ স্থলে তাহাদের মানসিক ক্রিয়া কিঞ্চিৎ শ্লথগতি ও অনিশ্চিত হইয়া থাকে এবং চরিত্রে একটু কঠোরতা পরুষতা আসিয়া পড়ে ও মার্জ্জিতভাবের অভাব হয়।

এই প্রকৃতির লোক সকল ব্যবসায়ের মধ্যেই দেখা যায়—তবে ডাক্তার ও পাদ্রির মধ্যে এই প্রকৃতির লোক অধিক। প্রাণ প্রকৃতির সহিত মন-প্রকৃতির কতকটা সম্মিলন হইলে ভাল ডাক্তার ও ধর্ম্মপ্রচারক হওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ডাক্তারের প্রফুল্ল হাসি-মুখ রোগীর পক্ষে অত্যন্ত উপাদেয়—তাই ডাক্তারের প্রাণ-প্রকৃতি থাকা নিতান্তই আবশ্যক। বরং একটু বিদ্যার অভাব হইলে তত ক্ষতি নাই কিন্তু গোম্‌সামুখো, খিট্‌খিটে

অস্থিচর্ম্মসার ডাক্তার চিকিৎসা কার্য্যের পক্ষে নিতান্তই অনুপ-যুক্ত।

প্রাণপ্রকৃতিসম্পন্ন ধর্ম্মপ্রচারকেরা অনর্গল-বক্তা, আন্তরিক আগ্রহসম্পন্ন, উৎসাহী ও আবেগবান হইয়া থাকে; কিন্তু তাহাদের ততটা গভীরতা, পাণ্ডিত্য বা বিচারশক্তি থাকে না—তাহারা যখন বক্তৃতা করে তখন তাহারা বুদ্ধির দিক দিয়া না গিয়া হৃদয়ের দিক দিয়া লোকদিগকে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করে।

তৃতীয়তঃ মন-প্রকৃতি; যাহাকে ফ্রেনলজির ভাষায় ইংরাজিতে মেন্‌ট্যাল টেম্‌পারেমেণ্ট বলে। প্রাণ-প্রকৃতিতে যেমন মেদ-মাংসের প্রাধান্য, মন-প্রকৃতিতে তেমনি মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর প্রাধান্য। মন-প্রকৃতির লক্ষণ, অপেক্ষাকৃত পাত্‌লা সুকুমার গঠনের দেহ—ছোট ছোট হাড—পাত্‌লা পাত্‌লা মাংসপেশী—পাত্‌লা পাত্‌লা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং মাথা অপেক্ষাকৃত বড় এবং মস্তিষ্ক সজাগ ও সচেষ্ট। যে সকল কাজে বাহুবল অপেক্ষা বুদ্ধিবল ও কৌশলের প্রয়োজন, সেই সকল কাজ মন-প্রকৃতির উপযোগী। ছোট ছোট হাত, সুকুমার স্পর্শ, তীক্ষ্ণদৃষ্টি—মনপ্রকৃতির এই সকল লক্ষণ যাহার আছে, সে হাল্‌কা ধরণের যন্ত্রশিল্পীর কাজ করিবার উপযুক্ত। যথা, স্বর্ণকার, জহুরীর কাজ, ঘড়ি তৈয়ারি বা মেরামতের কাজ, দর্জির কাজ, তন্তুবায়ের কাজ ইত্যাদি।

যাহাদের মন-প্রকৃতি,তাহাদের মনের স্বাভাবিক টান্ সেই সকল কাজের দিকে, যাহাতে বুদ্ধি খাটানো আবশ্যক হয় কিম্বা যাহাতে সৌন্দর্য্যবৃত্তি চরিতার্থ হয়—যেমন, আইনের কাজ, চিকিৎসার কাজ, পত্রসম্পাদকের কাজ, পুস্তকপ্রণেতার কাজ, শিক্ষকের কাজ, চিত্রকরের কাজ, গায়কের কাজ ইত্যাদি। যাহাদের মন-প্রকৃতি প্রবল, তাহারা এই সকল কাজে সফলতা লাভ করিতে পারে, কিন্তু

ইহার সঙ্গে যথেষ্ট প্রাণ-প্রকৃতি না থাকিলে সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে পারে না। কেন না, ইহার দরুণ আবশ্যকীয় মানসিক পরিশ্রম করিতে হইলে, দেহের পুষ্টি যথেষ্ট থাকা আবশ্যক; নচেৎ, অতটা মানসিক শ্রম সহ্য হয় না। মানসিক প্রকৃতির দোষ এই, এই প্রকৃতির লোকেরা বুদ্ধি জ্ঞানের চর্চ্চাতেই অবিরত নিযুক্ত থাকে—ব্যায়াম কি বিরাম-বিনোদনের প্রতি তাহাদের বড় লক্ষ্য থাকে না। অনেক সময়ে তাহারা যে যথোচিত সফলতা লাভ করিতে পারে না, দৈহিক দুর্ব্বলতাই তাহার কারণ।

মন-প্রকৃতির সহিত যদি বল-প্রকৃতির সংযোগ হয়, তাহা হইলে, কি বিজ্ঞান, কি সাহিত্য, কি কলাবিদ্যা সকল বিষয়েই চরম উৎকর্ষ লাভ করা যায়। এই প্রকার প্রকৃতির লোকেরা যে সকল রচনা প্রকাশ করেন তাহা উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী ধরণের হয়। মন-প্রকৃতির সহিত যাহাদের প্রাণ-প্রকৃতি সম্মিলিত হয় তাহারাও এই সকল বিষয়ে বিলক্ষণ খ্যাতি লাভ করে, কিন্তু তাহাদের কাজ বল-সংযুক্ত মনপ্রকৃতির ন্যায় ততটা উৎকৃষ্ট হয় না—তাহারা আপাততঃ খুব চটক্ লাগাইতে পারে কিন্তু তাহাদের কাজ বহুকাল স্থায়ী হয় না। অনেক সদ্‌বক্তা, উৎকৃষ্ট লেখক, বিখ্যাত রাজমন্ত্রী, ধর্ম্মাচার্য্য, আইন-ব্যবসায়ী, চিকিৎসক এই প্রকৃতির লোক।

বাঙ্গালী জাতির মধ্যে কোন্ প্রকৃতি প্রবল? প্রাণ-প্রকৃতি ও মন-প্রকৃতির লোকই অধিকাংশ আমাদের মধ্যে দেখা যায়। বল-প্রকৃতির লোক অতি বিরল। সেই জন্য স্থায়ী বৃহৎ কাজ আমাদের মধ্যে বড় দেখা যায় না। আমরা ভাল বক্তা হইতে পারি, ধর্ম্মপ্রচারক হইতে পারি, শিক্ষক হইতে পারি, বিচারক হইতে পারি, মন্ত্রী হইতে পারি, কিন্তু যাহাতে দৈহিক বল ও শ্রমসহিষ্ণুতার আবশ্যক সেই সকল কাজে উৎকর্ষ লাভ করা আমাদের পক্ষে

আপাততঃ অসম্ভব। যথা, সৈনিকের কাজ—নাবিকের কাজ ইত্যাদি। যাহাতে বাঙ্গালীর বল-প্রকৃতি পরিপুষ্ট হয় তদ্বিষয়ে সকলের যত্ন করা উচিত। যে সকল কাজের জন্য আমরা এক্ষণে অনুপযুক্ত, বল-প্রকৃতির উন্নতি হইলে, সেই সকল কাজের জন্য আমরা উপযুক্ত হইতে পারি। অনেক কাজের দ্বার যাহা এক্ষণে আমাদের নিকট রুদ্ধ, তখন তাহা আপনা হইতেই উদ্ঘাটিত হইবে। কলকারখানার কাজে আমরা যে বড় প্রবেশ করিতে চাহি না তাহার অর্থ এই, আমাদের দৈহিক প্রকৃতি এখনও সেই সকল কাজের উপযুক্ত হয় নাই। ঘোড়সওয়ারের কাজ—জাহাজচালকের কাজ—রেলগাড়ি চালকের কাজ—অর্থাৎ যে সকল কাজে শ্রমসহিষ্ণুতা বল ও সাহসের আবশ্যক সেই সকল কাজে বাঙ্গালী হিন্দুরা প্রায়ই অগ্রসর হয় না। বল-প্রকৃতি পরিপুষ্ট হইলে এই সকল কাজের দ্বার আমাদের নিকট উন্মুক্ত হইবে। তখন আপনা হইতেই এই সকল কাজে আমাদের প্রবৃত্তি জন্মিবে—এই সকল কাজকে তখন আর অপমানের কাজ বলিয়া আমাদের মনে হইবে না। কেরাণী ও আইনব্যবসায়ীর সংখ্যায় দেশ ছাইয়া গেল। আর চলে না। এখন জীবিকার নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কার করা নিতান্তই আবশ্যক হইয়াছে।

---

# প্রলয়।

বাল্যকালে একদিন পিতামহীর নিকট শুনিতে পাই, পৃথিবী এক সময়ে উল্‌টিয়া যাইবে। সে দিন ভাল নিদ্রা হইয়াছিল কি না স্মরণ নাই। মনের ভিতর প্রবল বিভীষিকার সঞ্চার হইয়াছিল এইটুকু স্মরণ আছে। পরদিন পাঠশালার একটি প্রবীণতর বন্ধু

আশ্বাস দেন, পৃথিবী উল্টাইবে সন্দেহ নাই; তবে এখনও তাহার লক্ষ বৎসর দেরী আছে। এই আশ্বাসবাণী শুনিয়া অবশ্য পৃথিবীর ভবিষ্যৎ উল্টান অপেক্ষা পণ্ডিত মহাশয়ের বর্ত্তমান উপস্থিতি অধিক-তর উদ্বেগের কারণ নির্দ্ধারিত করিয়াছিলাম।

সম্প্রতি বৈজ্ঞানিকগণ প্রলয়-তত্ত্ব সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনা ও গবেষণা করিয়াছেন। ফলে পিতামহী ঠাকুরাণীর উক্তির সহিত বন্ধুর আশ্বাসবাণী যোগ করিলে যে কয়টি কথা হয়, তাহার অধিক বিজ্ঞানশাস্ত্রও কিছু বলেন না। প্রলয় একদিন ঘটিবে সন্দেহ নাই; তবে এখনও দেরী আছে।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রাচীন শাস্ত্রকারদের মুখেও এই রকমই কথা শুনা যায়। প্রাচীন কালের বিচক্ষণ ব্যক্তিরা অতি দূরদর্শী অথচ সরল-প্রকৃতিক ছিলেন। তাঁহারা অকস্মাৎ এক একটা বড় গভীর সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতেন; অথচ আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের ন্যায় যুক্তিতর্কের জটিলতা ও কঠিনতার ভিতর প্রবেশ করিতেন না। আজকাল লোকের আধ্যাত্মিক দূরদর্শিতার অভাবে এইরূপ কুটিল পথে পরিভ্রমণই ফ্যাশন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবে মনুষ্যজাতির সৌভাগ্যক্রমে দুই একজন লোক এমন কদাচিৎ পাওয়া যায়—যাঁহা-দের দূরদর্শিতা অধিক না থাক্, বুদ্ধিরূপী আধ্যাত্মিক অনুবীক্ষণের সূক্ষ্মদর্শনশক্তির তীক্ষ্ণতা বশে তাঁহারা প্রাচীন উক্তির ভিতর নানা-বিধ সূক্ষ্ম তথ্য আবিষ্কার করেন। যাই হউক, আমরা সাধারণ মানব, সে কথা ছাড়িয়া বিজ্ঞানের নিকটেই সদুত্তরের প্রত্যাশা রাখি।

বিজ্ঞান একরকম সদুত্তরও দিয়াছেন। অধ্যাপক ক্লিফোর্ড সকলের কথা সামঞ্জস্য করিয়া বলিয়াছেন, পৃথিবীর ধ্বংস হইবে ঠিক্, তবে গরমে হইবে কি ঠাণ্ডায় হইবে বলা যায় না। অধ্যাপক জেবন্স্ বিজ্ঞানের কথা বিশেষ ভাবে সমালোচনা করিয়া মতপ্রকাশ করিয়া-

ছেন, পৃথিবীর ধ্বংস হইবে স
বারই সম্ভব। তবে এই পর
না। এমন সদুত্তর আর কি
কর হউক আর না হউক,
বলেন, তাহাই এ প্রবন্ধে উ

আমরা পৃথিবীর অধিবা
ভূলোকের কথা আমাদের
দিনের মধ্যে ভাঙিয়া চুরিয়া
সাহেবের এই বয়সে বানপ্রস্থ
লইয়া এত হাঙ্গামা করা ভা

প্রথম কথা এই। অ
পরিবারের অন্তর্গত। সূর্য্য
বড় গ্রহ বহুকাল হইতে অক
অন্যতম। সূর্য্যমণ্ডলের প্রব
করিয়া ঘুরিতেছে; কিন্তু ই
নির্দ্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরিতে
নির্দ্দিষ্ট বাঁধা পথে ঘুরিতে পা
হইতে একটু না একটু ভ্রষ্ট
এই কক্ষভ্রংশ বা কক্ষচ্যুতি
না যখন দুইটা গ্রহ অকস্মাৎ
পরস্পর প্রতিঘাতে চূর্ণিত হ

উত্তর দেওয়া বড় সহজ
আকর্ষণের নিয়ম বাহির
একটা প্রকাণ্ড বোঝা দিয়া
মাত্র পদার্থ থাকিলে কোন্

কষ্ট পাইতে হইত না। কিন্তু দুঃখের বিষয় জগতের খণ্ডপদার্থের সংখ্যা দুইয়ের অনেক বেশী। তিনটা পদার্থ পরস্পরকে নিউটনের নিয়মে আকর্ষণ করিতে থাকিলে কখন্ কোনটা কোন্‌খানে থাকিবে স্থির করিতে গণিতজ্ঞদের জীবনীশক্তি ওষ্ঠপ্রান্তে আইসে। চারিটা পদার্থ লইয়া স্থির করিতে গেলে সমস্যা বিভ্রাট্ দাঁড়ায়। সমস্যা দুরূহ সন্দেহ নাই; তথাপি লাপ্‌লাস্ এই সমস্যা পূরণে কতকদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। লাপলাস্ প্রতিপন্ন করেন, পরস্পরের আকর্ষণে গ্রহগণের চিরস্থায়ী কক্ষচ্যুতির কোনরূপ আশঙ্কা বা সম্ভাবনা নাই। সূত্রলম্বিত পেণ্ডুলম্ বা পরিদোলক—যেমন ঘাত প্রতিঘাতে স্বস্থান হইতে একেবারে ভ্রষ্ট হয় না, কেবল সেই স্থানকে লক্ষ্য করিয়া একটু এদিক্ ওদিক্ দুলিতে থাকে বা নড়িতে থাকে; সেইরূপ প্রত্যেক গ্রহ সহচরীদের আকর্ষণ ফলে আপন পথ হইতে একটু ইতস্ততঃ চলে মাত্র; ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার নির্দ্দিষ্ট কক্ষপথের দিকেই প্রত্যাবৃত্ত হয়। এমন বল কিছুই বর্ত্তমান নাই, যাহাতে চিরকালের মত তাহার কক্ষচ্যুতি সম্পাদন করিতে পারে। সুতরাং সৌরজগতের মধ্যে গ্রহে গ্রহে ঠোকাঠুকি হইয়া মহাপ্রলয়ের কোন সম্ভাবনা নাই।

মহামনস্বী লাপ্‌লাস্ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন। পরবর্ত্তী গণিতজ্ঞেরা লাপলাসের যুক্তির অভ্যন্তরে কোন ত্রুটী ধরিতে পারেন নাই। এমন কি কেম্ব্রিজ ট্রিনিটি কালেজের অধ্যক্ষ বিখ্যাত হুইবেল সাহেব লাপলাসের এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া স্পর্দ্ধার সহিত বলিয়াছিলেন, দেখ বিধাতার কি অপূর্ব্ব কৌশল; সৌর জগতের মত এমন জটিল যন্ত্রের মধ্যে এমন সুনিয়ত শৃঙ্খলা, যে, সেই যন্ত্র কখন বিকল হইবে তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। মা ভৈঃ, মানব, মা ভৈঃ। জগতের বিলোপ নাই।

লাপলাসের গণনায় প্রমাদ নাই সত্য, কিন্তু আর একটা উপদ্রবের সম্ভাবনা আছে। সুন্দর সুনিয়ত সৌরজগতের মধ্যে কোথা হইতে মাঝে মাঝে ভীমপুচ্ছধারী অজ্ঞাতকুলশীল ধূমকেতু নামে পদার্থ এক একটা চলিয়া আইসে, তাহাদের দেখিলে অদ্যাপি পণ্ডিতগণেরও মধ্যে আতঙ্কের সঞ্চার হয়। ধূমকেতুর উদয়ে মহামারী বা রাষ্ট্রবিপ্লবের আশঙ্কায় কাঁসর ঘণ্টা বাজান লোকে আর আবশ্যক বোধ না করিতে পারে; কিন্তু ইহাদের স্থিতি গতি আকার অবয়ব এমনি রহস্যপূর্ণ, যে, একটু আতঙ্ক না হইয়া যায় না। মাধ্যাকর্ষণ অন্যান্য পদার্থের ন্যায় ধূমকেতুকেও অধীনে রাখিয়াছে বটে; কিন্তু ইহারা কোথায় থাকে, কোথা হইতে আইসে, কিছুই যখন জানা নাই, তখন কোন অজ্ঞাত অনির্দ্দেশ্য স্থান হইতে অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া মাধ্যাকর্ষণের বলেই আমাদের নিকটে আসিয়া পৃথিবীকে একটা আকস্মিক ধাক্কা দিয়া ফেলিলে পণ্ডিতেরা তর্ক করিবার অবসর না পাইতেও পারেন। আজকাল এ আশঙ্কা কতকটা নিরাকৃত হইয়াছে বলিতে হইবে। ধূমকেতুর আকার আয়তন যতই ভয়াবহ হউক, উহারা বড়ই লঘুপ্রকৃতিক; অর্থাৎ কি না আয়তনে যে দশটা পৃথিবীর সমান, ওজনে হয়ত সে দশ ছটাকও হয় না। সুতরাং দশটা পৃথিবী কেন, দশ হাজারটা সূর্য্যের সমান আয়তন হইলেও ধূমকেতুর ধাক্কা তত ভয়ানক না হইতেও পারে। আবার এরূপও শুনা যায় যে, ইতিমধ্যে আমরা অজ্ঞাতসারে দু একটা ধূমকেতুর পুচ্ছের অভ্যন্তর দিয়া চলিয়া গিয়াছি, তাহা বুঝিতেও পারি নাই। ১৮৭২ সালের নবেম্বর মাসে একবার একটা ধূমকেতুর পুচ্ছের ভিতর দিয়া পৃথিবীকে যাইতে হইয়াছিল। কিন্তু অতিরিক্ত মাত্রায় উল্কাবৃষ্টি ভিন্ন অন্য কোন উৎপাত লক্ষিত হয় নাই। এই দেখিয়া ও আরও অন্যান্য কারণে আজকাল

অনেকেই সন্দেহ করেন, ধূমকেতু কেবল উল্কাপিণ্ডের পাল মাত্র। বোধ হয় প্রকৃতই তাই। তাহা হইলে ধূমকেতুর সংঘর্ষে ভূগোলের বড় বিপদের আশঙ্কা নাই। একবার একটা ধূমকেতু বৃহস্পতি গ্রহের সন্নিহিত হইয়াছিল। বৃহস্পতির তাহাতে কিছুই হয় নাই। ধূমকেতুরই গন্তব্যপথ বিচলিত হইয়াছিল মাত্র।

ধূমকেতু সংঘর্ষের আশঙ্কা না থাকিলেও সৌরজগতের বাহির হইতে অন্য কেহ আসিয়া যে পৃথিবীর উপর নিপতিত না হইতে পারে ইহার পক্ষে বা বিপক্ষে কোন বিশেষ প্রমাণ নাই। লাপ-লাসের গণনা সৌরজগতের অভ্যন্তরেই বর্ত্তে, বাহিরের কোন পদার্থের উপর বর্ত্তে না। বাহির হইতে কোন পদার্থ কোন কালে আসিয়া আকস্মিক প্রলয় উৎপাদন করিতে পারে না, সাহস করিয়া বলা যায় না। নক্ষত্রলোকে বরং এইরূপ আকস্মিক প্রলয়ব্যাপারের দুই একটা উদাহরণ দেখা যায়। কিছু দিন হইল হগিন্স সাহেব একটা নক্ষত্রকে হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিতে দেখিয়াছিলেন। কিছু দিন জ্বলিয়া আবার নিভিবা যায়। হগিন্স যন্ত্র সহকারে তাহার আলোক বিশ্লেষণ করিয়া দেখেন, হঠাৎ হাইড্রোজেন অর্থাৎ উদজান বাষ্প জ্বলিয়া উঠাব ঐরূপ ঘটিয়াছে। হাইড্রোজেন জ্বলিয়া উঠা বড় সহজ কথা নহে। হাইড্রোজেন পোড়াইলে অবশ্য জল হয়। কিন্তু একটা বোতলে হাইড্রোজেন পুরিয়া তাহা পোড়াইতে থাকিলে এত উত্তাপ জন্মে যে, তাহার ক্ষুদ্র শিখাতে লোহার পাত কাগজের মত পুড়িতে থাকে, প্লাটিনম্ পর্য্যন্ত গলিয়া যাইতে পারে। সুদূর একটা নক্ষত্রে হাইড্রোজেন জ্বলিয়া উঠা সামান্য কাণ্ড নহে। পৃথিবীর ইতিহাসেও বোধ করি এই ব্যাপার এক সময়ে ঘটিয়াছিল। আজকাল বায়ুর মধ্যে উদজান বর্ত্তমান নাই, কিন্তু এক-কালে যথেষ্ট বর্ত্তমান ছিল। অবশ্য এক সময়ে সেই সমুদয় উদজান

পুড়িয়া যায় ; সেই দিন হইতে সমুদ্রের উৎপত্তি। আর এক্ষণে উদজানের অবশিষ্ট পুড়িতে নাই ; সে আশঙ্কাও নাই। উদজান ভিন্ন অন্য পদার্থও এত পরিমাণে বর্ত্তমান নাই, যাহা হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিয়া একটা প্রলয় ব্যাপার ঘটাইতে পারে। দহনাদি রাসায়ণিক ক্রিয়া ভূমণ্ডলে এখনও না চলিতেছে এমন নহে, তবে তাহা এত ধীরে সুস্থে সম্পন্ন হইতেছে যে, তাহাতে বিশেষ আশঙ্কা নাই, তবে ভূমিকম্পরূপে বা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গমরূপে প্রাদেশিক উৎপাত সময়ে সময়ে ঘটায় বটে। হগিন্স যে নক্ষত্র জ্বলিয়া উঠা দেখিয়াছিলেন, সেইরূপ ঘটনা আরও কয়েকবার দেখা গিয়াছে। এই গতবৎসরই উত্তরাকাশে অরিগা নামক নক্ষত্রপুঞ্জের সমীপে একটি অদৃষ্টপূর্ব্ব নক্ষত্র কিছু দিন ধরিয়া দীপ্তি সহকারে জ্বলিয়া নিবিয়া গিয়াছে। এই আকস্মিক দীপ্তির কারণ নির্ণীত হইয়াছে ঠিক্ বলা যায় না। সর্ব্বত্রই যে আভ্যন্তরীণ কারণে নক্ষত্র জ্বলিয়া উঠে এমন না হইতে পারে। বাহ্য বস্তুর আঘাত অর্থাৎ নক্ষত্রে নক্ষত্রে সংঘর্ষ ঘটিয়া অগ্ন্যুদ্গম অসম্ভব নহে।

বৃহস্পতি ও শনিগ্রহের মধ্যে ব্যবধান এত অধিক যে, এই দুই-এর কক্ষপথের মধ্যে অন্য কোন গ্রহ থাকিতে পারে অনেক দিন ধরিয়া জ্যোতির্বীরা সন্দেহ করিতেন। অলবার্স সাহেবের অনুসন্ধান ফলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম বৎসরেই সেই প্রদেশে, অর্থাৎ বৃহস্পতির ও শনৈশ্চরের কক্ষপথের অভ্যন্তরে নূতন গ্রহ আবিষ্কৃত হয়। একটা বড় গ্রহের পরিবর্ত্তে পরস্পর সন্নিকৃষ্ট কতকগুলি ক্ষুদ্র গ্রহ আবিষ্কৃত হয়। একটি একটি করিয়া আজি পর্য্যন্ত প্রায় তিনশত ক্ষুদ্র গ্রহ ঐ প্রদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন, পূর্ব্বে ঐখানে বৃহস্পতি গ্রহাদির সমকক্ষ একটা বৃহদায়তন গ্রহ বর্ত্তমান ছিল। কোন কারণে সেই বৃহৎ গ্রহটি

ভাঙ্গিয়া গিয়া শতখণ্ডে বিভক্ত এতগুলি ক্ষুদ্র গ্রহে পরিণত হইয়াছে। স্বয়ং অলবার্গ সাহেবের এই বিশ্বাস ছিল; এবং এই বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইয়াই তিনি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন। যদি তাহাই ঠিক্ হয়, তবে আমাদের নিকটেই প্রলয়ব্যাপারের সূচনা পাওয়া যাইতেছে। *

দেখা যাইতেছে কোন বাহ্য অনির্দ্দেশ্য অচিন্তিতপূর্ব্ব কারণে অলক্ষিতপূর্ব্ব গ্রহাদির সংঘর্ষে পৃথিবী যে হঠাৎ চূর্ণ হইতে পারে না, তাহা কোন জ্যোতিষী সাহস করিয়া বলিতে পারেন না।

আর একটা কথা আছে। পৃথিবী আপন অন্তরস্থ শক্তির বলে হঠাৎ ফাটিয়া শত খণ্ড হইতে পারে কি না। ভূমণ্ডলের অন্তর্ভাগ এখনও বিষম তপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে। এত তপ্ত যে, পৃথিবীর অভ্যন্তর গলিত, দ্রব অবস্থাপন্ন বলিয়াই এতকাল সকলের সংস্কার ছিল। লর্ড কেলবিন দেখাইয়াছেন, ভূগর্ভ যতই তপ্ত হউক না কেন, উপরের ভূপৃষ্ঠের চাপ এত অধিক যে, অভ্যন্তর ভাগ দ্রব অবস্থায় নাই। দ্রব অবস্থায় যে নাই, তাহার অন্য প্রমাণও পাওয়া যায়। সমুদ্রে যেমন চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণ-গুণে জোয়ার ভাঁটার আন্দোলন অনবরত হইতেছে, পৃথিবীর অভ্যন্তর দ্রব হইলে সেখানেও সেইরূপ আন্দোলন সর্ব্বদা চলিত। ভূপৃষ্ঠের অধিবাসীর পক্ষে সে ব্যাপারটা বড় সন্তোষজনক হইত না। সেরূপ আন্দোলন নাই দেখিয়া কেলবিন অনুমান করেন ভূগর্ভ অন্ততঃ ইস্পাতের মত কঠিন।

পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগটা অবশ্য গর্ভভাগের সহিত তুলনায় অত্যন্ত শীতল হইয়াছে। এককালে গরম ছিল সন্দেহ নাই, এককালে

* অনেকে ক্ষুদ্র গ্রহগুলির উৎপত্তির অন্য কারণ নির্দ্দেশ করেন। বড় গ্রহ ভাঙ্গিয়া শতখণ্ড হইয়াছে ঠিক্ নহে; বৃহৎকায় বৃহস্পতির ও শনৈশ্চরের প্রবল আকর্ষণ প্রভাবে ক্ষুদ্র গ্রহগুলি জমাট বাঁধিয়া একটা বড় গ্রহে পরিণত হইতে পায় নাই।

তরল অবস্থায় ছিল তাহাও বিশ্বাস করিতে হয়। কতদিন তারল্য গিয়া কাঠিন্যে দাঁড়াইয়াছে, তাহাও একরকম মোটামুটি গণনা করা চলে। ভূপৃষ্ঠ ক্রমে ক্রমে শীতল ও কঠিন হইয়াছে, এবং সেই ক্রমশঃ সঙ্কোচনের জন্য বন্ধুর, উচুনীচু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সরস ফল রৌদ্রে শুকাইলে যেমন তাহার ত্বক্‌ বন্ধুর জড়সড় হয়, ভিজা মাটি যেমন শুকাইলে কোঁফড়া হয় বা কাটিয়া যায়, কতকটা সেই-রূপ। ভূপৃষ্ঠে অমনি স্থানে স্থানে ফাট আছে। গর্ভস্থ তপ্ত পদার্থ কখন কখন সেই ফাট দিবা প্রবল বেগে বাহির হইয়া পড়ে। তখন একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড ঘটে; ইহারই নাম অগ্নিগিরির অগ্ন্যুৎপাত। সেদিন ৮২ সনের ক্রাকাটোয়ার অগ্ন্যুৎপাতে যে সকল পদার্থ ভূগর্ভ হইতে নিঃসৃত হইয়া নভোমণ্ডলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা আজিও কতক কতক বায়ুরাশিতে ভাসিতেছে। সমুদয় অধঃপতিত হয় নাই। অবশ্য পুরাকালে পৃথিবী যখন আরও উত্তপ্ত ছিল, তখন-কার অগ্ন্যুৎপাতে যে আরও প্রবল ঘটনা ঘটিত সন্দেহ নাই। হিসাবে দেখা যায়, কোন পদার্থ সেকণ্ডে আট মাইল বেগে উৎক্ষিপ্ত হইলে তাহা আর ভূপৃষ্ঠে ফিরিয়া আসে না। হয়ত পুরাকালে কোন প্রবল অগ্ন্যুৎপাতে পৃথিবীর দুই এক টুকরা চিরকালের মত পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। রবার্ট বল সাহেবের মতে এই-রূপে অনেক উল্কাপিণ্ডের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। যাহাই হউক, পৃথিবীর অন্তরস্থ শক্তি এখন যাহা বর্ত্তমান আছে, তাহাতে ক্রাকা-টোয়ার ব্যাপারের মত একটা ছোটখাটো প্রাদেশিক প্রলয় ঘটা-ইতে পারে, কিন্তু তাহার দ্বারা ভবিষ্যতে একটা মহাপ্রলয়ের আশঙ্কা আছে বোধ হয় না। একটা প্রকাণ্ড অগ্ন্যুৎপাত ঘটিয়া পৃথিবী যে দ্বিধা বা সহস্রধা ভগ্ন হইয়া যাইবে সেরূপ আশঙ্কা বড় নাই।

লাপলাস গ্রহগণের কক্ষচ্যুতির একটা প্রবল কারণ গণনায়

মধ্যে ধরেন নাই। লর্ড কেলবিন স্বয়ং ও তৎপথানুবর্ত্তী জর্জ ডারুইন্ এ সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা বলিয়াছেন। চন্দ্রমণ্ডল সমুদ্রের জলরাশিকে প্রত্যহ পৃথিবীর দৈনিক আবর্ত্তনের প্রতিকূলে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ফলে পৃথিবীর আবর্ত্তনের বেগ ক্রমে একটু করিয়া কমিতেছে ও চন্দ্রের দূরত্বও একটু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে। এমন দিন ছিল যখন চন্দ্রমণ্ডল আমাদের আরও নিকটে ছিল। এমন সময় আসিবে যখন চন্দ্র আরও দূরে যাইবে। এখন ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবী একবার আবর্ত্তিত হয়; তখন এগার শ কি বার শ ঘণ্টায় পৃথিবী আবর্ত্তন করিবে। এখন ছোট দিনের প্রায় তিনশ পঁয়ষট্টি দিনে বৎসর হয়; তখন সেই বড় বড় দিনে সাত দিন কি আট দিনে বৎসর হইবে। মনুষ্য জাতিকে সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে কি না জানি না; কিন্তু ঘটনাটা অনিবার্য্য।

যে কারণে চন্দ্র পৃথিবী হইতে দূরে যাইতেছে, ঠিক সেই কারণে পৃথিবীও সূর্য্য হইতে ক্রমশঃ দূরে যাইবে। পৃথিবীর কক্ষচ্যুতির এই একটা কারণ। ইহার ফল নির্দ্দেশ বাহুল্য।

আর একটা কথা। আকাশ যে সর্ব্বতোভাবে শূন্য নহে তাহা প্রতিপন্ন নহে। আলোকবাহী ও তাড়িত-তরঙ্গবাহী ঈথর নামক পদার্থ সমগ্র আকাশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। পৃথিবী সেই ঈথর ঠেলিয়া স্বীয় মার্গে ভ্রমণ করিতেছে। জল কিংবা বায়ু পদার্থের গমনে বাধা দেয়, ঈথর অতি সূক্ষ্ম ও লঘু পদার্থ হইলেও যে কিছুমাত্র বাধা দেয় না, তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। তবে এ বিষয়ে এখনও সম্যক্ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ঈথরের গতিঘাত ক্ষমতা আছে কি না, টেট্ সাহেব অনেক চেষ্টায় তাহার প্রমাণ পান নাই। ঈথরের প্রতিঘাতে এন্‌কি সাহেবের আবিষ্কৃত ধূমকেতুর কক্ষচ্যুতি অনেকে

উন্মাদ অধিকৃত হইয়া মানুষ যখন জীবনের সমস্ত দায়িত্ব বিস্মৃত হয়, তখন তাহার সেই অবস্থা। কিন্তু অর্দ্ধপথ অতিক্রম করিতে না করিতে চৈতন্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে একটা অবসাদ আসিয়া ক্রমে তাহাকে আচ্ছন্ন করিল। নিজের জন্য অকালী সিং কখন ভাবিত না, তখনও ভাবিতেছিল না, কিন্তু রাগ পড়িয়া গেলেই তাহার মনে হইতে লাগিল যে, হয়ত ঝোঁকের মাথায় একটা কাজ করিয়া ফেলিয়া সে প্রভুকন্যার সর্ব্বনাশ করিল। অকালী সিং বুঝিল যে, যে জোরে সে সিদ্ধেশ্বরকে ফেলিয়া দিয়াছিল তাহাতে তাহার প্রাণ-বিয়োগ না হইলেও গুরুতর আহত হওয়ার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এই উপলক্ষে মামলা মোকদ্দমা বাধিয়া উঠা অনিবার্য্য। সর্ব্বস্বান্ত ছোট তরফের এমন বল নাই যে, সেরূপ একটা সঙ্গীন্ বিপদ্ সাম-লাইয়া উঠে। অকালী সিং এক একবার মনকে প্রবোধ দিল বটে যে, না হয় খুন কি জখমের দায়ে সে নিজে আপদে পড়িবে, তার সুরোদিদির কোন অলক্ষণ না হইলেই হইল। কিন্তু তখনি আবার মনে হইতেছিল, তাহার অবর্ত্তমানে কে সে সরলা বালিকার হিতাকাঙ্ক্ষা করিবে। অন্তিমশয্যায় প্রভুর কাছে অকালী সিং যে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল, তাহার প্রাণ থাকিতে সুরোদিদিকে সে কখন ছাড়িয়া যাইবে না, হায় তাহা বুঝি আর রক্ষা হয় না।

মনের এই অবস্থায় অকালীসিং ক্রমে প্রভুগৃহের সমীপবর্ত্তী হইল। অকস্মাৎ তাহার মনে হইল কেহ তাহার অনুসরণ করি-তেছে। রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর, কৃষ্ণ দ্বাদশীর সূচীভেদ্য অন্ধকারে পথপার্শ্বস্থ বৃক্ষরাজি ক্বচিৎ বায়ুহিল্লোলে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগের মত স্বনিয়া স্বনিয়া উঠিতেছে, ক্বচিৎ কালপেচক বিকট কণ্ঠে দিকে দিকে ধ্বনি জাগ্রত করিতেছে,কোথাও সশঙ্ক কুক্কুর সহসা চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। এই স্থান এবং কালে স্পষ্টতঃ অকালীসিং মানুষের

পদশব্দ শুনিতে পাইল। কিন্তু পশ্চাতে ফিরিয়া আসিয়া কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিল না। অকালী সিং এর দেউড়ী প্রবেশের কিছু পরে কেহ আসিয়া দ্বারে করাঘাত করিল।

অকালী সিং আহার না করিয়াই বাহিরে গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া অবসন্ন মনে একেবারে খাটিয়া আশ্রয় করিল। শয়নের জন্য নহে,-চিন্তার জন্য। একবার ভাবিল, ভগীদাসীকে উঠাইয়া সকল কথা বলিয়া একটা পরামর্শ করিবে। কিন্তু একে স্ত্রীজাতির বুদ্ধিশুদ্ধির উপর তাহার কোন কালে তেমন বিশ্বাস ছিল না, তাহাতে ভগী আর কিছু করিতে না পারুক, কাঁদিয়া কাটিয়া সুর-বালার ঘুম ভাঙ্গাইয়া পাছে একটা কাণ্ড করিয়া বসে, ইহা ভাবিয়া অকালী সিং সে কথাটা মনে স্থান দিল না। এমন সময়ে কেহ দ্বারে করাঘাতের উপর করাঘাত করিল।

রুক্ষস্বরে অকালী সিং হাঁকিল "কোন্ হায় ?" আগন্তুক ঠিক্ সেই স্বরে বরঞ্চ সুর একটু চড়াইয়া দিয়া সেই কথাটাই পুনরুক্ত করিল। বলিল "দুয়োরটা একবার খুলেই দেখ না বাপু! একে কোম্পানির কাজে রাত বিরেত নেই, তার ওপর যদি লোকের দুয়োরে চারদণ্ড দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে "কোন হায়" আর "হাম হায়" করে রাত কাটাতে হয়, তবে আর জান্ বাঁচেনা। খোল বল্‌চি দরওয়ান।"

অকালী সিং বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিল "কাজিল কথা রেখে দাও। কে তুমি ?"

লোকটা পথশ্রান্ত হইয়া আসিয়াছিল, কোম্পানির নাম লওয়া সত্ত্বেও বরকন্দাজটা দুয়ার খুলিয়া না দেওয়ায় সে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বলিল "আমি কালেক্টর সাহেবের চাপরাসী খোদা খাঁ। সাহেবের হুকুম মতে ছোট তরফে খবর দিতে এসেচি যে, কাল বেলা নটার সময় হুজুর এখানে পৌছবেন।"

কাজেই অকালী সিং দরজা খুলিয়া দিল। তারপর চাপরাসীকে বসাইয়া এবং তাহাকে তামাক চকমকী কলিকা দিয়া তাহার আহারাদির ব্যবস্থার জন্য ভগীদাসীকে উঠাইতে গেল।

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অকালী সিং যথাসম্ভব অনুচ্চস্বরে ভগীকে ডাকিলেও ভগীর সঙ্গে সঙ্গে সুরবালারও নিদ্রাভঙ্গ হইল। এবং ভগী প্রদীপ হস্তে নীচে আসিলে সেও সুতরাং নামিয়া আসিল। উভয়ে একটু একটু উদ্বিগ্ন হইয়াই আসিয়াছিল—কেন না এত রাত্রে জমাদার কখন তাহাদিগকে ডাকিয়া উঠায় না। দুর্ভাবনায় অকালী সিংএর সৌম্য-মূর্ত্তি দণ্ড দুই তিনের ভিতরেই কেমন শুষ্ক বিশুষ্ক হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার উজ্জ্বল চক্ষু দুটি হইতে একটা শূন্য বিষাদের ভাব প্রতিভাত হইতেছিল। প্রদীপের আলোক অকালীর মুখে চোখে পড়িবামাত্র ভগী ও সুরবালা যুগপৎ চমকিয়া উঠিল।

"কি হয়েচে জমাদার, কি হয়েচে জমাদার" বলিয়া সুরো আদরে অকালী সিংহের কাঁধ দুটিতে তাহার কচি কচি হাত দুখানি রাখিল। তাহাতে একটা অনির্ব্বচনীয় অপত্যস্নেহস্পর্শতুল্য বিমল সুখ অনুভব করিয়া অকালী সিং আপনার উদ্বেলিত হৃদয়ভাব গোপন করিতে গিয়া দুই ফোঁটা চোকের জল না ফেলিয়া থাকিতে পারিল না। আপনার বস্ত্রাঞ্চলে তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া সুরবালা কাতরকণ্ঠে বলিল "জমাদার, তুমিও বুঝি আমার মতন স্বপন দেখেছে? তা স্বপনে আপনার মন্দ দেখ্‌লে পরের মন্দ হয়—নয় ভগী বেটী? আমিও একটা ভারি ভয়ের স্বপন এই মাত্তর দেখ্‌ছিলাম জমাদার। কে যেন তোমায় আমাদের দেউড়ী থেকে চুরী কর্‌তে এয়েচে।

তুমি বল্‌লে দিদি হুকুম দাও, ওর মাথা কেটে আনি।" এমন সময়ে তুমি ডাক্‌লে আর আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

অকালী সিং দেখিল এই স্বপ্ন নিতান্ত ভিত্তিহীন নহে। দেবী বুঝি এই স্বপ্নচ্ছলে সরলা বালিকার কোমল হৃদয় আগে হইতেই প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছেন। স্থির কণ্ঠে অকালী বলিল "দিদি, আমিও স্বপ্নে দেখেছি, তোমার দেউড়ী থেকে আমায় ধরে নিয়ে যাবে। কিন্তু আমি আবার ফিরে আসব!"

ভগী বলিল,—"জমাদার, আজ দেড় কুড়ি বছর এই মনিব-বাড়ীতে এক সঙ্গে আছি, তোমার চেহারা কখন এত খারাপ দেখিনি! সত্যিই কি তুমি আমাদের ছেড়ে যাবে? এই বৃহৎ পুরীতে একা সুরোকে নিয়ে কি করে কাটবে?" ভগী বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিল।

অকালী সিং দেখিল, যাহা সে আশঙ্কা করিয়াছিল তাহা হইতে বসিয়াছে। অতএব মুখ বিকৃত করিয়া ভগীকে ভ্যাঙ্গাইয়া সে সুরোদিদিকে হাসাইয়া দিল এবং বলিল যে, সুরোদিদি ও সে দুই ভাই বোনে ছেলেমানুষ, স্বপন দেখে তারা কাঁদচে বলে "বুড়ি" ভগীর কাঁদবার কি এক্তিয়ার? কাজেই ভগী বিপদের কোন কথা তখন বুঝিতে পারিল না। সুরবালাও নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা গেল।

কালেক্টর সাহেবের চাপরাসী অতঃপর পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করিয়া শয়ন করিল। অকালী সিং সমস্ত রাত্রির মধ্যে একবারও চক্ষু বুজিতে পারে নাই। সেদিনকার ঘটনাপরম্পরা আলোচনা করিয়া সে স্থির বুঝিয়াছিল, রজনী প্রভাতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রভু-কন্যার অদৃষ্ট পরীক্ষিত হইবে।

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

অকালী সিং মোকদ্দমা মামলার কিছু কিছু বুঝিত। ইংরেজ রাজত্বে বিচার যে ধনসম্পত্তিগত এবং সকলতাতেই "সাবুদের" জয়, ইহা সে বড় এবং ছোট তরফের বিস্তর মোকদ্দমায় প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিল। অতএব তাহার অবর্ত্তমানে স্বরোদিদির কি দশা হইবে ভাবিতে গিয়া এক একবার যখন তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল, আশা তখন দুষ্ট সরস্বতীর মত তাহার কানে কানে বলিতেছিল "ভয় কি, তুমি যে নেমকহারামটাকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছ, তার সাক্ষী কে?" ইহাতে প্রথম প্রথম একটু আশ্বস্ত হইলেও অকালী সিংএর ধর্ম্মবুদ্ধিতে আঘাত লাগিতেছিল। আত্মরক্ষার জন্য আদৌ তাহার ভাবনা হয় নাই। কিন্তু প্রভুর মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে সেই যে আজীবনের প্রতিশ্রুতি, তার সঙ্গে বীরধর্ম্মের কর্ত্তব্যজ্ঞানকে অনেক ক্ষণ যুঝিতে হইয়াছিল। "প্রাণ থাকিতে স্বরোকে কি করিয়া নিরাশ্রয় অবস্থায় ফেলিয়া যাইব? প্রভু প্রমথনাথ স্বর্গে বসিয়া কি আমার নেমকহারামি দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিবেন না!" এই চিন্তা অকালী সিংকে আকুল করিয়া তুলিতেছিল। কিন্তু এদিকে প্রমাণ নাই বলিয়াই কি সে কাপুরুষের মত মিথ্যাছলনায় জীবনভার বহন করিবে? যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, অকালী সিং সিদ্ধেশ্বর রায়ের এ দশা কে করিল জান, তখন কি অকালী যে-সে মানুষের মত আপনার কৃতকার্য্য অস্বীকার করিয়া বসিবে? ঠিক্! অকালী সিং হইতে তাহা হইবে না। অতএব কৃতজ্ঞতায় এবং বীরধর্ম্মে প্রায় সমস্ত রাত্রি যে দ্বন্দ্ব বাধিয়াছিল, প্রভাত হইতে না হইতে তাহাব একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া জমাদার অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল হৃদয়ে শয্যা ত্যাগ করিল।

কালেক্টর সাহেবকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অকালী সিং যথাসাধ্য উদ্যোগ আয়োজন করিল। প্রমথনাথ বিস্তর ব্যয়ে এবং পরম যত্নে আপনার বৈঠকখানা সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাহার সে পূর্ব্ব সৌষ্ঠব না থাকিলেও অকালী সিংহের যত্নে কিছুই তেমন বিকৃত হইতে পায় নাই। স্বহস্তে অকালী রোজ প্রাতে আস্‌বাবগুলির ধূলি মার্জ্জিত করিয়া দিত, প্রভু যেখানে যাহা রাখিতেন, তাহার কোন অন্যথা হইতে দিত না—প্রাতে সন্ধ্যায় প্রভুর তৈলচিত্রের প্রতিমূর্ত্তিখানি দেখিতে দেখিতে সজল-নেত্রে উদ্দেশে তাঁহাকে নমস্কার করিত। অনেক দিনের পর তাহার সেই দেবমন্দিরের সমস্ত দ্বার জানালা খুলিতে খুলিতে অকালী সিং মথিত হৃদয়ে বারম্বার অশ্রু ত্যাগ করিল। তার পর সম্মুখস্থ অযত্নরক্ষিত উদ্যানে কালেক্টর সাহেবের আহারাদির জন্য একটা পুরাতন অসংস্কৃত তাঁবু খাড়া করাইয়া দিল, নিজের নিত্যকর্ম্মগুলি শেষ করিয়া তাহার জমাদার যখন অনেকদিনের রাঙ্গা পোসাক এবং জরি দেওয়া পাগড়ি মাথায় দিয়া দেউড়ীতে সশস্ত্র হইয়া দাঁড়াইল, সুরোবালাকে ভগী তখন স্নান করাইতেছিল। কিন্তু সে খবর পাইবামাত্র সুরো ভিজে মাথায় ভিজে কাপড়ে দৌড়িয়া আসিয়া অকালী সিংকে দেখিতে দেখিতে হাসিয়া আকুল হইল। অন্য সময়ে অকালী এই হাস্যে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত, আজ তাহার চক্ষে জল আসিল।

বড় তরফেও কালেকটর সাহেবের আগমনবার্ত্তা পৌঁছিয়াছে। ম্যানেজার গুরুতর আহত হইয়া অজ্ঞানাবস্থায় ছিলেন। ভূতে তাঁহার সে দশা করিয়াছে প্রচার হওয়ায় মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেছে। কর্ত্রী ঠাকুরাণী শুনিয়া বলিলেন "দেখ্‌লে, পরের মন্দ করতে গেলে আপনার মন্দ আগে হয়। ভাগ্যিস্ আমি মিছে

বলিতে রাজি হইলি।" কালেক্টর হঠাৎ আসিতেছেন শুনিয়া হরিপ্রিয়া সশঙ্কিতা হইয়া উঠিলেন। পথে তাঁহাকে ম্যানেজারের অভাবনীয় অবস্থার খবর দিবার জন্য ঘোড়সওয়ার রওনা হইয়া গেল।

---

# বুদ্ধদেবের মনের ইতিহাস।

সেই জনতাবিহীন স্থানে, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যমালার মধ্যে, নৈরঞ্জনা নদীর ধারে সিদ্ধার্থ ঘোর তপস্যা করিলেন। সে তপস্যার নাম কি? তাহার তাৎপর্য্য কি? কি উচ্চ কামনায় তিনি এই কঠোর ব্রতে ব্রতী হইলেন? শত শত বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষে যোগ ধ্যানের পরাকাষ্ঠা হইয়া গিয়াছে। সাধনের এমন কোন পথ ছিল না যাহা আবিষ্কৃত হয় নাই। মহা ঋষিরা আধ্যাত্মিক জীবনের যত কিছু গূঢ় রহস্য ছিল সকলই প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন। সিদ্ধার্থ এমন কি চাহিতেছিলেন যাহা তাঁহারা দিতে পারেন নাই? এমন কি তৃষ্ণা হইয়াছিল যাহা তাঁহারা উপশম করিতে পারেন নাই? পাঠকগণ, এই দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসা করা আবশ্যক, নচেৎ আমরা শাক্যমুনির জীবনের ঘটনাসকল বুঝিতে পারিব না। সিদ্ধার্থ যখন পিতৃভবনে থাকিয়া দুঃখের পরিচয় পাইলেন, যখন তিনি কপিলবস্তুর পথ দিয়া বিচরণ করিতে করিতে, জরা, বার্দ্ধক্য ও মৃত্যুকে সাক্ষাৎ করিলেন, তখন তাঁহার মনে এই ভাব হইল যে, পৃথিবীতে দুঃখ ভিন্ন আর কিছুই নাই এবং কোন প্রকারে এই দুঃখের হস্ত হইতে কাহারও নিস্তার নাই। তবে কি হইবে? তাঁহার পক্ষে কি কোন উপায় নাই? তিনি

নহে। ইহার কোন পদার্থই একভাবে থাকে না। যাহাকে সুখ বলি তাহা আমার নিকট সুখ হইতে পারে, তোমার নিকট তাহা দুঃখ। কিম্বা তাহা এক মুহূর্ত্তে সুখ, অপর মুহূর্ত্তে দুঃখ। যে পদার্থকে আমি সুন্দর বলিয়া সুখী হই, সেটী হয়ত তোমার নিকট কদর্য্য এবং দুঃখকর। সিদ্ধার্থ যে সকল সুন্দরী রমণী লইয়া অনেক দিন সুখে কাল যাপন করিতেছিলেন, তাহাদিগকে নিদ্রাবস্থায় তিনি অতি কুৎসিতা ও কদাকারা দেখিয়াছিলেন, সুতরাং সুখ শব্দের অর্থ কি? আকাশের মেঘ কখন একটি মানুষের আকার কখন বা উষ্ট্রের আকার কখন কখন বা বৃক্ষের আকার, কত কত প্রকার আকার অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে ধারণ করে। কোনটিকে এক মিনিটের অধিক চক্ষের সম্মুখে রাখিতে পারি না। এই একরূপ হইল, অব্যবহিত পরেই আর একরূপ হইল। জীবনের সুখ সেই প্রকার। যতদিন ইহা শরীরের সঙ্গে যুক্ত আছে, ততদিন শরীরের ন্যায় ইহারও পরিবর্ত্তন। ইহাকে সুখ বলা যায়, দুঃখও বলা যায়। অর্থাৎ ইহার প্রকৃত অর্থ কিছুই নাই। অতএব আমরা যদি স্বর্গে শরীর লইয়া যাই, তাহা হইলে শরীর সম্বন্ধীয় কামনা সকলও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইবে এবং কামনা হইতে যে সকল সুখ দুঃখ সম্ভূত হয় তাহাও যাইবে। এমন হইতে পারে যে, এখানে যে সুখ পাই তাহা ক্ষণিক, তাহা স্বর্গেতে অনেক কাল স্থায়ী হইবে। কিন্তু তাহাতে সিদ্ধার্থের কথার মীমাংসা হইল কোথা? অনিত্যের ভিতর থাকিলেই দুঃখ আসিবে, সুখে মন নিযুক্ত করিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ আসে। তিনি এমন অবস্থা চাহিতেছিলেন যাহাতে মন সুখ দুঃখ উভয়ের অতীত হয়; অর্থাৎ চিরশান্তি অনুভব করে। আবার তিনি ইহাও দেখিলেন যে, শাস্ত্রে যে স্বর্গ বর্ণিত আছে তাহাতে পূর্ণ কামনা ও সম্ভোগের সমস্ত বিষয় আছে। স্বর্গে

দেবতাদিগের উপর ষড়রিপুর আধিপত্য আছে। দেবতাদিগের বিলাসভবনে অপ্সরীরা নিত্য বিরাজমানা। তাঁহারা কামদোষ বিবর্জ্জিত নহেন। পরস্পরের প্রতি হিংসা, দ্বেষ এবং নির্যাতন যথেষ্ট আছে। সুতরাং পৃথিবী হইতে দুঃখ বাদ দিয়া সুখের পৃথিবী করিয়া তাহাকে অনন্ত গুণ বাড়াইলে যাহা হয় তাহারই নাম স্বর্গ। কিন্তু সিদ্ধার্থ যুক্তিদ্বারা বুঝাইয়া দিলেন যে, এরূপ অর্থে স্বর্গ বুঝাইলে তাহাতে বিষম ভ্রম লক্ষিত হয়। যেহেতু জগতে সুখ বলিয়া কোন একটি স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। ইহার পরিমাণ বা কাল বা অবস্থা কিছুরই স্থিরতা নাই। কেহ বলিতে পারেন না, আমি সুখ বলিয়া এই একটি পদার্থ পাইয়াছি এবং ইহা যতদিন আমার নিকট থাকিবে আমি সুখ বই আর কিছুই পাইব না। সুখ মনের একটি অবস্থা মাত্র এবং সে অবস্থাও অনেক প্রকার ঘটনার উপর নির্ভর করে। কেহ বলেন—"আমি ধন পাইয়াছি, অতএব আমি সুখী।" এখানে ধন একটি পদার্থ, সুখ তাহার ফল। কিন্তু ইহা কি কেহ বলিতে পারেন যে, ধন পাইলেই সুখ হয়? আমি অদ্য এক লক্ষ টাকা পাইয়া সুখী হইলাম। কল্য দুই লক্ষ হইল না বলিয়া মনে কষ্ট হইল। এখানে ধন সুখের কারণ কিরূপে বলিব? আমি শত-শত ভোগ্যবস্তু লইয়া বিলাস আরম্ভ করিলাম। বিলাসের সুখ ভোগ্যবস্তুর উপর এবং আমার স্বাস্থ্য ও মনের অবস্থার উপর নির্ভর করে। অদ্য ভোগ্যবস্তু লইয়া সুখী হইলাম, কল্য শরীর অসুস্থ বলিয়া ভোগ্যবস্তুকে সম্ভোগ করিতে পারিলাম না। এখানে ভোগ্যবস্তু এবং আমার শরীর ও মন কোনটাই সুখের কারণ হইল না। সিদ্ধার্থ দেখিলেন যে, ঋষিরা দিব্য শরীর পাইবেন বলিয়া শরীরকে নিগ্রহ করিতেছেন, পরকালে সমস্ত কামনা চরিতার্থ করিতে পারিবেন বলিয়া ইহকালে

না। এত বড় বড় যোগী ঋষিরা যখন এই পথের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তখন তাহা গ্রাহ্য করিতেই হইবে। এই ভাবিয়া তিনিও ঘোর ব্রত ও তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। বিজ্ঞানশাস্ত্রের হস্তে পরীক্ষা বলিয়া একটি প্রধান অস্ত্র আছে। সেই অস্ত্র সিদ্ধার্থ চালাইতে চালাইতে দেখিলেন যে, ঋষিরা যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা শাস্ত্রানুমোদিত হইলেও সম্পূর্ণরূপে অলীক ও ভ্রান্ত। তিনি ত কেবল জ্ঞানবৃত্তি চরিতার্থ করিতে যান নাই। রাজপুত্রকে অনেক বিষয় জানিতে হয়, সেই জানিবার ইচ্ছা চরিতার্থ করিবার জন্য ব্রহ্মচারীদিগের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। পণ্ডিতেরা যে সকল মতের পক্ষ সমর্থন করিয়া গিয়াছিলেন সে সকল মতের সত্যাসত্য বিচার করিতেও সেখানে যান নাই। তাঁহার জীবনে একটি মহা অভাব দেখা দিয়াছিল, মুক্তির জন্য তাঁহার ভয়ানক তৃষ্ণা হইয়াছিল, জীবলোকের দুঃখ দেখিয়া তাঁহার মন নিরন্তর কাঁদিতেছিল। এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার এটিও বিশ্বাস ছিল যে, তিনিই সে দুঃখ-রাশি দূর করিতে পারিবেন এবং সেই দুঃখরাশি দূর করা তাঁহারই জীবনের কার্য্য। সিদ্ধার্থের পক্ষে এই কথা জীবন মরণের কথা বলিতে হইবে। যদি তিনি ইহার মীমাংসা করিতে সক্ষম হন তাহা হইলে তিনি ইহাই প্রচার করিয়া জীবগণের মুক্তির পথ পরিষ্কার করিয়া দিবেন। আর যদি তিনি ইহাতে কৃতকার্য্য না হন তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে প্রাণধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র, তাঁহার পক্ষে মৃত্যুই প্রার্থনীয়। এই ঘোর মন্ত্রের সাধন করিতে তিনি কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট শাস্ত্র কিম্বা অশাস্ত্রের বিষয় কিছুই ছিল না। যোগী ঋষি পণ্ডিতদিগের নাম তাঁহার নিকট কিছুই নহে। যাহা সত্য, যাহা যুক্তিসঙ্গত, যাহা কার্য্যে পরিণেতব্য তাহাই তাঁহার নিকট ধর্ম্ম। একজন বড়লোক কোন কথা বলিয়া-

ছিলেন বলিয়া যে সে কথা সত্য হইবে ইহার কোন অর্থ নাই। তিনি কায়মনোবাক্যে নিজেই সত্যসাধনে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। অতএব ইহাতে অন্য কাহারও কথা চালাইবার কোন অধিকার ছিল না। তিনি শাস্ত্রসম্মত পথ সকল অবলম্বন করিলেন। যখন তাহাতে কোন ফল হইল না দেখিলেন, তখন তিনি নিজের পথ অবলম্বন করিলেন। জাতীয় আচার, শাস্ত্রীয় নিয়ম এ সকলকে অবজ্ঞা করিয়া যাহাতে মুক্তি হয় ইহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ভয়ানক কঠোর সাধন করিয়া দেখিলেন যে, তিনি একপদও অগ্রসর হইতে পারেন নাই। শরীরের প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার করিয়া বুঝিলেন যে, মন যেখানে ছিল সেইখানেই রহিল। ইহার কারণ কি? ব্রহ্মচারীদিগকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনারা কেন এত দুস্তর তপশ্চরণ করিতেছেন?" তাঁহারা উত্তর দিলেন—"পরমার্থ পাইব বলিয়া।" তিনি বলিলেন—"পরমার্থ শব্দের অর্থ কি?" তাঁহারা উত্তর দিলেন "পরকালে গিয়া ব্রহ্মপদ পাইব, বা ইন্দ্রত্ব পাইব, বা অন্য কোন দেবপদ পাইব। এজন্মে শরীরকে নির্যাতন করিলে পরজন্মে নিত্যসুখ উপার্জ্জন করিব।" সিদ্ধার্থ ভাবিলেন যে, পরজন্মের সুখ—ইহার অর্থ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে সম্ভোগ করা। পৃথিবীতে যে সুখ অল্প পরিমাণে হয়, যে সুখ ক্ষণস্থায়ী হয়, তাহা স্বর্গে অধিক পরিমাণে এবং অধিক কাল থাকে। কিন্তু সুখ কথাটি আপেক্ষিক ইহা তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। সে সুখ আমরা পৃথিবীতে সম্ভোগ করি বা স্বর্গে সম্ভোগ করি, উভয় স্থানে ইহা আপেক্ষিক ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেননা দেবপদ প্রাপ্ত হইলেই একটি নূতন শরীর সঙ্গে সঙ্গে যাইবে এবং শরীর থাকিলেই পরিবর্ত্তনও সঙ্গে সঙ্গে যাইবে। এ সমুদয় জগত মায়াময়, ছায়াময়, সদা পরিবর্ত্তনশীল। ইহার কোন অংশই স্থির নিত্য

কামনা বিনাশ করিতেছেন। তিনি দেখিলেন যে, এরূপ তপস্যার ফল পাপ বিনাশ নহে, যেহেতু ঋষি মুনিরা পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। তাঁহারা দীর্ঘকাল বনবাস করিয়া অনেক ধ্যান ও তপস্যা করিয়াও কামনিপীড়িত হন, ক্রোধে সময়ে সময়ে অস্থির হন এবং অন্যান্য রিপুদিগেরও আধিপত্য সহ্য করিতে হয়। তিনি দেখিলেন যে, মনুষ্যদিগকে সম্ভোগের দিক দিয়া, জ্ঞান, বুদ্ধি ও ক্ষমতার দিক দিয়া বাড়াইলেই তাহারা দেবতা হয়। দেবতা বলিয়া মনুষ্য হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র ও বিপরীত শ্রেণীর কোন পুরুষ নাই। দেবতাদিগকে কল্পনা করিতে গিয়া মনুষ্য নিজ স্বভাব অধিক পরিমাণে তাঁহাদিগকে আরোপ করিয়াছে। অতএব যে তপস্যায় মন হইতে পাপ যায় না, যাহাতে কামনা অগ্নির নির্ব্বাণ হয় না, যাহাতে সুখদুঃখের অতীত হওয়া যায় না, যাহাতে এই মায়াময় পরিবর্ত্তনশীল জগত চিরকাল মায়াময় ও পরিবর্ত্তনশীল রহিল, যাহাতে স্থির, নিত্য, ধ্রুব, অনন্ত বলিয়া কোন পদার্থই পাইলাম না, সে তপস্যা লইয়া কি হইবে? ঋষিরা কলুর ঘানির বলদের ন্যায়। বলদ দিনরাত্রি ঘানি লইয়া ঘুরিতেছে। এইরূপে সে শত ক্রোশ চলিয়া যায়। কিন্তু এই শত ক্রোশ এক ঘানির চারিদিকে—এক পদও অগ্রসর হইতেছে না। তাঁহারা এই সংসাররূপ ঘানি লইয়া ঘুরিতেছেন। সেই শরীর, সেই কামনা, সেই অনিত্য জগত, সেই সুখ দুঃখ তাঁহাদিগের বিচরণস্থল। এই সকল লইয়া তাঁহাদিগের ধর্ম্ম, ব্রত, তপস্যা, ধ্যান, চিন্তা ও জীবন। অনন্তকাল ধরিয়া চলিতেছেন। কিন্তু সেই শরীর, সেই কামনা, সেই সুখ, সেই দুঃখ, সেই জগত তাঁহাদিগকে ছাড়িতেছে না। স্বর্গকেও সেই সংসার বলিয়া কল্পনা করিয়া লইতেছেন। এখানে সুরা, সেখানে সোমরস, এখানে

নায়িকা; সেখানে অপ্সরী; এখানে পদ্ম, সেখানে পারিজাত, এখানে জরা মৃত্যু, সেখানে অনন্ত যৌবন। সেই এক ঘানি লইয়া ঘুরিতেছেন, এক পদও সম্মুখে অগ্রসর হইবার ক্ষমতা নাই।

এইরূপ চিন্তা করিয়া সিদ্ধার্থ ঋষিদিগকে পরিত্যাগ করিলেন। পৃথিবী কেবল দুঃখময় এবং সমুদয় দুঃখের কারণ কামনা এই দুইটি সত্য তিনি সংসারে থাকিয়া কথঞ্চিৎ পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। এতএব তাঁহার মনে হইল যে, সংসার পরিত্যাগ করিলেই দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। কিন্তু সংসার ছাড়িতে না ছাড়িতেই তিনি দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার মনে পাপচিন্তা আসিতেছে। কামনা শরীরসম্ভূত, এই মনে করিয়া তিনি ঋষিদিগের সঙ্গে, ঋষিদিগের অনুমোদিত উপায়সকল অবলম্বন করিয়া শরীরকে উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার কামনা গেল না, পাপচিন্তা গেল না। ইহার কারণ কি? তিনি ঋষিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা উত্তর দিলেন যে, শরীরকে তাড়না করিলে পাপ যায়; পাপ গেলে স্বর্গে পরম পদ লাভ হয় এবং তাহা হইলেই দুঃখ চিরকালের জন্য চলিয়া যায়। এ যুক্তিতে ত সিদ্ধার্থের সন্তুষ্ট হওয়া উচিত ছিল। যেহেতু দুঃখ চলিয়া যায় ইহা তিনিও চাহিতেছিলেন। ঋষিদিগের মতে ইহলোকে কঠোর সাধন করিলে পরলোকে অনন্ত সুখ ভোগ করা যায়। সুতরাং দুঃখও আর থাকে না। কিন্তু সিদ্ধার্থ তাহা বুঝিলেন না। তাঁহার তীক্ষ্ণ ন্যায়শাস্ত্র ঋষিদিগের অন্যায়বাদ একেবারে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিল। স্বর্গে যে সুখ হয়, তাহা কি? উত্তর, পৃথিবীর সুখ অনন্তগুণ বাড়াইলে যাহা হয় তাহাই স্বর্গের সুখ। অর্থাৎ, অনন্ত বিলাস, বাসনা, কাম্যবস্তু, অনন্ত যৌবন ও ইন্দ্রিয়সুখ। স্বর্গের সুখও তবে শরীর লইয়া। এখন

বুঝিতে হইবে যে, শরীর কখন নিত্য হইতে পারে না। সুতরাং শরীরসম্ভূত সুখও কখন নিত্য হইতে পারে না। অধিক কি, সে সুখ সুখই নহে, তাহা দুঃখ। দেবতারা কি সুখী? কখনই নহে। তাঁহাদিগের মত দুঃখী কেহই নহে—মনুষ্যেরাও তত দুঃখী নহে। কেন না মনুষ্যদিগের দুঃখ জীবিতাবস্থায় থাকে—কেবল এক শত বৎসর ধরিয়া। কিন্তু দেবতাদিগের দুঃখ অনন্তকাল থাকে। তাঁহাদিগের স্বর্গ ত স্বর্গ নহে—ইহা যে প্রকৃত নরক। যেখানে অহোরাত্র অগ্নি জ্বলিতেছে—অর্থাৎ কামনার অগ্নি জ্বলিতেছে—তাহাই ত নরক। তাহা হইলে কঠোর তপস্যাবলে ঋষিরা পৃথিবী বলিয়া যে নরক অল্পকাল স্থায়ী তাহা স্বর্গ বলিয়া অনন্ত নরকে পরিণত করিয়াছেন। পাঠকেরা বোধ হয় বুঝিতে পারিলেন, কি অসাধারণ ন্যায়সঙ্গত যুক্তিবলে সিদ্ধার্থ এক কোপে নানা ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত স্থানীয় স্বর্গ সম্বন্ধীয় মতকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। লোকে যাহাকে স্বর্গ বলে তাহা থাকিতে পারে না, তাহা ভ্রম, অলীক, ইহা তিনি একেবারে চিরকালের জন্য মীমাংসা করিয়া দিলেন। এখন প্রকৃত স্বর্গ কোথায় ইহার অনুসন্ধানে তিনি পুনর্ব্বার যাত্রা করিলেন। এই উদ্দেশে তিনি উরুবিল্ব গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন।

---

# কাব্যে প্রকৃতি।

শেক্ষপীয়রের নাটক পড়িতে পড়িতে একটা কথা মনে হয় যে, শেক্ষপীয়র সমস্ত হৃদয়ে প্রকৃতিকে ভালবাসিলেও প্রকৃতির সহিত তাঁহার সামাজিকতা বড় নাই। এবং তাঁহার নাটকে নাটকীয়

চরিত্র ও ঘটনাবলীর উপর প্রকৃতির যে প্রভাব প্রতিফলিত হয়, তাহা কেবল ছায়ার মত চতুর্দ্দিকের [illegible] উপরে ঘনাইয়া আসে মাত্র ; কিন্তু সংস্কৃত কবিদের ন্যায় প্রকৃতি সেখানে মানবজীবনের সহিত বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়া মানবহৃদয়ের সহমর্ম্মিনী সঙ্গিনী হইয়া উঠে নাই; এবং মানবী সখীর সুখে-দুঃখে, মানবীর ন্যায় সে বিচলিত হয় না বা মানবীর বিরহে একান্ত সন্তপ্ত ও মিলনে অতিমাত্র হৃষ্টও হয় না।

যেখানে সমগ্র নাটকটিকে শেক্সপীয়র লোকালয় হইতে দূরে এক জনহীন দ্বীপে লইয়া ফেলিয়াছেন, সেখানেও প্রকৃতির সহিত তাঁহার পারিবারিক প্রীতি সংস্থাপিত হয় নাই—প্রকৃতির অনেকগুলি দানবী শক্তি যেখানে নির্ব্বিবাদে আধিপত্য করিতেছিল, সেইখানে তিনি এক মহামহিম মানব প্রভুকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন। এই মানব প্রভু প্রস্পেরোকে বন্য শক্তি আরিয়েল ও ক্যালিবান্ যমের মত ভয় করিয়া চলে এবং যদি কালক্রমে এই দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া আপন স্বাধীনতা ফিরিয়া পায় এই আশায় দাসের ন্যায় তাঁহার আজ্ঞা পালন করিয়া থাকে। কিন্তু প্রস্পেরো অথবা মিরান্দার সহিত এই সকল প্রাকৃতিক শক্তির কাহারও কোনরূপ সমকক্ষতা নাই এবং বহুদিন একত্র বাসে পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতাও জন্মে নাই। কেবল প্রস্পেরো আদেশ করেন, আরিয়েল ও ক্যালিবান্ —প্রকৃতির দুই বিভিন্ন শক্তি—ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সেই আদেশ পালন করে। প্রস্পেরো বলেন, ঝড় উঠাও ; প্রকৃতির সমস্ত শক্তি সাগরে তরঙ্গ তুলে, আকাশে বজ্রধ্বনি করে, পৃথিবীতে প্রলয়ের রোল উঠাইয়া দেয়। প্রস্পেরো বলেন, এই চাহি—দাসেরা তাহাই সংসাধন করে। শেক্সপীয়রে প্রকৃতির উপর মানব জয়ী হইয়াছে— প্রকৃতির উপর সে কর্ত্তৃত্ব করে, প্রকৃতির সহিত ঘর করে না।

কিন্তু সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে প্রকৃতি মানবের সহিত সমান আসন পাইয়াছে এবং পরস্পরের প্রতি প্রীতিতে উভয়ের মধ্যে একটি সুমধুর গার্হস্থ্য বন্ধন সংস্থাপিত হইয়াছে। ভবভূতির নাটকে তমসা মুরলা বাসন্তী প্রভৃতি নদনদী ও আরণ্য প্রকৃতি সীতার দুঃখে যেরূপ সমবেদনা অনুভব করিয়াছে এবং সর্ব্বান্তঃকরণে যেরূপে তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছে তাহা শেক্ষপীয়রে নিতান্ত দুর্লভ। রাম যখন বনে আসিলেন, তখন সীতার দুঃখরজনী অবসান আশায় সেই গোদাবরী-প্রদেশের বন্য প্রকৃতি কিরূপ আনন্দিত হইয়াছিল! পরিপাণ্ডু-দুর্ব্বলকপোলসুন্দর বিলোলকবরী মূর্ত্তিমতী করুণা বা শরীরিণী বিরহ-ব্যথার ন্যায় জানকীর বর্ণনায় তমসার কত প্রেম প্রকাশ পাইয়াছে! বাসন্তী রামকে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাতে ছত্রে ছত্রে সীতার প্রতি তাঁহার কি গভীর সহানুভূতি ব্যক্ত হইয়াছে! এমন শুশ্রূষাপরায়ণা সান্ত্বনাদায়িনী প্রকৃতি ইংরাজি নাটকে কোথায়? এই প্রেমে করুণায় শুশ্রূষাপরায়ণতায় উত্তরচরিতের প্রকৃতি দেবী হইয়া উঠিয়াছে।

কালিদাসের নাটকেও প্রকৃতি এইরূপ মানবেরই সখী। শকুন্তলার সখিগণের নাম করিতে হইলে প্রিয়ম্বদা অনসূয়ার সহিত সেই মালিনীতীরস্থা শ্যামলা প্রকৃতিরও উল্লেখ করিতে হয়। তপোবনের প্রতি তরুলতার সহিত শকুন্তলার সোদরস্নেহের সম্বন্ধ। এবং শকুন্তলার বিদায়কালে প্রিয়ম্বদা অনসূয়ার চক্ষু যেমন জলে ভরিয়া আসিয়াছিল, অসহায় হরিণশিশু যেমন অঞ্চল ধরিয়া টানিয়া গমনোদ্যতা শকুন্তলাকে বারবার নিবারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তপোবনের এই পল্লবিত প্রকৃতিও সেইরূপ অশ্রুছলছল নতনেত্রে আপন নির্ব্বাক্ বেদনা জানাইয়া শাখাবাহু দ্বারা প্রিয়সখীকে বুকভরা আলিঙ্গন দিয়াছিল।

শকুন্তলার এই প্রকৃতি নাটকের মেরুদণ্ড। মানবী সখী যখন শকুন্তলার বল্কল-বন্ধন শিথিল করিয়া দেয়, প্রকৃতি তখন কুরবকশাখায় বল্কল আট্‌কাইয়া দিয়া মানবী সখীর সহিত সেই প্রণয়ব্যাপার ঘনাইয়া আনে। দুষ্মন্ত শকুন্তলার প্রেমকে তপোবনের এই রমণীয় প্রকৃতি যেন ভরাট্ করিয়াছে। এই প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে শকুন্তলার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না—দুষ্মন্ত শকুন্তলা প্রিয়ম্বদা অনসূয়া কণ্ব গৌতমী সমস্ত মিলিয়া একটি নির্জ্জীব মানবস্তূপ পড়িয়া থাকে মাত্র—এবং কালিদাসের প্রেম সহসা অত্যন্ত শিথিল ও ক্ষণিক বলিয়া মনে হয়।

কেবলি শকুন্তলায় নহে, কুমারসম্ভবে যেখানে মহাদেবের প্রতি মদন বাণ উদ্যত করিয়াছে সেখানেও সমস্ত প্রকৃতি অনুকূল ভাবে পূর্ণ হইয়া হরপার্ব্বতীর প্রেমকে সর্ব্বাঙ্গে পূর্ণ করিয়াছে। কালিদাসে মানবপ্রেম আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নহে—চতুর্দ্দিক্ হইতে তাহার উপরে প্রকৃতি ঘনাইয়া আসিয়া সেই প্রেমকে সম্পূর্ণ করে। এই জন্য যোগীজনবিচরিত তপোবনেই তাঁহার প্রেম সম্পূর্ণ সফল হয়—যেখানে আরণ্য প্রকৃতি মানবের স্নেহে সিঞ্চিত হইয়া কোমল ও মধুর হইয়া আসিয়াছে এবং মানব-হৃদয় নাগরিকতা পরিহারপূর্ব্বক আরণ্য শ্যামলতায় সরস হইয়া উঠিয়াছে; যেখানে হিংসা নাই দ্বেষ নাই, সিংহ মৃগশিশুকে হত্যা করে না, মৃগশিশু মানবের পদপ্রান্তে বসিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে নীবার রোমন্থ করে; এবং সর্ব্ব লোক সর্ব্ব জীব চেতন অচেতন জড় সকলের মধ্যে একটি প্রীতিশুভ্র পারিবারিকতা সংস্থাপিত হয়।

শেক্ষপীয়রে প্রেমের সহিত প্রকৃতির এত ঘনিষ্ঠতা দেখা যায় না। সেখানে সুখসুপ্ত চন্দ্রালোকে প্রণয়ীযুগলের মনে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালের বহু প্রণয়কাহিনী আসিয়া উদয় হয় এবং পুরাতন কালের

সমস্ত প্রেম এই নবীন প্রেমে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। এবং এইরূপে যুগযুগান্তের মানবপ্রেম আসিয়া মানবকে আপনার মহিমায় অধিকতর ফুটাইয়া তুলে। কিন্তু প্রকৃতি সেখানে মানবের সখীরূপে ফুটে না—হয়, ছায়ার মত, নয়, মানবের আজ্ঞাধীন সেবকরূপে অবস্থিতি করে। যেমন, মার্চ্যাণ্ট অফ্ ভেনিসে লোরেঞ্জো ও জেসিকার প্রণয়দৃশ্যে, অথবা টেম্পেষ্টে ফার্দিনান্দ ও মিরান্দার প্রণয়ঘটনায়।

সংস্কৃত কবিরা প্রকৃতিকে স্ত্রীরূপে দেখেন। সেই জন্যই সংস্কৃত নাটকে প্রকৃতি মানবের সহকারিণী সখী। ভবভূতির নিকট তিনি শুশ্রূষাপরায়ণা গভীরহৃদয়া; এবং কালিদাসের নিকট তিনি সুন্দরী। কালিদাস নারীকে সৌন্দর্য্যেই সম্যক্ দেখিয়াছেন—প্রকৃতিকেও তিনি এইভাবেই উপভোগ করেন।

কিন্তু এই সৌন্দর্য্য উপভোগে আধুনিক কবিদিগের সহিত কালিদাসের অনেক প্রভেদ। সেকালের কবি যেমন রমণীকে, অল্প হউক অধিক হউক্, পুরুষের ভোগ্যা বলিয়া জানিতেন, প্রকৃতিকেও কতকটা সেই ভাবেই দেখিয়াছেন। সেই জন্য কালিদাস যখন প্রিয়াসহ সুরম্য হর্ম্ম্যমধ্যে দীর্ঘ বর্ষযাপন করেন, ছয় ঋতু আসিয়া ভিন্ন ভিন্ন মদিরা দিয়া তাঁহার পাত্র ভরিয়া দেয় এবং সুন্দরী দাসীর ন্যায় তাঁহার পরিচর্য্যা করে।

ভবভূতিতে যে প্রকৃতি দেবী হইয়া উঠিয়াছেন তাহার কারণ এই যে, ভবভূতির প্রকৃতি জননীর ন্যায় শুশ্রূষাপরায়ণা ও কল্যাণদায়িনী। আমাদের দেশে নারী সৌন্দর্য্যে পূজিতা নহেন; জননী ও সতীরূপে—গৃহের কল্যাণ ও আনন্দরূপেই তিনি এদেশের পূজা গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। প্রকৃতিও যখন আমাদের নিকট এই ভাবে প্রতিভাত হয় তখনই আমরা তাহাকে দেবী করিয়া তুলি।

য়ুরোপে শিভল্‌রি নারীকে অন্যরূপে দেখিয়াছে। সেখানে

নারীর প্রতিষ্ঠা সৌন্দর্য্যে। সেখানে কবিদিগের রচনায় যে সৌন্দর্য্যের পূজা প্রচারিত হইয়াছে সে সৌন্দর্য্য কেবল ইন্দ্রিয়মাত্রের দ্বারা উপভোগ্য নহে। জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্যের অন্তরে যে সৌন্দর্য্য-শক্তি নিহিত আছে নারীসৌন্দর্য্যে তাহা সম্যক্ পরিস্ফুট বলিয়া নারীপূজায় সেই সৌন্দর্য্যেরই পূজা করা হয়। এবং এই সৌন্দর্য্য-পূজা নারী হইতে ক্রমে সমস্ত প্রকৃতিতে যেন ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

আধুনিক কবি এই সৌন্দর্য্যশক্তিকে অদৃশ্য প্রভাবের মত অনুভব করেন। বসন্তের বাতাস যেমন চঞ্চল পক্ষে ফুলে ফুলে নিশ্বাস ফেলিয়া বহিয়া যায়, এই অদৃশ্য প্রভাবের ছায়াও সেইরূপ সর্ব্ব-বিশ্বের উপর দিয়া—লোক লোকান্তর স্পর্শ করিয়া—প্রবাহিত হয়। এই অদৃশ্য প্রভাব—এই ছায়া—শুধু সঙ্গীতের স্মৃতির মত অত্যন্ত রহস্যময়, কিন্তু এই রহস্যবশতঃই প্রিয়তর। এই সৌন্দর্য্যের মূল-শক্তি বাহ্য প্রকৃতিতে মানবহৃদয়ে প্রেমে আশায় স্বপ্নে সর্ব্বত্র ছায়া ফেলিয়াছে। কবি এই চরাচরপ্লাবী সৌন্দর্য্যরহস্যে নিমগ্ন হইয়া দেখিতেছেন যে, এই সমস্তই সেই মহাসৌন্দর্য্যে ওতপ্রোত; এবং এই সৌন্দর্য্য অবলম্বন করিয়াই মানবের অন্তরের সহিত প্রকৃতির অন্তরের অনির্ব্বচনীয় যোগসূত্র নিবদ্ধ রহিয়াছে।

সৌন্দর্য্যের এই অদ্বৈতবাদই আধুনিক পাশ্চাত্য কবিতার মর্ম্ম-স্থল। ইহাকে অদ্বৈতবাদ না বলিয়া ঐক্যবাদ বলা উচিত। সমস্ত চরাচর চেতন অচেতনের মধ্যে যে একমাত্র মহীয়সী সৌন্দর্য্যশক্তি উদ্ভাসিত ইহাতে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে।—

এই অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি দ্বারা সমস্ত খণ্ড জগৎ একটি সর্ব্বব্যাপী সুমধুর মিলনে আবদ্ধ হইয়া একটি অখণ্ড সঙ্গীতের ন্যায় বৃহৎ এবং এক হইয়া উঠিয়াছে। সঙ্গীতের বিচ্ছিন্ন সুরগুলি স্বতন্ত্র ভাবেও শ্রুতিমনোহর হইতে পারে, কিন্তু যখন তাহাদের মধ্যে

আদ্যোপান্ত একটি অবিভক্ত সৌন্দর্য্য একটি মহা রাগিণীর সমগ্রতা আবিষ্কার করা যায় তখন আনন্দ সুনিবিড় হইয়া উঠে এবং একটি বিপুল রহস্যময় পুলকে সমস্ত অন্তরাত্মা চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রের ন্যায় আন্দোলিত হইতে থাকে। প্রাচীন কাব্যে প্রকৃতি কোথাও এরূপ সম্মিলিত সমতানে অনাদ্যন্ত নভস্তল হইতে মানবের অন্তর গুহা পর্য্যন্ত ধ্বনিত হইয়া উঠে নাই। সেখানে খণ্ড প্রকৃতি—খণ্ড সৌন্দর্য্য—মানবের সাহচর্য্য করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এক বিশ্বব্যাপিনী মহীয়সী সত্তা মানবাত্মাকে চরাচরের সহিত সৌন্দর্য্যপুষ্পমাল্যে আবদ্ধ করিয়া মহীয়ান্ করে নাই।

কেবল আমাদের প্রাচীনতম কাব্যগ্রন্থে বেদে এই মহাসঙ্গীত উদ্গীত হইয়াছে। তেমন সহজে তেমন সতেজে তেমন সংক্ষেপে আর কোন দেশের কোন কাব্যে জগতের এই রহস্যবার্ত্তা প্রচারিত হয় নাই। ঋষিরা বলিয়াছেন—

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি,
আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।

আনন্দ হইতেই সমস্ত প্রাণী জন্মলাভ করিয়াছে, আনন্দের দ্বারাই সমস্ত প্রাণী জীবিত রহিয়াছে এবং আনন্দের অভিমুখেই প্রবেশ করিতেছে।

ভাবিয়া দেখিলে ইহাতে সকল কথাই বলা হইয়াছে। সমস্ত সৌন্দর্য্য সমস্ত সুখ সমস্ত চেতনা সমস্ত প্রাণ এক অনাদি অনন্ত মহানন্দের দ্বারা সন্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে—সেই জগচ্চরাচরের জগদতীত আনন্দঐক্য যে মহাত্মা অনুভব করিতে পারিয়াছেন তিনি আর

ন বিভেতি কুতশ্চন,
ন বিভেতি কদাচন।

---

# বঙ্কিমচন্দ্র।

গতবর্ষ শেষ হইবার অনতিপূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র চিরকালের জন্য আমাদের মধ্য হইতে অপসৃত হইয়া গিয়াছেন।

যে সকল রাজ্যে মহত্ত্ব বিরল নহে সেখানে কোন যশস্বী লোকের অন্তর্দ্ধান হইলে সমস্ত দেশ শোক করিতে থাকে। আমাদের এই দুর্ভাগ্য দেশে শুভ দৈববশে কদাচিৎ ক্ষণজন্মা পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, তথাপি, জীবনের কার্য্য সমাধা করিয়া যখন তাঁহারা সংসারক্ষেত্র হইতে অন্তরিত হন তখন এই জড়তাপন্ন দরিদ্র দেশ তাঁহাদের অভাব যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না।

কিন্তু একথা স্বীকার করিতে ইচ্ছা করে না। লেখনী সহজেই লিখিতে চাহে যে, অদ্য সমস্ত বঙ্গদেশ বঙ্কিমচন্দ্রের বিয়োগদুঃখে শোকাতুর। যদি সত্যই বঙ্গদেশের সেই বেদনাবোধ থাকিত তবে আজিকার এই চিরবিচ্ছেদের মধ্যেও সান্ত্বনার রশ্মি প্রকাশ পাইত।

অল্প দিনের মধ্যে আমাদের অনেকগুলি শোকের কারণ ঘটিয়াছে। প্রথমে রাজেন্দ্রলাল মিত্র চলিয়া গেলেন; কিন্তু তাঁহার জন্মভূমি তাঁহাকে ভাল করিয়া বিদায়-সম্ভাষণ করিল না। সেই নির্ভীক মনস্বী পুরুষ দেশের জন্য তাঁহার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি জ্ঞানবিস্তার এবং লোকহিতের জন্য যাহা করিয়াছিলেন বিষয়ী লোক আপনার বৈষয়িক উন্নতি আপন স্বার্থসাধনের জন্য এত চিন্তা এত চেষ্টা এত সংগ্রাম করিতে পারে না। যে ক্ষেত্রেই ইংরাজ বাঙ্গালীর মধ্যে বিরোধ ঘটিত, সেইখানেই রাজেন্দ্রলাল দুর্ব্বল স্বদেশের পক্ষ লইয়া বীরগর্ব্বে অগ্রসর হইতেন; যদি স্বদেশী বিদেশী কাহারও সাহায্য না পাইতেন তথাপি অটল সাহসে একাকী দণ্ডায়মান হইতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি যুদ্ধে

চিরকাল অপরাঙ্মুখ এবং অপরাজিত ছিলেন। এইরূপে অশ্রান্ত নিরলস থাকিয়া অহর্নিশি কঠিন পরিশ্রমে দেশের জন্য তিনি যে জীবন অকালে বিসর্জ্জন করিলেন, দেশ তাঁহার সেই দুর্ম্মূল্য জীবনের অবসানে অকৃত্রিম শোকের এক বিন্দু অশ্রু ব্যয় করিয়াছিল কি না সন্দেহ।

রাজেন্দ্রলালের অধিকাংশ রচনা ইংরাজিতে। বিবিধার্থসংগ্রহ প্রকাশ করিয়া তিনি বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি সাধনের যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাও বহুপূর্ব্বের কথা। এই কারণে, যদিও তাঁহার নাম দেশবিখ্যাত ছিল তথাপি তিনি সর্ব্বসাধারণের নিকট অন্তরঙ্গরূপে পরিচিত ছিলেন না। কিন্তু বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে সে কথা বলা যাইতে পারে না।

বিদ্যাসাগর সমস্ত প্রাণমন সমর্পণ করিয়া একাকী দুর্দ্ধর্ষ তেজে দুঃসাধ্য কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। কাহারও স্তুতিনিন্দা কাহারও সহায়তার কোন অপেক্ষা রাখেন নাই। যখন সহস্র লোকের মঙ্গল সাধন করিয়াছেন তখনও তিনি একক, যখন সহস্র লোকের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন তখনও তিনি একক। সুমহৎ সুদুর্ভর কার্য্যভারসকল তিনি চিরজীবন অসামান্য সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়ের সহিত একাকী বহন করিয়াছেন। বঙ্গভাষার প্রথম স্তর তিনি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, বিধবার দুঃখমোচনের জন্য নিষ্ঠুর সমাজের সহিত তিনি নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করিয়াছেন, দেশের বিদ্যাশিক্ষা স্বদেশীয়ের দ্বারা সাধন করিবার ভার লইয়া তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন এবং এই অলস অকর্ম্মণ্য অনুদার দেশে আপনাকে একনিষ্ঠ পরহিতব্রত অধ্যবসায় ও নিঃস্বার্থ বদান্যতার উজ্জ্বলতম আদর্শস্থল করিয়া তুলিয়াছেন—আর যে বঙ্গদেশ তাঁহার জীবনের রক্তে জীবন পাইয়াছে সে আজ বহু কষ্টে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার উপলক্ষে দুইচারিবার

সামান্য ব্যর্থ চেষ্টা দেখাইয়াই আপনাকে ঋণমুক্ত জ্ঞান করিয়া সম্পূর্ণ আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছে।

আজ বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরেও আমরা সভা ডাকিয়া সাময়িক পত্রে বিলাপসূচক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিতে উদ্যত হইয়াছি। তাহার অধিক আর কিছুতে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস হয় না। প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা বা কোনরূপ স্মরণ-চিহ্ন স্থাপনের প্রস্তাব করিতে প্রবৃত্তি হয় না। পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা হইতে জানা গিয়াছে যে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা অধিক। উপর্য্যুপরি বারম্বার অকৃতজ্ঞতা ও অনুৎসাহের পরিচয় দিলে ক্রমে আর আত্মসম্ভ্রমের লেশমাত্র থাকিবে না, এবং ভবিষ্যতে প্রবন্ধ লিখিয়া শোকের আড়ম্বর করিতেও কুণ্ঠিত বোধ করিতে হইবে।

উপকার গ্রহণ করিবার শক্তির সঙ্গে সঙ্গে কৃতজ্ঞতার শক্তিও বাড়িতে থাকে। আমাদের দেশের জাতীয় স্বাস্থ্যের অবস্থা এখনও সেরূপ দাঁড়ায় নাই যাহাতে আমরা কোন মহৎলোকের দৃষ্টান্ত বা কার্য্য অন্তরের মধ্যে যথার্থরূপে পরিপাক করিয়া লইয়া তাহার ফল উপলব্ধি করিতে পারি। আমাদের কানের কাছে ক্রমাগতই বলা আবশ্যক, তোমার এতখানি উপকার করা হইল, তুমি এতটা লাভ করিলে, তোমার এতখানি পথ নিষ্কণ্টক হইল, অমুক তোমার এত বড় সুহৃদ্। এইরূপে কৃত্রিম উপায়ে মন্থন করিয়া কথঞ্চিৎ কৃতজ্ঞতা হৃদয়ের উপরিভাগে ফেনিল করিয়া তোলা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাকে কোনরূপ স্থায়ী পদার্থে পরিণত করা যাইতে পারে না। দেখিতে দেখিতে কতকটা বাষ্প বিসর্জ্জন করিয়া কোথাও কোন চিহ্নমাত্র না রাখিয়া তাহা বিলীন হইয়া যায়।

যে দেশের এমন দুরবস্থা সেই দেশেই মহৎ লোকের নিঃস্বার্থ

কিন্তু সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে প্রকৃতি মানবের সহিত সমান আসন পাইয়াছে এবং পরস্পরের প্রতি প্রীতিতে উভয়ের মধ্যে একটি সুমধুর গার্হস্থ্য বন্ধন সংস্থাপিত হইয়াছে। ভবভূতির নাটকে তমসা মুরলা বাসন্তী প্রভৃতি নদনদী ও আরণ্য প্রকৃতি সীতার দুঃখে যেরূপ সমবেদনা অনুভব করিয়াছে এবং সর্ব্বান্তঃকরণে যেরূপে তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছে তাহা শেক্ষপীয়রে নিতান্ত দুর্লভ। রাম যখন বনে আসিলেন, তখন সীতার দুঃখরজনী অবসান আশায় সেই গোদাবরী-প্রদেশের বন্য প্রকৃতি কিরূপ আনন্দিত হইয়াছিল! পরিপাণ্ডু-দুর্ব্বলকপোলসুন্দর বিলোলকবরী মূর্ত্তিমতী করুণা বা শরীরিণী বিরহ-ব্যথার ন্যায় জানকীর বর্ণনায় তমসার কত প্রেম প্রকাশ পাইয়াছে! বাসন্তী রামকে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাতে ছত্রে ছত্রে সীতার প্রতি তাঁহার কি গভীর সহানুভূতি ব্যক্ত হইয়াছে! এমন শুশ্রূষাপরায়ণা সান্ত্বনাদায়িনী প্রকৃতি ইংরাজি নাটকে কোথায়? এই প্রেমে করুণায় শুশ্রূষাপরায়ণতায় উত্তরচরিতের প্রকৃতি দেবী হইয়া উঠিয়াছে।

কালিদাসের নাটকেও প্রকৃতি এইরূপ মানবেরই সখী। শকুন্তলার সখিগণের নাম করিতে হইলে প্রিয়ম্বদা অনসূয়ার সহিত সেই মালিনীতীরস্থা শ্যামলা প্রকৃতিরও উল্লেখ করিতে হয়। তপোবনের প্রতি তরুলতার সহিত শকুন্তলার সোদরস্নেহের সম্বন্ধ। এবং শকুন্তলার বিদায়কালে প্রিয়ম্বদা অনসূয়ার চক্ষু যেমন জলে ভরিয়া আসিয়াছিল, অসহায় হরিণশিশু যেমন অঞ্চল ধরিয়া টানিয়া গমনোদ্যতা শকুন্তলাকে বারবার নিবারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তপোবনের এই পল্লবিত প্রকৃতিও সেইরূপ অশ্রুছলছল নতনেত্রে আপন নির্ব্বাক্ বেদনা জানাইয়া শাখাবাহু দ্বারা প্রিয়সখীকে বুকভরা আলিঙ্গন দিয়াছিল।

শকুন্তলার এই প্রকৃতি
যখন শকুন্তলার বল্কল-বন্ধন
কুরবকশাখায় বল্কল আটক
প্রণয়ব্যাপার ঘনাইয়া আসে
বনের এই রমণীর প্রকৃতি
হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে শকুন্ত
শকুন্তলা প্রিয়ম্বদা অনসূয়া ক
মানবস্তূপ পড়িয়া থাকে।
অত্যন্ত শিথিল ও ক্ষণিক ব

কেবলি শকুন্তলায় নহে
প্রতি মদন বাণ উদ্যত করিব
ভাবে পূর্ণ হইয়া হরপার্ব্বতী
কালিদাসে মানবপ্রেম আপ
হইতে তাহার উপরে প্র
সম্পূর্ণ করে। এই জন্ত যো
সম্পূর্ণ সফল হয়—যেখানে
হইয়া কোমল ও মধুর হইয়া
পরিহারপূর্ব্বক আরণ্য শ্যাম
হিংসা নাই দ্বেষ নাই, সিংহ
মানবের পদপ্রান্তে বসিয়া
সর্ব্ব লোক সর্ব্ব জীব চেতন
প্রীতিশুভ্র পারিবারিকতা স

শেক্ষপীয়রে প্রেমের স
না। সেখানে সুখস্বপ্ন চন্দ্র
কালের বহু প্রণয়কাহিনী

আত্মবিসর্জ্জনের আবশ্যক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সহায়তা নাই, কৃতজ্ঞতা নাই, অনুকূলতা নাই, কেবল আপনার অন্তরের অপ্রতিহত ধৈর্য্য ও উপবাসসহিষ্ণু অকাতর অনুরাগে চিরজীবন একাকী বসিয়া কাজ করিয়া যাইতে হইবে।

সেই জন্য যে কয়েকটি মহাত্মা আমাদের দেশের কাজে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদিগকে মিসরের বিস্তীর্ণ মরুভূমির মধ্যে গুটিকতক নিঃসঙ্গ পিরামিডের মত দেখিতে হয়। এই মৃত সমভূমির মধ্যে তাঁহাদের সমুন্নত মহিমা দ্বিগুণ দেদীপ্যমান হয় বটে কিন্তু সেই সঙ্গে একটি সুবিশাল বিষাদ হৃদয়কে বাষ্পাকুল করিয়া তোলে। হায়, এত বড় জীবন যাহার নিকট নিঃশেষে সমর্পিত হইয়াছে সে জানিতেও পারিল না তাহার কি সৌভাগ্য এবং সে চিরদিনের জন্য কতখানি লাভ করিল।

ভাবসম্পদকে আমরা এখনও যথার্থ সম্পদরূপে গণ্য করিতে শিখি নাই। সাহিত্যরস যে আমাদের জীবনের খাদ্যপানীয়ের ন্যায় সত্যাবশ্যক তাহা এখনও আমরা সম্যক্ অনুভব করি না। বঙ্কিমচন্দ্রের সৃজনী শক্তি মাতৃভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়া বাঙ্গালীর জীবনের মজ্জার মধ্যে যে প্রবেশ করিয়াছে, বঙ্কিমের প্রতিভা-উৎসের ভাবপ্রস্রবন হইতে বাঙ্গালী যে নূতন জীবন-রস প্রাপ্ত হইয়াছে, বঙ্কিমের আবির্ভাবের পূর্ব্বে যেরূপ ছিল বঙ্কিমের আবির্ভাবের পরে বাঙ্গালীর জীবনের গঠনে যে তদপেক্ষা এক নূতন বৈচিত্র্যের সঞ্চার হইয়াছে তাহা এখনও আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি নাই।

এই স্থলে যদি আমি প্রসঙ্গক্রমে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত নিজের জীবনের সম্বন্ধ আলোচনা করি তবে ভরসা করি শ্রোতৃগণ আমার সেই প্রগল্‌ভতাকে অহমিকা জ্ঞান করিয়া অপরাধ লইবেন না। আজিকার এই শোকের দিনে বঙ্কিমের নিকট কেবল স্বজাতির নহে নিজের

নিজের বিশেষ কৃতজ্ঞতাঋণ
হয় এবং তাহা দমন করা অ
সৌভাগ্যক্রমে আমরা ব
লাভ করিয়াছিলাম। স্বল্প ই
হইতে হৃদয়ের পোষণযোগ্য
বার ক্ষমতা ছিল না। অথচ
রাম দাস, একত্র বাঁধানো
পারস্য উপন্যাস, বাঙ্গলা রবি
প্রতাপাদিত্য রায়ের জীবনচ
তখনকার কালের গ্রন্থগুলি
বাঙ্গলা গ্রন্থের সংখ্যা অল্প ছিল
গ্রন্থও অনেক বাহির হইত।
সহিত ভালমন্দ সকল গ্রন্থই
হৃদয়ের সেই স্বাভাবিক ক্ষু
প্রতিভা লক্ষ্মীরূপে সুধাভাণ্ড
ভূত হইলেন। তখন যে নূত
লাভ করিয়াছিলাম তাহা কে
তখনকার বয়স্ক লোকে
অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন তাহা
মনে পড়ে তাহাতে বোধ হয়
সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাঁ
বিদ্বেষ ছিল। এবং ক্ষুদ্র যে
বৃথা চেষ্টা করিত তাহারাই
তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গা
আবার এখনকার যে নূত

হইবাছেন তাঁহারাও বঙ্কিমেব পরিপূর্ণ প্রভাব হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিবার অবকাশ পান নাই। তাঁহারা বঙ্কিমের গঠিত সাহিত্য-ভূমিতেই একেবারে ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন, বঙ্কিমের নিকট যে তাঁহারা কতরূপে কতভাবে ঋণী তাহার হিসাব বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন না।

কিন্তু আমাদের সহিত যখন বঙ্কিমের প্রথম সাক্ষাৎকার হয় তখন সাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে কোনরূপ পূর্ব্বসংস্কার আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া বায় নাই এবং বর্ত্তমান কালের নূতন ভাব-প্রবাহও আমাদের নিকট অপরিচিত অনভ্যস্ত ছিল। তখন বঙ্গ-সাহিত্যেরও যেরূপ প্রাতঃসন্ধ্যা উপস্থিত আমাদেরও সেইরূপ বয়ঃ-সন্ধিকাল। বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্য্যোদয় বিকাশ করি-লেন, আমাদেরও হৃদ্‌পদ্ম সেই প্রথম উদ্ঘাটিত হইল।

পূর্ব্বে কি ছিল এবং পরে কি পাইলাম তাহা আনন্দউচ্ছ্বাসের সহিত আমরা এক মুহূর্ত্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। দুই কালের সন্ধিস্থলে যাহারা না দাঁড়াইয়াছে তাহারা সেই প্রবল প্রভেদ কিছুতেই অনুমান করিতে পারিবে না। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়বসন্ত, সেই গোলেবকাওলি, সেই সব বালকভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য! বঙ্গ-দর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মত "সমাগতো রাজবদুন্নত-ধ্বনির্।" এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ব্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত কাব্য নাটক উপন্যাস কত প্রবন্ধ কত সমালোচনা কত মাসিক পত্র কত

তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা
হইল।

আমরা কিশোরকালে
সমাগমের মহোৎসব দেখিয়
যে একটি আশার আনন্দ
ভব করিয়াছিলাম—সেই জ
হয়। মনে হয় সে দিন হৃদ
হইয়াছিল তদনুরূপ ফল লা
বেগ এখন আর নাই।
প্রথম সমাগমের প্রথম প্রব
না। সেই নব আনন্দ নবী
তুলনা করাই অন্যায়। বিব
ধ্বনি হয় সে রাগিণী চিরদিনে
আনন্দ এবং আশা, তাহার প
সুখ, ক্ষুদ্র বাধা বিঘ্ন, আবর্ত্তি
গভীর গম্ভীরভাবে নানা পথ
করিয়া সংসারপথে অগ্রসর হ
বাজিবে না। তথাপি সেই
কর্ত্তব্য-পথে চিরদিন আনন্দ

বঙ্কিমচন্দ্র স্বহস্তে বঙ্গভ
ভাবের পরিণয় সাধন করা
ম্নতা এবং আনন্দউৎসব ত
নাই। আজ নানা লেখা না
স্থিত হইয়াছে—আজ কো
আসে কোন দিন বা আপেক্ষা

আপনাকে প্রধান মনে করে; আপনার গত প্রচারকেই আধুনিক বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা বলিয়া জ্ঞান করে; কত তর্ক কত দ্বন্দ্ব কত ঘাত প্রতিঘাত তাহার আর সীমা নাই।

এইরূপই হইয়া থাকে এবং এইরূপই হওয়া আবশ্যক। কিন্তু কাহার প্রসাদে এরূপ হওয়া সম্ভব হইল সে কথা স্মরণ করিতে হইবে। আমরা আত্মাভিমানে সর্ব্বদাই তাহা ভুলিয়া যাই।

ভুলিয়া যে যাই তাহার প্রথম প্রমাণ, রামমোহন রায়কে আমাদের বর্ত্তমান বঙ্গদেশের নির্ম্মাণকর্ত্তা বলিয়া আমরা জানি না। কি রাজনীতি, কি বিদ্যাশিক্ষা, কি সমাজ, কি ভাষা—আধুনিক বঙ্গদেশে এমন কিছুই নাই রামমোহন রায় স্বহস্তে যাহার সূত্রপাত করিয়া যান নাই। এমন কি, আজ প্রাচীন শাস্ত্রালোচনার প্রতি দেশের যে এক নূতন উৎসাহ দেখা যাইতেছে রামমোহন রায় তাহারও পথপ্রদর্শক। যখন নব-শিক্ষাভিমানে স্বভাবতই পুরাতন শাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা জন্মিবার সম্ভাবনা, তখন রামমোহন রায় সাধারণের অনধিগম্য বিস্মৃতপ্রায় বেদ পুরাণ তন্ত্র হইতে সারোদ্ধার করিয়া প্রাচীন শাস্ত্রের গৌরব উজ্জ্বল রাখিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশ অদ্য সেই রামমোহন রায়ের নিকট কিছুতেই হৃদয়ের সহিত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে চাহে না।

রামমোহন বঙ্গদেশকে গ্র্যানিট্‌স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জনদশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র আজ তাহারই উপর প্রতিভার প্রবাহ ঢালিয়া স্তরবদ্ধ পলি মৃত্তিকা ক্ষেপন করিয়া গিয়াছেন। আজ বাঙ্গলাদেশ কেবল দৃঢ় বাসযোগ্য নহে, উর্ব্বরা শস্যশ্যামলা হইয়া উঠিয়াছে। বাসভূমি যথার্থ মাতৃভূমি হইয়াছে। এখন আমাদের মনের খাদ্য প্রায় ঘরের দ্বারেই ফলিয়া উঠিতেছে।

মাতৃভাষার বন্ধ্যাদশা
শালিনী করিয়া তুলিয়াছে
স্থায়ী উপকার করিয়াছে
আবশ্যক হয় তবে তদপেক্ষ
তৎপূর্ব্বে বাঙ্গলাকে
পণ্ডিতেরা তাহাকে গ্রাম্য
জ্ঞান করিতেন। বাঙ্গলা
পারে সে কথা তাঁহাদের স্ব
স্ত্রীলোক ও বালকদের জন্য
সরল পাঠ্যপুস্তক রচনা
ও পাঠয়োগ্যতা সম্বন্ধে
বেভেরও কৃষ্ণমোহন বন্দে
বাঙ্গলা গ্রন্থে দন্তস্ফুট করি
অসম্মানিত বঙ্গভাষাও
করিত। তাহার মধ্যে যে
ছিল তাহা তাহার দারিদ্র্য
মাতৃভাষার এত অবহেলা
দৈন্য কেহই দূর করিতে প
এমন সময়ে তখনকার
শিক্ষা সমস্ত অনুরাগ সমস্ত
সঙ্কুচিতা দীনহীনা বঙ্গভা
কালে কি যে অসামান্য
আজিকার দিনে আমরা স
তখন তাহা অপেক্ষা
ইংরাজিতে দুই ছত্র লিখি

ইংরাজি সমুদ্রে তাঁহারা যে কাঠবিড়ালীর মত বালির বাঁধ নির্ম্মাণ করিতেছেন সেটুকু বুঝিবার শক্তিও তাঁহাদের ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্র যে সেই অভিমান সেই খ্যাতির সম্ভাবনা অকাতরে পরিত্যাগ করিয়া তথনকার বিদ্বজ্জনের অবজ্ঞাত বিষয়ে আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিলেন ইহা অপেক্ষা বীরত্বের পরিচয় আর কি হইতে পারে! সম্পূর্ণ ক্ষমতাসত্বেও আপন সমযোগ্য লোকের উৎসাহ এবং তাঁহাদের নিকট প্রতিপত্তির প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া একটি অপরীক্ষিত অপরিচিত অনাদৃত অন্ধকার পথে আপন নবীন জীবনের সমস্ত আশা উদ্যম ক্ষমতাকে প্রেরণ করা কত বিশ্বাস এবং কত সাহসের বলে হয় তাহা পরিমাণ করা আমাদের পক্ষে সহজ নহে।

কেবল তাহাই নহে তিনি আপনার শিক্ষাগর্ব্বে বঙ্গভাষার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, একেবারেই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন। যত কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা সৌন্দর্য্যপ্রেম মহত্বভক্তি স্বদেশানুরাগ—শিক্ষিত পরিণত বুদ্ধির যত কিছু শিক্ষালব্ধ চিন্তাজাত ধনরত্ন সমস্তই অকুণ্ঠিতভাবে বঙ্গভাষার হস্তে অর্পণ করিলেন। পরম সৌভাগ্যগর্ব্বে সেই অনাদরমলিন ভাষার মুখে সহসা অপূর্ব্ব লক্ষ্মীশ্রী প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল।

তখন, পূর্ব্বে যাঁহারা অবহেলা করিয়াছিলেন তাঁহারা বঙ্গভাষার যৌবনসৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া একে একে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। বঙ্গসাহিত্য প্রতিদিন গৌরবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

বঙ্কিম যে গুরুতর ভার লইয়াছিলেন তাহা অন্য কাহারও পক্ষে দুঃসাধ্য হইত। প্রথমতঃ, তখন বঙ্গভাষা যে অবস্থায় ছিল তাহাকে যে, শিক্ষিত ব্যক্তির সকল প্রকার ভাবপ্রকাশে নিযুক্ত করা যাইতে পারে ইহা বিশ্বাস ও আবিষ্কার করা বিশেষ ক্ষমতার কার্য্য।

দ্বিতীয়তঃ, যেখানে সা
পাঠক অসামান্য উৎকর্ষে
অবহেলাভরে লেখে এবং
যেখানে অল্প ভাল লিখিলেই
কেহ নিন্দা করা বাহুল্য বি
অন্তরস্থিত উন্নত আদর্শকে
পরিশ্রমে সুলভ খ্যাতি লাভে
অপ্রতিহত উদ্যমে দুর্গম পা
মাহাত্ম্যের কর্ম্ম। চতুর্দ্দিকব
এমন গুরুভার আর কিছুই
শক্তি অতিক্রম করিয়া উ
তাহা এখনকার সাহিত্য
তখন যে আরও কত কঠিন
সর্ব্বত্রই যখন শৈথিল্য এবং
আপনাকে নিয়মব্রতে বদ্ধ ক

বঙ্কিম আপনার অন্তরে
বলে যে কার্য্য করিলেন ত
এবং তাহার পরবর্ত্তী বঙ্গ
অপরিমিত। দার্জ্জিলিং হ
দেখিয়াছেন তাঁহারা জানে
রবিরশ্মিসমুজ্জ্বল তুষারমুকু
পারিষদ্বর্গের কত উর্দ্ধে স
বঙ্গসাহিত্য সেইরূপ আকস্মি
সেইটি নিরীক্ষণ এবং পরিম
প্রভূত বল সহজে অনুমান

জে বঙ্গভাষাকে যে শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছেন অন্যেও রূপ শ্রদ্ধা করিবে ইহাই তিনি প্রত্যাশা করিতেন। শতঃ সাহিত্যের সহিত যদি কেহ ছেলেখেলা করিতে বঙ্কিম তাহার প্রতি এমন দণ্ডবিধান করিতেন যে রূপ স্পর্দ্ধা দেখাইতে সে আর সাহস করিত না।

ব আরও কঠিন ছিল। বঙ্কিম নিজে দেশব্যাপী একটি দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। সেই আন্দোলনের প্রভাবে চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, এবং আপন ক্ষমতার সীমা উ করিতে না পারিয়া কত লোক যে এক লম্ফে লেখক হইবার চেষ্টা করিয়াছিল তাহার সংখ্যা নাই। লেখার প্রয়াস জাগিয়া উঠিয়াছে অথচ লেখার উচ্চ আদর্শ তখনও দাঁড়াইয়া যায় নাই। সেই সময় সব্যসাচী বঙ্কিম এক হস্ত গঠনকার্য্যে এক হস্ত নিবারণ কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। একদিকে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিতেছিলেন আর একদিকে ধূম এবং ভস্মরাশি দূর করিবার ভার নিজেই লইয়াছিলেন।

রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্য্যের ভার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গসাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। সাহিত্যের পক্ষে যাহা কিছু অযোগ্য, যাহা কিছু অনাবশ্যক, যাহাতে কিছুমাত্র অবহেলা বা অক্ষমতা প্রকাশ পাইত তাহাকে তিনি কদাচ মার্জ্জনা করিতেন না। এই সমস্ত স্বল্পায়ু ক্ষুদ্র প্রাণীদের প্রতি তিনি এমন কঠোর আঘাত এমন সুতীব্র বিদ্রূপ প্রয়োগ করিতেন যে, অনেক সময় তাহা অনাবশ্যক নিষ্ঠুরতা বলিয়া মনে হইত;—অনেক সময় মনে হইত এই সকল ক্ষীণজীবী-দের প্রতি বঙ্কিমের প্রবল বাহুর আঘাত যথাযোগ্য নহে। বিশেষতঃ তখনও বাঙ্গালা লেখার শৈশব অভ্যাসগুলি দূর হয় নাই,

লেখকেরা তখনও বঙ্কিমের নূতন রাজত্বের কঠিন নিয়... করিয়া ধারণা করিতে পারে নাই, সে অবস্থায় স... ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া দোষকে কম করিয়া দেখিয়া... বাড়াইয়া তুলিয়া সাধারণতঃ উৎসাহ এবং প্রশ্রয় দি... বঙ্কিমের রাজদণ্ড সেরূপ দুর্ব্বলতা প্রকাশ করে নাই। ... ভাবে ঠক বাছিতে গিয়া গাঁ উজাড় করিবার যো কা...

কিন্তু বঙ্কিমের এই নিষ্ঠুরতা উচ্চ লক্ষ্য, অটল ... মহৎ পৌরুষের নিষ্ঠুরতা। বৃহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি যাহা... রাগ তিনি সমস্ত বাধাবিঘ্নকে নির্ম্মমভাবে ছেদন করি... যাহার আদর্শ অত্যন্ত উন্নত তাঁহার বিচার অনুরূপ কঠি...

নিজের বাগানের প্রতি যে মালীর যথার্থ অনুরাগ ... খাট কাঁটা গুল্ম জঙ্গলকে সে তীক্ষ্ণ কোদালি দিয়া ... উচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। যে সকল ক্ষুদ্র তৃণগুল্মজঙ্গল খা... তাহাদিগকে সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে... তাহারা দেখিতে দেখিতে সমস্ত স্থান আচ্ছন্ন করিয়া ... না হোক্ সংখ্যায় প্রধান হইয়া দাঁড়ায়, ভালয় মন্দয় ... কার হইয়া যায় যে নির্ব্বাচন করা বড়ই কঠিন হইয়া ... ভাল জিনিষ আপন জন্মভূমি হইতে প্রাণধারণযোগ্য র... না, ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া আসে।

এই কারণে, মন্দ রচনা সাহিত্যের বিচারালয়ে যেরূ... যে রচনা মন্দ নহে কিন্তু ভালও নহে, যাহাতে কোন ক্ষ... পায় নাই কোন সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট হয় নাই তাহাও ... দণ্ডের যোগ্য বলিয়া গণ্য হয়। উভয়ের প্রতিই নির্ব্বা... প্রচার হইয়া থাকে।

কিন্তু এই কঠিন কার্য্যের ভার লইতে অনেক সু...

তাহার দুই প্রধান কারণ আছে, এক ত কাজটা বড়ই য়তঃ অন্যের অপ্রিয় হইতে হয়।

পক্ষে অপ্রিয় হওয়া একটা মহৎ ক্ষতি। কারণ, লেখা যেমন আবশ্যক প্রীতির আবশ্যক তদপেক্ষা অল্প নহে। পাঠকের মনটি যদি অনুকূল থাকে অন্ততঃ প্রতিকূল বে ভাবের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা তাঁহার পক্ষে হয়। গোড়াতেই বিমুখ হইয়া বসিলে সহস্র তর্কের সৌ প্রতিপন্ন করা যায় না। এই জন্য প্রাচীন কবিরা গ্যাস্থ দ্বারা পাঠকের মন আর্দ্র করিয়া রচনা আরম্ভ তেন—তাঁহারা শ্রোতামাত্রকেই সুধীজন এবং সুধীমাত্রকে গ্রাহী হংস এবং কেবলমাত্র আপনাদিগকে অভাজন বলিয়া করিতেন এবং বোধ করি যথোচিত ফললাভ করিয়া মনে হাসিতে ছাড়িতেন না।

ন্তু যে লেখক সমালোচনা করেন তাঁহার পক্ষে এই নম্রতা রা বড় কঠিন। পাঠকেরা একেবারে বদ্ধপরিকর হইয়া বাঁধিয়া তাঁহার লেখা পড়িতে আরম্ভ করেন, এমন কি াংশ সময়ে পাঠ না করিয়াই অস্ত্রক্ষেপন করিতে থাকেন। রা ভুলিয়া যান যে অবলা সরস্বতীর হস্তে গদা নাই, কেবল বীণা আছে মাত্র।

ই কারণে, যে সকল লেখক রচনার দ্বারা অনিশ্চিতমতি পাঠক মনোরঞ্জনের উচ্চাশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন, সমা- কার্য্যে অগ্রসর হইতে তাঁহাদের অভিরুচি হয় না। রীতিমত র্য্য প্রবৃত্ত হইলে চিত্তও অনেকটা বিক্ষিপ্ত হয়। এই জন্য যে াহিত্যচর্চ্চা অধিক সে দেশে প্রায়ই লেখক এবং সমালোচক া স্বতন্ত্র হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে এখনও সেই কার্য্যবিভাগের
নাই—এবং বঙ্কিম যখন সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন
সময় আরও সুদূরবর্ত্তী ছিল। সেই জন্য রচনা এবং
এই উভয় কার্য্যই তিনি বীরের ন্যায় একাকী গ্র
এই দুষ্কর ব্রতানুষ্ঠানের যে ফল তাহাও তাঁহাকে
হইয়াছিল। মনে আছে, বঙ্গ-দর্শনে যখন তিনি
আসীন ছিলেন তখন তাঁহার ক্ষুদ্র শত্রুর সংখ্যা অল্প না
শত অযোগ্য লোক তাঁহাকে ঈর্ষা করিত এবং তাঁহার
অপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে ছাড়িত না।

কণ্টক যতই ক্ষুদ্র হোক্ তাহার বিদ্ধ করিবার ক্ষমতা
এবং কল্পনাপ্রবল লেখকদিগের বেদনাবোধও সাধারণের
কিছু অধিক। ছোট ছোট দংশনগুলি যে বঙ্কিমকে লাগি
তাহা নহে কিন্তু কিছুতেই তিনি কর্ত্তব্যে পরাঙ্মুখ হন
তাঁহার অজেয় বল, কর্ত্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা এবং নিজের প্রতি
ছিল। তিনি জানিতেন বর্ত্তমানের কোন উপদ্রব তাঁহার গ
আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না,—সমস্ত ক্ষুদ্র শত্রুর ব্যূহ হইতে
অনায়াসে নিষ্ক্রমন করিতে পারিবেন। এই জন্য চিরকাল
অম্লানমুখে বীরদর্পে অগ্রসর হইয়াছেন, কোন দিন তাঁহাকে
খর্ব্ব করিতে হয় নাই।

বঙ্কিম যে দিন সমালোচকের আসন হইতে অবতীর্ণ হই
দিন হইতে এ পর্য্যন্ত আর সে আসন পূর্ণ হইল না। স
প্রতি এখনকার সমালোচনার কোন প্রভাব নাই। সাধারণে
কার সমালোচনা কেবল বিজ্ঞাপনস্তম্ভ সজ্জিত করিবার ড
স্বরূপে দেখে। যথার্থ রসবোধ এবং সূক্ষ্ম বিচার প্রকাশ প
সমালোচনা বহুকাল দেখা যায় নাই। গ্রন্থ সমালোচ

সময়ে অযোগ্য লোকের হস্তে ন্যস্ত হয় এবং অনেক কৃতবিদ্য অত্যুক্তি, কাল্পনিকতা এবং অবান্তর প্রসঙ্গে তাঁহাদের রচনা সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলেন; গ্রন্থের অন্তর্গত প্রকৃত সাহিত্য-প্রাধান্য না দিয়া তাহার আনুষঙ্গিক নীতি অথবা অন্য কথার অবতারণা করিয়া পাঠকের চিত্তকে যথার্থ সাহিত্য-ভ্রষ্ট করেন। অন্য হিসাবে তাহার গৌরব থাকিতে পারে সমালোচনার হিসাবে তাহার মূল্য নাই। তাহাতে পাঠকদের ... বা নির্ব্বাচনশক্তির চর্চ্চা হয় না।

... এখনকার সাহিত্যে বিস্তর স্বেচ্ছাচারিতা এবং ইতর ভাবের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এখনকার কোন রচনা কোন যথার্থ ... সমালোচকের হস্তে কোনরূপ প্রতিঘাত প্রাপ্ত হয় না—সক... প্রধান হইয়া উঠিয়াছেন এবং সাহিত্যক্ষেত্র জঙ্গলে সমাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। সাহিত্যের মধ্যে সংযমের, সৌন্দর্য্যের, শিষ্টতার এবং উচ্চ আদর্শের আবশ্যক কেহ স্মরণ করাইয়া দিতেছেন না, স্বাভাবিক বিচার শক্তির সহিত নিরপেক্ষ ভাবে দণ্ডপুরস্কার বিধান করিবার কেহই নাই, পত্রে এবং সংবাদপত্রে উৎসাহ অত্যন্ত ... বিতরিত হইয়া থাকে এবং রাজকোষের শূন্য অবস্থায় কাগজের নোট যেরূপ অজস্র অথচ অনাদৃত হইয়া উঠে এই সকল প্রাচুর্য্যবিশিষ্ট সমালোচনাও সাধারণের নিকট সেইরূপ প্রায় বিনা-মূল্যে বিক্রীত হয়।

এই বর্ত্তমান দুরবস্থার উল্লেখ করিয়া কাহারও প্রতি দোষারোপ করা আমার অভিপ্রায় নহে। বিশেষতঃ এ দোষের অংশ যখন আমাদিগের সকলকেই বহন করিয়া লইতে হইবে তখন ইহার মধ্যে নিজের সান্ত্বনা বা শ্লাঘার কারণ কিছুই দেখি না। কিন্তু এই অরাজকতার চিত্র মনের মধ্যে অঙ্কিত করিয়া লইলে পাঠকগণ

বুঝিতে পারিবেন, সাহিত্য-সিংহাসনে কে আমাদের রাজা এবং তাঁহার অভাবে সে শাসনভার গ্রহণ করিবার যোগ্য কেহই উপস্থিত নাই। ইহাও বুঝিতে পারিবেন বঙ্কিম আমাদের সাহিত্যতরীর কর্ণধার হইয়াছিলেন তখন তরণী এমন আশ্চর্য্য বেগে অগ্রসর হইয়াছিল, আর আজই বা সে যথেচ্ছা ভাসিয়া যাইতেছে এবং নানা বাতাসে ঘুরিয়া মরি— আমাদের কাহারও সে ক্ষমতা নাই, সে সাহস নাই, সে নাই। আমরা যদি বা স্বস্ব শক্তি অনুসারে কেহ কেহ কোন কে বিষয়ে ঔৎকর্ষ্য লাভ করিতে পারি, কিন্তু বর্ত্তমানের গতি নিয়মিত করা, সমস্ত সাহিত্যকে চালনা করা আমাদের সাধ্যায় নহে। বঙ্গদর্শন তখনকার সমস্ত বঙ্গসাহিত্যের মর্ম্মস্থলে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করিতেছিল—এখন সে স্থান শূন্য সেই জন্য— সাহিত্যের বিশেষ কোন আকার প্রকার দেখা যায় না; তাহা আয়তন বৃদ্ধি হইতেছে কিন্তু তাহার রূপ নাই; তাহার কে লক্ষণ নাই, আদর্শ নাই, বিবেকশক্তি নাই, তাহার পক্ষে সক পথই সমান। সংসারযুদ্ধে বঙ্গসাহিত্যের সারথী কৃষ্ণ যেন আ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন।

সাহিত্যক্ষেত্রে কৃষ্ণের সহিত আমি আজ বঙ্কিমের তুলনা করিলাম। বঙ্কিমের মহাগ্রন্থ কৃষ্ণচরিত্র পাঠ করিলে লেখকে সহিত লেখকের আদর্শচরিত্রের সাদৃশ্য স্বতঃই মনে উদয় হয়।

সাহিত্যের মধ্যেও দুই শ্রেণীর যোগী দেখা যায়, ধ্যানযোগী এবং কর্ম্মযোগী। ধ্যানযোগী একান্তমনে বিরলে ভাবের চর্চা করেন, তাঁহার নিজেরই সহিত নিজের নিবিড় সম্বন্ধ। তাঁহা রচনাগুলি সংসারী লোকের পক্ষে যেন উপরি-পাওনা যেন যথ লাভের মত। আর সাহিত্যের কর্ম্মযোগী নিজের প্রতিভা নিজে

দ্বারা সংসারকে পূর্ণ করিতে চেষ্টা করেন। একজন স্থির
রের মত, আর একজন চির-প্রবাহিত উৎসের ন্যায়। গভী-
রত উভয়েরই সমান এবং উভয়েরই অপরিচ্ছেদ্য অন্তরতলে
অক্ষয় আধার আছে। কেবল একজনের ধ্যান এবং শান্তি,
র গতি এবং উৎসাহ।

ম সাহিত্যে কর্ম্মযোগী ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা আপ-
আপনি স্থিরভাবে পর্য্যাপ্ত ছিল না। সাহিত্যের যেখানে যাহা
ভাব ছিল সর্ব্বত্রই তিনি আপনার বিপুল বল এবং আনন্দ
াবমান হইতেন। কি কাব্য কি বিজ্ঞান কি ইতিহাস কি
যেখানে যখনই তাঁহাকে আবশ্যক হইত সেখানে তখনই
সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া দেখা দিতেন। নবীন বঙ্গসাহিত্যের
কল বিষয়েই আদর্শ স্থাপন করিয়া যাওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য
বিপন্ন বঙ্গভাষা আর্ত্তস্বরে যখনই তাঁহাকে আহ্বান করি-
সখানেই তিনি প্রসন্ন চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়াছেন।

ন্তু তিনি যে কেবল অভয় দিতেন সান্ত্বনা দিতেন অভাব পূর্ণ
ন তাহা নহে, তিনি দর্পহারীও ছিলেন। এখন যাঁহারা
হিত্যের সারথ্য স্বীকার করিতে চান তাঁহারা দিনে নিশীথে
কে অত্যুক্তিপূর্ণ স্তুতিবাক্যে নিয়ত প্রসন্ন রাখিতে চেষ্টা
কিন্তু বঙ্কিমের বাণী কেবল স্তুতিবাদিনী ছিল না, খড়্গ-
ও ছিল। বঙ্গদেশ যদি অসাড় প্রাণহীন না হইত তবে
ত্রে বর্ত্তমান পতিত হিন্দুসমাজ ও বিকৃত হিন্দুধর্ম্মের উপর
ঘাত আছে সে আঘাতে বেদনাবোধ এবং কথঞ্চিৎ চেতনা
রিত। বঙ্কিমের ন্যায় তেজস্বী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত
কহই লোকাচার দেশাচারের বিরুদ্ধে এরূপ নির্ভীক স্পষ্ট
ণ আপন মত প্রকাশ করিতে সাহস করিত না। এমন কি,

বঙ্কিম প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি ঐতিহাসিক বিচার করিয়া তাহার সার এবং অসার ভাগ পৃথককরণ, তাহার এবং অপ্রামাণ্য অংশের বিশ্লেষণ এমন নিঃসঙ্কোচে করিয়া এখনকার দিনে তাহার তুলনা পাওয়া কঠিন।

বিশেষতঃ দুই শত্রুর মাঝখান দিয়া তাঁহাকে পথ চলিতে হইয়াছে। একদিকে, যাঁহারা অবতার মানেন না শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দেবত্বারোপে বিপক্ষ হইয়া দাঁড়ান। অ যাঁহারা শাস্ত্রের প্রত্যেক অক্ষর এবং লোকাচারের প্রথাকে অভ্রান্ত বলিয়া জ্ঞান করেন তাঁহারাও, বিচারের দ্বারা শাস্ত্রের মধ্য হইতে কাটিয়া কাটিয়া কুঁদিয়া কুঁদিয়া মনুষ্যের আদর্শ অনুসারে দেবতাগঠনকার্য্যে বড় প্রসন্ন এরূপ অবস্থায় অন্য কেহ হইলে কোন এক পক্ষকে সর্ব্বা আপন দলে পাইতে ইচ্ছা করিতেন। কিন্তু সাহিত্য-মহার দক্ষিণে বামে উভয় পক্ষের প্রতিই তীক্ষ্ণ শরচালন করিয়া তাঁ... প্রসন্ন হইয়াছে—তাঁহার নিজের প্রতিভা কেবল একমাত্র সহায় ছি। তিনি যাহা বিশ্বাস করিয়াছেন ত ব্যক্ত করিয়াছেন—বাক্‌চাতুরী দ্বারা আপনাকে বা অন্যকে করেন নাই।

কল্পনা এবং কাল্পনিকতা দুইয়ের মধ্যে একটা মস্ত আছে। যথার্থ কল্পনা, যুক্তি সংযম এবং সত্যের দ্বারা আকারবদ্ধ—কাল্পনিকতার মধ্যে সত্যের ভান আছে ম তাহা অদ্ভুত আতিশয্যে অসঙ্গতরূপে স্ফীতকায়। তাহ যেটুকু আলোকের লেশ আছে ধূমের অংশ তাহার শতগুণ দের ক্ষমতা অল্প তাহারা সাহিত্যে প্রায় এই প্রধূমিত তার আশ্রয় লইয়া থাকে—কারণ, ইহা দেখিতে প্রকা